(Registered No C. 421.

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

নগদ মূল্য ৶০ | বার্ষিক মূল্য সডাক ২৸০ টাকা

THE BUSINESSMAN.

ব্যবসায়ী

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। | New Series. January 1926. | নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী ১৯২৬। | Vol 20 No 1

(Registered No C. 421.)

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

নগদ মূল্য ৵০

বার্ষিক মূল্য সডাক ২।০ টাকা

THE BUSINESSMAN.

ব্যবসা ও বাণিজ্য

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। | New Series. January 1926. | নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী ১৯২৬। | Vol 20 No 1

সীলেট চুণ

সীলেট চুণের গাঁথুনি একখণ্ড কঠিন প্রস্তরের ন্যায় পরিণত হয়।

(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তাবন্দী করিয়া রেলে কিম্বা ষ্টীমারে বুক করিয়া দিই।

কিলুবরণ এণ্ড কোং, ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
সীলেট লাইম কোং লিঃ
কলিকাতা।

জার্ম্মাণী হইতে আনীত।

অটো—অটো—অটো

গোলাপ, হেনা, মস্‌ক, এবং চামেলী প্রভৃতি ভারতীয় পুষ্পরাজীর গন্ধ সার—আতর।

এসেন্স নয়। দীর্ঘকাল গন্ধ থাকে। শিশিগুলি দেখিলে মুগ্ধ হইবেন—প্রিয়জনকে উপহার দিবার একেবারে চমৎকার জিনিস—সুন্দর চিত্রবিশিষ্ট কার্ডবোর্ডে আঁটা। প্রত্যেক শিশি ।৵, ডজন ৫৲, দোকানদারগণ প্রত্যেক শিশি ১৲ টাকায় বিক্রয় করে। ডাকমাশুল ভিপি স্বতন্ত্র। ২ ডজন একত্রে মায় কার্ডবোর্ড সমেত লইলে ৭৷৷০ টাকা। ছবিখানিই ১৷০ টাকায় বিক্রয় হইবে।

শ্রীআদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
C/o Manager "কাজের লোক"
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার।

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন, কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷৷০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,
আমেরিকা।

RIO CHEMICAL COMPANY.
(Founded 1870)
79 Barrow Street, New York U. S. A.

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XX.
১ম সংখ্যা।	JANUARY, 1926.	জানুয়ারি, ১৯২৬।	No. 1.

নমো নারায়ণায়

"কাজের লোক" বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বিংশতি বর্ষ "কাজের লোক" একনিষ্ঠ হইয়া শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি বহু বহু আবশ্যকীয় বিষয়েরই আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে, এবং যতদিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হইবে, তত দিনই এই প্রকারেরই কার্য্যে জীবনপাত করিয়া আসিবে। সহায়—লোকনারায়ণ এবং ভগবান মাত্র।

"কাজের লোক" সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যের মাসিক পত্র, বাৎসরিক সডাক ২॥ টাকা মাত্র। এই মূল্যে চিত্রাদি দেওয়া সম্ভব হইতে পারে না। যাহা কিছু সাধারণ লোকের জ্ঞাতব্য—স্বাবলম্বনের উপায় স্বরূপ, তাহা লইয়াই আমাদের আলোচনা—আমরা বরাবর সেই ব্রতই পালন করিবার প্রয়াস পাইব। "কাজের লোকে" আপামর সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে, সুতরাং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা আদরণীয় হইবারই কথা। এই আবশ্যকীয় কথাটী লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ীগণ ইহাতে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন, হতাশ হইতে হইবে না ইহা আমরা জানি। বিজ্ঞাপনের হারও অন্যান্য কাগজের বিজ্ঞাপনের হারের তুলনায় সুলভ। এখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালনে তাঁহারই অনুকম্পা লাভে সমর্থ হই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গতবারে আমাদের কয়েকজন গ্রাহক সমস্ত বর্ষ কাগজ লইয়া গা ঢাকা দিয়া ছিলেন, সুতরাং এবার আমরা অগ্রিম মূল্য না পাইলে গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত করিব না যাঁহারা এ বৎসর কাজের লোকের গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, দয়া করিয়া জানুয়ারী সংখ্যা পাইয়াই যেন মণিঅর্ডার দ্বারা তাঁহাদের দেয় টাকা পাঠাইয়া দেন। অনর্থক ভিপির খরচা এবং আমাদের পরিশ্রম বাড়াইবেন না।

কার্য্যাধ্যক্ষ

"কাজের লোক"

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Ancient Industries of India.

সেকালের শিল্প।

লেখক ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী,
হিমায়েৎপুর, পাবনা।

—:০:—

যৎকালে পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তখন কেবল ভারতাকাশেই জ্ঞানরবি সমুদিত ছিল। সেই অপরিজ্ঞাত বৈদিক সময়ে বা সত্যযুগে ভারত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ও পালিত ছিল। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় আর্য্যগণ শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নত ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধক ছিলেন। তখন আর্য্যেরা স্বদেশে নানাপ্রকার শিল্প দ্রব্যের উন্নতি সাধন করিয়া অন্যান্য দেশকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এই বিংশ শতাব্দিতে যে সকল দ্রব্য দেখিয়া আমরা চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতেছি, তৎকালে আর্য্য গৃহ তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দ্রব্য সম্ভারে পরিপুর্ণ ছিল। আজ আমরা পৃথিবীর প্রাচীনাবস্থায় সেই বৈদিক কালীয় ভারতের শিল্প কলার একাংশও যদি প্রাপ্ত হইতাম, তবে নিজবাসে পরপ্রত্যাশী হইতাম না। এখন যেমন জল অগ্নি বায়ু, ও অন্ন বস্ত্রের জন্য আমরা পরের মুখাপেক্ষী, তখন সেই সকলের জন্য কতদেশ আমাদের মুখাপেক্ষী ছিল। এই সকল কথা মনে উদিত হইলেই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরন্তু পরক্ষণেই আবার সেই ভারতবাসীর অন্ন বস্ত্রের দুর্দ্দশা ভাবিয়া আত্মগ্লানিরূপ অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে।

হায়! ভারতের ভাগ্যে কি আবার সেইদিন উপস্থিত হইবে? ভারতবাসীগণ কি দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া শিল্পের দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করিবে? যে শিল্পবলে আজ জর্ম্মণী, জাপান, আমেরিকা ঐশ্বর্য্যে লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমারূঢ়, ভারতবাসী কি তাহাদের দেওয়া সে শিল্প বিজ্ঞান আবার চর্চ্চা করিয়া আপনাদের দুঃখ দৈন্য দূর করিবে? হায়! কবে ভারতবাসী চকচকা, ঝকঝকা ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহ-শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? যে ভারতে গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা এক কালে জাতিবিভাগ হইয়াছিল, যে ভারতের লোক এককালে সুবৃহৎ বাণিজ্য পোত নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নিজ দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সকল লইয়া সমুদ্রে গমন করতঃ ভিন্ন দেশে আপন শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, আজ তাহাদেরই অনুকরণে অন্য দেশের শিল্প-সম্ভার ভারতে খ্যাতি লাভ করিতেছে। কি দুঃখের বিষয়! কি পরিতাপের বিষয়!! ভাবিলে ক্ষোভে, দুঃখে হৃদয় আত্মহারা হইয়া যায়। যেদিন ভারতবাসী বৃথা জাত্যাভিমান ও শিক্ষাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শিল্প প্রিয় হইবে, গৃহে গৃহে গৃহশিল্পের উন্নতি করিবে, ঘরে ঘরে চরকার ঘ্যাঁন ঘ্যাঁনানি শব্দ শুনাইবে, সেই দিন হইতে ভারতের এ দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে; অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা দুর হইবে; ভারতে স্বরাজ পতাকা উড্ডীন ও সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত হইবে।

যে দেশে কোন বিষয়েরই প্রকৃষ্ট প্রণালিবদ্ধরূপে লিখিত কোন পুরাবৃত্ত নাই, তথায় প্রাচীন কালের শিল্প বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং বর্ত্তমান কালে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ দ্বারা তৎকালীয় বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু অতি পুরাতন কালে শিল্পকলায় যে, ভারতবাসী দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে অনেক প্রমাণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্য-শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যে দর্শন বেদ, বার্ত্তা, মনুসংহিতা, বাল্মিকি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল শিল্পের বিষয় উল্লেখ আছে, তদ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, একালের বাষ্পীয়-পোত, এরোপ্লেন, আগ্নেয়াস্ত্র, প্রভৃতি সেকালেও ছিল, আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

তৎকালে রাজা যে শিল্প দ্রব্যের উপর কর লইতেন, তাহা মনু ৭ম অধ্যায় ১৩১ ও ১৩২ শ্লোক পাঠে বুঝিতে পারা যায়।

আদদীতথে ষড়ভাগং দ্রু-মাংস-মধু-সর্পিষাম্।
গন্ধৌষধি রসানাঞ্চ পুষ্পমূলকলস্য চ ॥ ১৩১
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্যচ ॥ ১৩২

ভাবার্থ—বৃক্ষ; মাংস, মধু, ঘৃত, গন্ধ-দ্রব্য, ঔষধ, বৃক্ষাদির রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ; বংশনির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, প্রস্তরময় দ্রব্য, এই সপ্তদশ প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে যে লাভ হইবে, রাজা তাহার ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন।

ইহা দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে, সেকালে বাঁশ, চর্ম্ম, মাটী, পাথর দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং তাহা প্রস্তুত করিবার অস্ত্রাদি এই দেশেই প্রস্তুত হইত।

কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥

মনু ৭ম অধ্যায় ১৩৮ শ্লোক।

কারু (কারিকর) শিল্পী, পাচক, মদক, কাংস্যকার, শস্ত্রকার, মালাকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চিত্রকর, লেখক, সূত্রধর, তৈলিক প্রভৃতি ও শূদ্র অর্থাৎ দাস পদবাচ্য এবং যাহারা শারীরিক পরিশ্রমে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন কর্ম্ম করাইয়া লইতেন। তাহাদের রাজকর দিতে হইত না। এতদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালে উক্ত প্রকার শিল্পী ও শিল্প সকল এদেশে ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। শিল্পীদিগকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্য রাজা তাহাদের নিকট রাজকর না লইয়া কেবল একদিনের বেগার মাত্র লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূক্তে সামদ্রিক নৌকার উল্লেখ আছে।

"ঋগ্বেদে দেখা যায় যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে যে সকল রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগের বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল। স্বর্ণময় ও লৌহময় বর্ম্মের ব্যবহার ছিল। আর্য্যেরা রথ নির্ম্মাণে সুপটু ও উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। এই সকল রাজার প্রজাগণ কৃষিকার্য্য, শিল্প, তন্তুবয়ন ও স্থাপত্য কার্য্য করিত। সোমরস প্রস্তুত জন্য উদুখল, মুষলের ব্যবহার ছিল, চিনি দুগ্ধ, যবের জল সোম লতা রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সোম রস চুয়াইয়া প্রস্তুত করিত।

অরিত্রং বাং দিবস্পৃথ্ তীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ।
ধিয়া যুযুগ্র ইন্দবঃ॥

ঋগ্বেদ ৩য় অধ্যায় ৪৬ সূক্ত ৮ ঋক।

"তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তৃত যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে। ভূমিতে রথ রহিয়াছে; সোম-রস তোমাদের যজ্ঞ কর্ম্মে নির্ম্মিত হইয়াছে।"

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সমুদ্র-গামী সুবৃহৎ জাহাজ ও এরোপ্লেনের ন্যায় আকাশগামী রথ তৎকালে এই দেশে এই দেশীয় লোক দ্বারাই প্রস্তুত ও চালিত হইত।

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চম স্বর্গে কোশল রাজ্যের বর্ণনায় আছে যে,

কোশলোনাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদোমহান্।
নিবিষ্টঃ সরযুতীরে প্রভুত ধনধান্যবান্॥
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যাপুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥
আযতাদশ চদ্বেব যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত-মহাপথা॥
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্ত পুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্র বিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমা বাসয়ামাস দিবিদেব পতি যথা॥
কপাট তোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাং।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী মুষিতাং সর্ব্ব শিল্পিভি।
মুতমাগধ সম্বাধাং শ্রীমতী মতুলপ্রভাম্।
উট্টাট্টাল ধ্বজবতীং শতঘ্নীশত সঙ্কুলাম্॥
বধুনাটক-সঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃপুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্॥
দুর্গ গম্ভীর পরিখাং দুর্গামটন্যদুর্রাসদাম্।
বাজিবারণ সম্পূর্ণাং সোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥
সামন্ত রাজ-সঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানা দেশ-নিরাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপ-শোভিতাম্॥
প্রাসাদৈরত্ন-বিকৃতৈঃ পর্ব্বতেরিব-শোভিতান্।
কুটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণা-মিন্দ্রস্যেবা-মরাবতীম্॥
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুক্তাম্।
সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণাং বিমাণ গৃহশোভিতাম্॥
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিরেশিতাম্।
শালিতণ্ডুল সম্পূর্ণামিক্ষু কাণ্ডর সোদকাম্॥
দুন্দুভিমৃদঙ্গৈশ্চবীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাংতামনুত্তমাম্॥
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপনাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিত বেশানাং নরোত্তম সমাবৃতাম্॥
যেচবার্ণৈনবিধ্যন্তি বিবিক্তম পরাপরম্।
শব্দ বেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ॥
সিংহ-ব্যাঘ্র বরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে।
হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্বাহু-বলৈরপি॥
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈ।
পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথ স্তদা॥

ভাবার্থ—"সরযূ নদী-তটে প্রচুর ধনধান্য সম্পন্ন হৃষ্টপুষ্ট বহু লোক সমাকীর্ণ কোশল নামে এক বিশাল রাজ্য বিদ্যমান আছে। ত্রিভুবন বিখ্যাত অযোধ্যা নামে মহানগরী উহার রাজধানী। মানব শ্রেষ্ঠ বৈবস্বত মনু, স্বয়ং সেই অযোধ্যা-নগরী স্থাপন করিয়া ছিলেন। সেই রমণীয়া মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তৃর্ণ এবং সুবিভক্ত মহাপথে (বহির্মার্গ) ও সুপ্রশস্ত রাজপথে সুশোভিত। পথ সকল বিকশিত কুসুম কলাপ-সহযোগে রমণীয়। রাজ-মার্গ নিয়ত বারিধারা-সংযোগে ধুলি-শূন্য। ইন্দ্রতুল্য মহারাজ দশরথ, অমরাবতী সদৃশ সেই নগরীতে বাস করিতেন। তদীয় শাসন, ধর্ম্ম ও ন্যায়-সঙ্গত হওয়ায়, বহুতর লোক তথায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তোরণ-শ্রেণী কপাট সম্বন্ধ এবং দোকান-সকল সুবিভক্তাবকাশ-সংযুক্ত। নগরে প্রাকারো-পরি যন্ত্র-সমূহ ও আয়ুধাগারসকল সংস্থাপিত। সর্ব্বপ্রকারের শিল্পী ও সূতমাগধাদি বৈতালিকগণের নিবাস হেতু, সেই মহানগরী অতুল শোভায় পরিশোভিত। স্থানে স্থানে উচ্চ সৌধাবলী বিরাজমান এবং সৌধপরি পতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে। নগরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত এবং প্রাচীরো-পরি শত শত লৌহময় শতঘ্নী (কামান) নামক আয়ুধ সংস্থাপিত। নগরের সর্ব্বত্র নাট্যশালা, ক্রীড়ার্থ পুষ্প বাটিকা ও আম্রবন; দুর্গম গম্ভীর জলপূর্ণ পরিখা পরিবেষ্টিত। শত্রুগণের দূরাক্রম্য ও দুঃসাধ্য, মন্দুরাদিগৃহ সমূহ হস্তী, অশ্ব গো উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশুসমূহে পরিপূর্ণ। তথায় করদ ও মিত্ররাজগণ যজ্ঞ কর দান করিতে উপনীত হইতেছে। নানা

দেশবাসী বণিকেরা বাণিজ্য দ্বারা নগর শোভাময়ী করিয়াছে, রত্ন-বিনির্ম্মিত পর্ব্বত-প্রমাণ প্রাসাদ সমূহ শোভা বিস্তার করিতেছে. বারনারীগণ বিচিত্র সর্ব্বরত্ন বিভূষিত সপ্ততল গৃহ সমূহে বাস করিতেছে। নগরের সন্নিকট পৌর ও কুটুম্বগণের গৃহ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত। নগরী শালি তণ্ডুলে পূর্ণ। সরোবর সকল ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি বাদিত্র-সকল নিয়ত বাজিতেছে। দেবলোকবাসী সিদ্ধগণের তপোলব্ধ বিমানের ন্যায় অযোধ্যা অনুপম স্থান। ঐস্থানে সাধু-গণে সমাবৃত স্বজনবিহীন, নিঃসহায়, পিতা ও পুত্র রহিত লোক, লুক্কায়িত, যুদ্ধ হইতে পলায়িত ব্যক্তিগণ ক্ষমার্হ, অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগ নিপুণ সহস্র সহস্র বীরগণ দ্বারা এই নগরী পরিপূর্ণ, সাগ্নিক, গুণবান্ বেদবেদান্তপারগ বদান্য সত্যব্রত, মহর্ষিকল্প ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণ ছিল।"

এই অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে শিল্পকলার কিরূপ চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং কি মার্জ্জিত শিল্পজ্ঞানই তাঁহাদের ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদানার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানা জাতীয় রাজগণ যেরূপ বিবিধ মহার্হ দ্রব্যসমূহ উপহার প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে ভারতবর্ষের ধন, সমৃদ্ধি সুখ, সভ্যতা, শিল্পাদি উন্নতির চরম সীমায় উপ-স্থিত হইয়াছিল। এই উপহারের মধ্যে মেষ লোমজ কৌষেয়, সুবর্ণ মণ্ডিত বৃষদংশজাত দ্রব্য, প্রাধার, অজিন, রাঙ্কব (শাল) কম্বল, প্রস্তরময় ভাণ্ড, দ্বিরদরদ নির্ম্মিতৎ সবু (বাঁট) মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, যুত অসি সকল, মনিকাঞ্চনখচিত গজদন্তময় দ্রব্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিবিধশস্ত্র, সুবর্ণ শোভিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম, নানাবিধ রথ, বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণ সমূহ, বিবিধরত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচাদি-শস্ত্র এবং অন্যান্য মহৎ দ্রব্য, সূক্ষ্মবস্ত্র, আস্তরণ বস্ত্র, কীটজ (কৌষেয়) পট্টজ, কুটাকৃত, নীল পদ্মাভ কোমল কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, বিবিধ রস, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বহুমূর্ম্ল্য দ্রব্য সকল ছিল। এতদ্দ্বারা তৎকালীন শিল্পের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়।

এক সময় মহাসত্ত্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনিত পাপক্ষয়ার্থ তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বাদশবর্ষ ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মনিপুর, প্রভৃতি দেশের যে সকল অট্টালিকা ও শিল্প দ্রব্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সমস্ত ভারতীয় শিল্পের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ দময়ন্তী সয়ম্বরে আহুত হইয়া বিকৃত বেশ সারথীরূপী নলের সাহায্যে এক দিবসে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ দেশের রাজধানী কৌণ্ডিল্য নগরে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। সুতরাং তৎকালে রথের গমনাগমন জন্য ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত পথ বর্ত্তমান ছিল বুঝিতে পারা যায়।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ ময়দানব নির্ম্মিত অভূতপূর্ব্ব মহাসভা পরিদর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, তাৎকালিক ভারত শিল্পৈশ্বর্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

যৎকালে বারণাবত নগরস্থিত জতুগৃহ হইতে পলায়িত সমাতৃক পাণ্ডবগণ গঙ্গা নদী পার হইবার নিমিত্ত ভাগীরথী তীরে উপনীত হইলেন, তৎকালে মহামতি বিদুর কুন্তীদেবীকে এ কথানি বৃহৎ পোত দেখাইয়া বলিলেন যে, এই নৌকা বাতসহ, ইহা যন্ত্র-যুক্তা, ইহা পতাকা বিশিষ্টা, জলপথে ঝটীকা ও তরঙ্গ ইহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। বর্ত্তমান জাহাজের ন্যায়ই যে ঐ নৌকা ছিল, অনুমান করা কি অসঙ্গত?

(ক্রমশঃ)

প্রজাসত্ত্ব আইন।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হইবার একটা ধূয়া উঠিয়াছিল, পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে। সেই সময় প্রজাগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। মধ্যবৃত্ত লোকে ভাগচাষীর নিকট হইতে জমী ছাড়াইয়া লইয়া ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল, অনেকে নিজেরা কোন প্রকারে চাষ করিতেও বাধ্য হইয়া-ছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই সময় ব্যাপার দেখিয়া সংশোধন প্রস্তাব স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার এই বৎসরে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন প্রস্তাব উঠি-য়াছে। ইহাদ্বারা পুনরায় সেইরূপ চাঞ্চল্যই উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংশোধনের প্রস্তাব সমূহের মধ্যে ভাগবাসী বা বর্গাবাসীর স্বত্ব জন্মাইয়া দেওয়াই হইয়াছে বিষম প্রস্তাব। ভাগ বা বর্গাবাসী চাষ করিয়া দিয়া অর্দ্ধেক শস্যের ভাগ তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইয়া থাকে, অর্দ্ধেক জমীর মালিক লইয়া থাকে। এই প্রথায় স্মরণাতীত কাল হইতেই মধ্যবৃত্ত লোক চাষীদিগকে জমী বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া লোকে বেশ শান্তিতেই

বসবাস করিয়া আসিতেছিল, সহসা দেশের কতকগুলি তথা কথিত নায়ক প্রজার দুঃখে কাতর হইয়া উঠিয়া প্রজার হিতার্থে লাগিয়া পড়িলেন। ওদিকে গবর্ণমেণ্ট প্রজার অবস্থা ভাল করিবার অজুহাতে আইনটী সংশোধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু এই বর্গা প্রজার সম্বন্ধে ঐরূপ স্বত্ব বর্ত্তাইয়া দিতে যাইলে প্রজার হিতের পরিবর্ত্তে যে ঘোর অহিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যেই জমীর মালিকগণ প্রজার নিকট হইতে জোত ছাড়াইয়া লইতেছেন, তাঁহারা বরং জমী ফেলিয়া রাখিয়া দিবেন, তথাপি প্রজার হাতে জমী দিবেন না। চাসীগণ পরের জমী চাষ করিয়া কোনরূপে দিনাতিপাত করিত, এখন তাহারা যে কি উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা অবশ্য খুবই চিন্তার বিষয়।

ইহা দ্বারা দেশে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে, দস্যুতা, চৌর্য্য ভয় বৃদ্ধি হইবে, স্বত্ব লইয়া জমীর মালিকে এবং প্রজায় ঘোর মোকদ্দমা মামলা, খুন জখম পর্য্যন্ত হইবে। মোকর্দ্দমার ব্যয়ে কৃষকগণ একদম নিঃস্ব হইয়া পড়িবে, জমীর মালিকগণও সর্ব্বস্বান্ত হইবে। সুতরাং এমন অনর্থকর ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট বা তথাকথিত অদূরদর্শী প্রজার দরদী হিতকামী মহাশয়গণের অগ্রসর হওয়া আদৌ উচিত হইবে না। এই সংশোধন প্রস্তাবে প্রজা এবং জমীর মালিকগণের কোন হিতই সাধিত হইবে না, হইতে পারে না। বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিই এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ কল্পে সারবান যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে মালিকগণ কিছু জমী যায়গা করিতে সক্ষম হইয়া তাহা ভাগে বিলি করিত। চাষী তাহার অর্দ্ধাংশ কেবল পারিশ্রমিক হিসাবে পাইয়া থাকে। এখনকার অনেক ধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য চাসী ভাগে জমী লইয়া শস্যের অর্দ্ধেক অংশই লইয়া সন্তুষ্ট হয় না; মালিককে নাম মাত্র সিকি ভাগ দিয়াই বাকী বার আনা অংশ সে আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে, একথা যাঁহারা ভাগে বিলি করিয়াছেন, তাঁহারা বেশই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার উপরেও আবার ভাগ চাষের জমীর উপর প্রজার স্বত্ব বসাইবার চেষ্টা যে কতদূর সমীচীন তাহা প্রণিধান করা উচিত। যতদূর আমরা জানি প্রজাও এই সর্ব্বনাশকর আইন চাহে না। কারণ এইরূপ আইন পাশ হইলে জমীজমার দর কমিয়া যাইবে মোকর্দ্দমার ব্যয়ে প্রজার ভিটা পর্য্যন্ত দেনার দায়ে বিকাইয়া যাইবে আর তাহার জোত স্বত্বও মহাজনের হস্তগত হইবে।

এরূপ অনিষ্টকর আইন কখনই পাশ হওয়া উচিত নহে, এবং আমরা আশা করি, দেশের প্রজার প্রতিনিধিগণ এবং গবর্ণমেণ্ট চির প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইহা দ্বারা প্রজা এবং জোতের মালিকগণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ পাইবে। ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কোন পক্ষেরই নিকট ধন্যবাদার্হ হইতে পারিবেন না। এই বর্গা চাষের উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ না করাই মঙ্গল জনক হইবে।

অপরদিকে আমরা বলি, প্রত্যেক গ্রাম হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ আর সময় নাই। এই বিল পাশ হইলে আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনের আশা নাই, সুতরাং সকলে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন, আর বেশী সময় নাই।

সূতার উৎকর্ষ।

(২)

পাক স্থায়ী রাখা।

পাক দেওয়াতে তুলার আঁশ পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া সুতা হয়। পাক দেওয়ার পর সুবিধা পাইলেই পাক খুলিতে থাকে। যদি সুতা অমনি ফেলিয়া রাখা যায়, তবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহার পাক খুলিতে থাকে এবং কালে সুতা ক্রমশঃ কমজোর হইয়া একেবারে অকেজো হইয়া যাইবে। যদি চাপে রাখা হয় বা টানে রাখা হয়, তবে সুতার পাক খুলিবার সম্ভাবনা কম থাকে। সেইজন্য সুতা কাটার পরেই উহা লাটাইতে টানের উপর জড়াইয়া রাখিতে হইবে। তারপর কতকটা সুতা একত্র হইলে উহা লাটাই হইতে লইয়া শক্ত করিয়া পেঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ফেটিগুলি একত্র করিয়া আবার চাপে রাখা দরকার। প্রতি পদে টান বা চাপের উপর না রাখিলে সুতা কম জোর হইবেই। যে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে সুতা উৎপন্ন হয়, সে সকল স্থানের কেন্দ্রকর্ত্তৃক ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিতে হইবে যে সুতা চাপে রাখা হয়। কাটুনীবাড়ী হইতে সুতা পাওয়ার পর তাঁতীর দ্বারা ব্যবহার হওয়ার মধ্যে যতই সময়ের ব্যবধান হইবে, ততই সাবধানতা বেশী আবশ্যক। দুই মাস

পরে যদি সুতা ব্যবহারের আবশ্যক হয়, তবে তাহা খুব চাপিয়া গাঁইট বাঁধিয়া রাখার সার্থকতা বিচক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তা মাত্রেই অনুভব করিবেন। মোড়া বাঁধিতে শিথিলতা করিলে যে সুতা খারাপ হইবে; এই জ্ঞান হয়ত অনেক কর্ম্মকর্ত্তার নাই। সেই জন্য অনেক সময় চরকার সুতা অকারণ নরম ও অশক্ত অবস্থায় তাঁতীর হাতে পৌঁছে।

ফেটি করার উপর শক্ত করিয়া মোড়ক করা নির্ভর করে। এক একটী ছোট নিরেট শসার মত আকারে সুতা লাটাই হইতে নামাইয়া বিক্রয়ের জন্য আইসে। এই প্রকারের ফেটি স্থূলতা বশতঃ ও বর্ত্তুলাকৃতি বলিয়া পাকাইয়া মোড়ক করা যায় না, কাজেই প্রতিনিয়তই এই সকল ফেটির সুতা খারাপ হইতে থাকে। এই প্রকার ফেটি করিবার প্রথা রহিত করাই কর্ত্তব্য। কিঞ্চিৎ অধিক মূল্য দিয়াও বড় ফেটিতে সুতা গ্রহণ করা আরম্ভ করিলে এই দূষনীয় প্রথা অন্তর্হিত হইতে পারে। লম্বা ফেটি শক্ত করিয়া পেঁচাইয়া বাজারে আনিবার বা খাদি কর্ম্মীকে দিবার রীতি প্রবর্ত্তন আবশ্যক।

চরকার সুতা মিলের সুতার ন্যায় মজবুত করিবার অন্যতম অন্তরায় ছোট ফেটি। বড় ফেটিতে কঠিন মোড়ান অবস্থায় চরকার সুতা রাখিতে এখনকার মত শক্ত পাকের সুতায় অধিকতর কার্য্যোপযোগী হইবে। খাদি প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় নোয়াখালী জেলার অনেক কাটুনী এখন ছোট ফেটি ত্যাগ করিয়া বড় ফেটি প্রস্তুত করিতেছে এবং প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাস, কালক্রমে ফেনির চরকার সুতা মিলের সুতার ন্যায়ই আগ্রহের সহিত তাঁতীদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইবে। এই আশা কার্য্যে পরিণত করিবার অনেক অন্তরায় থাকিলেও অচির ভবিষ্যতেই যে বহুল পরিমাণে এই প্রকার হইবে, আজই তাহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। একগজ ব্যাসের লাটাই করিয়া, প্রতি একশত গজে 'লিজ' পাঁচ শত গজের ফেটি বাহির করিলে অনেক কর্ম্মচারীর সুবিধা হইবে।

জল দেওয়া।

পাক স্থায়ী রাখার অপর কৌশল জল দেওয়া। সুতা একবার ভিজিলে পাক সুতার গায়ে বসিয়া যায়। তখন আর সহজে পাক খুলিয়া সুতা নষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য যদি জলা আবহাওয়ায় সুতা কাটিয়া নাটাই করা যায়, তবে পাক খুলিবার সম্ভাবনা কম। সকলে এক যোগে এই পরীক্ষা করিয়া এই কথার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে পারেন। যে ঘরে কলে সুতা কাটা হয়, সেখানে ইচ্ছা করিয়াই জলের কণা হাওয়ায় মিশাইয়া জলো হাওয়া করিয়া রাখা হয়। ইহার ফলে সুতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে পাক বসিয়া যায়, জল দিতেই সুতার ওজন দ্বিগুণ হইয়া যায়। আর যে সুতায় আদৌ জল পড়ে নাই, তাহাতে জল দিয়া ভিজাইয়া পুনরায় শুকাইলে অনেকটা দৃঢ়তা কম হইয়া আইসে, তবু প্রথম অবস্থার চাইতে অধিক শক্ত থাকিয়া যায়। এ ব্যাপারটী সকল খাদী কর্ম্মীরই বিশেষ করিয়া বিবেচনা করার যোগ্য। জল দিলেই যদি সুতা শক্ত হয়, আর স্থায়ীভাবে শক্ত হয়, তবে তাহা অবশ্য করনীয়। সুতা চরকা হইতে লাটাইয়ে তুলিবার মুখে জলের ভিতর দিয়া তোলা যায়। অথবা এক খণ্ড ভিজা ন্যাকড়ার মধ্যে চাপিয়া চরকার টেকো হইতে সুতা লাটাইতে গুটান যায়। একখানা ভিজা ন্যাকড়া লাটাইতে জড়ানো সুতার উপর জড়াইয়া রাখিলেও এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে স্থলে সুতা কেনা হয়, সে স্থলে কাটুনী এই ভাবে সুতা জড়াইয়া তুলিয়াছে কি না বোঝা শক্ত। সেইজন্য এই সকল স্থলে সুতা ক্রয় করিবার বা হাতে পাইবার পরই ভিজাইয়া শুখাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। শুখাইবার সময়েও সাবধান হওয়া দরকার যে, পূর্ণরূপ শুখাইবার কালে সুতা যদি ঢিলা থাকে, তবে পাক খুলিয়া যাইলে সুতা মোড়ান অবস্থাতেই ভিজাইয়া ঐ অবস্থাতেই শুখাইতে হইবে। তাহা হইলেই সুতার পাক নিশ্চিতরূপ বসিয়া গেল জানিতে হইবে। তাঁতীরা টানার সুতায় মাড় দিবার নিমিত্ত তাহা দীর্ঘ সময় জলে ভিজাইয়া রাখে। কিন্তু পড়েনের সুতা তাহারা নামমাত্র ভিজাইয়া অথবা না ভিজাইয়া বুনিয়া ফেলে। ফেটি হইতে আবশ্যক অনুসারে সহজে তুলিবার জন্য জল দিয়া চরখা চড়াইয়া নলী পুরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। তাহা হইলেও সকল সময় যে তাঁতীরা পড়েনের সুতা ভিজায়, তাহা বলা যায় না। সেজন্য বড় বড় সুতা সংগ্রহ কেন্দ্রে সুতা পাওয়া মাত্র ভিজাইয়া শুখাইবার ব্যবস্থা করা অতীব আবশ্যক। টিনের ঘরে অতিরিক্ত উত্তাপের মধ্যে সুতা রাখিলে তাহা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা।

সুতার শক্ততা কম বেশী পরিমাপক যন্ত্র যদি থাকে, তবে উপরি উক্ত তথ্য সকল পরীক্ষার দ্বারা সমর্থন করা যায়। বস্তুতঃ সুতার জোর পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যেই

এই সকল বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের পুরাণো সংস্কারও আমাদিগকে এই বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দিতে পারে। সুতার শক্ততা পরিমাপক যন্ত্রও তাহার ব্যবহার জানা সকল খাদি কর্ম্মীরই আবশ্যক।

স্বাঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত
খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৭০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজয়া।

গল্প।

—:০:—

১

"নীহার, ডাক্তার কি বল্লেন? আর আশা নেই নয়?"

"না বাবা, তিনি বল্লেন আপাততঃ আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।"

"ডাক্তার যাই বলুন, দিন আমার ঘুনিয়ে এসেছে, আর ২।১ দিন!"

"কেন বাবা?"

"আমার মন বল্‌ছে। তোমার মা কাল রাত্রে তাঁর কাছে যাবার জন্য আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন। সেই সতীকুল শিরোমণি, ধর্ম্মশীলা, পবিত্র চেতা তোমার মা যখন আমায় ডাক দিয়েছেন, তখন আর কি আমি এখানে থাক্‌তে পারি?" এই বলিয়া বক্তা একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পিতা পুত্রে কথা হইতেছিল। পিতা দেবনাথ বাবু আজ দুই সপ্তাহ হইল রোগ শয্যায় শায়িত, তাঁহার মাথার কাছে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নীহার, পদতলে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ নিরুপমা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দেবনাথ বাবু নীহারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নীহার, বউ মা কোথায়?"

নিরুপমা উত্তর করিল,—"এই যে বাবা আমি, কিছু চাই কি?"

দেবনাথ বাবু বলিলেন,—"না মা! বেশীক্ষণ জোরে বল্‌বার আমার শক্তি নেই, আমার সাম্‌নে এস।"

নিরুপমা সামনে আসিয়া বসিলে, দেবনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, "তুমি মা তোমার শ্বাশুড়ীকে দেখনি, নীহারও তখন খুব ছেলেমানুষ, মায়ের কথা অল্পই তার মনে আছে; সুতরাং তোমার শ্বাশুড়ী যে কি ছিলেন, তা তোমরা জান না। তোমরা 'দেবী' বল্‌তে যা বুঝ, তিনি তাই ছিলেন; তোমরা জান বোধ হয় তাঁর নাম ছিল "ধর্ম্মদাসী," সত্যই তিনি 'ধর্ম্মের দাসী' ছিলেন,—কাজে কর্ম্মে চিন্তায় ধর্ম্মই তাঁর সম্বল ছিল, ধর্ম্মই ছিল তার আশা ও আশ্রয়, ধর্ম্ম ছাড়া তিনি আর কিছু জান্‌তেন না। ব্যবহার তাঁর খুব ভাল ছিল, মিষ্ট আলাপ আচরণে সকলের তাঁর বশীভূত হ'ত; ভিক্ষুক বা অতিথি কখন নিরাশ হয়ে তাঁর আমলে ফির্‌ত না। তাঁকে বড়ই পরিশ্রম কর্ত্তে হত, কিন্তু তাঁর মুখখানি সদাই প্রফুল্ল থাকৃত। আর আমাদের মধ্যে প্রণয়, সে মুখে বলা কঠিন; আশীর্ব্বাদ করি নীহার ও তোমার মধ্যে সেইরূপ অটুট প্রণয় বজায় থাকুক,—আরও আশীর্ব্বাদ করি, বউমা তুমি তোমার শ্বাশুড়ীর মত সর্ব্বগুণান্বিতা হও।" এই বলিয়া দেবনাথ বাবু নিরুপমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, নিরুপমাও শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

দেবনাথ বাবু অধিকক্ষণ কথা কহা'র দরুণ হাঁপাইতে লাগিলেন। নীহারের উপদেশ মত বেদানার রসের সহিত মকরধ্বজ ও পরে এক ছটাক আন্দাজ বেদানার রস খাওইয়া দিল; কিছু সুস্থ হইলে, নীহার ও নিরুপমার নিষেধ না মানিয়া, দেবনাথ বাবু আবার বলিতে লাগিলেন,—"আর বাধা দিও না; সময়ও নেই, সামর্থ্যও নেই যে বেশী কিছু বলব, এই বেলা দুটো দরকারী কথা বলে নিই। নীহার নীরদের ভার তোমার ও বউমার উপর রৈল; তোমাদের কাছে তার আদর যত্নের ক্রুটী হবে না, আমি তা জানি, কিন্তু বেশী আদর দিয়ে তাকে মাটী করো না, তার স্বাস্থ্য ও সৎ শিক্ষা মানুষের যা একান্ত দরকার—তার যেন ক্রুটী হয় না।" এই বলিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে উৎসুক নয়নে চাহিলেন।

"আপনি নিশ্চিন্ত হন, আপনার উপদেশ মত নীরদের ভার আমরা নিলাম" নীহার ও নিরুপমা একত্রে উত্তর করিল।

দেবনাথ বাবু যেন আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, তিনি অতি কষ্টে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, বউ মা নীরদকে একবার নিয়ে আস্‌তে পার? একবার দেখ্‌ব, প্রাণটা কেমন কর্চ্ছে।"

নিরুপমা তাড়াতাড়ি নীরদকে আনিয়া শ্বশুরের বুকের কাছে বসাইয়া দিল। দেবনাথ বাবু নীরদকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অল্পক্ষণ

পরেই সব ফুরাইল, দেবনাথ বাবুর প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে মিশাইল॥

২

এইবার দেবনাথ বাবুর একটু পরিচয় দেই। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাধবপুর একটী প্রসিদ্ধ নগর। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সভ্যতায় এককালে এই নগরী বাঙ্গালা দেশের অগ্রণী ছিল। এখন সে সকলের আর কিছু নাই, সর্ব্ব বিষয়েই এখন তাহার সম্পূর্ণ অবনতি হইয়াছে॥ ইহার কারণ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে কি?

এই মাধবপুরেই দেবনাথ বাবুর পৈত্রিক ভিটা। এই সহরের কোনও স্বনামধন্য অতি উচ্চবংশে দেবনাথ বাবুর জন্ম হয়। এই বংশ ধনে মানে, কুলে শীলে, পুণ্যে ও প্রতিভায়, দয়া দাক্ষিণ্যে এক সময়ে মাধবপুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখন অবস্থা হীন হইয়াছে বটে, তথাপি পূর্ব্ব গৌরব, মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। দেবনাথ বাবু কলিকাতার কোনও সরকারী আফিসে চাকুরী করিতেন, এখন পেন্‌সন্ লইয়াছেন। আয় বেশী না হইলেও তাঁহার মিতব্যয়ীতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার গুণে ও তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর সাহচর্য্যে সংসার স্বচ্ছলেই চলিত। কয়েক বৎসর হইল, পেন্‌সন্ লইবার কিছুপূর্ব্বে ধর্ম্মদাসী ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়া ছিলেন। বিপত্নীক দেবনাথ বাবু মাতৃহারা নীহার ও নীরদকে লইয়া পত্নীশোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন, তিনি সংসারের এখন আর কিছু দেখিতেন না। দূর সম্পর্কীয়া এক বিধবা শালীর উপর সংসারের সমস্ত ভার ছিল; লোকে বলে, দেবনাথ বাবুর সংসারের প্রতি অমনোযোগীতা বশতঃ তিনি ইহা হইতে বেশ দুপয়সা জমাইয়াছিলেন, কত—কেহ তাহা জানে না, তবে কেহ কেহ আন্দাজ করে যে তাঁহার হাতে প্রায় এক হাজার টাকা মজুত আছে। যাক্ সে কথা।

বৎসর দুই হইল, নীহার নিরুপমাকে লইয়া তাহার কর্ম্মস্থলে থাকে। নিরুপমাকে পিতার নিকট রাখাই নীহারের ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিরুপমা উপরিউক্ত 'মাসী'টীর বিষ দৃষ্টিতে পড়ে; তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী এবং পিতার উপদেশ মত বাধ্য হইয়া নীহার তাহার পত্নীকে আপনার কাছেই আনিয়া রাখিয়াছিল। নীরদ কখন পিতার নিকট কখন বা ভ্রাতার নিকট থাকিত; তবে মাসী অপেক্ষা তাহার বউদিদির সে বেশী অনুগত ছিল; সে কারণ অধিকাংশ সময় সে নীহারের নিকটই থাকিত। নীহার কখন বা একা, কখন বা নীরদ ও নিরুপমাকে লইয়া মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া পিতাকে দেখিয়া যাইতেন। নানা কারণে মাস দুই তিনি বাটী আসিতে পারেন নাই। হঠাৎ পিতার সাংঘাতিক পীড়ার তার পাইয়া নীহার সস্ত্রীক বাটী আসিল। পিতার অবস্থা দেখিয়া নীহার অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল, তাহার পিতা মৃত্যুশয্যায় অথচ তাহাকে যথা সময়ে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। কেন? দোষ কার? নীহার অনুসন্ধানে জানিল, তাঁহার পিতার পীড়া প্রথমতঃ সামান্য ছিল, সকলেই মনে করিয়াছিল, ইহা বার্দ্ধক্যের অবনতি। সেইজন্য উচিত মত সেবা যত্ন বা ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই, রোগ কঠিন আকার ধারণ করিলেও নীহারকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। যখন পীড়িতের অবস্থা চরম সীমায় উঠিল, মৃত্যুর করাল ছায়া যখন রোগীর মুখে প্রতিবিম্বিত হইল, শ্লেষ্মার বৃদ্ধি, প্রলাপ, মধ্যে মধ্যে জ্ঞান লোপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইল, তখন প্রতিবেশীদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে নীহারের মাসী নীহারকে তার করিয়াছিলেন। নীহার আসিয়া যাহা দেখিয়াছিল এবং পরে যাহা ঘটিয়াছিল পাঠক তাহা অবগত আছেন।

৩

দেবনাথ বাবুর মৃত্যুর পর দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। নীহারের মাসী তাঁহার ভগ্নীপতির মৃত্যুর কয়েকমাস পরেই আপনার সঞ্চিত অর্থ ও কিছু তৈজস পত্রাদি লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। নীহার ও নিরুপমা তাঁহাকে আপনাদের কাছে রাখিতে যত্ন করিয়াছিল কিন্তু আপনার পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়াই হউক বা অপহৃত অর্থ 'ধরা' পড়িবার ভয়েই হউক, তিনি নানা অছিলায় তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। নীহার ও নিরুপমা তাহাতে স্বস্তির নিশ্বাসই ফেলিয়াছিল।

নিরুপমা মায়ের অধিক স্নেহ যত্নে দেবরকে এই দশ বৎসর প্রতিপালন করিয়াছিল। নীহার ও তাহার ভ্রাতার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল; আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা, আরাম বিরাম বিসর্জ্জন দিয়া নীরদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল। নীরদও আপনার প্রতিভা, বুদ্ধি বিবেচনা ও অধ্যাবসায় বলে এই দশ বৎসর মধ্যেই কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ দুইটী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছিল—আজ সে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম-এ, এম ডি,—আজ সে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীরদকুসুম রায় এম এ, এম ডি বলিয়া সরকারের নিকট সুপরিচিত।

শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতে, ও ডাক্তারী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বেই নীরদ চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বেশ দু পয়সা রোজগার করিতে আরম্ভ করে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, পয়সা রোজগার হইতে লাগিল, সুতরাং এমন ছেলের বিবাহ আর কতদিন বাকী থাকিবে? বাঙ্গালা দেশে অক্ষম অধম অভাগা কাঙ্গালের বিবাহ হইয়া থাকে, পাত্র বা পাত্রী পক্ষ কোন পক্ষই তাহাকে অনুপযুক্ত মনে করেন না; আর নীরদ, তার মতন পাত্র লাভ, তাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে অনেক 'মেয়ের বাপ' আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। নীরদের এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া নীহারের ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাহাতে সুখ এবং স্বাস্থ্যের হানি হয়, এবং অপর নানাবিধ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নিরুপমার নিয়ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং অভাগা কন্যাদায় গ্রস্ত পিতাদের অবিরাম অনুরোধাধিক্যে তাহাকে বাধ্য হইয়া সম্মত হইতে হইল। অল্প বয়সে নীহারের বিবাহ হইয়াছিল, নিরুপমার এই অকাট্য নজীরের মুখে নীহারের কোন্ আপত্তিই টিকিল না। তিনি এক দরিদ্র বিধবার রূপবতী কন্যা প্রতিভার সহিত নীরদের বিবাহ দিলেন। এই দরিদ্র বিধবার আর কেহ ছিল না সুতরাং নিরুপমারই ইচ্ছামত তিনি মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। কয়েক বৎসর বেশ সুখেই কাটিল কিন্তু কালচক্রে এই সুখের সংসারে কালিমা আসিয়া দেখা দিল। ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে বল। তাই কবি গাহিয়াছেন:—

সুখের আশায় এ ঘর বাঁধিনু অনলে
পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি
গরল ভেল॥

অর্থের মমতা পরিত্যাগ করিয়া নীহার ও নিরুপমা যে উদ্দেশ্যে এই দরিদ্র বিধবার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল, অমিয়ের পরিবর্ত্তে গরল উঠিল—মায়ের কুশিক্ষায় প্রতিভা বিগ্‌ড়াইতে লাগিল। একেই বলে নিয়তি।

---

(৪)

প্রতিভার মায়ের আগমনের পর হইতেই নীহারদের সংসারে নিত্যই অশান্তির সূচনা হইতে লাগিল, ইহার কারণ নীরদের শাশুড়ীর আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস এবং কন্যা জামাতার উপর পক্ষপাতিত্য। যে সংসারে ঐ বৌএর মা আসিয়া অধিষ্ঠান করেন, সে ক্ষেত্রে গোলযোগ একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী; এ ক্ষেত্রেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? প্রথমে নিরুপমার সহিত সংসার খরচ লইয়া—প্রতিভার মার কলহের সূত্রপাত হয়। নীরদ আজকাল ডাক্তারীতে মাসে প্রায় হাজার টাকা উপায় করে, নীহার কোন রাজষ্টেটে দেড় শত টাকা বেতনে সব্ ম্যানেজারী করিয়া থাকেন। স্বীয় ও নীরদের উপার্জ্জিত সমস্ত টাকা নীহারের নিকট জমা হইত; প্রতিভার মার ইহা অসহ্য হইল। তিনি একদিন জামাতাকে বলিলেন "দেখ বাবা, টাকাটা রোজগার কচ্ছ বটে কিন্তু কি ভাবে খরচ হচ্ছে তাত দেখ না!

নীরদ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তার মানে?"

শাশুড়ী উত্তর করিলেন, "ওদের তো আর দরদ নেই, টাকা জলের মত খরচ কর্চ্ছে।

নীরদ বলিল, "দাদা রোজগার করেন, খরচ করেন, শুধু আমার টাকা ত নয়, আর খরচও যা হচ্ছে, তা দরকার মতই হচ্ছে বেশী ত কিছু না; আমার বউদিদির সে স্বভাবও নয়, তাহ'লে আজ আমি মানুষ হতে পার্ত্তাম না।"

শাশুড়ী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ তা বটে, তবে তোমার টাকাই সব খরচ হচ্ছে, ওদের টাকাটা জমছে; তোমার ভাজই সেদিন বলছিল 'ঠাকুর পো রোজগার কচ্ছে তাই খেয়ে বাঁচছি।'

নীরদ চুপ করিয়া রহিলেন, কোনই উত্তর করিল না। শাশুড়ীর 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইল, তিনি তাই একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, 'টাকাটা প্রতিভা বা আমার কাছে রাখাই ভাল। তোমারও ত—"

নীরদ বাধা দিয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"না যে রকম চল্‌চে চলুক, কুটুম কুটুমের মত থাকুন, আমাদের সংসারের ব্যাপারে আপনার কোনও কথার দরকার নেই," এই বলিয়া নীরদ চলিয়া গেল। শাশুড়ী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

জামতার কাছে সুবিধা করিতে না পারিয়া নিরুপমাকে লইয়া পড়িলেন; তাহার সকল কাজেই খুটী নাটী করিতে লাগিলেন। নিরুপমা সমস্তই নীরবে সহ্য করিত, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। নিরুপমা একদিন ধৈর্য্য হারাইলেন, প্রতিভার মার কথায় উত্তর করিল—"বেশ সমস্ত ভার

আপনি ও ছোট বউ নিন্ না, আমি ত তা'হলে বাঁচি। এই নিন ভাঁড়ারের চাবি" বলিয়া ঝনাৎ করিয়া আঁচল হইতে চাবি লইয়া মাটীতে ফেলিয়া দলেন। 'মন্দের ভাল' ভাবিয়া নীরদের শাশুড়ী চাবিটি কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। নিরুপমাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নীরদ ভিতর বাটীতে জলযোগ করিতে আসিলে প্রতিভা জলখাবার লইয়া আসিলেন। নীরদ দেখিলেন, আজ নূতন ব্যবস্থা, নারিকেল মুড়ি ও গুড়ের পরিবর্ত্তে আলুর দম, লুচি ও সন্দেশের ব্যবস্থা; একটু আশ্চর্য্য, একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "আজ এ সব বড় মানুষী চাল খাবারের ব্যবস্থা যে? বউদিদির আজ কি হয়েছে?

প্রতিভা নীরদের বিরক্তি ভাব বুঝিতে না পারিয়া সহাস্যে উত্তর করিল, "তোমার বউদিদির এত দরাজ হাত নয়; আজ মার হাতে ভাড়ারের চাবি, ঘি, ময়দা ভাঁড়ারে ছিল, মা তোমার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন।"

নীরদ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমার মার হাতে ভাঁড়ারের চাবি কেন?"

প্রতিভা থতমত খাইয়া আজ দুপুর বেলায় যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলেন, তবে মার দোষ যতটা সম্ভব ঢাকা দিতে ক্রটী করিল না। নীরদ রাগ করিয়া বলিল, "তোমরা যতটা আমায় বোকা ভাব, ততটা বোকা আমি নই। তোমার মা মন্ত্র নিয়েছেন, অথচ তাঁর রাগ, লোভ, মোহ পুরা মাত্রায়ই আছে। তার উপর মিথ্যা কথা চুরি বাটপাড়ী, লোক ঠকান পরের উপর হিংসা করা সব তাতেই তিনি বেশ মজবুত শুনতে পাই। এখানে নিজের চোখেও তা দেখ্তে পাচ্ছি। মন্ত্র নিলে মন শুদ্ধির দরকার, শুধু কোসাকুসি, ঠক্ঠকি দেবতার সামনে কর্লে হয় না; তাতে মন্ত্র মিথ্যা হয় তোমার মাকে চাবিটা বৌদিদির কাছে ফিরিয়ে দিতে বলো। যারা আজীবন গায়ের রক্ত জল করে, নিজেদের সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করে এই দশ বার বৎসর কত কষ্টে আমাকে প্রতিপালন করেছেন, তারা আমার কেউ নয়, আর যাদের সঙ্গে আমার এই কয় দিনের সম্পর্ক, তারাই আমার সব এটা যে তোমরা মনে কর্ত্তে পেরেছ, এইটেই খুব আশ্চর্য্য।"

প্রতিভা বলিল—"তা বটে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।" মার বড় অন্যায়, তোমার শরীর ভাল নয় তাই যাহাতে খাওয়া দাওয়া একটু ভাল হয় তাই তাঁর চেষ্টা।

নীরদ শ্লেষের সহিত উত্তর করিল— কথায় বলে 'মা'র চেয়ে মাসীর টান বেশী। তোমার মাকে বলো আমার অত দরদে কাজ নেই, আর বউদিদিকে চাবিটি ফিরিয়ে দিতে তাঁকে বলো।" এই বলিয়া নীরদ জলযোগ না করিয়াই সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। প্রতিভা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইখানেই অনলে ঘৃত পড়িল।

(৫)

কলহ দিন দিন বাড়িয়া চলিল, নীরদের শত চেষ্টায় তাহার শান্তি হইল না। নীরদ বড় অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল; কারণ তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ীর জন্য তাহাদের সংসারে বিষম অশান্তি, দাদা ও বউদিদি সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও বিরক্ত। নীরদ প্রতীকারের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

শ্রাবণ মাস, সন্ধ্যাকাল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে পথে বাহির হইবার উপায় নাই। নীহার বৈঠকখানায় বসিয়া সংসারের ভাব গতিক চিন্তা করিতেছিলেন। তাহাদের সুখের সংসারে বিশৃঙ্খলা পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিয়াছে। ইহার একমাত্র উপায় নীরদের শাশুড়ীকে স্থানান্তরিত করা কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ তাহা হইলে ছোট বউমা আরও বিপত্তি বাধাইবেন। বিশেষতঃ আজ তাহার এরূপ চিন্তার প্রধান কারণ তাঁহার সহিত তাঁহার, ভ্রাতৃজায়ার প্রকাশ্যে তুমুল ঝগড়া।

নীহারের চিন্তায় বাধা পড়িল তখন, যখন নীরদ "দাদা" বলিয়া সেই কক্ষে হঠাৎ প্রবেশ করিল। নীরদ উত্তেজিত, মুখখানি গম্ভীর ও আনত। নীরদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নীহার সপ্রশ্ন নয়নে তাহার দিকে চাহিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বলছ নীরদ? আজকার ব্যাপার? ও ত এখন আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

নীরদ উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল,— "এর কি কোন প্রতিকার হবে না, চিরদিন এমনি ভাবে চল্‌বে?

নীহার একটু উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল,— "তা ছাড়া উপায় কি? কি প্রতিকার কর্ব্বে তুমি?

নীরদ পূর্ব্বের ন্যায় উত্তেজিত ভাবেই বলিল—"ওদের দুটোকেই দূর করে দাও, এর প্রতিকার এই।"

নীহার বলিল—"তা হয় না, নীরদ! ছোট বউমা তোমার স্ত্রী; ভালই হোন্ আর মন্দই হোন্, তাঁকে তুমি কোন রকমেই ত্যাগ কর্ত্তে পার না, তাহলে ধর্ম্মের কাছে তুমি দায়ী হবে কারণ ধর্ম্ম সাক্ষী করে তাঁর মান সম্ভ্রম, দোষ গুণ সবই তুমি বিবাহের দিনে আজীবন রক্ষা কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছ। আর তোমার শাশুড়ীকে চলে যেতে বলা তাও অসম্ভব, তা তুমি জান।"

নীরদ কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল,—"দাদা আমি একটা প্রস্তাব কর্ব্ব? প্রস্তাবটী আমার বা আপনার কারু পক্ষে শুভ বা সুখকর নয় তবুও তাই কর্ত্তে হবে, কারণ তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

নীহার জিজ্ঞাসা করিল,—"কি প্রস্তাব নীরদ?"

নীরদ সঙ্কোচের সহিত উত্তর করিল,—"আমি ওদের নিয়ে আলাদা হতে চাই।" তাহার স্বর কম্পিত ও অস্পষ্ট।

নীরদ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বেশ।"

"কাল বেশ ভাল দিন" বলিয়া নীরদ ত্রস্ত ও কম্পিত পদে সেখান হইতে চলিয়া গেল; নীহার আবার আপনাকে অকুল চিন্তায় হারাইয়া ফেলিল।

(৬)

আজ প্রায় একবৎসর হইল, নীরদ আপনার স্ত্রী ও শাশুড়ীকে লইয়া ভিন্ন বাটীতে বাস করিতেছে। আজ কয়েক মাস হইল, নীরদের এক পুত্র হইয়াছে; প্রসবের কয়েক দিন পরেই প্রতিভা বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়ে, সে আজিও রুগ্ন ও দুর্ব্বল; সংসারের কাজ সে কিছুই করিতে পারে না, সমস্তই তার মাকে করিতে হয়। প্রতিভা ঝি ও রাঁধুনী রাখিবার জন্য নীরদকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু নীরদ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই, উপরন্তু উত্তর করিয়াছিল,—"ও আমাদের রীতিও নেই সয়ও না; যতদিন তুমি না পার, তোমার মা কর্ব্বেন। আর সংসারে এমন কিছু বেশী কাজ নয়। আমার বউদিদি এর চেয়ে ঢের বেশী কাজ কর্ত্তেন দেখেছ ত।" প্রতিভা আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

প্রতিভার মা কন্যার নিকট সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু তিনিই এই 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' এর মূল; সে কারণ তাঁহাকে নীরব থাকিতে হইল। কিন্তু এখন তিনি প্রতি কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নীরদেরও শরীর ভাল নয়, গত শীতের সময় হইতে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, চিত্তের প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়াছে। তাহার সে উৎসাহ, উদ্যম আর নাই; এখন সে যাহা করে শুধু কর্ত্তব্য বোধে। সংসারেও এখন আর শান্তি নাই, মায়ে ঝিয়ে নিত্য কলহ, তাহার প্রধান কারণ, নীরদের প্রতি মায়ের কটু উক্তি ও অবিচার।

নীরদের পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। প্রতিভা চিন্তিত হইল। প্রতিভা একাই স্বামীর সেবা যত্ন করে, তাহার মা এ বিষয়ে তাহাকে কোনওরূপ সাহায্য করেন না। প্রতিভা সেজন্য দুঃখিত হইলেও মাকে কিছু বলে না। তাহার এখন চৈতন্য হইয়াছে, মায়ের স্বরূপ বুঝিয়াছে—বুঝিয়াছে মা যাহা করেন, সেটুকু শুধু স্বার্থ ও কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য, তাহাতে প্রাণ বা স্নেহের টান নাই। আজ তাহার স্বামী কঠিন পীড়াগ্রস্ত কিন্তু সেজন্য তাঁহার অকৃত্রিম চিন্তা বা সহানুভূতি লক্ষিত হয় না, অবশ্য তাঁহার হা হুতাশের অন্ত নাই। আজ এ বিপদের দিনে তাহার ভাসুর ও বড় যায়ের অকৃত্রিম ভালবাসা আদর যত্ন মনে পড়িল, কিন্তু মায়ের কুশিক্ষায় সেই ত সব নষ্ট করিয়াছে। এখন সে করে কি?

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। নীরদ এখন একেবারে শয্যাশায়ী। হাস-পাতালের ডাক্তার সাহেব বলিয়াছেন, নীরদের রোগের প্রধান কারণ তাহার মনের অসুস্থতা; ইহার জন্য প্রথমত প্রধান প্রতিকার চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন এবং সেই সঙ্গে পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা। কেবল ঔষধে কোনও ফল হইবে না।" প্রতিভা বুঝিল, বড় যা ও ভাসুরের সহায় ও আশ্রয় ব্যতীত উপায় নেই। পর দিন মধ্যাহ্নে নীরদকে প্রতিভা আপনার মনের কথা বলিল এবং নীরদের সম্মতি লইয়া পুনরায় শ্বশুর ভিটায় সেই দিন প্রবেশ করিতে মনস্থ করিল।

সেদিন বিজয়া। সন্ধ্যার কিছু পরে নীরদ ও আট মাসের শিশুপুত্র দুঃখীকে লইয়া প্রতিভা শ্বশুরের ভিটায় আবার উপস্থিত হইলেন, এবং একেবারেই অন্দরে প্রবেশ করিলেন। নীহার ও নিরুপমা তখন আপনাদের শয়ন কক্ষে বসিয়া নিজেদের সুখ দুঃখের গল্প করিতেছিল, তাহার মধ্যে নীরদের সম্পর্কে আলোচনাই অধিক। প্রতিভা কক্ষের বাহির হইতে 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেই নিরুপমা ত্বরিত বাহিরে আসিয়া তাহাদের লইয়া কক্ষে

প্রবেশ করিল। প্রথমে নীরদ পরে প্রতিভা নীহার ও নিরুপমাকে প্রণাম করিল, তারপর দুঃখীকে নিরুপমার কোলে দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল—"দিদি আমার ভুল ভেঙ্গেছে, আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়ে আমি ওই দেখ আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি," বলিয়া নীরদকে দেখাইল। নীহার ও নিরুপমা নীরদের শারিরীক অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কেহই কিছু বলিল না। প্রতিভা আবার বলিল,—"দিদি তোমরা আমাদের কোলে টেনে নাও।" এই বলিয়া প্রতিভা কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষণেকের জন্ত নীহার নীরদের অবস্থা ভুলিয়া গেল; আনন্দে গদগদ স্বরে বলিলেন—"তোমরা ত মা আমাদেরই, তোমাদের ত কোল দিতেই হইবে। তার উপর আজ হিংসা দ্বেষ রাগ ভুলে নিতান্ত পরকে, ভীষণ শত্রুকেও কোল দিতে হয়, আজ যে মা দুর্গা মায়ের বিসর্জ্জন, আজ যে মা বিজয়া"।

গয়া, আশ্বিন ১৩৩২।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল রায়

বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ।

বেতারে সাক্ষাৎ।

বেতারে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা যে দিন দিন বাড়ছে এ খবর সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। নিউইয়র্কে ব'সে লণ্ডনস্থ কোনও বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ বেতার যোগে আজ সম্ভব হয়ে গেছে। কিন্তু প্রবাসী প্রিয়জনের সঙ্গে শুধু আলাপের সুযোগ পেলেই বহুদিনের অদর্শনে ব্যাকুল মনটি সকলের তৃপ্ত হ'তে পারে না। অনেকে একবার তাদের চোখের দেখা দেখতে চায়! বেতারে বিজ্ঞান এতদিনে তাদের সে আকাঙ্খাটি পূর্ণ করবারও চেষ্টা ক'রেছিল, এবার সে কৃত কার্য্য হ'য়েছে। বেতার ধুরন্ধরেরা ঘোষণা করেছেন যে এই ১৯২৬ সালেই তাঁরা সেই অঘটন সংঘটন করবেন। তিন হাজার মাইল তফাতে যে বন্ধু বাস করছেন এবার তার সঙ্গে শুধু বেতারে আলাপ নয় বেতারে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হ'তে পারবে।

বন্দুকে গাছমারা।

ইংলণ্ডে এবার আর কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ফেলা হয় না। যে গাছটি কাটবার প্রয়োজন দেখা যায়, তাকে বন্দুকের সাহায্যে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় ঠিক বলা চলে না, জবাই করা হয় বলা চলে কারণ বৃক্ষবধের এই নূতন উপায় অবলম্বন ক'রলে বৃক্ষের মৃত্যু তৎক্ষণাৎ হয় না; ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সে মৃত্যুমুখে এগিয়ে যায়। গাছমারার জন্ত একরকম বিশেষ বন্দুক উদ্ভাবিত হ'য়েছে। এই বন্দুকে টোটার পরিবর্ত্তে তীক্ষ্ণধার লৌহশলাকা ব্যবহার হয়। এই সব আয়ুধ নিক্ষিপ্ত লৌহ শলাকা বৃক্ষ বক্ষ ভেদ করে তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার জীবন সূত্র ছিন্ন করে দিয়ে তাকে শনৈঃ শনৈঃ মরণের পথে টেনে নিয়ে যায়। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র আজ যখন য়ুরোপ গিয়েই প্রথম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে বৃক্ষ নির্ব্বাক ও নিশ্চল হ'লেও সে জড় প্রকৃতি নয়, সে জীবন্ত প্রাণী, সে আঘাতে আহত হয়, ব্যথায় কাতর হয়, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে!

অল্পব্যয়ে বাড়ী।

একখানি ইটের কোটা বাড়ী তৈরী করতে আজকাল খরচ পড়ে অনেক। এই জন্যে যাদের অল্প সঙ্গতি তারা নিজেদের একখানি বাড়ী তৈরী করে নিতে পারেন না। আমেরিকার একজন ইঞ্জিনীয়ার অল্পব্যয়ে কোঠা বাড়ী নির্ম্মাণ করবার একটী সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর প্ল্যানে বাড়ী তৈরী ক'রতে ইটের খরচ মোটেই লাগে না। তিনি কাদা জমিয়ে মাটীর দেয়াল তুলে সুন্দর কোঠা বাড়ী নির্ম্মাণ করে দিচ্ছেন, এ বাড়ী ইটের বাড়ীর জোর কোনও অংশে কম মজবুদ হ'চ্ছে না। অথচ ব্যয় পড়্ছে ইটের বাড়ীর অর্দ্ধেক মাত্র। মাটীর দেয়ালের গায়ে সিমেন্টের প্রলেপ দিয়ে বাড়ীখানিকে মর্ম্মর প্রাসাদের তুল্য—ঝক্ঝকে ও খটখটে করে তুলেছেন, ঝড় বৃষ্টিতে বাড়ীর কোনও ক্ষতি করতে পারে না, কেবল একমাত্র অসুবিধা এই যে তাঁর উদ্ভাসিত উপায়ে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করা চলে না।

সর্ব্বতের কল।

একটা ছোট খাটো কল কেমন করে চ'লছে, কি ভাবে তাতে কাজ হচ্ছে এটা দেখবার একটা আগ্রহ সাধারণতঃ সকল মানুষেরই আছে। মানুষের এই স্বাভাবিক কৌতুহলের সুযোগ নিয়ে একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ কারীগর একটি সর্ব্বতের কল নির্ম্মাণ করেছেন। এই কলে যে কোনও রসালো ফলের সর্ব্বৎ এক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। পিপাসিত ক্রেতার রুচি ও আদেশ মত কলা, কমলালেবু, আঙুর বা আফেল যে কোনও ফল এই কলের মধ্যে ফেলে

দিয়ে কলটি চালিয়ে দিলেই ক্রেতার সামনেই চক্ষের নিমেষে সেই ফল সর্ব্বতে রূপান্তরিত হয়ে কাঁচের পান পাত্র পূর্ণ করে তাঁর তৃষিত অধরের সম্মুখে তুলে ধরবে। কলটি চকচকে এ্যালুমিনিয়ম ধাতুতে তৈরী, কতক অংশ নিকেল ও কাঁচ থাকায় পরিপাটি এবং আকারেও ছোট। এই কলের আর একটা মস্ত সুবিধে এই যে, সর্ব্বৎ ছাড়া এতে সোডা ও লেমনেডও তৈরী হতে পারে। কলটী বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে চালাতে হয়, অভাবে হাতেও চালানো যায়।

স্বর্ণ করিবার উপায় আবিষ্কার।

জর্ম্মণী দেশে বার্লিন সহরে টেক্‌নিক্যাল হাই স্কুলের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিভাগের ডিরেক্টর অধ্যাপক আডলফ মিথ এবং তাঁহার সহকারী ডাক্তার ষ্টান্‌রীচ এই দুজনে বিশ্লেষণাদি বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া করিতে করিতে হঠাৎ বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা দেখিলেন, বিদ্যুতের সাহায্যে পারদকে ১৭০গুণ উত্তাপ দিলেই পারদ স্বর্ণ হইয়া যায়। নকল সোণা নয়,একবারে খাঁটি বিশুদ্ধ সোণা, কিন্তু ইহাতে সংসারের আপাততঃ বিশেষ কোন উপকার হইবে না; কেন না, সামান্য একটু সোণা করিতেও বহুব্যয় পড়ে। তবে সোণা করার প্রণালী জানা গেল, এইটুকুই আনন্দের বিষয়। এখন অনেক সহজে খুব কম খরচায় প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারির চেষ্টা হইবে। আশা করা যায়, কালে সোণা খুবই সস্তা হইবে। আমাদের দেশে ত অনেক সাধু সন্ন্যাসী পারা হইতে সোণা করিতে পারেন। তাঁহাদের প্রণালী বোধ হয় আরও সহজ।

আশ্চর্য্য সুন্দরী।

আফ্রিকা মহাদেশে চ্যাড নামক হ্রদের কাছে এক জাতীয় লোক বাস করে। তাহাদের রমণী-সৌন্দর্য্যের বিচিত্র অনুভূতি। যে রমণীর ঠোঁট যত বড় ও বাহিরের দিকে ঝুলিয়া পড়া, সে তত সুন্দরী। স্ত্রীকে অধিকতর সুন্দরী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত স্বামী নাকি ঠোঁট বিঁধাইয়া তাহার মধ্যে কাষ্ঠ টুকরা প্রভৃতি গুজিয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীমতীর ঠোঁট বাহিরে ঝুলাইয়া তাহাকে সুন্দরীবৃন্দের ললামভূতা করিয়া লয়।

বুদ্ধিমানের চিহ্ন।

সম্প্রতি ডাক্তার হেন্‌রী, ই, গ্যারেট নামক এক আমেরিকান প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তির হাত-পা লম্বা ও দেহ ছোট, তাহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়, ও ব্যবসা বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নতি করিয়া থাকে। ইহারা খুব কষ্টসহিষ্ণু, দৃঢ় ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়। তাঁহার এই অদ্ভুত আবিষ্কার সম্প্রতি নিউইয়র্কের বিখ্যাত স্নায়ু ও মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তার গ্যারেট ও স্যানেট ষ্যাকারেটর দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিশেষভাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শত ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যাহাদের হাত পা লম্বা ও দেহ ছোট তাহারা শতকরা ৭৬ জন, যাহারা স্বাভাবিক ধরণের, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন ও যাহাদের হাত পা ছোট ও দেহ লম্বা তাহাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন মাত্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। হেন্‌রি ফোর্ড, জন্-ডি-রক্‌ফেলার, জেনারেল পার্শিং, বুথ্ টারকিং-টন এবং ডেভিড্ ওয়ার্ক গ্রিফিথ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের দেহ ক্ষুদ্র এবং হাত পা লম্বা। জর্জ্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং প্রেসিডেন্ট উইলসনও এই দলের লোক ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে অভিমত।

জনৈক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট ডাঃ রাদার ফোর্ড বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী জগতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সুস্থ ও সবল থাকিলে এবং ভারতের সকল দল তাঁহাকে সমর্থন করিলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে ভারত তরণীকে সাগর পারে মুক্তিধামে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। স্বামী অতুলানন্দ নামক জনৈক মার্কিণ দেশীয় সন্ন্যাসী কিছুদিন হইল এদেশে আসিয়াছেন। তিনিও মহাত্মার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। তিনি বলেন, মার্কিণ দেশে অনেকে মহাত্মার উপদেশের পক্ষ-পাতী। সেই সকল ব্যক্তি মনে করেন যে বর্ত্তমান ঘোর অশান্তিময় জগতে মহাত্মাই শান্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন।

ব্যবসা বাণিজ্য তথ্য।

বঙ্গে যৌথ কারবার।

গত ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশে ৩৭টা নূতন যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। উহার সম্মিলিত মূলধন ১ ক্রোর ৪৮ লক্ষ টাকা।

উহা দ্বারা ২টা ব্যাঙ্ক, ৭টা ঋণের ব্যবসায়, ৫টা টাকা খাটাইবার ব্যবসায়, ২টা মোটর চালনের ব্যবসায়, ১টা ছাপাখানা, ১টা চামড়ার কারখানা, ৩টা এজেন্সি, ১টা পাটের কল, ২টা চাউলের কল, ১টা কাষ্ঠের কারখানা, ১টা চা-বাগান, ১টা অন্যান্য চাষ, ৫টা হোটেল, থিয়েটার প্রভৃতি এবং ৫টা অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে কাগজের মণ্ডের ব্যবসায়।

আঙ্গুলের জঙ্গল হইতে ২৮০ মণ বাঁশ লইয়া দেরাদুনে মিঃ রাইট বিস্তৃত ভাবে এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে বংশ হইতে কাগজের মণ্ড সহজে ও সুলভে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যদি কটকে কারখানা স্থাপন করিয়া আঙ্গুলের জঙ্গল হইতে বাঁশ আনিয়া কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়, তবে লাভজনক ব্যবসায় হইবে। এখন যদি কোনও একটা যৌথ কারবার গঠিত করিয়া এই কারখানা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে আইনানুসারে ঐ কোম্পানীকে সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্ট রাজী হইবেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

চিনির বাজার।

হিন্দুস্থান চিনির রিপোর্টিং বিভাগ।

১॥—২ বৎসর ধরিয়া চিনির বাজার দর কলিকাতায় ২০৲ টাকা হইতে নামিতে নামিতে মাঝে মাঝে অল্প চড়া দিয়া ৯।• টাকা পর্য্যন্ত সাদা যাবা চিনির দর হয়, পরে চড়িতে চড়িতে মাঝে মাঝে দর অল্প নামিয়া ১১॥• টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চলিত বর্ষে ২৫।২৬ লক্ষ টন চিনির ফসল বেশী হওয়ায় বাজার ঐরূপ নামে, এবং অতিরিক্ত নামায় reactionএ পুনরায় চড়িয়াছে, কিন্তু আর বেশী চড়িবে এমন মনে হয় না—চৈত্র শেষ নাগাদ ১২৲ টাকার উপরে এবং ১১৲ টাকার নীচে বাজার যাইবে না এইরূপ মনে হয়।

লড়াইএর প্রথম বৎসর অর্থাৎ ১৯১৪।১৫ খৃঃ যাভায় ১৩।১৪ লাখ টন, কিউবায় ১৭।১৮ লাখ টন এবং ভারতে ২৭।২৮ লক্ষ টন গুড় চিনির ফসল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান ১৯২৫। ২৬ সালের ফসল যাভায় ২২ লাখ টন, কিউবায় প্রায় ৫০ লক্ষ টন এবং ভারতে আন্দাজ ২৬ লক্ষ টন হইয়াছে। যাভার সাদা দানাদার চিনি মণকরা ৩।৵• আনা হিসাবে গবর্ণমেণ্টের ডিউটী দিয়াও প্রায় গুড়ের দরে চিনি বেচিয়া উহারা লাভ উঠাইতেছে। আমাদের দেশী সাবেক প্রথা "সেওলা চাপা" দেওয়া অথবা "দুধ" দ্বারা পরিষ্কার করার কারখানা সকল এবং দেশী ৪০।৫০টী চিনির কল উহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সস্তা ও বেশী পরিষ্কৃত বিধায় বৈদেশিক চিনি বেশী কাটিতেছে।

কেন এরূপ হইতেছে এবং তৎপ্রতিকারের উপায় কি পরে দেখাইবার চেষ্টা করিব। ইতি—

হিন্দুস্থান চিনির রিপোর্টিং ম্যানেজার।

চাউল।

গত ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা সহরে ১নং সীতাভোগ (নূতন) প্রতিমণ ৮॥৵• এবং বালাম প্রতিমণ ৮৲ দরে বিক্রয় হইয়াছে। ৩০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা হইতে ২৪৯১ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ভারতের বিদেশী বাণিজ্য।

গত নবেম্বর মাসে সমগ্র ভারতে ১৮৭৩ লক্ষ টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানী হইয়াছে, এবং ৩০৫১ লক্ষ টাকার এদেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

পারাবত সাহায্যে পত্র প্রেরণ।

আধুনিক কালে সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বিনা তারে টেলিগ্রাফ প্রেরণ সত্বেও গত মহাযুদ্ধে পারাবত সাহায্যে পত্র প্রেরণ করা হইত। যুদ্ধের ভীষণ গোলমালে, কামানের গর্জ্জনের মধ্যে এবং শেল দ্বারা যখন ভূমি বিদীর্ণ হইয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার নষ্ট হইত, তখন একমাত্র পারাবত সাহায্যে দূরস্থিত সৈন্যদলকে সংবাদ পাঠান হইত। পুরাকালে মিশরবাসিগণও যে উপায়ে দূরে অথচ দ্রুত পত্র প্রেরণ করিত, বর্ত্তমান সময়েও সেই পুরাকালের ন্যায় পারাবতের সাহায্য লইতে হইয়াছে। সকল পারাবত দ্বারাই যে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাহা নহে। যে সকল পারাবত সংবাদ বহন করে, তাহারা বিভিন্ন জাতীয়, তাহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে এবং আপন বাসস্থানের বহুদূর

হইতে ছাড়িয়া দিলেও আপন বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। কি কারণে ইহারা গৃহে ফিরিতে পারে তাহা জানা যায় নাই। ইহা তাহাদের বুদ্ধির জন্য অথবা অজানিত কোনও প্রকার দিক নির্ণয় করা শক্তির জন্য, তাহা আজও বুদ্ধির অগোচর।

এই পারাবতের গৃহে ফিরিবার শক্তির অনেক কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এমন কি ইহাও বলা হইয়াছে যে, জালের মত ও অতি কম বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে পারাবত সকল আপন গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। যদিও তাহাদের মুখ ঢাকিয়া বাস-হইতে শত মাইল দূরেও লইয়া যাওয়া যায়, তবুও তাহারা গৃহে ফিরে। এই সকল পারাবত দ্বারা অনেক উপকার পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা অনেক সাহসের কার্য্য করিয়াছে। এই পারাবত ২০০।৩০০ মাইল সচরাচর গমন করিয়া থাকে এবং বিনা আয়াসে অনেক পারাবত এক সহস্র মাইলও গমন করিয়াছে। কিন্তু এত দূরে যাইবার সময়ে পারাবত রাত্রে বিশ্রাম করে ও প্রভাত হইলে পুনরায় যাত্রা করে। ঝড় বৃষ্টিতে তাহাদের পথভ্রষ্ট করিতে পারে না এবং অনেক সময় এইরূপ ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়া পারাবত অতি দ্রুত উড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের পাখায় এক প্রকার গুঁড়া পদার্থ আছে, প্রকৃতি এই পদার্থ তাহার পাখায় দিয়া জল হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।

এই জাতিয় পারাবতকে প্রথমে আপন গৃহে ঢুকিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পরে গৃহ হইতে এক বা দুই মাইল দূর হইতে প্রথমে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা আপন গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে শিখে। ক্রমে আরও দূরে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে ছাড়া হয়। যাহাতে তাহারা রাস্তায় দেরী না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয় না এবং ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় তাহাদিগকে ছাড়া হয়। শিক্ষিত পারাবত অল্প দূরে যাইবার সময়ে পথে খাদ্য খুঁজে না। ক্রমশঃ তাহারা ৫।৬ শত মাইল দূর হইতে গৃহে ফিরিতে শিক্ষা করে। অনেক পারাবত এক সহস্র তাহাপেক্ষা অধিকতর দূর হইতে গৃহে ফিরিতে পারে এবং তাহাদিগের উড়িবার গতি প্রতি মিনিটে এক মাইলেরও অধিক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

গত যুদ্ধে ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, বেলজিয়ম ও আমেরিকার সৈন্যবিভাগ আশ্চর্য্যরূপে এই জাতিয় পারাবতকে শিক্ষাদান করিয়াছিল। এই সকল জাতির ১০৫০০ অপেক্ষাও অধিক শিক্ষিত পারাবত এবং ৮০০০ লোক উহাদের যত্ন লইবার জন্য নিযুক্ত ছিল। ১৯১৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর একটি পারাবত ফরাসী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আপন আবাসস্থলে ফিরিলে পর দেখা গেল যে, তাহার দক্ষিণ চক্ষু গুলির আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে এবং মস্তক রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। পারাবত যে সংবাদ আনিতেছিল, তাহাতে জর্ম্মণদিগের কোথায় কামান অবস্থিত ছিল তাহা জানিতে পারা গেল। এই সংবাদের জন্য মিত্রদলের গোলন্দাজগণ এক বাহিনী সৈন্যের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কোনও সৈন্য যখন একেলা শত্রুর গতিবিধি দর্শনের জন্য প্রেরিত হইত, তখন তাহার সহিত এক বেতের ঝুড়িতে দুইটা পারাবত পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যখন জর্ম্মণগণ বিষাক্ত বাষ্প ছাড়িত, তখন রেশমের থলিয়াতে অক্সিজেন বোঝাই করিয়া তাহার মধ্যে পারাবতকে রক্ষা করা হইত। পরিখায় যখন সৈন্যগণ জল ও কাদার মধ্যে থাকিত, তখন তাহাদিগের সহিত পারাবতগণও অনাহারে থাকিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে সংবাদ প্রদানের জন্য ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আপন আবাসে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। ইহাতেই তাহাদের জীবনীশক্তি কত অধিক, তাহা বুঝা যাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে যত পত্র পারাবত বহন করিয়াছে, তাহার শতকরা নব্বইটি পত্র যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে।

১৯১৮ সালের ৫ই নবেম্বর এক পারাবত আপন আবাসস্থলের প্রায় পঁচিশ মাইল দূর হইতে ২১ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। দেখা গেল তাহার একটা পা উড়িয়া গিয়াছে। তথাপি তাহার পত্রকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। ১৯২০ সালে আসানসোল হইতে কয়েকজন মোটর সাইকেল যাত্রী রাস্তা দিয়া যাইবার সময় চারিটা পারাবত ছাড়িয়া দেন, উহার তিনটা কলিকাতায় আসিয়া মোটর সাইকেল যাত্রীদিগের সংবাদ প্রদান করে। চতুর্থ পারাবতটি সম্ভবতঃ রাস্তায় বাজপক্ষী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হয় এবং উপরোক্ত তিনটির মধ্যে একটির শরীর ক্ষত বিক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহার একটি নাড়ী বাহির হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় এক সমিতি আছে, যাহার সভ্যগণ এই জাতীয় পারাবত ইংলণ্ড হইতে আনিয়া পত্র বহন শিক্ষা ও দ্রুত গমন শিক্ষা দিয়া থাকেন।

১৯১৬ সালে ফরাসিগণ আকাশ হইতে ফটোগ্রাফ তোলার যন্ত্র আবিষ্কার করে।

এই ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ তোলার যন্ত্রের ওজন ১।৹ ছটাক, উহা এলুমিনিয়মের দ্বারা তৈয়ারী, উহা পারাবতের বুকের নিকট রবার দ্বারা লাগান থাকে। প্রত্যেক ক্যামেরার দুইটি লেন্স থাকে, একটা সম্মুখে ও একটা নীচে। যন্ত্রের মধ্যে একটা গোলাকার রবার বল থাকে, তাহা বাতাস দিয়া ভরিয়া দেওয়া হয় সেই বাতাস এক ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া যায় এবং সমস্ত বাতাস বাহির হইয়া যাইলে একটা ছবি উঠার যন্ত্র খুলিয়া যায় ও তাহার জন্য ফটোগ্রাফ উঠে। পারাবত একশত হইতে তিন শত ফুট উচ্চে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং রাইফেলের গুলিতে তাহাকে বধ করা শক্ত। কারণ পারাবত অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহা ছাড়া কামান বা বিষাক্ত গ্যাস অত উচ্চে পৌছায় না। ঐ ক্ষুদ্র ছবিকে বড় করিয়া লইলে পর শত্রুর অনেক তথ্য পাওয়া যাইত। এইজন্য জর্ম্মণগণ ঐ সকল পারাবত নষ্ট করিবার জন্য শিকারী বাজপক্ষী ছাড়িয়া দিয়া পারাবত ধরিয়া ফেলিত এবং এইরূপে ফরাসী কর্ত্তৃক ফটোগ্রাফ লওয়ার বাধা দিত। বাজপক্ষী হইতে যাহাতে পারাবতগণ আত্মরক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য ফরাসিগণ ঐ পারাবতের পুচ্ছে ধনুকের ন্যায় একটা বাঁশী লাগাইয়া দিত, পারাবত উড়িলে তাহাতে বাতাস লাগিয়া একটা তীব্র ধ্বনি উত্থিত হইত এবং সেই ভয়ে বাজ আর তাহাকে ধরিতে সাহস করিত না।

পুরাকালে যখন রোমবাসিগণ যুদ্ধে গমন করিত, তখন তাহারা তাহাদিগের সংবাদবাহী পারাবতের বিশেষ যত্ন করিত। যদি শত্রু কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া রোমীয় সংবাদ বহনকারীগণ সংবাদ লইয়া যাইতে না পারিত, তখন এই পারাবত ছাড়িয়া দেওয়া হইত ও তাহারা দূরস্থিত শিবিরে সংবাদ লইয়া যাইত। তৎকালে রাজপুত্রগণ দূরে গমন করার সময়ে সঙ্গে পারাবত লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা আপন রাজ্যে নিয়ত সংবাদ প্রেরণ করিতেন। রাজপুত্রের শরীর রক্ষক, সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির মধ্যে পারাবত অন্যতম ছিল। (সঞ্জীঃ)

ত্রুটী স্বীকার।

আমাদের অঞ্চলে ভয়ানক বসন্তের প্রকোপে আমরা প্রায় মাসাধিক কাল আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ রাখিতে বাধ্য হওয়ায় "কাজের লোক" জানুয়ারী সংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াগিয়াছে। গ্রাহকগণ এই ত্রুটীর জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অবিলম্বেই ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ সংখ্যা প্রকাশ করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ছাপাখানার কার্য্য চালান একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক, ভগবাণের কৃপায় এক্ষণে পীড়ার অনেকটা উপশম হইয়াছে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"কাজের লোক"

গ্রাহকগণের প্রতি।

যাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের জন্য গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন জানুয়ারী সংখ্যা পাইয়াই তাঁহাদের বার্ষিক মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া বাধিত করেন, নচেৎ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ভিপিতে প্রেরিত হইবে। টাকা মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলে অনর্থক ভিপি ও রেজষ্ট্রী খরচ লাগে না এবং আমাদেরও অনর্থক পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট হয় না। "কাজের লোকের" বার্ষিক মূল্য অতি সামান্য। ইহার জন্য সদাশয় গ্রাহকগণের উদাসীন থাকা উচিত নয়। গত বৎসরেও কয়েকজন ভদ্রলোক সমস্ত বৎসর "কাজের লোক" লইয়া ২।৹ টাকা মারিয়া দিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। এজন্য আমরা অগ্রিম মূল্য না পাইলে আর কাগজ পাঠাইতে ইচ্ছুক নহি।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতীপ্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

দেখুন!

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৴০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ৷৴০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane. London. E. C. 4
ENGLAND.
Business established in 1814.

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertake for all British and Continental good including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Eart[illegible]ware and Glassware,
Cycles, Mot[illegible] Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographie and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores.

etc., etc,

Commission 2½% to 5%.
Trade [illegible]scounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases [illegible] £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 18[illegible]4)
25, Abchurch Lane[illegible] [illegible]don,

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

(Registered No C. 421.

নগদ মূল্য ৵০

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা

ব্যবসায় ও বাণিজ্য

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | New Series, February 1926. | নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী ১৯২৬। | Vol. 20 No 2

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য-বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE

২০শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XX.
২য় সংখ্যা।	FEBRUARY, 1926.	ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬।	No. 2.

"কাজের লোকের" জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী সংখ্যা বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছে। যে পল্লীতে "কাজের লোকের" কার্য্যালয় ও ছাপাখানা তাহার চতুষ্পার্শ্বে বসন্তের প্রকোপ এত ভয়ানক হইয়াছিল যে কার্য্য চালান একপ্রকার কঠিন হইয়া পড়ায় 'কাজের লোক' বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। গ্রাহক এবং পাঠকগণ এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণ এইজন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। অতঃপর ভগবানের কৃপায় পল্লীনিরাপদ হইয়া উঠিয়াছে এবং "কাজের লোক" প্রতিমাসেই নিয়মিত ভাবেই প্রকাশিত হইবে।

একান্ত বশম্বদ—
কার্য্যাধ্যক্ষ
কাজের লোক আফিস।

প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন।

গতবারে আমরা দেখাইয়াছি, বর্গা চাষীর স্বত্ব বর্ত্তাইয়া দিলে দেশের মধ্যবৃত্ত লোকের এবং চাষীর অবস্থা কত শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে। এখনও কেহই ভাগে জমী এবৎসরের চাসের জন্য বিলি বন্দোবস্ত করে নাই, সমস্ত বর্গা বাসীকে ছাড়াইয়া জমী ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, এই আইনের সংশোধনে বর্গাচাষীর বিষয়ে কিরূপ নিষ্পত্য হয়, তাহা না দেখিয়া কেহ জমী জায়গার কোন বন্দোবস্ত করিবে না। কিন্তু এদিকে জমীতে সার দেওয়া, কর্ষণ করার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যদি এই বিষয়ে চাষের পূর্ব্বে কোন মীমাংসা না হয়, তবে হইলে গবর্ণমেণ্টের ভাবী দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে প্রজাগণকে এখন হইতেই রক্ষা করিবার জন্য সত্বর প্রকাশ করা উচিত যে এই সংশোধন আইনের মিমাংসা হইতে বিলম্ব আছে, সুতরাং প্রজাগণ জমী জায়গার এবৎসরের মত বিলি বন্দোবস্ত করিতে পারে। তাহা না হইলে এবৎসর গরু এবং মানুষের আহার অভাবে জীবন সংশয় হইবে। কারণ গত বৎসরে বৃষ্টির অভাবে ভালরূপ ধান্য চাষ হইতে পায় নাই, লোকে ৬ মাসের খোরাকীও পায় নাই। খড় না জন্মানতে এবার বিচালীর দর ২২ হইতে ২৪৲ টাকা কাহন দাঁড়াইয়াছে। আবার এবৎসরেও যদি বর্গা চাষীর সত্ব বর্ত্তাইবার ভয়ে লোকে ভাগ বিলি না

করিয়া জমী অনাবাদী ফেলিয়া রাখে, তবে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। প্রজাস্বত্ব আইনে বর্গা চাষীর বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হইবে, কারণ বর্গাচাষীর স্বত্ব বর্ত্তাইয়া দিলেও ফলে তাহার কোন হিত সাধনই হইবে না, মোকর্দ্দমা মামলায় সে নিঃস্ব হইয়া তাহার স্বত্ব হস্তান্তর করিতেই বাধ্য হইবে।

সমগ্র দেশে এজন্ম ঘোর আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলিতেছে, অনেক স্থান হইতে অতি সারবান যুক্তি সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল লোকমত উপেক্ষা করার জন্ম ভাল হইবে না। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এবং কাউন্সীলের সদস্যগণ কোন কিছু করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকমতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন। আবার বলি, চাষের সময় নিকট হইয়া আসিতেছে, যদি এই আইনের বিষয় গুলির এবৎসরে আশু মিমাংসার বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহা জ্ঞাপন করিয়া প্রজার ভীতি এবং উৎকণ্ঠা দূরীভূত করুন, নচেৎ বহু আবাদী জমীই এবার প্রজাবিলি না হইয়া পড়িয়া থাকিবে এবং দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইবে।

Ancient dustries of India.

সেকালের শিল্প।

লেখক ডাক্তার বসন্তকুমায় চৌধুরী,
হিমায়েৎপুর পাবনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জতুগৃহের যে বর্ণনা মহাভারতে জানা যায়, তাহাও কম শিল্প কার্য্য নহে। একালে সেরূপ দ্রব্যাদি দ্বারা গৃহ রচনা অসম্ভব নয় কি?

ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লি) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যে অদ্ভুত পূর্ব্ব মহতী সভা শিল্পি প্রবর ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্ফটিক, নানাপ্রকার বিচিত্র মণি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন ময়দানব শিল্প নৈপুণ্যে দক্ষ ছিলেন। তিনি কৌরবগণের জল বিহার, রঙ্গ ভূমি, যজ্ঞীয় সভা, দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভা, দ্বারকাপুরী এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র প্রস্থ নগর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাস্ত্র ও শতঘ্নী এবং বিবিধ যন্ত্র ও লৌহময় মহাচক্র নিচয় দ্বারা পরিশোভিত ছিল। মহারাজ দুর্য্যোধন স্ফটিকময় স্থলে উপনীত হইয়া জলভ্রমে আপনার পরিহিত বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া ছিলেন, স্থলভ্রমে স্ফটিকবৎ নির্ম্মলজল পূর্ণ ও বিকসিত শতদল শোভিত সরোবরজলে নিপতিত হইয়াছিলেন, স্ফটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া মস্তকে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবার স্ফটিক কপাট মুক্ত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিতে শঙ্কা করিয়াছিলেন। এই সকল শিল্পের বিষয় এক্ষণে অতি রঞ্জিত ও অলীক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেকালে যে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট শিল্প ও শিল্পী ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হায়! ভারতে আর সে কারুকার্য্য কোথায়? কোথায় সে শিল্প চাতুর্য্য! কোথায় সে শিল্পী! এখন ভারতবাসী সামান্য দ্রব্য দেখিয়াই বিমোহিত ও স্তম্ভিত। অন্ন চিন্তায় ভারতবাসী নিজ বাসে পরবাসী হইয়া সূক্ষ্ম শিল্প ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে সম্ভ্রান্ত জাতীয় লোকেরা শিল্প কার্য্য করিত। বিশ্বকর্ম্মা প্রণীত "শিল্প-সংহিতা" নামক গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,—

বাষ্পযোগেতুবৈ যানং চকার বিধি-নন্দনঃ।
অবিচ্ছেদ-গতির্যস্য বায়ুবৎ কাম গামিনম্।
নানোপকরনৈর্যুক্তং ভ্রাম্যদ্রুং পুষ্পকং বিদুঃ॥

বিধি-নন্দন বাষ্প যোগে বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণ করিলেন, ইহা আকাশ মার্গে ইচ্ছামত গমন করিতে পারে। ইহা দীপ্তমান্ ও নানা উপকরণ যুক্ত। উহাই পুষ্পকরথ নামে বিদিত।

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, অতি পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যে সমস্ত শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইউরোপীয় আধুনিক সভ্য জাতীয় লোকেরা সেই সকল শিল্পের পুনরুদ্ধার বা পুনঃসংস্কার করিতেছেন মাত্র। ইদানীন্তন কালে ইয়োরোপীয়েরা বাষ্পীয় যন্ত্র, ঘটিকাযন্ত্র দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন ঐ সকল যন্ত্র এক সময় ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট রূপে প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

"সলব্ধা কামগং যানং
তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারাবতীং শাল্বো বৈরং
বৃষ্ণিকৃতং স্মরণ।
কচিদ্ভূমৌ কচিদ্ব্যোম্নি
গিরিশৃঙ্গে জলে কচিৎ॥"

শিল্প সংহিতা।

শাল্বরাজা ময়দানব হইতে লব্ধগামগামী ধূমযুক্ত দুর্লভ যান আরোহন করিয়া

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বৃষ্ণিবংশীয় দিগের বৈর স্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বারকাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ঐ যান স্থলে, আকাশে, পর্ব্বতশৃঙ্গে ও জলে যে কোন স্থানে চালান যাইতে পারে।

মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্।
যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্ট্যর্থে দূরদর্শনং।
পলাশাগ্নৌ দগ্ধমৃদা কৃত্বাকাচমনশ্বরম্।
শোধয়িত্বাচ শিল্পীন্দ্র নৈর্ম্মল্যং ক্রিয়তে চ তৎ।
চকার জলবৎ স্বচ্ছং পাতনং সুপরিষ্কৃতম্।
-পর্ব সমাকাণ্ডং ধাতুদণ্ডং প্রকল্পিতম্।
তৎ পশ্চাদগ্রমধ্যেষু মুকুরঞ্চ বিবেশ সঃ॥

শিল্প সংহিতা।

মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সহসা দূরদৃষ্টি জন্য স্থায়ী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমতঃ পলাশাগ্নিতে দগ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা অধ্বংসী কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ অগ্নি সংস্কারে শোধন করিলেন। ঐ কাচকে নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ ও পাতন করিয়া বংশ পূর্ব্বের ন্যায় এক সচ্ছিদ্র ধাতু নল মধ্যে ও উভয় প্রান্তে পূর্ব্ব প্রস্তুত মুকুর বসাইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বাতু দারবম্।
বস্ত্রাচ্ছন্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিতম্॥
তোয় যন্ত্রং কপালাদ্যৈর্ময়ূর-নর বানরৈঃ।
সমূত্র-রেণু গর্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥
পারদারাম্বু সূত্রাণি শুল্ক তৈল জলানি চ।
বীজানি পাংশব স্তেষু প্রয়োগাস্তে পিতুর্লতা।
মায়াদুদয়ুখো নিত্য ময়ন্বাস্ত শলাকবৎ॥

সূর্য্য সিদ্ধান্ত।

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে গ্লোব দ্বারা ভূগোল শিক্ষা প্রদান করা হইত। সময় নির্ণয়ের জন্য নানাবিধ ঘটিকা যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। কেহ কেহ বলেন যে, থার্ম্মোমেটার, বেরোমেটার প্রভৃতি যন্ত্র ও পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল, দিগ্ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দিগ্ দর্শন যন্ত্র হিন্দুগণই প্রথমে প্রস্তুত করেন।

মহাভারত ও রামায়ণে শতঘ্নী নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যদ্দ্বারা শতজনকে এক সময়ে হত করা যায় তাহাকে শতঘ্নী অস্ত্র কহে। এই শতঘ্নী অস্ত্রই বর্ত্তমান কামান। অগ্নিপুরাণে বারুদ, গুলি, গোলা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

মহাত্মা প্রিন্‌সেপ সাহেব বলিয়াছেন যে, বারুদ ভারতবর্ষেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল।

"I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India." Preckman's History of Inventions and Discoveries, vol. II.

প্রিনসেপস্ ইণ্ডিয়ান এন্টিকুইটিস্ নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে (Princep's Indian Antiquities vot I.) লিখিত আছে যে, গঙ্গার খাল কর্ত্তন করিবার সময় বিহাট নামক গ্রামের নিকট ভূগর্ভে নিহিত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, তাহা খ্রীষ্টের বহুশতাব্দি পূর্ব্বের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ গ্রামে যে মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঁচশত খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে প্রচলিত অক্ষরে লিখিত ছিল। সেই স্থানে শতঘ্নী নামক অস্ত্রও পাওয়া যায়।

অথর্ব্ব-বেদে ধনুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে, ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ। এই বেদ পাঠ করিলে ধনুর্বিদ্যায় সম্যক জ্ঞান জন্মে। ধনুর্ব্বেদাদি পাঠে জানা যায় যে, বর্ত্তমান কালীয় তীর ও ধনু ধনুর্ব্বেদোক্ত তীর ও ধনুর অনুরূপ।

প্রাচীন কালে ভারতে "আয়ুধিকঃ" নামে এক জাতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে:—

"আগ্নেয়েনাসৃজদ্বহ্নিং বারুণে না সৃজৎ পয়ঃ।
বায়ব্যেনাসৃজদ্বায়ু পর্জ্জন্যেনাসৃজদ্ঘনম্॥"

কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা-প্রদর্শনী সভায় যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অগ্নি, বারুণাস্ত্র দ্বারা জল ও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বায়ু এক পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা মেঘ সকল সৃষ্ট হইয়াছিল।

নিষ্পন্ন যানোদ্দেশ নামক গ্রন্থে নানাবিধ নৌকা নির্ম্মাণ ও তাহাদের লক্ষণ ও গুণাদির বিবরণ লিখিত আছে।

রামায়ণ ও মহাভারতের কালে সুবর্ণ ও নিষ্ক নামক মুদ্রার প্রচলন দৃষ্ট হয়। রামানুজ রামায়ণে ২।২৩।১০ শ্লোকের টীকায় নিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, এই "শ্লোকের মধ্যে যে নিষ্কের নাম উক্ত হইয়াছে, উহা স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক।" এতদ্বারা নিষ্ক যে মুদ্রাঙ্কিত ছিল তাহা অনুমান করা যায়, পূর্ব্বোল্লিখিত বিহাটের নিকট প্রাপ্ত মুদ্রারও উভয় পৃষ্ঠে ছবি ও অক্ষরে অঙ্কিত আছে।

শিল্প বলিলে সাধারণতঃ স্থাপত্য

(Architecture) ভাস্কর্য্য (Sculpture) এবং চিত্র (Painting) বুঝিয়া থাকি।

১। স্থাপত্য :—বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগের সময়ে যজ্ঞস্থলে চিতি ও কুণ্ড খিলান করিয়া নির্ম্মিত হইত। স্থাপত্যের অতি কঠিন ও প্রধান অঙ্গ খিলান করা। বৈদিক কালে এই খিলান কার্য্য প্রথমে ভারতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

মনিব ও চাকর।

(গল্প)

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

দীনেশ ও সুরেশ তাহাদের গ্রামের ইংরাজী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পাশ করিয়া কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিল। কলিকাতায় আসিয়া দীনেশ একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে একটী কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল।

সে মনে করিল, এই বিজ্ঞাপনদাতা ম্যাট্রিকুলেসন পাশ লোক চাহিতেছে; আমি যখন প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছি, তখন আমি গেলেই আদর করিয়া আমাকে চাকুরী দিবে। বেতন মাত্র কুড়ি টাকা! তা হ'ক, আমি কি আর সত্যই এখন চাকুরী করিব? লোকটার সঙ্গে একটু রগড় করা যাক্ না! একদিন কার্য্য করিয়া নিজের অসাধারণ কার্য্যক্ষমতা দেখাইয়া আর যখন যাইব না, লোকটী বাড়ীতে আসিয়া নিশ্চয়ই আমার খোসামোদ করিবে!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে পৌঁছিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার একেবারে চক্ষুস্থির হইয়া গেল! তিনশত আবেদনকারী সেখানে উপস্থিত! আলাপ করিয়া জানিল, তাহাদের মধ্যে বহু বি এ পাশ আছে, একজন এম্-এ ফেলও উক্ত চাকুরীর জন্য আসিয়াছে! তৎপরে বেকার শিক্ষিত যুবকদিগের সহিত কথোপকথনে সে যখন বর্ত্তমান চাকুরীর বাজারের অবস্থা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিল, সে কি করিবে, তাহার মত অবস্থার লোকের যখন চাকুরীই শেষ উদ্দেশ্য, এবং শরীর মাটী করিয়া ও যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কলেজের পরীক্ষা পাশ করায় যখন অর্থোপার্জ্জনের কোনই সুবিধা হয় না, তখন বোকামি করিয়া কলেজে যাইবার কি প্রয়োজন? সুরেশ কলেজে পড়ুক, আমি পয়সার চেষ্টায় এখন হইতে বাহির হইব। যখন সে বি-এ পাশ করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে কুকুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইবে, ততদিনের মধ্যে আমি নিজের একটা যা হয় কিছু আয়ের উপায় করিতে পারিবই।

সুরেশ কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। দীনেশ টো-টো কোম্পানীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল, অর্থাৎ সে প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ভবঘুরের মত সমস্ত কলিকাতা সহর কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দীনেশের পিতা আপত্তি করিয়া পত্র লিখিলেন। সে উত্তর দিল—কলেজে পড়িলেও আপনাকে খরচ-পত্র দিতে হইত; আমি যদি কলেজে না যাইয়াও অর্থ উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারি তবে ক্ষতি কি?

চারি বৎসর পরে যখন সুরেশ বি-এ পাশ করিবে, তখন আপনি হিসাব করিয়া দেখিবেন—সুরেশের পিতার সুরেশের জন্য কত টাকা খরচ হইল, এবং আমার জন্য আপনার কত কম খরচ হইল, এবং তখন আপনি সুরেশের ও আমার স্বাস্থ্য, কার্য্য-দক্ষতা ও উপার্জ্জন-ক্ষমতা তুলনা করিয়া দেখিবেন, সুরেশের পিতা জিতিলেন কি আপনি জয়ী হইলেন।

বড়বাজার, রাধাবাজার, মুর্গিহাটা, ক্লাইবষ্ট্রীট, হাটখোলা নিমতলা, কাশীপুর বেলেঘাটা প্রভৃতি ব্যবসায়ের অঞ্চল গুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দীনেশ দেখিল,—কলিকাতা কি বিরাট ব্যবসায়ের কেন্দ্র! কত টাকার দ্রব্যই না এখানে আমদানী ও রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু এত টাকার ব্যবসায় ইংরেজ মাড়োয়ারী ভাটিয়া, চিনে, জাপানী প্রভৃতির জাতির হাতে। কত অর্থই না তাহারা উপায় করিতেছে! বাঙ্গালী সেখানে নিমন্ত্রণ বাড়ীর কুকুর কিম্বা ভিক্ষুকের মত ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান! কেহ সামান্য কেরাণীগিরি পাইবার জন্য তাহাদের তোষামোদ করিতেছে,—কেহ কেহ কেরাণী হইয়া তাহাদের পদলেহন করিতেছে।

দীনেশ কোন ব্যবসায়ের ভিতর 'এপ্রেন্টিস' বা শিক্ষানবিশ ভাবে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। সে বিনা বেতনে কাজ করিতে চাহিল, কিন্তু কোন মাড়োয়ারী বা কোন বিদেশী তাহাকে শিক্ষানবিশ লইতে প্রস্তুত হইল না। কোন কোন ইংরাজ তাহাকে বিনা বেতনে কেরাণীর কাজে শিক্ষানবিশী করিতে বলিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। অবশেষে জনৈক তিসির বাজারের দালালের সহায়তায় একজন হাটখোলার সাহা জাতীয় লোকের ভূষিমালের কারবারের ভিতরে তাহার প্রবেশ করিবার সুযোগ হইল। দালাল তাহাকে শিখাইয়া দিল,—দেখ বাপু, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় ছাড়িয়া ময়লা কাপড় পরিয়া আসিও ও বেশী লেখাপড়া জান, তাহা বলিও না। মুখুস্তখু লোকের মত মালিক যাহা বলেন, তাহার হুকুম পালন করিয়া থাকিয়া কিছুদিন যদি তিসির গুদামে কুলীর মত ধূলা ঘাটিতে পার, তবে মানুষ হইয়া যাইবে।

দীনেশ পূর্ব্বোক্ত মহাজনের গুদামে এক বৎসর কঠোর শারিরীক পরিশ্রম করিয়া ভুষি মাল সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিল, এবং শারীরিক পরিশ্রমের ফলে তাহার শরীরও বেশ স্বাস্থ্য ও বলসম্পন্ন ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিল। এক বৎসর পরে উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া সে পূর্ব্বোক্ত দালালের সহকারীরূপে বাজারে বাহির হইতে লাগিল। যখন মহাজনের গুদামে কাজ করিত, তখন কয়েক মাস বাদে মহাজন তাহার খোরাকী বাবদ তাহাকে মাসিক বারো টাকা করিয়া দিত, এবং দালালের সহকারীরূপেও সে কিছু কিছু উপায় করিতে লাগিল। যখন যেরূপ আয় হইত, তদনুরূপ কম টাকা পাঠাইতে সে পিতাকে পত্রে জানাইত।

এরূপে তিন বৎসর গত হইল। ততদিনে দীনেশ ভূষিমাল সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিল। তাহাকে, যে সকল ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে জানিত, তাহাদের মধ্যে একজন ভাটিয়া মহাজন তাহার ব্যবসায়ে তাহাকে অংশীদার হইবার জন্য অনুরোধ করিল। তদনুসারে দীনেশ রায় মেসার্স ইষ্টার্ণ প্রডিউস একস্‌পোর্ট কোম্পানীর ছয় আনা অংশীদার ও ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন।

সুরেশ বি-এ পাশ করিয়াছে। ইদানীং দীনেশ ও সুরেশ কেহ কাহারও খবর রাখে না। নীরদ ব্যবসায়ী অঞ্চলে বাস করে; কোন ছুটিতে দেশে যায় না;—সে কঠোর সাধনায় রত, ঘর বাড়ী আত্মীয় স্বজন সব ভুলিয়া সে তপস্যায় মগ্ন হইয়াছে।

সুরেশ চাকুরীর চেষ্টা করিতে করিতে একদিন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে একজন কেরাণীর আবশ্যক, এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিল। বিজ্ঞাপনে ঠিকানা ছিল না; ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বক্সে দরখাস্ত প্রেরিত হইল। যথাসময়ে সুরেশের দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া নিয়োগপত্র আসিল। তাহারা লিখিয়াছে যে সকল দরখাস্ত আসিয়াছে, তাহার মধ্যে তোমার হস্তাক্ষরটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখিয়া তোমাকে নিযুক্ত করিলাম।

সুরেশ বড় বাবুর নির্দ্দেশ মত দিনভোর কার্য্য করিল। অপরাহ্নে যখন ম্যানেজার সাহেব বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া নূতন বাবুটীকে তলব করিলেন, ও তদনুসারে নূতন কেরানীটী ম্যানেজারের ঘরে উপস্থিত হইয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইল, তখন ইষ্টার্ণ প্রোডিউস এক্‌স্পোর্ট কোম্পানীর ম্যানেজার ও নব নিযুক্ত কেরাণী উভয়েই বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেখিল,—

দীনেশ ও সুরেশ আজ মনিব ও চাকর!

স্বর্গীয়

ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী।

আমরা অতি সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে ১১ নং অপার সার্কুলার রোডের ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী মহাশয় গত ১৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি "কাজের লোকের" নিয়মিত লেখক ছিলেন। স্বর্গীয় ভুবনমোহন দাস, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও শিশিরকুমার ঘোষের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি প্রথম বয়সে "কালিকো প্রিন্টিং" নামক রঙ্গীণ ছাপার কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ধনপৎ লছমীপৎ সিং ইঁহার ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাশিয়াবাগান ও টালায় কারখানা স্থাপন করিয়া ইনি যখন কয়েকটী নূতন পাকা রং আবিষ্কার করিয়া প্লেটেণ্ট গ্রহণ করিতে যাইবেন, তখন ইঁহার কয়েকটী কার্য্যকারক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ঐ রং প্রস্তুতের রহস্য প্রতিযোগিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। বোম্বাই অঞ্চলের রং ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ডাক্তার নন্দীর "ডাই" নামক একটী কালো পাকা রং বিশেষ বিখ্যাত।

অতঃপর তিনি বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় সকল রোগের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ

করেন। বিদ্যুৎ প্রয়োগে কোষবৃদ্ধি রোগের চিকিৎসাপ্রণালী ইনি আবিষ্কার করিয়া ঐ চিকিৎসার কার্য্য তিনিই পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত "প্রাচ্য তত্ত্ব সমালোচনা" নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হিন্দু মাত্রেরই পাঠ্য। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি অশেষ ধীমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার আবিষ্কৃত "ডেক্সট্রিনাইজড্ ফুট" বৈজ্ঞানিক মহলে প্রসিদ্ধ।

ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইনি "বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব নামক একখানি সুন্দর দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। ইনি স্বর্গীয় হেমেন্দ্র নাথ মিত্রের ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতার ১৯২১ সালে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রচারক" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইনি মৃত্যুকালে ইঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও চিকিৎসালয় কুল-দেবতা ৺রাধারমণ জীউর নামে দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুপরিচালিত হয়, ইনি তাঁহার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন। আমরা বহু বিষয়ে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

How to grow Strong and Well Spinning Ramie Fibre.

(For Businessman.)

The fibre known as Ramie, which grows very well in India, is fast making a place for itself in commerce in Europe and the United States, and it is likely that before very long now a machine for extracting the fibre, and producing an article like the hand cleaned China grass or Chinese Ramie exported from China will be on the market which will not only succeed in producing an absolutely uninjured Ramie fibre in good quantities per machine per day but one the price of which will bring it within the reach of small agriculturalists. This should open an era of profitable Ramie cultivation in India. British Silk, Woollen, Worsted and Cotton Manufacturers are giving close attention to the fibre, and using it to a greater, or less degree, and to no industry is it beginning to prove of so much prospective value as to the linen trade. When mixed with linen goods, it makes them more stronger, and lighter in weight, and it imparts to them very valuable hygienic qualities. But to give ramie the place which it deserves amongst the texlile fibres, and cause it to be largely used all over the world, like flax, and jute it must be more carefully grown by the cultivator, and be cheaper in price. The invention of the machine just referred to and which will supercede hand labour in the preparation of the fibre for the market will accomplish a great deal in the direction of making the raw article to be obtained for cheaper than it can be to-day, and so far as regards growing a really good fibre, the following are the points which the cultivator must pay attention to and observe :— He must carefully regulate the supply of moisture which he gives to his plants. If the plants are given too much moisture while the crop will shoot up quickly it will only yield a fibre of poor in strength, that is, it will be "brittle". If it be given too little moisture its growth will be stunted, and if both these conditions are allowed to prevail in the one season the fibre obtained will be of variable quality, and very costly to spin. Liquid mannures are the best to apply to ramie. The urine of horses, cows and sheep mixed with dung, chemicals fertilisers also suit the plant well. The variety Bochmeria Nivea is the best to grow. Spinners prefer it as they can

easily spin it into fine counts of yarn than they can the fibre of the other variety, B. Tenacissima, a rich sandy loam with a good permeable subsoil is the best land to grow ramie in. Water or logged soils must be avoided, and the cultivator when he strips the leaves from the stems of the plant at harvest time should always hoe these well into the land, and then collecting the centre woody cores of the stems in heaps on the fields burn these, and hoe their ashes well into the land. This practically restores to the soil, all the nutriment which the crop of ramie just harvested has withdrawn from it, and it is one of the very best means of all for fertilising and stimulating the growth of the crop.

Some experts think, that it would improve the quality of the ramie fibre; and the size of the crops obtained if the ramie plants during their growth were pruned by the cultivator in the same manner that cotton trees are pruned in some of the cotton-growing-districts. The lands on which the plant is grown should be irrigated as drought is a great enemy to the plant, which also grows best in shady places. The crop should never be gathered until the stems have turned brown in colour for about one third of their length of the base.

After the harvest the fibre must be thoroughly dried and then baled in such a way that damp can not reach it on its voyage to the spinning mills because if damp reaches it, fermentation will set up inside the fibre and rot its strength. Then the spinner will not pay a good price for it. Ramie when it is rightly grown, and well decorticated is a splendid fibre in all respects. Some recent tests made of it as compared with flax in Yorkshire proved that in texoile and torsional strength it is superior to flax, and quite equal to it in elasticity. It is true that it is a broader fibre than flax but the comparative great length of ramie makes it possible to spin it with much less twist than is required in the spinning of flax and the other fibres. It is best propagated by root divisions, which should be put in running water, and well washed before they are planted. None but good seed should be used where the crop is raised from seed. The seed should be placed in water first and those seed which sink to the bottom rejected. The best seed are those which have a black spot on them. Plantings of root divisions should be made at the distance of 2ft. × 2ft. apart; certainly not closer than 18 in. × 18 in. The land in which ramie is grown must be kept well free from weeds as where these spring up, they choke the growth of the Ramie and the ground needs to be well manured.

Ramie is a perennial, that is, its roots do not perish each year like those of the flax plant. On the contrary once a plantation is formed it will last for many years. Young seedlings must be kept carefully shaded from the sun's rays until they are a few inches high.

Recent issues of "The Textile Recorder", Manchester, a well informed, and thoroughly reliable journal speak of a quickly extending use of Ramie, especially for the manufacture of hygienic hosiery; and its use generally would soon become very large, indeed, if the raw article could be obtained cheaper.

The variety of Ramie (which is a plant of the nettle family), (B. Nidea can always be distinguished from B. tenacissima by reason of the fact that the backs of its leaves are silvery white, while the backs of the leaves of B. tenacissima are green in colour. Although the fibre yield per acre of the last named variety is larger than that of B. nidea, its fibre is not so strong as that of the last named variety, nor does it spin as satisfactorily in the ramie mills.

One of the English Ramie Mills, The Yorkshire Ramie Spinning Coy. Ltd. of Kirkstall, near Leeds has lately made a move which will do great good for the Ramie industry. They have succeeded in producing a ramie "rove" which they are now offering to linen spinners. This roving the latter can put on their ordinary wet line flax spinning machinery, and spin into an excellent ramie yarn without their having to spend a single penny on any alterations to the existing machinery in their mills. Hitherto flax spinners the value to whom of ramie fibre has already been pointed out have always had to expend a certain amount of money upon alterations to their flax machinery before they could spin a really satisfactory ramie yarn upon it. This enterprising more on the part of this Yorkshire Coy. will open up many new uses for the Rammia fibre. Much valuable information on Ramie, and its culture may be got from a book on the fibre published by the Technical Publishing Coy. Ltd., 55B, Chancery Lane, London, W. C. price, 5/4½ post free. In India it grows chiefly in Bengal.

Land on which Ramie is planted should be well broken by the plough before planting is commenced, the earth reduced to a fine tilth and well manured. Insects called "White ants", are at times a dangerous pest, or plague to ramie. The trees must be watched for these, and well syringed when they appear. Along the foot of high hills, which will shelter it from the winds, is a good situation, other conditions being favourable, in which to grow Ramie.

Hubert A. Carter.

ECONOMIC PREDUCTS.

ফিলিপাইন দ্বীপ সমূহে প্রচুর আনারস এবং কদলী জন্মিয়া থাকে, তাহারা আনারস এবং কদলী তো বিদেশে রপ্তানী করিয়া প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকে অধিকন্তু আনারসের পাতা এবং কলার পেট্‌কো হইতে ফাইবার (Fibere) বা আঁশ বাহির করিয়া থাকে, সেই আঁশ রেশমের ন্যায় সুচিক্কণ এবং সুদৃঢ়। চীন দেশের অনেক কাপড় যাহা রেশমী বলিয়া অনেকের ধারণা আছে, তাহা ঐ আনারসের আঁশ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফিলিপাইন দ্বীপের আনারস ও কদলীর আঁশ দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদি যাহাতে জগতে অধিক কাটতি হয়, সেইজন্য ফিলিপাইনের গভর্ণমেণ্ট পৃথিবীর প্রদর্শনী সমূহে প্রদর্শন করিতেছেন। আর আমাদের দেশে আনারস ও কদলী নিতান্ত অপ্রচুর নহে, তথাপি এ দেশের নিশ্চেষ্ট লোকে তাহা হইতে কখনও আঁশ বাহির করিবার যে কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছে, এমন তো শোনা যায় না। এ দেশের লোকে দাসত্ব ভিন্ন অর্থাগমের অন্য কোন চেষ্টা জানে না, তাই এত হাহাকার—এত দুর্দশা। আনারসের পাতা এবং কলার শুষ্ক পাতা দ্বারা এ দেশের লোকে কেবল উনন্ পূজারই ব্যবস্থা জানে। এই বেকার সমস্যার দিনে এমন কার্য্যে কি দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষিত হইবে?

আমরা বহুপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, মান্দ্রাজের জনৈক ভদ্রলোক কলার পেট্‌কো হইতে আঁশ বাহির করিবার একপ্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমরা সেই সময়ে "কাজের লোকে" তাহার বিস্তারিত

আলোচনা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার ঠিকানাও দিয়াছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, পুরাতন 'কাজের লোকের' ভলিউমগুলি অনুসন্ধান করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, আমাদের বাঙ্গলায় এত ইঞ্জিনিয়ার, এত মেকানিক কেহ কি এই সকল গাছ পাতা হইতে আঁশা বাহির করিবারও একটা সহজ উপায় বাহির করিতে পারেন না?

চিরকালই কি এ দেশের লোক কেবল ক্রেতার জাতি সাজিয়া বেড়াইবে।

"কাজের লোকে" অর্থাগমের বহু পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, বিশ বৎসরই আমরা যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিয়াছি, কিন্তু কেহ কিছুর জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন তো দেখিতে পাই না। লব্ধজ্ঞান কার্য্যকরী করিয়া না তুলিলে সে জ্ঞানলাভের কোন সফলতা নাই। এ নিশ্চেষ্ট বিলাসী জাতীর উন্নতির আশা করা দুরাশাই বটে।

বাতিল রবার।

একবার আমরা "ক্যাপিটাল" কাগজে পড়িয়া ছিলাম যে, কলিকাতার কোন গবর্ণমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট অকস্মাৎ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, পুরাতন রদ্দি রবারগুলি নিতান্ত অকেজো নহে, এবং তাঁহারা বুঝিয়া আক্ষেপ করিয়া ছিলেন যে, আগে যদি একথা বুঝিতাম, তাহা হইলে কত পুরাতন রবারকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ফেলিয়া দিতাম না। এখন কলিকাতা মহলে এবং লণ্ডনেও বহু ব্যবসায়ী আছেন, যাঁহারা এই পুরাতন বাতিল রবার ক্রয় করিবার জন্য বড় বড় ফারম করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতায় যাহারা পুরানো লোহা প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা পুরাতন রবারও ক্রয় করে এবং কোন কোন মাড়য়ারী ফারমকে বিক্রয় করে। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই মাড়োয়ারী ক্রেতাদের সন্ধান করিতে পারি নাই। যাহারা গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহা সংগ্রহ করে, তাহারা সে সন্ধান কোন বাঙ্গালীকে বলিতে চায় না। এই সকল হিন্দুস্থানীদের ব্যবসায় রহস্য গোপনে রাখিবার যেরূপ ক্ষমতা আছে, কোন বাঙ্গালীর সে ক্ষমতাটুকুও নাই। বাঙ্গলার পয়সা অন্য প্রদেশের লোকে বহন করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু আজ বাঙ্গালী অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। ইহা কম ক্ষোভের কথা নহে।

আজ কাল মটরকারের টায়ার কাটিয়া জুতার তলা মোজায় গার্টার প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও পশ্চিমদেশীয় লোকের কাজ—বাঙ্গালীর নয়! বাঙ্গালী কেবল উচ্চ মূল্যে ক্রয় করে মাত্র। এত দেখিয়াও বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটে না। বাঙ্গালী হলো বাবুর জাতি, সে কেবল চায়ের দোকান আলো করিয়া সিগারেট্ টানিয়া খোস গল্পেই মসগুল! এরাই আবার দেশ উদ্ধার করিবে? "Wilful waste makes woeful want" আমরা স্কুলে একথা শিক্ষা করিয়া ছিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবজীবনে এই সারগর্ভ উপদেশটুকু কাজে লাগাইতে শিখি নাই।

ভাঁটের খই।

শরতের তড়াগপূর্ণ জলে শালুক, কুমুদ প্রভৃতি জলজ-পুষ্প অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন—তাহার ফুল শুষ্ক হইয়া যাইলেও পদ্মের টাটীর ন্যায় একপ্রকার টাটী জন্মে, পাঠকগণের অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। এদেশের কোন কোন উদ্যোগীলোক সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে সর্ষপের ন্যায় একপ্রকার বীজ বাহির করিয়া থাকে। তাহা কলিকাতার বাজারে ভাঁটের দানা বলিয়া বিক্রয় হয়। তাহাকে খোলায় ভাজিলে তাহা হইতে অতি লঘু খৈ প্রস্তুত হয়—তাহা সাদরে লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারই নাম ভাঁটের খই। ইহা রোগীর জন্য লঘু পথ্য নামে বিখ্যাত। এইগুলি বহু পল্লীগ্রামের মাঠের পুকুরে হতাদরে আপনা আপনি জন্মিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, কদাচিৎ পল্লীবাসী কেহ কখনও সংগ্রহ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা যে আবার অর্থকরী, তাহা অনেকে জানে না। কিন্তু সংগ্রহ করিলে কলিকাতার বাজারে ইহার যথেষ্ট আদর আছে। এই শালুক ফুলের ডাঁটার গোড়ায় একপ্রকার গেঁড়ো থাকে, এখনও পল্লীগ্রামের গরীব লোক উত্তোলন করিয়া সিদ্ধ করিয়া পোড়াইয়া খাইয়া থাকে। আমরাও ইহা খাইতে দেখিয়াছি, ইহা মাখনের ন্যায় কোমল এবং সুস্বাদু। ইহার ভিতর এরারুটের ন্যায় কোমল শাঁস পাওয়া যায়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা উত্তোলন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিক্রয় করিয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ হইলে ইহাতে বহু লোককে জীবন-ধারণ করিতেও দেখিয়াছি।

MAIL-ORDER BUSINESS
or
SHOPPING BY POST.

মেল অর্ডারের কাজ
বা
ডাকে কেনা বেচা।

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

বর্ত্তমান যুগ হলো আয়াসের যুগ, শুধু আয়াসও নয়, সময়ের মিতব্যয়িতার দিকেও লোকের লক্ষ্য পড়চে। লোকে এখন বাজারে যেয়ে সারাদিন টংগস্‌ টংগস্‌ করে ঘুরে জিনিস কিন্‌তে চায় না। আজকাল প্রায় সকল জিনিসেরই বিজ্ঞাপন সংবাদ এবং মাসিক পত্র সমূহে জিনিসের যথাযথ বর্ণনা দিয়ে বাহির হচ্চে, সেই বিজ্ঞাপন দেখে একখানি পোষ্টকার্ড লেখবা মাত্র ২।৩ দিনের মধ্যে জিনিসটী ডাকে নিজের ঘরে এসে হাজির হয়। ভিপি খরচা দিয়ে নিলেই হলো। এইরূপে কেনা বেচা ডাকঘরের মধ্য দিয়ে হয় বলেই এই কাজের নাম হয়েছে Mail order Business বা Shopping by Post অর্থাৎ ডাকে বা মেলে কেনা বেচা। এখন এই রকমে কেনা বেচার আধিক্য সকল দেশেই হচ্চে বলে এই প্রকার কাজের আফিস, কেমন করে এই কাজ চালাতে হয়, সেই সম্বন্ধে অনেক বই, মাসিক পত্রও আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ সমূহে বাহির হয়ে থাকে। এদেশেও অন্যদেশের অনুকরণে মেল অর্ডারের কাজ চলচে বটে, কিন্তু ভাল করে এই কাজ চালাতে হলে অনেক কথা জান্‌বারও আছে। আমরা "কাজের লোকের" গ্রাহকগণকে সেইগুলি একে একে জানাবার চেষ্টা কর্‌ব।

এই কাজটী বেশ অর্থকরী। আমরা এ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে একখানি পুস্তকও প্রকাশ করেছিলাম। যদি পারি, তাহ'লে এর পর ছাপিয়ে পাঠকগণের হাতে দেবার ইচ্ছা রৈল।

এই কাজটী অপরাপর কাজকর্ম্মের সঙ্গে বিশ্রাম সময়ে Side line রূপে করা চল্‌তে পারে। সততাকে ভিত্তি করে একাজে হাত দিলে এতে প্রত্যেক লোকেই কৃতকার্য্যও হতে পারে। একাজ আমরাও বহুদিনই করেছি এবং এখনও অন্যান্য কাজের সঙ্গে করেও থাকি। একাজে আমাদেরও প্রায় চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। কোথায় কি সঙ্কট আছে, তা অকপটে জানবারও ইচ্ছা আছে। এখন পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন করে শেখ্‌বার চেষ্টা কল্লেই পরিশ্রম সফল হতে পারে।

এই কাজের জন্য প্রথমে বড় আফিস করে জাক জমক করবার দরকার হবে না। ছোট আকারের কাজই প্রথমে অবকাশ সময়ে কর্ত্তে হবে। সকল কাজেরই যেমন দায়ীত্ব আছে, একাজের সেইরূপ একটুকু দায়ীত্ব—ক্ষতির আশঙ্কা আছে, তবে সে দায়ীত্ব হতে এড়াবার উপায় নিজের হাতে। আস্তে আস্তে কাজ করে যেতে হবে। প্রথম কাজে যেটুকু লাভ হবে, দ্বিতীয় কাজে যেটুকু সাহায্যকারী হবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কাজের উন্নতি হবে। পূর্ব্বেই বলেছি, সংবাদ এবং মাসিক পত্রের সাহায্য ভিন্ন একাজ করা যায় না। কেননা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন পাঠ করেই অতি সুদূর পল্লীবাসীগণই জিনিসের অর্ডার পাঠাবে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের ব্যয় আছে, যাহারা দূরদেশ হতে অর্ডার দেয়, তাহারা এই কথা এখন বুঝ্‌তে শিখেছে যে, ট্রেণ ভাড়া করে কোন সহরের বাজারে যেয়ে জিনিস কিন্‌তে অনেক ব্যয়, তা ছাড়া অসৎ দোকানদারের হাতে ঠকবার ভয় আছে, আবার বিদেশে এসে অকস্মাৎ দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়ে পীড়িত হয়ে পড়াও অসম্ভব নয়। তারপর মটর চাপা, জুয়াচোরের ভয়, নানান উৎপাত, তা চেয়ে ডাকে কেনায় সুবিধা আছে। আর বাস্তবিকই সুবিধাও অনেক। সুতরাং মফঃস্বলের লোকের ডাকে ভিপিতে জিনিস কেন্‌বার আজকাল প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।

যারা প্রথম একাজে নাম্‌তে চায়, তারা প্রথমেই ভাবে বটে, টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে যদি না কেউ কেনে, তবে লোকসান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এমন প্রায় হয় না। লোকে কেন্‌বার জন্য উদগ্রীব, মাসিক বা সাপ্তাহিক বা দৈনিক কাগজ পেলেই সংবাদ পড়্‌বার আগেই বিজ্ঞাপন গুলিতে চোক্‌ বুলিয়ে যায়। কেন? না যদি তার আবশ্যকীয় কেন্‌বার কোন জিনিস সে পায়। লোকের সখ বেড়েছে। লোকে আজকাল নতুন কিছু চায়, এই এখন-কার খেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে, আর এই জন্যই

মেল অর্ডার কাজ সমস্ত জগতে এত জোরের সহিত চল্‌চে। সুতরাং বিজ্ঞাপনে যে ব্যর্থ মনোরথ হতে হবে, এমন ভাববার কারণ খুব কম। সকল কাজেই নামবার মত সাহস থাকা চাই। সাহসের অভাবে শত বুদ্ধি হত বুদ্ধিতে দাঁড়িয়ে যায়। সিড্‌নিস্মিথ বলে ছিলেন "A great deal of talent is lost in the world in want of a little Courage" সাহস চাই, নচেৎ যত কিছু মানুষের বুদ্ধি শক্তি একটু সাহসের অভাবেই মাটী হয়ে যায়। এদেশের অনেকেরই এই দশা। পদ্মের মৃণালে কাঁটা আছে বলে ভয় পেলে আর পদ্মতোলা হয় না। বিজ্ঞাপনই একাজের প্রাণ, সুতরাং ভয় পেলে একাজ করা চল্‌বে না। একাজ চালাতে হলে প্রথমে কি কি সরঞ্জাম, নিজের কি কি গুণ অতি আবশ্যকীয়, আগামী সংখ্যায় তা দেখাবার চেষ্টা করবো।

সম্পাদক।

বিশ্রাম সময়ের সদ্ব্যবহার

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ঠিকই বলিয়াছিলেন "Tell me how a man employs his leisure hours and I will tell you what he is" অর্থাৎ আমাকে যদি বলিতে পার, একটা লোক বিশ্রাম সময়গুলির কিরূপ সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে আমি বলিতে পারি, যে লোকটা কি—তাহার পরিণাম কি?"

যে জাতির সমস্ত নরনারী অমূল্য বিশ্রাম সময় বৃথা অসার আমোদ প্রমোদে কাটাইতে চায়, সে জাতি কোন কার্য্যেই কস্মিন কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জাতিকে বড় করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিশ্রাম সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেকে উন্নত জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে, তবে তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সেইরূপ লোক যে জাতিতে যত বেশী, সেই জাতি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। এদেশের কি শোচনীয় অবস্থা! এই জাতি Nation build করিতে চায় জাতি বলিয়া গণ্য হইতে চায়! প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষের শিশু হইতে অশীতী বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সময়ের বিন্দুমাত্র সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, কেহ দেখিয়াছেন কি। কিন্তু এই জাতি একদিন ফল মুলাহারে বনস্পতির নিভৃত বৃক্ষতলে অহোরাত্র কঠোর তপস্যায় আত্ম নিয়োগ করিয়া কত লক্ষ লক্ষ জগতের হিতকরকার্য্য ও আবিষ্কার করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। জাতি তাঁহারাই গড়িয়া গিয়াছিলেন, আর আজ আমরা অলস অকর্ম্মণ্য, বাকসর্ব্বস্ব, বিলাসী জাতি গঠনের প্রয়াসী! এই জাতি ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিয়া থাকে—গঠন করা নয়, জাতি ভঙ্গ করা। এমন আত্ম প্রবঞ্চক জাতির দ্বারা কোন কাজ হয় না, হইতে পারে না। জগতের যাবতীয় মহৎ জীবন এই বিশ্রাম সময়ের নিরব সাধনার দ্বারাই গঠিত হইয়াছে, সভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যে পার্থক্য এই, তাহারা সময়ের পরিমাণ করিতে জানে না—সেই জন্যই অসভ্য, আমরাও কি সময়ের মূল্যও তাহার পরিমাণ বুঝি? একবার ভাবিয়া দেখিতে দোষ কি, সারা দিবারাত্রে নিজের আয়াস ছাড়া কোনও সৎ চিন্তা মনের মধ্যে এতটুকু স্থানও কোন দিন দিতে পারিয়াছি কিনা। বিশ্রাম সময়ের নীরব সাধনা ব্যতিত মানুষ কখনও আত্মোন্নতি করিতে সক্ষম হয় না। ইহাই ধ্রুব সত্য। ভাব—কি করিতেছ—একবার চিন্তা করিয়া দেখ, কতটুকু তোমার মূল্য? তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে, এই দেশেই এই নীরব সাধক গণের দ্বারা জাতির এবং ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছিল। এই জাতির গবেষণার ফলে পুষ্পক রথ, শতঘ্নী অস্ত্র, দিকদর্শন যন্ত্র, এমন কি সময় পরিমাপক ঘটিকা যন্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রথম ভারতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাঁহারা সেই বিশ্রাম সময়েই গভীর গবেষণার ফলে এত কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন। তোমার বিশ্রাম সময়ে থিয়েটার বায়স্কোপের কি গবেষণাই করিতেছ? এই জাতি জাতি গঠন করিতে চায়, পল্লী ও সমাজ সংস্কার করিতে চায়! একবার ভাবিয়া দেখিবে। প্রত্যেক লোক জাতিকে উন্নত রাখিবার জন্য স্তম্ভ স্বরূপ। সমাজ ও জাতিকে ধরিয়া থাকিবার জন্য যে জাতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি সজাগ এবং সুদৃঢ় থাকে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারে। মরি মরি—তোমার জাতি সেই কার্য্যে কতদৃঢ়, কত সজাগ একবার ভাবিবে? "—লম্বা লম্বা কথায় তো জাতি গঠন হয় না কপচানি বুনিতে তত্ত্বজ্ঞান আসে না জানতো?"

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত-কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ সভার অধিবেশনে "আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, শৈশব কালে ছেলেদের চক্ষে অঞ্জন দেওয়ার প্রথা চক্ষুর পক্ষে হিতকর। ইহা দ্বারা বালকগণের দৃষ্টি অব্যাহত থাকে। আমার নিজের দৃষ্টি শক্তিই এই বিধির দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার জননী ৮।১০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে কাজল দিতেন, তাঁহার বিশ্বাস। সেই কারণেই ষাট্‌ বৎসর বয়সেও তাঁহার দৃষ্টি শক্তি অপ্রতিহত আছে। এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে চসমা লইতে হয় না।" আধুনিক শিক্ষাভিমানিনী জননীগণ সভ্যতার অজুহাতে শিশুর চক্ষে অঞ্জন দেওয়া এক প্রকার তুলিয়াই দিয়াছেন, সেই জন্ম অপরিণত বয়সেই চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির অভাব, এবং তাহার পরিণাম চসমা ব্যবহার।

চক্ষু উঠায় :—পাতিলেবুর রস দিয়া পাতিলেবুর শিকড় বাঁটীয়া চক্ষুর নীচে ও উপরে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা শীঘ্র সারিয়া যায়।

দক্র রোগে :—ধুপ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, কণ্টকারী ১তোলা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে জলদ্বারা বাঁটিয়া দাদের উপর প্রলেপ দিলে বহুদিনের পুরাতন দাদ অবিলম্বে আরোগ্য হইয়া যায়।

MEDICAL.

HOMŒOPATHIC HINTS.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

ডাক্তার ডি, এন্ রায় বলিয়াছেন, যখন কোন স্থানে কলেরা প্রকাশ হয়, তখন প্রতি গৃহে গন্ধক পোড়ান খুব ভাল। ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়

(১) যেখানে অতি প্রাতেই শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র উদরাময় অথবা বাহ্যের বেগ হইয়া প্রায় অসামাল হইবার উপক্রম হয়, সেখানে সল্‌ফার প্রয়োগই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

২। কলেরায় যেখানে রোগী আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে, অথচ পাতলা দাস্ত, মল দুর্গন্ধময়, সেখানে সলফার প্রয়োগ করিলে রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। কিন্তু মলের দুর্গন্ধ অতি বিকট বোধ হইলে সোরিনমের কথাও স্মরণ করা উচিত। গন্ধক অন্যান্য পীড়ারও যেমন উৎকৃষ্ট ঔষধ, কলেরারও সেইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গন্ধক প্রয়োগের কয়েকটী
চরিত্র গত লক্ষণ।

১। গাত্র চর্ম্ম অমসৃণ (Roughness)

(২) গণ্ডমালা প্রকৃতি ধাতের লোক।

(৩) সলফার প্রয়োগের আর একটী চরিত্র গত লক্ষণ, রোগীর গাত্রে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

(৩) সলফারের রোগীর ব্রহ্মতালুতে উত্তাপ এবং জ্বালা বোধ করে।

(৫) সলফারের রোগীর পিপাসা কম্ বা থাকে না। জল ভালবাসে না।

(৬) সল্‌ফারের রোগীর স্নান করিলে রোগ বৃদ্ধি রাখে।

(৭) সলফারের রোগীর (Extremities) হাত পা ঠাণ্ডা বোধ হয়।

(৮) মুখ গহ্বর ও অন্যান্য গহ্বরে শ্বেত বর্ণের ক্ষত।

যে স্থলে এই সকল লক্ষণগুলির বর্ত্তমান না থাকে; সেরূপ স্থলে ডাঃ ডি, এন রায় বলেন, সলফার প্রয়োগ করা অযৌক্তিক।

তিনি বলেন Empty feeling at the pit of Stomach এই লক্ষণটীর উপর নির্ভর করিয়া সলফার প্রয়োগে আশু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নাক কাটা

শীতকালে অনেকের নাসিকার অগ্রভাগ ফাটিয়া যায় (Cracked nose) এলুমিনা (Allumina) ২।১ মাত্রা ব্যবহারে আরোগ্য হইতে পারে।

ILL FROM SMOKING.

অতিরিক্ত তামাকু সেবনের কুফল Plantage Mag 6

অতিরিক্ত দোক্তা খাওয়ার জন্য অসুস্থতায় আর্সেনিক ৬

অতিরিক্ত রস রক্ত ক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতায় চায়না।

প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে।

হোমিওঃ এনভয়।

Household Informations.

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

বসন্তের প্রকোপে রক্ষা পাইবার উপায়।

১। কণ্টকারীর মূল এক টুকরা গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বসন্ত রোগ হয় না।

২। হরিতকীর আঁটী গোলাকারে কাটিয়া তাহাতে ছিদ্র করিয়া সুতা দিয়া ডান হাতের বাহুতে ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

৩। হোমিওপ্যাথিক অ্যান্টিমটার্ট (Antimtart ৬ অথবা ৩০ শক্তির ১২ মাত্রা সেবন করিলে নিশ্চয়ই বসন্তের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাজের লোক সম্পাদক।

বসন্ত রোগ নিবারণ।

——:•:——

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিলে ভীষণ বসন্ত রোগের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করা যায়।

(১) প্রত্যহ প্রাতে স্নান করিবার সময় সমস্ত গাত্রে ভালরূপে খাঁটি সরিষার তৈল মাখা। (২) প্রত্যহ প্রাতে আহারের সময় উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত খাওয়া। (৩) শ্লেষ্মাবর্দ্ধক জিনিষ না খাওয়া। (৪) অযথা রাত্রি জাগরণ না করা। (৫) শয়ন করিবার বিছানাগুলি প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া। (৬) মাটির উপর শয়ন না করা। (৭) আহারের পর হরীতকী সেবন করা। (৮) ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা। (৯) প্রত্যহ কর্পূরের ঘ্রাণ লওয়া। (১০) প্রত্যহ বাড়িতে ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুল ও চন্দনকাষ্ঠের গুঁড়ার ধোঁয়া দেওয়া। (১১) বাড়িতে দুর্গন্ধাদি দূরীকরণের জন্য ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করা। (১২) চারিদিকে বসন্তের মারীভয় উপস্থিত হইলে মনের মধ্যে কোনরূপ ভয় না আনা। (১৩) সর্ব্বদা ভগবানের নাম করা।

ডাঃ অনুকুলচন্দ্র বিশ্বাস,

এম, বি, (ইউনি)।

আতাফলের গুণ।

ইহা রক্ত বর্দ্ধক, বল এবং মাংস বর্দ্ধক। দাহক, অধিক খাইলে দাহ জন্মে। ইহা রক্তপিত্ত নাশক, বায়ু নাশক, স্নিগ্ধকর, মধুর। আতা গাছ অযত্নেও জন্মিয়া থাকে, যত্ন করিলে ইহা বাড়ীর পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণেই জন্মিয়া থাকে। এখানকার পল্লীবাসীগণ এত অলস হইয়া পড়িয়াছে যে, সে এদিকে তাহাদের দৃষ্টি মাত্র নাই। কলিকাতার বাজারে ভাল আতা প্রত্যেকটী ।০ হইতে ।৵০ আনা দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর এখন পয়সা সস্তা, সকল জিনিসই কিনিয়া খাইয়া অন্তঃসার শূন্য হইতেছে।

গ্রাম সংগঠন।

গ্রামে যাইবে কে ?

যদি গ্রামকে গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে নিজেকে গ্রামের উদ্ধারকর্ত্তা মনে করিয়া যাইও না, একগাছি ঝাঁটা হাতে করিয়া সামান্যভাবে গ্রামের মধ্যে যাইয়া বাস কর"—ইহাই হইতেছে যুবকগণের প্রতি মহাত্মাজীর উপদেশ। নিজ হাতে ঝাঁটা দেওয়ার কাজ গ্রহণ করিতে যদি কাহারও লজ্জাবোধ হয়, তবে তাহার গ্রামের সেবা করিতে যাওয়ার এখনও সময় হয় নাই। অভিমানকে যে প্রাণের ভিতর এখনও পুষিয়া রাখিয়াছে, গ্রামবাসীকে সে কেমন করিয়া আপনার করিতে পারিবে ? গ্রামে যাইয়া কাজ করা ত স্পর্দ্ধার কাজ নয়, একেবারে নিরভিমান হইয়া যাইতে হইবে।

সেইজন্য গ্রামে যাইবার প্রথম উপকরণই হইতেছে খাঁটী চরিত্র। মিথ্যার স্পর্শ থাকিবে না, অহঙ্কারের গন্ধ থাকিবে না—কাজের অন্তরালে নাম-যশের বিন্দুমাত্র স্পৃহা জাগিবে না। স্থির, ধীর ও শান্ত হইয়া কাজ করিতে থাকিবে—ফলের জন্য লালায়িত হইবে না। মৃদুতায় সকলের প্রাণ হরণ করিবে—ভালবাসিয়া লোকের চিত্ত জয় করিবে। কাজের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিবে, গ্রামবাসীগণ তখন আর সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিবে না। আদরে ও যত্নের সহিত তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিবে।

গ্রামের তিনটী শত্রু।

মহাত্মাজী বলিয়াছেন, গ্রামের মধ্যে তিনটী শত্রু বিরাজমান, যথা—

(১) দারিদ্র্য

(২) অলসতা

ও (৩) স্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীনতা।

গ্রামের মধ্যে যাইয়া এই তিনটী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে। মহাত্মাজী যে গ্রামের কর্ম্মীকে প্রথমেই ঝাড়ু হাতে করিয়া

যাইতে বলিয়াছেন, তাহার কার্য্য দ্বারা গ্রামের আবর্জ্জনা দূর করিয়া রাস্তা ঘাট নিয়ত পরিষ্কার রাখিতে হইবে। যেন বিশুদ্ধ বায়ু, জলের কখনও অভাব অনুভূত না হয়। মানুষের দেহের ময়লা বাহির করিয়া দিতে হইবে ক্যাষ্টর অয়েল দ্বারা, রক্তের মধ্যে যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নাশ করিতে হইবে কুইনাইন দ্বারা।

তারপর মহাত্মাজী বলিতেছেন—যদি আমার উপর বিশ্বাস থাকে, তবে গ্রামে যাইবার সময় আর একটী অস্ত্র সঙ্গে লইয়া [illegible] কা। এই চরকার দ্বারা দারিদ্র ও অলসতার বিনাশ হইবে। গ্রামরক্ষি সংগঠনের একটী প্রধান অস্ত্ররূপে চরকাকে যিনি অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, একজন sweeper বা ঝাড়ুদারের কাজ করিতে আজ যাহার মনে কোন দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, গ্রামবাসীগণ আজ তাহার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। অভিমানকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া আজ গ্রামের পথে যাতায়াত করিবে কে?

খাদি প্রতিষ্ঠান,

১৫নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা।

দৃঢ় পণ

যথেষ্ট হয়েছে—রোমান্স, যথেষ্ট হয়েছে আর্ট! যেখানেই যাই, যার সহিতই মিশি, আলোচনার এক বিষয় হইয়াছে বায়স্কোপ ও থিয়েটার। যুবকগণ আজকাল কে ভাল অভিনয় করেন, কোন থিয়েটারে কি বই ইহার সমালোচনাতেই মশ্‌গুল্‌। দেশের কথা, দশের কথা ভাবিবার সময় কোথায়? একজনকেও বার করুণ যে ২৪-ঘণ্টার মধ্যে ৫ মিনিটও জগজ্জননী মাকে সর্ব্বশক্তিশালিনী কালিকে, দশভূজাকে, আহ্বান করে। স্বাস্থ্যহীন উৎসাহহীন সাহসহীন যুবকগণ মস্তকের উপর সুচিক্কণ টেরী তুলিয়া ও মুখমধ্যে তাম্রকুটশলকা প্রবিষ্ট করাইয়া দলে দলে বায়স্কোপ ও থিয়েটারে যাইতেছেন—আমোদ করিতে। ইহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, আছে কেবল লম্বা লম্বা কথা। বিশ্বালয়ের ছাপ পড়িলে ধন্য হইয়া ইহারা বিশ্বধরাকে সরা জ্ঞান করে। ইহারা বুঝেই না যে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানভাণ্ডারের তোরণ দ্বার। প্রবেশদ্বার হইতে ইহারা বিদায় লইয়া সরস্বতীর সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া দেয় নাকি। আর না—ভ্রাতাগণ! এস সুদৃঢ় বজ্রসদৃশ পেশী লইয়া, হৃদয়ে বল লইয়া নাম কার্য্য-ক্ষেত্রে। জাগ্রত—উত্তিষ্ঠত—মহাপুরুষের এই বাণী লইয়া এস আজ আমরা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হই—রণে ভঙ্গ না দিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া যাই। মৃত্যুপণ করিয়া কার্য্য করিয়া যাই। আমাদের বুদ্ধির অভাব নাই, অভাব স্বাস্থ্যের। পরিশ্রম করিলে আমরা স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিব। এস কোমলতা বর্জ্জন করিয়া কঠোরতার আশ্রয় লই—সুখের আশা ত্যাগ করিয়া দুঃখকে বরণ করি। আলস্যই আমাদের অবনতির কারণ, আলস্য পরিহার করিয়া স্বকার্য্যসাধনই আমাদের এখন মূলমন্ত্র হউক। দেখিতেছ না বেকারে দেশপূর্ণ হইয়া গেল।

শ্রীদুলালচন্দ্র সোম।

সোমড়ল, কলিকাতা।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প

সীরপ্‌।

SYRUP.

যথেষ্ট পরিমাণ জলে চিনিকে অগ্নি উত্তাপে দ্রব করিয়া লইলে যে দ্রাবণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজীতে বলে সীরপ্‌, বাঙ্গলায় সিরো বা রস বলা যায়। কোন অভিজ্ঞ ইংরাজ লেখক বলেন যে, ১৬ ভাগ জলে ৩২ ভাগ উৎকৃষ্ট দোবারা চিনি গলাইলে উৎকৃষ্ট সীরপ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা বহুদিন স্থায়ী হয়।

ভাল সিরপ প্রস্তুত করিতে হইলে পরিশ্রুত জল ব্যবহার করা হয়, কিন্তু অভাবে ফিল্‌টার করা পরিস্কৃত জল ব্যবহার করা যাইতে পারে। নচেৎ সীরপ বেশীদিন স্থায়ী না হইয়া পচিয়া যায়। সীরপের চিনি এবং জলই যখন প্রধান উপকরণ, তখন যাহাতে এই দুইটী দ্রব্য উৎকৃষ্ট হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

সীরপের ব্যবহার।

এই যে সীরপ, কি কি কাজে ব্যবহার হয়, তাহার বিবরণ কিছু দেওয়া আবশ্যক। সীরপ ডাক্তার খানায় ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সীরপ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সরবৎ করিয়া লোকে দারুণ গ্রীষ্মের সময় ব্যবহার করিয়া থাকে।

জেলি, ম্যামলেড্‌ প্রভৃতি প্রস্তুতের সময় সীরপ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মিশ্রণের আবশ্যক হয়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সীরপ দুই প্রকার।

সাদা সীরপ (Simple) এবং সুবাসিত সীরপ (Scented)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীরপকে বাঙ্গলায় রস বলা যাইতে পারে। সাদা বা Simple Syrupএ গোলাপ কমলা লেবু, বা লেবুর, কলার, বেদানার Essence এসেন্স দিয়া সুবাসিত করা হইয়া থাকে। এই সকল এসেন্স বড় বড় ডাক্তার খানায় ক্রয় করিতে পারা যায়। আজ কাল লজেন্সেস প্রভৃতি মিষ্টান্নে এই সকল ফলের এসেন্স দিয়া সুবাসিত করা হইতেছে। যাক্, প্লেন বা Simple সীরপ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিলেই সুবাসিত সীরপ উপরোক্ত এসেন্স ২।৪ ফোঁটা দিয়া অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

সীরপ প্রস্তুতের সরঞ্জাম।

সীরপ প্রস্তুত করিবার জন্য এনামেল কড়াই, এনামেলের হাতা, ছাঁকন ফিল্টারিং ব্যাগ এই গুলিই প্রধান আবশ্যকীয় সরঞ্জাম। ফ্লানেলের থলিয়া করিয়া তাহার মধ্য দিয়া সীরপ্ ছাঁকিয়া লইতে হয়, এইজন্য ইহাকে ফিল্টারিং ব্যাগ বলা হইয়া থাকে। সীরপ প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী, মানুষে খাইলে যেন তাহার স্বাস্থ্য এবং জীবনের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়, সেজন্য ধর্ম্ম-জ্ঞানে প্রত্যেক দ্রব্য পবিত্র এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রস্তুতকারকের অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উৎকৃষ্ট সীরপে ১৬ ভাগ জল আর ৩২ ভাগ চিনি থাকে।

প্রথমে উপরোক্ত জলে উপরোক্ত চিনি দিয়া গুলিয়া ফেলিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া জাল দিতে হয়। যথা সম্ভব মৃদু জ্বালেই সীরপ প্রস্তুত করিতে হয়।

চিনির সহিত জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে চড়াইলেই একটু ফুটিলেই তাহার গাঁজলা বা গাদ উঠিতে থাকে। যে সীরপের গাদ যত পরিষ্কার হয়, সেই সীরপ তত স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। "কাজেরলোকে মিছরী প্রস্তুতের সময় আমাদের দেশীয় গাদ কাটাইবার প্রথা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত রূপেই বলা হইয়াছিল, পাঠকগণের তাহা বিস্মৃত হইবার কারণ নাই। পাশ্চাত্য পদ্ধতির কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

যখন উপরোক্ত চিনি ও জল সম্পূর্ণ দ্রব হইয়াছে বোঝা যায়, তখন ন্যাকড়া দ্বারা ঐ দ্রবীভূত সীরপকে ছাঁকিয়া ফেলিতে হইবে।

ঐ ছাঁকা রসের কিঞ্চিৎ লইয়া একটা ডিম্বের কিঞ্চিৎ শ্বেত অণ্ডলাল লইয়া শীতল জলের সহিত চটকাইয়া মিশাইয়া ঐ অল্প রসেরই সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে, তাহার পর ছাঁকা বাকী রসের সহিত তাহা মিশাইয়া দিয়া চরকী বা যাহাকে বলে মাথানী তাহা দ্বারা মিশাইবে। এইরূপ মন্থনী বা চরকী দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে সীরপের উপর ফেনা উঠিতে থাকিবে। এমত অবস্থায় পুনরায় অগ্নির উত্তাপে মৃদু জ্বালে ফুটাইতে ফুটাইতে ইহার গাদ নিঃশেষ ভাবে উপরে ভাসিয়া উঠিবে, তাহা ছাকনী দ্বারা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। যখন দেখিবে, আর গাদ উঠিতেছে না তখন নামাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে পূর্ব্ব কথিত ফ্লানেলের ব্যাগ থলিতে সীরপ পূর্ণ করিয়া একটা বাঁশকে দুইটী খোঁটায় বাঁধিয়া তাহাতে ব্যাগগুলি ঝুলাইয়া নিম্নে পরিষ্কার পাত্র প্রত্যেক থলির নীচে পাতিয়া রাখিলেই থলিয়ার সীরপ নিম্নের পাত্রে পড়িবে। এইখানে ডিম্বের সারাংশ সম্বন্ধে কিছু আভাষ দেওয়া আবশ্যক।

৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ২ সের চিনির রস পরিষ্কার করিতে ১টী মাত্র ডিম্বের অণ্ডলালই যথেষ্ট। সীরপ উত্তাপে ঘনীভূত হইয়া যাইতেছে দেখিলে শীতল জলের প্রক্ষেপ দেওয়া খুবই সঙ্গত। ৬ পাউণ্ড অপরিষ্কার চিনিকে পরিষ্কার করিবার সময় ১ পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের পরিমাণ শীতল জল প্রদান করা যাইতে পারে। (সম্পাদক)

(আগামী বারে সমাপ্য)

সংগ্রহ এবং সংকলন।

কাজের কথা।

১। মাথায় ঠাণ্ডা লেগে অনেক সময় শরীরটা কি রকম ভারি ভারি ঠেকে। তখন যদি একটা বাটিতে খানিকটা গরমজল নিয়ে এবং তা'তে এক টুকরা কর্পূর ফেলে, ঐ বাটির উপর খানিকক্ষণ মুখ রাখা যায়, তবে খুব শীঘ্র শীঘ্র আবার তাজা হ'য়ে ওঠা যেতে পারে।

২। যখন পা কামড়ায়, তখন যদি খানিকটা গরমজলে কিছু সোহাগা ফেলে, ঐ জলে পা ডুবিয়ে রাখা যায়, এবং তার পরে ফুলারস্ আর্থ (Fullers Earth) দিয়ে পা ঘসা যায়, তবে পা কামড়ান খুব শীঘ্রই সেরে যেতে পারে।

৩। একটুখানি জলে খানিকটা সোডা গুলে ঐ জল দিয়ে যদি আঁচিল ধোয়া যায়, তবে উপকার হ'তে পারে।

৪। সোহাগা মুখ ধোবার পক্ষে একান্ত উপকারী এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখ সোহাগামিশ্রিত গরম জলেই ধোয়া উচিত।

৫। রোগীদের ঘরে অনেক সময় কি রকম একটা গন্ধ হয়। তখন যদি একটা হাতা গরম ক'রে তা'তে অনেকটা কফি ফেলে দেওয়া যায়, তবে ঐ খারাপ গন্ধটা একেবারেই নষ্ট হ'য়ে যায়। এটা সকলেই ক'রে দেখ্‌তে পারেন।

৬। গরহজমের জন্য জলপাইতেল একটা ভাল ওষুধ। ইহা শরীরের সমস্ত যন্ত্র মসৃণ করে দেয়। এক চামচ করিয়া দিনে তিনবার খেলেই যথেষ্ট।

৭। দাঁত কামড়ালে একটুকরো ন্যাকড়ায় নুন বেঁধে ঐ নুন গরম কোরে তার সেক দিলে শীঘ্রই উপকার হ'তে পারে।

৮। দাদের মলম :—

ক্রাইসোফ্যানিক এসিড—১০ গ্রেণ।

ভেস্‌লিন—১ আউন্স।

এই দুইটী ওষুধ ভাল কোরে মিশিয়ে দিলেই হইল। ইহাতে কাপড়ে দাগ লাগে। যেন চোখে না লাগে।

(কাঃ সঃ)

৯। একভাগ কর্পূর, ৬ ভাগ সরিষার তেলে মিশাইলেই খুব ভাল কর্পূরের মালিস হোতে পারে।

১০। টার্পিন মালিস :—ইহা বুকের সর্দ্দি সরল করিয়া দেয়।

কর্পূর—১ ভাগ।

টার্পিন তেল—১৬ ভাগ

সফট সাবান—২ ভাগ

ঐগুলি ভাল করিয়া মিশাইয়া লও।

১১। পায়ের গোড়ালীতে সাবান ঘসিলে আর ফোস্কা হইতে পারে না।

১২। ক্যাষ্টর অয়েল খাবার সময় যে গা বমি বমি করে—তা' নিবারণ করবার একটি সহজ উপায় আছে। যতটা গরম সহ্য হয়, তত গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেল। এই রকম দুই তিনবার ক'রলে মুখের মেম্‌ব্রেনগুলি গরম হইয়া যায়। তার পরে যদি ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়া যায়, তবে উহা আর গলায় লাগিয়া থাকে না, একেবারে সোজা পেটের মধ্যে গিয়া পৌঁছায় সুতরাং গা বমি বমি করবার আর কোনও সম্ভাবনা থাকে না ক্যাষ্টর অয়েল খাবার পরও ঐ গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলা উচিত।

১৩। নাইবার জলে খানিকটা নুন ফেলে দিলে সর্দ্দি খুব শীঘ্রই সারিয়া যায়।

স্বাস্থ্য

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ।০ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা। | New Series, March & April. 1926, | মার্চ্চ, এপ্রিল ১৯২৬। | Vol. 20 No 3 4

শেষ সুযোগ　　　　শেষ সুযোগ ! !

অভূতপূর্ব্ব বিতরণ

এতদিন সাধারণে যাহা পাইবার জন্য কত অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ করিবার জন্য এই আয়োজন। যে "কাজের লোকের" পুরাতন ভলিউম গুলি দেখিয়া বহু সংবাদ পত্র প্রত্যেক পৃষ্ঠার মূল্য ৩৲ টাকা দিলেও ক্ষতি বোধ হইবে না বলিয়াছিলেন, সেই বিরাট্ গ্রন্থরাজী আজ নাম মাত্র মূল্যে—একরূপ বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে—আসুন স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রয় করুন।

পুরাতন

কাজের লোক

১৯০৯ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ১৬ ভলিউম্

প্রত্যেক ভলিউমের মূল্য ৩৲ স্থলে ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

হাতে হাতে বিক্রয় হইবে।

১লা আশ্বিন হইতে বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে, সকল ভলিউম সমান নাই সুতরাং বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে। সাহিত্য, কৃষি, বাণিজ্যনীতি, দেশের হালচাল, প্রাকৃটিক্যাল্—হাতে হেতেরে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুতপ্রণালী, বহু বহু বেকারের উপায়, অসংখ্য উপার্জ্জন পন্থা, উৎকৃষ্ট নৈতিক উপদেশ, পেটেণ্ট ঔষধ ও দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কবিরাজী, হাকিমি প্রভৃতির উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা ও চিকিৎসা প্রণালী, গল্প উপন্যাস, হাস্য কৌতুক ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য বিষয়ে "কাজের লোক" বিশ্বকোষ সদৃশ হইয়াছে, এ গ্রন্থরাজী না লইয়া কি থাকিতে পারেন ?—ছেলে মেয়েকে নিজেকে স্বাবলম্বী করুণ—শুদ্ধ উপন্যাস, অসার গল্প পাঠ করিয়া অমূল্য সময় এবং জীবনকে আর ব্যর্থ করিবেন না। বড় দুর্দ্দিন বাঙ্গালার, স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা দেখাইবার—স্বাবলম্বী করিবার জন্যই "কাজের লোকের" জন্ম হইয়াছিল—সে উদ্দেশ্য সফল করুণ, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সেই জন্য "কাজের লোক" বিলাইতে চাই তাই এত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মাটীর দরে অমূল্য রত্ন বিতরণ।

১৯০৯ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ১৬ ভলিউম

"কাজের লোক" সমস্ত লইলে

প্রত্যেক ভলিউম ৩, স্থলে ১।০ টাকা মাত্র—হাতে হাতে লইয়া যাউন।

"Kajer Loke" or Businessman— * * * is repleted with useful articles on art and Industry.

Indian Empire.

"Contains interesting articles on trade and speculation."

Indian Daily News.

"Kajer Loke,"—Or the "Businessman" is an excellent trade journal, devoted to useful art and &c.

Bengalee.

"A special and healthy feature of the magazine is the serial publication of recipes relating to patent medicines and manufacture of articles of every day necessity, etc. We heartly wish our contemporary all success in his noble endeavours.

The Indian Nation.

* * "The Businessman" is on the whole an excellent monthly and deserves wide circulation. The monthly, we presume, will satisfy all alike."

Telegraph.

"There is none to whom it does not make an appeal, no one who would not profit in mind and in pocket by reading "Kajerloke."

Gardeners Magazine.

"কাজের লোকের" বিস্তৃত সমালোচনা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যাহার প্রতি প্রবন্ধই এরূপ সুন্দর, সুলিখিত ও আবশ্যকীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে প্রকৃত উপযোগিতা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। পত্রিকাখানির বহুল প্রচার ও উন্নতি প্রার্থনা করি।"

যশোহর।

"সত্য বলিতে কি, এরূপ কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধীয় পত্রিকা বঙ্গদেশে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, 'কাজের লোকের' মহৎ উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হয়।"

সময়।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। ইহার শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি যেরূপ সারগর্ভ, সেইরূপ সময়োপযোগী।"

বঙ্গবন্ধু।

অত্যুৎকৃষ্ট মাসিক, প্রত্যেক পৃষ্ঠাই মূল্যবান।

মেদিনীপুর হিতৈষী।

* * * * "কাজের লোক" এই মাসিকখানিতে সকলেরই শিখিবার অনেকই দরকারী বিষয় সোজা কথায় ও সরলভাবে বাহির হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যকরী প্রবন্ধগুলি বড় বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সময় আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নীহার।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি "কাজের লোক" পাঠে প্রকৃতই কাজের লোক হওয়া যায় * * * *

দৈনিকচন্দ্রিকা।

"আমরা "কাজের লোক" পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে সমস্তই কাজের কথা আছে। ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।"

খুলনাবাসী।

"কাজের লোক" গৃহস্থ মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

মেদিনী-বান্ধব।

এরূপ নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ মাসিকপত্র বিরল। "কাজের লোক" পড়িলে বাস্তবিকই কাজে প্রবৃত্তি জন্মে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামের ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে। পত্রিকাখানি দরিদ্র, অল্পবিত্ত, সাধারণ গৃহস্থ এবং উপায়হীন "বেকারের" বন্ধু।

* * * * বিজ্ঞানদর্পণ।

বাঙ্গালী যাহাতে চাকুরীর মায়া কাটাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা করে, বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারে, ইহাই "কাজের লোকের" উদ্দেশ্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতের প্রণালী, শিল্পের পরিচয় প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর মাসিক পত্র আর নাই। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বাঙ্গালী।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সমূহ যথা "হিতবাদী", "বঙ্গবাসী", "বসুমতী" এবং অন্যান্য অসংখ্য সংবাদপত্রও ভূয়োসী প্রশংসা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, স্থানাভাব বশতঃ সকলগুলি দিতে পারিলামনা।

আপনি প্রণিধান করুণ

দেশে বেকার সমস্যা জটীল হইয়া উঠিতেছে, উচ্চ শিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান আজ চাকুরীর অভাবে কি অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এই শোচনীয় অবস্থা বিদূরিত করিতে হইলে আমাদের দেশের লোকের স্বাবলম্বী হইয়া অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচন করিবার উপায় অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ১৯০৭ সালের স্বদেশী যুগেই কাজের লোকের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অসংখ্য অর্থকরী উপায় "কাজের লোকে" সন্নিবেশিত হইয়াছে, বহু যুবক আমাদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া আপনাদের অন্নসংস্থান করিতেছেন। শুধু হাহাকার করিয়া বেড়াইলে তো দুঃখ ঘুচিবে না—অর্থোপার্জ্জনের উপায় শিক্ষা করিতে হইবে, সেই শিক্ষার জন্য সামান্য ব্যয় কি অপব্যয় মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত? "কাজের লোক" পাঠে আপনি মুগ্ধ হইবেন, সে বিষয়ে আপনার অণুমাত্র সংশয় নাই। এই ১৬ বৎসরের "কাজের লোক" সম্পাদন করিতে এবং কত দেশ বিদেশের দুর্লভ পুস্তক সংগ্রহ করিতে ইহার প্রকাশকগণের আজ পর্য্যন্ত ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে—এই ষোলবৎসরের সমস্ত ভলিউমগুলি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহে বিশ্বকোষ সদৃশ। ইহা আপনার দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে ইহা কত অর্থ, কত পরিশ্রমের ফল; আসুন নাম মাত্র মূল্যে—

এই জ্ঞানের আকর স্বরূপ গ্রন্থরাজী ক্রয় করিয়া, আবাল বৃদ্ধ বণিতার হস্তে সমর্পণ করুণ, নানা কার্য্যে আপনি সংসারের সকলকে শিক্ষা দিতে সময় পাইবেন না, ঘরে "কাজের লোক"গুলি থাকিলে হেলায় অশ্রদ্ধাতেও যদি কেহ পাঠ করে, তবে তাহার কাজকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং সে প্রকৃত মানুষ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ না হইয়াই থাকিতে পারিবে না। কাজের লোক গৃহস্থ এবং ব্যবসায়ীর পরম বন্ধু।

এত বড় একটা বিশাল ব্যাপার সুসম্পন্ন করিবার জন্য "কাজের লোক" সম্পাদক ৬২ বৎসর বয়সেও কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই মূল্যবান গ্রন্থগুলি দেশবাসীর হস্তে অর্পণ করিতেছেন, আপনারা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করুণ। "কাজের লোক" আফিস পূজার অবকাশ কয়দিন ব্যতীত সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ কলিকাতার আত্মীয় স্বজন দ্বারা লইলেই ভাল হয়, নচেৎ ভিঃ, পিঃ ও রেজষ্ট্রী ফি স্বতন্ত্র লাগিবে। ১৬ ভলিউম ডাকে যাইলে অন্ততঃ ৫৷৷০ টাকা ব্যয় পড়ে।

মফঃস্বল হইতে অর্ডার দিলে ৬৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে—নচেৎ ভি, পি, ফেরৎ হইলে আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হইবে।

আরও সুবিধা দিব।

এই ১৬ ভলিউম একত্রে এক সঙ্গে লইলে আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে

বহুল প্রচার কামনায়—সম্পূর্ণ

বিনামূল্যে

১৯২৫ সালের ভলিউমটী উপহার স্বরূপ প্রদান করিব, যদি ১৯২৫ সালের পুস্তক ফুরাইয়া যায়—১৯২৬ সালের গ্রাহক করিয়া লইয়া সমস্ত বৎসর বিনামূল্যে বিনা ডাক মাশুলে কাগজ পাঠাইব। ১৯২৬ সালের "কাজের লোকের" উন্নতি কামনাতেই এই মাটীর দরে বিতরণের প্রচেষ্টা, তৎপর হউন, আমরা এই বৎসরেই পুরাতন "কাজের লোক" বিক্রয় শেষ করিয়া ফেলিব—বিলম্বে হতাশ হইবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুরাতন কাজের লোকের পুরাসেট্ সকল বৎসরের সমান নাই—সুতরাং হতাশ না হইতে হইলে বিজ্ঞাপন পাইবামাত্রই ক্রয় করা উচিত।

১লা আশ্বিন হইতে ৩০শে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সময়—যদি না ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে আফিসে যাইবামাত্রই পাইবেন। পুরাতন "কাজের লোকে" প্রকৃত কাজের লোক হইবারই উপকরণ আছে কিনা একখণ্ড দেখিলেই উপলব্ধি হইবে।

আমাদের প্রকাশিত

বেকারের উপায়

অতি অবশ্য পাঠ্য।

অসংখ্য সহজ সাধ্য বেকারের উপার্জ্জন পন্থা দেখান আছে। মূল্য ॥৶০ আনা।

টাইফয়েড চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি মতে টাইফয়েড জ্বর চিকিৎসা রেপার্টরী সমেৎ মূল্য ১৲ টাকা স্থলে ॥০

কার্য্যাধ্যক্ষ "কাজের লোক"

২নং রাজেন্দ্রদত্তের লেন, বহুবাজার, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তরের গলি।

ট্রাম হইতে মাত্র ২ মিনিটের রাস্তা।

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

—:o:—

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XX.
৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।	MARCH, APRIL 1926.	মার্চ্চ, এপ্রিল ১৯২৬।	No. 3, 4.

Ancient Industries of India.

সেকালের শিল্প।

লেখক ডাক্তার বসন্তকুমায় চৌধুরী,
হিমায়েৎপুর, পাবনা।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেদে শম্বরাসুরের নব নবতি সংখ্যক পাষাণ নির্ম্মিত অট্টালিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণের অযোধ্যা, মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনা, দ্বারকা এবং ময়দানব নির্ম্মিত রাজসূয় যজ্ঞের সভাগৃহ প্রভৃতির কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ কৌশলাদির বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্তম্ভ বা স্তুপ সকল বিশেষতঃ অনু-রাজপুরস্থিত স্তুপটী বিশাল, মনোহর এবং বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত। লঙ্কাদ্বীপস্থিত এবং ভালসা নগরীস্থ বৌদ্ধ মন্দির গুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। বৌদ্ধ সাম্রাজ্য কালে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ অতীব বিশাল ও মনোহর ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে যে সকল দেব ও দেবীর মন্দির সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধ-মন্দিরের অনুরূপ মনোহর।

উৎকলের ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের মন্দির ও ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত জগন্নাথ দেবের, মন্দির অত্যাশ্চর্য্য, এবং মনোরম।

দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপুর, শৃঙ্গপত্তন, চিলামক্রমের মন্দির এবং করমণ্ডল উপকুলস্থ ম হাব[illegible] রস্থিত মন্দির স্থাপত্য বিদ্যার চরমোৎকর্ষের নিদর্শন।

গুজরাটের অন্তঃগত আবু নামক পর্ব্বতের শিখর দেশে এখনও একটী জৈন-মন্দির বর্ত্তমান আছে, ঐ মন্দিরটী ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে ‘বিমলা সাহ” নামক কোন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল সময় ও অষ্টাদশ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী কারগু-সন্ সাহেব এই মন্দির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ঐরূপ বহ্বায়াস সম্পাদিত এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কোথাও নাই।”

মুসলমান অধিকার সময়ে, সোমনাথের

মনোহর মন্দির ও তদনুরূপ আরও শত সহস্র মন্দির, দেবালয়, রাজাগণ বিধ্বস্ত বিকৃত ও রূপান্তরিত ও তদীয় উপকরণ দ্বারা মস্‌জিদ সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ নির্ম্মিত স্তম্ভ কুতুব মিনার নামে বিকৃত এবং বিশেশ্বরের মন্দির মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায়, কত সুন্দর সুন্দর মন্দির মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার নিদর্শন ঐ সকল মস্‌জিদের ইষ্টকাদি দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায়। গজনিপতি সুলতান মামুদ দেব মন্দির, দেবদেবী মূর্ত্তি একরূপ সমুদায়ই ধ্বংস করিয়াছিল, কেবল মাত্র মথুরাপুরীর দেব মন্দির ও হর্ম্ম্যাবলীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ সকল ধ্বংশ করেন নাই।

এখনও মুসলমান কালের নির্ম্মিত সেকেন্দ্রা, মতি মস্‌জিদ, ও জুম্মা মস্‌জিদ এবং পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য জনক সপ্ত পদার্থের অন্যতম তাজমহল এবং গৌড়ের মন্দিরাদী ভারতের স্থাপত্য নিষ্ঠ শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

স্থাপত্য বিদ্যাবিৎ মহাত্মা রামরাজ বলিয়াছিলেন যে, "মানসার" "কাশ্যপ" ও "মনুষ্যালয়চন্দ্রিকা" এই সকল গ্রন্থে বিমান ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ কৌশল লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ আমরা বহু অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হই নাই।

২য় ভাস্কর্য্য—পূর্ব্বে যে সকল দেবদেবীর ভগ্ন ও অভগ্ন মন্দির ও প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও দুর্গ নিচয়ের গাত্রে এখনও কত প্রকার মনোহর মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে, তাহা ইয়ত্তা করা কঠিন। এখনও কত মন্দিরে ও গুহায় প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর মূর্ত্তি এবং কত অর্দ্ধভগ্ন মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ঐ সকল সৌন্দর্য্য সমন্বিত বিচিত্র ভাস্কর্য্য সেকালের কীর্ত্তি।

দক্ষিণ সাগরোপকূলোবর্ত্তী হস্তি দ্বীপস্থিত এবং সলসেটি দ্বীপস্থিত গুহা সমূহ, ইলোরা পর্ব্বতের গুহা, ভাস্কর কার্য্যের সুন্দর নিদর্শন। জগতের কোন্ জাতি ভারতের এই সকল প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন দেখিয়া মুগ্ধ এবং বিস্মিত না হইয়াছে? কিন্তু হায় হায় কেমন করিয়া কোন দানব হস্তের দ্বারা সেই সকল শাস্ত্র ও শিল্পকলা চিরতরে অতিতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

চিত্র—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ চিত্রবিদ্যাতেও অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। নাটক, নাটিকা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা পুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে চিত্রাদির বহু বর্ণনা রহিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে যে, বাণ তনয়া উষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের চিত্রফলক দেখিয়া কামমোহিতা ও তদাসক্তচিত্তা হইয়াছিলেন।

বেদান্ত দর্শনান্তর্গত পঞ্চদশী নামক গ্রন্থে চিত্র বিষয়ে সুন্দর উল্লেখ আছে।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল. নামক নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহারাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক চিত্রফলকে শকুন্তলার যে একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হওয়ার কথা আছে তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর।

ভারতে মুসলমান অধিকারের সময়েই, চিত্রবিদ্যার বিলোপ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এক্ষণে জয়পুরে চিত্রবিদ্যার কিঞ্চিৎ চর্চ্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের রাজা রবিবর্ম্মা আর্য্যচিত্র বিদ্যার পুনরুদ্ধার করণে যত্নবান হইয়াছিলেন। তদঙ্কিত চিত্রসকল এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আরো অনেক ব্যক্তি চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান আর্ট স্কুল গুলি চিত্রবিদ্যা শিক্ষার আদর্শস্থল। চিত্রকার্য্য স্থানীয়, সুতরাং চিত্র রসাস্বাদ বিহীন হৃদয়, পশু হৃদয়ের সদৃশ বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে সেকালে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সাধারণতঃ যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত, তাহার একটী মোটামুটি তালিকা দিয়া আমরা এপ্রবন্ধ শেষ করিব।

বস্ত্রশিল্প—ঢাকা এবং শ্রীরামপুরের তন্তুবায়গণ অতি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র বয়ন করিত। প্লিনি সাহেব লিখিয়াছেন, যে, রোম সিমন্তিনীগণ এই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাদের সৌন্দর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতেন। ক্রাপ্লিন পাইরার্ড লিখিয়াছেন যে, এই সকল সূক্ষ্ম বস্ত্র কেহ পরিধান করিলে তাহাকে নগ্ন বলিয়া বোধ হইত। সরকার সোণার গাঁও "কাপ" নামক বস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল। বর্দ্ধকাবাদের "গঙ্গাজল" নামক বস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র আদৃত হইত। সোণালি এবং জরির পাড় দেওয়া বস্ত্র, ডোরা কাটা বস্ত্র, বুটিদার বস্ত্র, বিবিধ ছিটের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া দেশ বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত।

মালদহ, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুরা, হুগলি মেদিনীপুর, ঢাকা বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত হইত, "রালফ ফিচ" সাহেব লিখিয়াছেন, যে, হিজলী অঞ্চলে জীরম নামক এক প্রকার তৃণ হইতে রেশমের ন্যায় মসৃণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, এতদ্ব্যতীত মোটা কড়ি বস্ত্রতো

সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হইত, এই সকল বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য প্রতিগৃহে চরকায় রেশম ও কার্পাস সূত্র প্রস্তুত হইত এবং এই সকল রেশম ও কার্পাস এই ভারতেই যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সতরঞ্চী, লুঙ্গী, বিছানার চাদর, মশারির কাপড়, ফতুয়া, গামছা প্রভৃতি কত প্রকারই না বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ঐসকল কাপড় দ্বারা চোকা, চাপকান, শিরস্ত্রাণ, দোলাই বালাপোষ, পা জামা, পিরাণ, দোসুতি প্রভৃতি ও জড়ির কাজ যুক্ত বহুবিধ পোষাক, বালিস, তাকিয়া, হস্তি ও ঘোড়ার আস্তরণ, পালকির, সোফার বিছানার আবরণ প্রস্তুত হইত। গালিচা, আসন কাঁথা প্রভৃতি বহু মূল্যবান ও সৌন্দর্য্যময় দ্রব্যের এখনও পুরাতন রাজাদের ঘরে নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্প—নানাবিধ স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, নানা প্রকারের বাসন, আতর দান, গোলাপপাশ, নস্যাধার, হুকা, গুড়গুড়ি, প্রদীপ, ঝাড় লণ্ঠন, দ্বীপাধার, আসাসোঁটা, আড়ালি, দেবদেবীর মূর্ত্তি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। ইহার সহিত হীরক ও মণিমাণিক্যখচিত অনেক দ্রব্যও প্রস্তুত হইত যাহা দেখিয়া আধুনিক সভ্য জগৎ বিস্ময়ে হাঁ করিয়া থাকে।

ধান্য হইতে—চাউল, খৈ, খৈচুর, চিড়ে, মুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হইত এবং এখনও হয়। ঢ্যাপের খই, জোয়াড় ও ভূট্টার খই, চিনের মুড়ি, প্রভৃতি হইত ও এখনও হয়। যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা সুজি, চালভাজা, ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, তিল হইতে তিল পাটালী তিলে খাজা, তিলের লাড়ু, নারিকেল হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও পিষ্টক, চাউলের গুড়া দ্বারা আস্কে পিঠে, ভাবি পিঠে, চুষি পিঠে, পুলি পিঠে, সরুচাকুলি প্রভৃতি নানা প্রকার মুখরোচক সুখ সেব্য পিষ্টক গৃহে গৃহে প্রস্তুত হইত, এখনও হয়। কিন্তু দুগ্ধ, চাউল গুড়, চিনি প্রভৃতির মূল্যাধিক্য হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় তাহা আর সহজ সাধ্যের মধ্যে নাই। ইক্ষুরস হইতে ও খেজুর রস হইতে পাটালি, চিনি দলুয়া প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত।

পিতল, কাঁসা ও তামা হইতে নানাবিধ নিত্য প্রয়োজনীয়, থালা, ঘটি বাটী প্রভৃতি ও অলঙ্কারাদিও প্রস্তুত হইত।

লৌহ হইতে—ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর, কাটারি, দা, খড়্গ, তলয়ার বল্লম, শড়কী, বন্দুক, কামান, গজালি, কড়া, বেড়ি, বঁটী, খুন্তি তাওয়া, জাঁতি, কুরুণী, হাতা, কাস্তে, সাবোল, নিরানি, খোন্তা, কড়াই, হামাল দিস্তা প্রভৃতি নানাবিধ লৌহের দ্রব্য প্রস্তুত হইত এখনও হইতেছে বটে, কিন্তু বিদেশী দ্রব্যের আমদানী দ্বারা দেশীয় কারিকর ক্রমেই লোপ পাইতেছে।

কাষ্ঠ হইতে—গাড়ী, পাল্কি, চতুর্দ্দোলা, নৌকা, খাট, পালঙ্ক চৌকী, তক্তাপোষ, সিন্দুক, বাক্স, পিড়ি, কৌটা, দরজা জানালা, চৌকাট, খড়ম, রথ, নানাপ্রকারের খেলনা, দেব দেবীর মূর্ত্তি, পানসি নৌকা, জীবজন্তুর মূর্ত্তি প্রভৃতি নানা প্রকার সুন্দর, সুন্দর ছবি ও লতা পাতা প্রস্তুত হইত।

মাটী হইতে—হাঁড়ি, সরা, জালা, কুঁজো গামলা, সানকি চাড়ি, কলসি, প্রতিমা, মালা, ফুল, ফল, নানাপ্রকারের খেলনা দেরকো, মুছি, ইষ্টক এবং টালি, খোলা প্রভৃতি হইত, এবং এই সকল দ্রব্যের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য করা হইত। মাটী পোড়াইয়া, লাল, কাল ও সাদা রঙ্গের দ্রব্যাদি রঞ্জিত করা হইত। এখনও অনেক স্থানে পর্সিলেনের ন্যায় ইষ্টক ও দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ইষ্টক পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহে অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। বারুদ ও নানাপ্রকারের বাজি প্রস্তুত হইত। ডাকের সাজ, সোলার টোপড়, ফুল, পক্ষী নানা প্রচুর জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি সোলা দ্বারা প্রস্তুত হইত। কি না হইত?

বাঁশ হইতে—কুলো, ডালা, ধুচনি, সাজি, ঝুড়ি, চুপড়ি, চ্যাঙ্গারী ধারি, ডোল, ঘর, বেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এখনও হয় কিন্তু তাহার আর সৌন্দর্য্য নাই ও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় না। এনামেলের দ্রব্য সমূহ সেস্থান ক্রমেই অধিকার করিতেছে।

বেত হইতে—ধামা, পেটরা, ঝাঁপি, পাল্লা, ডালা, সের, কাঠা, ঝাইল, বাক্স ইত্যাদি হইত।

পাটী, মাদুর, দরমা, শপ, পাখা, প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত।

পাট ও গাছের আঁশ হইতে—গুন, থলিয়া, চট সুতা, প্রভৃতি তাঁতে হাতে প্রস্তুত হইত। এখন কলে হইতেছে, শিল্পীগন মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চর্ম্ম হইতে চর্ম্মকারেরা নাগরা জুতা, চটিজুতা ও জরির জুতা প্রস্তুত করিত। বাদ্যযন্ত্র, ঢাল প্রভৃতি চর্ম্মের বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইত।

সরষে ও তিল প্রভৃতি শস্য হইতে তৈল, ফুলেল তৈল, ও ফুল হইতে নানাবিধ সুগন্ধি আতর গোলাপজল প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। তাহা এত অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইত যে, সেকালের রাজা ও নবাবগণ গোলাপ জলে স্নান করিত ও আতর ও ফুলেল তৈল গায় মাথায় মাখিত।

গাছের ছাল ও তৃণ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইত। বন, ষাগ পেন, বাঁশ প্রভৃতি হইতে কলম প্রস্তুত হইত। একরূপ চিরস্থায়ী কালী প্রস্তুত হইত যে সেকালের দু একখানা হস্তলিখিত পুথির লেখা এখনও নূতনের ন্যায় দেখা যায়।

মহিষের সিং, হাতির দাঁত প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ খেলনা পাশা, দাবা প্রভৃতি কারুকার্য্যময় দ্রব্য হইত।

দুগ্ধ ও ছানা চিনি দ্বারা নানাবিধ মিঠাই মণ্ডা লাড্ডু, খামরাই বাতাসা, ছাচ, ওলা ও মিশ্রি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

সোমরস আমানি, মদ্য, সুধা, তাড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রস্তুত হইত।

নেবু, আম, আনারস, বেল প্রভৃতির মোরব্বা ও আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

গৃহে গৃহে নানা প্রকার সুস্বাদু মুখরোচক খাদ্য ও তরকারী, ব্যঞ্জনাদি, পোলোয়া, কালিয়া, পায়েস, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

লবণ এই ভারতেই প্রস্তুত হইত, বাখর গঞ্জ, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট লবণ জন্মিত। এতদ্ব্যতীত সন্ধবাদি পার্ব্বত্য লবণও বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল, গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ভারতের জাতিভেদ হইয়াছিল। যে যে কার্য্য করিত, অন্য ব্যবসায়ী সে কার্য্য করিত না, করিলে জাতি ও সমাজচ্যুত ও নিন্দার্হ হইত তাহাতে দেশে কার্য্যের শৃঙ্খলা ছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্যের উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিত। এই জন্যই ভারতের শিল্প এককালে পৃথিবীতে এত বিখ্যাত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সকল জাতির কার্য্যই সকলে করে' সেজন্য কোন দ্রব্যেরই উৎকর্ষতা সাধিত হয় না। ভিন্ন দেশীয় লোকে তাহাতে নিজ নিজ শিল্প দ্রব্য এদেশে রপ্তানি করিয়া লাভবান হইতেছে। সেকালে দেশের রাজা শিল্পীদিগকে আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেন, দেশের ধনীগণ তাহাদের দ্রব্যের আদর করিতেন। এখন বিদেশী রাজা, তাঁহাদের দেশেরই শিল্পীদিগকে সাহায্য করিতে চাহেন ও করেন, ক্ষতিতেই এদেশের শিল্পির উন্নতি নাই, বরং ক্রমে ক্রমে অধঃপতিত ও ধ্বংশ হইতেছে। হায়, কবে ভারতবাসী সে কথা বুঝিয়া পুনরায় আপনাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবে? আর কবে ভারতাকাশে সুখ-সূর্য্যের উদয় হইবে? ভারতবাসী জাগ—মোহ নিদ্রা পরিত্যাগ কর। গৃহে গৃহে গৃহশিল্পের পুনরুদ্ধার কর—আপন আপন অন্ন সমস্যা দূর কর। এই আমাদের নিবেদন। ইতি—

শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী,
ডাক্তার।
হিমাইতপুর, পাবনা।

পথের সাথী।

(শ্রীঅমিয়কুমার মিত্র)।

পদ্মনাথের ডায়েরী হইতে—

প্রতি বছরের পূজোর ছুটীটা ছিল আমাদের দেশ ভ্রমণের সময়। কর্ম্মক্লান্ত জীবনটার মধ্যে বৈচিত্র আন্‌বার জন্যে এই সময়টা আমরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতুম, কোন বছর দিল্লী, আগ্রা, কোন বছর বা পুরী, রাঁচী, এমনি ক'রে কাছাকাছি সব দেশই আমাদের দেখা হ'য়ে গেছল। তাই এবার কোন্ দেশে যাওয়া যাবে, এই নিয়ে তর্ক সুরু হ'ল। নানা মুনির নানা মত! যাই হোক, অবশেষে স্থির হল, এবার আমরা জয়পুর বেড়াতে যাব। আমাদের এক আত্মীয় জয়পুরে থাকতেন। সেখানে বেড়াতে যাবার জন্যে অনেকদিন থেকে তিনি অনুরোধও করছিলেন। এইবার তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবার সুযোগ ঘট্‌ল। রাজপুতনার দিকে কখনও যাওয়া হয়নি, শুনে খুব আনন্দ হল। কল্পনায় জয়পুরের রঙিন ছবি আঁকতে আঁকতে উৎসুক মনে, রওনা হবার দিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ঠিক হল, এবার আর সেজদা সেজদা যাবেন না। দাদা, বৌদি, টুনু বৌদির বোন মুকুল ও আমি—এই ক'জনাই এবারকার যাত্রীদল।

ক্রমে ক্রমে রওনা হবার শুভদিনটি উপস্থিত হল। সেদিনের আনন্দ জীবনে কখনও ভুলব না। সকাল থেকেই বাড়ীতে জিনিসপত্র বাঁধা, ট্রাঙ্ক গোছানোর ধুম পড়ে গেল। "এটা নেওয়া হয়নি কেন," "সেটা

এখনও কিনে আসেনি," 'ওটা ওর মধ্যে কেন রাখলে," এই রকম গোলমালে সারাদিন একটু নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেল্‌বার সময় পেলুম না।

সন্ধ্যা ৭টার গাড়ী·····৬৷৹টা বাজ্‌তেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম্‌। জিনিসপত্র ঠিক্‌-ঠাক্‌ ক'রে গুছিয়ে নিয়ে ট্রেণে বস্‌তেই ৭টা বেজে গেল। অচেতন বাষ্পরথের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রাণের সাড়া জেগে উঠ্‌ল। একটু একটু করে সে চল্‌তে সুরু কর্‌লে।

বড় গরম বোধ হ'চ্ছিল। ট্রেণ চলার সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী মাতার মত বাতাস এসে ধীরে চুম্বন কর্‌লে। শরীর জুড়িয়ে গেল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর হাওয়া লেগে চোখে ঘুম এল। বেঞ্চির সঙ্গে বাক্স জুড়ে, তার ওপর বিছানা ক'রে শুয়ে পড়্‌লুম্‌······ কখন যে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম্‌, জান্‌তেও পারিনি।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখলুম, ট্রেণটা দাঁড়িয়ে আছে, বুঝ্‌লুম একটা কোন ষ্টেশন। বাহিরে চমৎকার জ্যোৎস্না ফুটেছে, খুব বেগে বাতাসও বইছিল। দূরে কে বাঁশী বাজাচ্ছে। এই শুভ্র জ্যোৎস্না রাতে সেই অজানা জনের বাঁশী বাজানো, ভারী সুন্দর লাগ্‌ল। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে বস্‌লুম্‌। পথধারে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছিল, মনে হল, তারই ধারে বসে কে বাঁশী বাজাচ্ছে। চুপ্‌টি করে সেই দিকে চেয়ে আছি, হঠাৎ বৌদি বলে উঠ্‌লেন, "চমৎকার!" আমি জান্‌তুম না বৌদি জেগে আছেন, বল্‌লুম, আপনি জেগে ছিলেন বৌদি? বৌদি বল্‌লেন, এমন চাঁদিনী রাতটা ঘুমিয়ে কাটাবো, সেরকম বেরসিক আমি নই। চেয়ে দেখ্‌লুম, বাঙ্কের মাথায় উঠে, একটা পাশ বালিস নিয়ে দাদা দিব্য আরামে ঘুম দিচ্ছেন। টুনু মুকুল ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

পোর্টম্যাণ্ট্‌ খুলে আমার বেহালাটা বার ক'রে বাজাতে সুরু কর্‌লুম্‌। ইতঃমধ্যে ট্রেণ আবার চলা সুরু করেছে। তার গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেকক্ষণ—— অনেকক্ষণ বেহালা বাজালুম্‌। শেষে শ্রান্ত হ'য়ে আমি থেমে যাবার অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণটাও থেমে গেল। ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়ালুম্‌, দেখ্‌লুম, এটা একটা ছোট ষ্টেশন।

দূরে গ্যাস পোষ্টের গায়ে ষ্টেশনের নাম লেখা ছিল, চেষ্টা করে পড়্‌লুম্‌ "মির্জাপুর।" এই ষ্টেশনে দু'চার জন লোক নেবে গেল, দু'চারজন লোক উঠ্‌লও। যারা উঠ্‌ল, তাদের মধ্যে একটা ছোট দল উঠ্‌ল— আমাদের কামরাতেই। আমরা নবাগত যাত্রীদের জন্যে মোটঘাট সরিয়ে একটু জায়গা করে দিলুম্‌। এই দলের মধ্যে এক সৌম্য মূর্ত্তি প্রৌঢ়, এক তরুণ যুবক ও একটি কিশোরী ছিল। শুনলুম, তাঁরা নাকি গাজিয়াবাদ যাচ্ছেন। প্রৌঢ়ের পুত্র গাজিয়বাদে কাজ করেন। কিশোরীটী তাঁরই কন্যা। কর্ম্মস্থানে তিনি একটী সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। মেয়েটীর সেইখানেই বিয়ে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই এঁরা গাজিয়াবাদ চলেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'য়ে গেল। আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌লুম, কিশোরীটীর সঙ্গে বৌদি খুব গল্প জুড়ে দিয়েছেন। কথোপকথন চল্‌ছে, এমন সময় প্রৌঢ় বল্‌লেন, "বেহালাটা একটু বাজান্‌—শুনি"। কোলের ওপরেই সেটা পড়েছিল, তুলে নিয়ে আবার বাজাতে সুরু কর্‌লুম্‌। সবাই স্তব্ধ হ'য়ে আমার বাজনা শুন্‌তে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ বাজাবার পর মুখ তুলে চাইলুম।

কিশোরীর দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলে গেল। সে আমার দৃষ্টি মিল্‌তেই চোখ নামিয়ে নিলে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, একটু বিশ্রাম করুন। বেহালাটা নামিয়ে রাখ্‌লুম্‌, ইতিমধ্যে মুকুলেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে বেহালাটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বাজাতে লাগ্‌ল।

* * * *

ট্রেণের মধ্যে বসে দুটোদিন কেটে গিয়েছে আজ আমরা জয়পুর পৌঁছাব। আগের ষ্টেশনে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি নেমে গিয়েছেন। মাস খানেক পরে তিনি কল্‌কাতায় ফিরবেন। কল্‌কাতায় ফিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনেক করে তিনি বলে গিয়েছেন। যখন তিনি তাঁর কল্‌কাতার ঠিকানাটা আমায় দিলেন, তখন বেশ একটা মজার কাণ্ড ঘট্‌ল। ব্যাপারটি এই—প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি চশমা ভিন্ন দেখ্‌তে পান না। ঠিকানাটা লেখ্‌বার সময় চশ্‌মাটা পেলেন না। কাজেই তিনি যুবকটিকেই ঠিকানাটা লিখে দিতে বল্‌লেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আগের দিনে, ট্রেনের দরজায় গেলে তাঁর হাতটি কেটে গিছ্‌ল—তিনিও লিখ্‌তে পারলেন না। অগত্যা মেয়েটিকেই ঠিকানাটা লিখে দিতে হ'ল। প্রথমে সে একটু ইতঃস্তত করলে, তারপর একটা খাতা বার করে, পরিস্কার ইংরাজী হরপে

তাদের ঠিকানাটা লিখে আমার হাতে দিল। হস্তাক্ষর দেখে বুঝলুম্—মেয়েটি সুশিক্ষিতা বটে। তাঁরা নেমে যাবার পর বড় একলা একলা ঠেকৃছিল, চেয়েদেখ্‌লুম্, দাদা জিনিস পত্র গুলো ঠিকঠাক্ করে গুছিয়ে নিচ্ছেন, বৌদি তাঁকে সাহায্য করছেন। মুকুল কি একটা বাংলা মাসিক পড়ছিল, টুনু কি একটা বুন্‌ছে। আর একটু পরেই আমাদের নাম্‌তে হবে। ট্রাঙ্কটা খুলে গোছাতে লাগ্‌লুম্।

*

সুদীর্ঘ ২ মাস জয়পুরে কাটিয়ে আজ আবার আমরা কল্‌কাতা ফিরছি। সঙ্গে এবার মুকুল নেই, হটাৎ আমাদের পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ের বাড়ীতেই অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় সে, জয়পুরেই রয়ে গেল। কিছুদিন পরে সে কল্‌কাতায় ফিরবে।

ট্রেনে উঠেই দাদা আমায় একটা গান গাইতে বল্‌লেন। সদা সর্ব্বদা গান গাওয়াই ছিল আমার স্বভাব—গাইতে বল্লে ত, কথাই ছিল না। বিলম্ব মাত্র না করেই একটা গান ধর্‌লুম।

"পান্থ হে, পথিক জনের সখা, পথে—চলা সেইত তোমায় পাওয়া" টুনু বাঁশী বাজাতে ওস্তাদ। সে একটা বাঁশী নিয়ে আমার গানের সুরে বাজাতে লাগ্‌ল। সুরের স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিনটা কখন কেটে গেছে, তা জান্‌তেও পারিনি।

* * *

পরের দিন, সকাল প্রায় ৮টা হবে। নির্ম্মল নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ চাপ বসেছিলুম। সোনা রংয়ের রোদের টুক্‌রো গুলো কামরার মধ্যে ছুটো ছুটি করে বেড়াচ্ছে। বাহিরে দুপাশে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেতের সারি। মাঝে মাঝে এঁকা বেঁকা পল্লীর পথ। পথের ধারে বড় বড় গাছ, তাদের মাথায় পাখীদের মহোৎসব বসেছে। রৌদ্রে স্নাত এই শরৎ প্রভাতে যেন বাঁশী বাজছে। ট্রেণ এসে মোগলসরাই ষ্টেশনে থাম্‌লে পর, আমাদের কাম্‌রাতে সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক উঠ্‌লেন। তাঁদের সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠীতা বিধবা মেয়ে, তাঁহাদেরই মেয়ে হবে বোধ হয়। ট্রেণ আবার চল্‌তে সুরু করলে!

রুদ্ধ আক্রোশে ফুল্‌তে ফুল্‌তে যখন এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো, তখন বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। আহারের চেষ্টায় ষ্টেশনে নেমে পড়্‌লুম। এক জায়গায় "হিন্দু চা" বিক্রি হচ্ছিল। দু কাপ চা খেয়ে শরীরটাকে একটু তাজা করে নিলুম। তারপর কিছু ফলমূল ও একঠোঁয়া খাবার নিয়ে ট্রেণের দিকে অগ্রসর হলুম। ট্রেণে উঠতেই সেই বিধবা মেয়েটির দিকে চোখ পড়্‌ল। জনাকীর্ণ ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে সে বসেছিল। তাকে দেখেই চম্‌কে উঠলুম, একে যেন কোথায় দেখেছি। ঠিক মনে করতে পারছিলুম না, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়্‌তেই শরীর শিউরে উঠল। এই মেয়েটিই ত জয়পুর যাবার সময় আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। এত সেই—হাঁ সেই নিশ্চয়ই। সেই সে দিন তাকে দেখেছিলুম, আজও তাকে দেখল্‌ম। কিন্তু সে দিন ও আজকের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধানই না বিরাজ করছে। সে দিন দেখেছিল্‌ম, বসন্তের স্পর্শ পাওয়া এক মুঞ্জরীত পুষ্পতরু মৃদুল হাওয়ায় ধীরে দোল খাচ্ছে। বুকভরা তার আশা, রূপক তার রূপ, অব্যক্ত তার আনন্দ! আর আজ কি দেখলুম? দেখলুম্ সেই তরু,—হঠাৎ যেন তার ওপর বজ্র বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, তার আশার প্রদীপ নিভে গেছে ঝল্‌সে গেছে তার রূপ, হৃদয়ে বীণায় আনন্দ রাগিণীর পরিবর্ত্তে সহসা কান্নার সুর বেজে উঠেছে। চোখে জল, এল্—কখন যে ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছে জান্‌তেও পারিনি। মনে মনে বললুম্ প্রভু! কত মূর্ত্তিতেই না তোমার দেখা পেলুম্। এক হাতে তোমার ফুল, একহাতে তোমার বজ্র, এক হাতে তোমার সুখ, এক হাতে তোমার দুঃখ, এক হাতে তোমার সৃষ্টি, এক হাতে তোমার প্রলয়! তোমার লীলার শেষ কোথায়?

Science.

বিজ্ঞান।

ফল, ও গাছের বীজ প্রাণীর পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না কেন?

যেহেতু ফলের বীজের উপর একটা কঠিন আবরণ থাকে, তাহার উপর প্রাণী শরীরের পাকস্থলী নিসৃত গাষ্ট্রিক জুস (Gastric Juice) নামক রস কোন কাজই করিতে পারে না। ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া স্রষ্টা'র এই সকল কঠিন বীজ বিশিষ্ট উদ্ভিদ সমূহের বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যই যেন প্রত্যক্ষ করা যায়।

গাষ্ট্রিক জুস বৃক্ষলতার কঠিন কাষ্ট পর্য্যন্তও হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমনও দেখা যায়, কিন্তু বীজের উপরের কঠিন আবরণের উপর ইহার কোন ক্রিয়া করিবার

ক্ষমতা নাই। সেই জন্য হয় কি? শস্য বা ফল খাইবার পর মানব এবং পশুর পুরীষের সহিত ঐ বীজ অক্ষত অবস্থায় বহির্গত হইয়া যায় এবং তাহা হইতে গাছ জন্মিতে দেখা যায়। এই কারণে দেখা যায়, বট, কুমড়ো বীজ, তরমুজ এবং শসা, উচ্ছের বীজাদি পশু পক্ষী ও মানব খাইয়া ফেলার পর তাহাদের মলের সহিত বাহির হইয়া গাছ উৎপন্ন করে। বরং সাধারণ ভাবে সেই বীজ হইতে গাছ উৎপন্ন করিবার চেষ্টাও সময় সময় ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু পশু পক্ষীর বিষ্ঠা নিঃসৃত বীজ পাকস্থলীর উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া এত উর্ব্বরা শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে যে, তাহা মাটীতে পড়িবা মাত্রই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

গাছের ফল শাক সব্জীর কোন কোন বীজকে কঠিন আবরণ দিবার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য আছে, ভগবান এমন কোন দ্রব্যই সৃষ্টি করেন নাই, যাহার কোন উদ্দেশ্য নাই। শাক সব্জী ঘাস, ফল এই সমস্ত গুলি মানব এবং অন্যান্য জীব জন্তুর শরীর রক্ষার্থ অতি আবশ্যকীয় উপাদান। এমন কি তরু লতা গুল্ম প্রভৃতিরও আবশ্যক এবং প্রচুর আবশ্যক। ও দিকে গাছের এই সকল উপাদান খাইয়া ফেলিলে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, এই জন্য এই সকল বীজের উপর অতি কঠিন আবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহারা জীব জন্তুর পাকস্থলী নিঃসৃত গ্রান্থিক জুস বা পাচক রসের দ্বারাও বিনষ্ট না হইয়া বরং আরও উর্ব্বরা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা ঐ সকল উদ্ভিজ্জের বংশ বৃদ্ধি হইয়া জাগতিক সমস্ত জীব জন্তু উদ্ভিদের ও হিত সাধন হইয়া থাকে। যখন এই সমস্ত চিন্তা করা যায়, তখন ভগবানের জীবের প্রতি অপার করুণারই মহিমা প্রকাশ হইয়া থাকে। যে সকল বীজ সহজেই গিলিয়া উদর মধ্যে যাইতে পারে, সেইরূপ বীজ গুলিকে তিনি কঠিন আবরণে আবরিত করিয়া দিয়াছেন কেন? না এই সকল উদ্ভিজ্জের বংশ রক্ষা হেতু।

গবাদি জন্তু তৃণাদির কোমল পত্র গুলিই খাইতে ভালবাসে কেন?

যেহেতুক কোমল পত্রাংশেই মিষ্টতা অধিক, অপেক্ষাকৃত কঠিন ডাঁটা গুলিতে তৃণাদির বীজ গুলি ধরিয়া থাকে, মিষ্টতার প্রলোভনে পড়িয়া তৃণ ভোজী জীব সহজে ডাটা খাইতে চায় না এবং বীজ গুলি রক্ষা পাইয়া যায়। এখানেও সেই বংশ রক্ষার গূঢ় রহস্য!

আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই সকল তৃণাদি ডাঙ্গা জায়গা অপেক্ষা নদী তীরে জলা নালার নিকট অধিক জন্মিয়া থাকে, কারণ স্রোতে ভাসিয়া নানা উপনিবেশে ইহারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি এবং প্রসার বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পায় বলিয়া।

সম্পাদক।

Golden deeds.

মহত্বের আদর্শ।

মানুষ যখন কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া সৎকার্য্য এবং তাহার অনুষ্ঠান করিয়া যায়—স্বার্থ ত্যাগে সমর্থ হয়, তখন সেই মহাপুরুষ যে কেবল পরমেশ্বর এবং মানবেরই আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হয়, তাহাই নহে, পবিত্র আত্মপ্রসাদে নিজেও স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়া থাকে। এমন অনুভব করা অন্যায় নয়।

"For blessings everwait on
virtuous Deeds,
And though a late
sure reward succeed"

অনেক পুষ্প লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, কিন্তু তাহার সৌরভে দীগন্ত ভরিয়া যায়, আর মানব সেই পূত সৌরভে একেবারে বিমোহিত হইয়া ভগবানের এবং সেই পুষ্পের শত মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ বর্ষণ করিয়া থাকে, অথচ ভগবানের সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে হয়তো কেহ চক্ষেও দেখে নাই। সদগুণ দুরস্থিত জনগণকেই অধিক মুগ্ধ করিয়া থাকে।

এ জগতে অর্থশালী ভাগ্যবান অনেকেই আছেন কিন্তু সৎকার্য্য যাহাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়া যায়, তাহাদের জীবন বাস্তবিকই ধন্য। আজ একটী বাস্তব জীবনের কথা বলিব।

মেদিনীপুরের কাঁথি সব-ডিভিজনে মুগবেড়িয়ায় একটী জমিদার আছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর নন্দ। তিনি নীরব কর্ম্মী, কিরূপভাবে তিনি নীরবে মানবের হিতসাধন করিতেছেন, তাহা দেখিলে মানব হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যায়। তিনি মুগবেড়িয়ায় একটী হাইস্কুল একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, বেলদার (কন্টাই রোডে) পান্থজনের জন্য একটী বিশ্রামাগার, একটী পুষ্করণী খনন করাইয়া

দিয়াছেন, একটী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শুনিতেছি পুরীতেও তিনি একটী পান্থনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত জনাদাড়ী, ভুপতিনগর প্রভৃতি স্থানে খালের উপর স্থায়ী পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া একটী পুষ্করণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বজরপুর প্রভৃতি স্থানে জলনিকাশী মহানার পঙ্কোদ্ধার ও বাউণ্ডারী বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কাঁথীর পাঠাগার ইহারই বিশেষ সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত।

শুনা যাইতেছে, ভুবনেশ্বর এবং বৃন্দাবন ধামেও তিনি পান্থনিবাস স্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন। আরও যে কত ছোট বড় সৎকার্য্য তিনি সাধারণের হিতার্থে করিয়াছেন; তাহার ইয়ত্তা নাই। গঙ্গাধর বাবুর সহিত আমাদের কখন ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাত হইবার সুযোগও হয় নাই, কিন্তু মেদিনীপুরবাসীগণের নিকট তাঁহার অসাধারণ জনহিতকর কার্য্যাবলীর কাহিনী শুনিয়া আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি স্বদেশী শিল্পের একজন প্রকৃত উৎসাহ দাতা, তিনি কাজেরলোকের এবং অন্যান্য বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক এবং উৎসাহ দাতা। "কাজের লোক" আফিসে তাঁহার দেশের কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য প্রায়ই কৃষি যন্ত্রাদি সমূহের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহাকে যেমন ধন সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন—তিনি মুক্তহস্তে মানবের হিত সাধনে বদ্ধপরিকর। বহু জমীদার রাজা মহারাজার এমন বা ইহাঁ পেক্ষাও ধন সম্পত্তি আছে, কৈ এমন সৎকার্য্যের জন্য বড় একটা অধিক লোককে তো দেখা যায় না।

এইরূপ সৎকার্য্যাবলীরই নাম Golden deed, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুণ, কি উচ্চ আদর্শ! তিনি আদর্শ জমীদার—অন্ততঃ আজ কালের বাজারে।

বাৎসরিক

২॥ টাকা—সায় ডাক মাশুল।

বহুতথ্যে পরিপূর্ণ এই "কাজের লোক" কি আপনার গ্রহণ যোগ্য হইবে না? "কাজের লোক" ২০ বৎসর এই একটী উদ্দেশ্য লইয়া প্রকাশিত হইতেছে, আপনি পল্লীর মঙ্গলের জন্য নিশ্চয়ই গ্রাহক হইবেন এবং আর দশ জনকে গ্রাহক করিয়া দিবেন এমন আশা করা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে। কেমন?

Mail order Business or Shopping by post.

ডাকে কেনা বেচা

—:•:—

গতবারে আমরা এ সম্বন্ধে কতক ভূমিকা দিয়ে ছিলাম। এবারে আরও কিছু বলব।

অল্প মূলধন নিয়ে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে এটী একটী সৎ কারবার, অনেকের এ কাজটীকে অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজের মত বোধ হতে পারে, কিন্তু তা নয়। মেল অর্ডার আর অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ স্বতন্ত্র। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে বেশী মূলধনের দরকার হয়। কিন্তু মেল-অর্ডারের কাজ, সামান্য মূলধন নিয়েই আরম্ভ করা যেতে পারে। অর্ডার সাপ্লায়ের কাজে কোন লোক হয় তো ১০০টন লোহার কড়ি অর্ডার কর্ত্তে পারে। তাহা বাজারে কিনে খরিদ্দারকে পাঠাতে অনেক টাকার দরকার হতে পারে, কেননা লোকে যা অর্ডার কর্ব্বে, অর্ডার সাপ্লাইয়ার তাই পাঠাতে বাধ্য হবে। নচেৎ, কাজ হবে না। কিন্তু মেল অর্ডারের কাজে আমি যে সকল বাছাই জিনিসের বিজ্ঞাপন দেব, ক্রেতা তাহাই চাহিবে। সুতরাং আমার বেশী মূলধনের দরকার হবে না। মনে করুণ, আমি একটা অপেনফেস্ নিকেলের ঘড়ীর জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছি, সেই ঘড়ির দাম ৭৲ টাকা। ক্রেতা নিশ্চয়ই সেই ৭৲ টাকার ঘড়ীটাই চাইবে, আমি তাহাকে তাই পাঠিয়ে দেব। যখন ভিপিতে টাকা আস্‌বে তখন ৭৲ টাকাই আমি পাব। হয়তো বাজারে কিন্‌তে ঘড়ীটায় আমার ৬৲ টাকা পড়তা পড়েছে, বিক্রি হলে ৭৲ টাকায় বিক্রি হয়ে আমার ১৲ টাকা লাভ হলো। এইরূপে মাসে ৫০৲ টা ঘড়ি বিক্রী হয়ে গেলে আমার ৫০৲ টাকা লাভ হলো। এইটুকু হলো খাটী মেল অর্ডারের কাজ। তবে যার মূলধন বেশী, সে দুই কাজই কর্ত্তে পারে। এখন এই মেল অর্ডার কাজ কর্ত্তে হলে কি কি গুণ থাকার দরকার তাই বলুন।

মেল অর্ডারের প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি হইল সততা। অসৎ উপায়ে মফঃস্বলের লোককে ঠকালে কাজ অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে যাবে। বিজ্ঞাপনে জিনিসটীর যেমন বর্ণনা থাকবে, অবিকল সেইরূপ জিনিসটী ক্রেতাকে দিতে হবে। সেখানে কোন চালাকী কল্লে চলবে না। কথায় চিঠিপত্রে, সর্ব্বদাই এই সততা রক্ষা করে চল্‌তে হবে, তা হলে অচিরেই উন্নতি হবে।

২য় গুণ। তৎপরতার সহিত জিনিস পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। মানুষের যখন কোন জিনিস কেন্‌বার খেয়াল চাপে, তখন সেই খেয়ালের মুখেই জিনিস পেলে তার আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু যদি পাইবার বাসনা বা খেয়াল চলে যায়, তখন দেরী করে পাঠানর দরুণ ক্রেতার আর তেমন আগ্রহ থাকে না। এই হলো মানুষ মাত্রেরই স্বভাব। দেরী করে পাঠালে জিনিস Refuse হয়ে ফেরত আসে, তখন প্যাকিং ডাক মাশুল পার্শ্বেল খরচা সব নিজের ঘাড়েই পড়ে, সমূহ ক্ষতি হয়। আর এইরূপ ক্ষতি ২।৪ বার সহ্য কল্লেই উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়—আর কাজ কর্ত্তে ইচ্ছে করে না। এইজন্য দীর্ঘ-সূত্রতা স্বভাব বর্জ্জন কর্ত্তে হবে, নচেৎ এ কাজে নেমে কাজ কর্ত্তে পারবে না।

তৃতীয় গুণ—পরিশ্রমী হতে হবে, অহরহই কোথায় কি অভিনব জিনিস বিক্রি হচ্ছে, বাজারে প্রতিদিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে তার অনুসন্ধান রাখ্‌তে হবে। বেশ চোখে ধরা জিনিস যাকে বলে Novelty, সেই রকম জিনিসের জন্য চেষ্টায় থাকতে হবে।

এক খানা বই কর্ত্তে হবে, তাতে সেই সকল জিনিসের বিবরণ লিখে আন্‌তে হবে। বিনা পরিশ্রমে কোন কাজই হয় না, শ্রমশীল সবল কাজেই হতে হবে।

ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় একটু সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার, কেন না, চিঠি পত্র লেখবার মত জ্ঞান না থাকলে অপরের দ্বারা সে কাজ করিয়ে নিতে গেলে ব্যবসা রহস্য বেরিয়ে যাবে। Trade or Business secret বা ব্যবসায়ের গুরু রহস্য গোপন রাখবার জন্য গুণ অর্জ্জন কর্ত্তে হবে। যেখানে সেখানে নিজের ব্যবসার কথা বল্‌তে নাই। অনেকের এগুণ নাই বলে তাদের কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিষয় একটা স্মারক পুস্তকে নোট্ কর্‌তে হয়, নিজের স্মৃতির উপর সকল সময় বিশ্বাস করা যায় না। ভুলে যেতে কতক্ষণ—প্রত্যেক চিঠিপত্র ফাইল করে রাখ্‌তে হবে, প্রত্যেক চিঠি পত্রের নকল রাখ্‌তে হবে। কেন না খরিদ্দারের সঙ্গে কথায় ঠিক রাখ্‌তে হলে এ সকল দরকার। সেইজন্য কপিং বুক ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। সে সকল কথা এর পরে বলা যাবে। অভ্যাসেই সকল কাজের ভার হাল্‌কা হয়ে যায়, কাজ কর্ত্তে কর্ত্তে এ সকল অভ্যাসের মধ্যেই দাড়িয়ে যায়।

ভাল কাজের লোক হতে হলে কতক গুলি গুণ অর্জ্জন কর্ত্তে হয়। যথাযথ সময়ে তৎপরতার সহিত কাজ কর্‌বার ক্ষমতা, সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ করা, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখা, খাতা পত্র গুছিয়ে রাখা, দৈনন্দিন কাজ সেই দিনেই শেষ করা এইগুলি ছোট কাজ বলে উপেক্ষা করে ফেলে রাখ্‌তে নাই। এতে করে বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। আর সে বদ অভ্যাস হয় তো জীবনেও আর ঘুচান যায় না।

সুশৃঙ্খলা না রাখ্‌তে পাল্লে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য কাজ আর হতে পায় না। কোন একটা চিঠি হঠাৎ আবশ্যক হলে খুঁজে পাওয়া যায় না, ছুটোছুটী করে মর্ত্তে হয়, হয় তো পাওয়াই যায় না। সে কাজ পণ্ড হয়ে যায় এবং অর্থের ক্ষতি হয়ে যায়।

সময় এবং অর্থের মিতব্যয়িতা প্রত্যেক কাজেই দরকার। এক পয়সা রোজগার করে তিন পয়সা খরচ কল্লে কোন ব্যবসায়ই চল্‌তে পারে না। তাই লম্বা হাত কল্লে তাহার কখন লক্ষ্মীশ্রী হয় না।

অনর্থক সময় নষ্ট—অনর্থক অসার আমোদ প্রমোদ, নেশা ভাঙ্গে কদাচ সময় নষ্ট কর্‌তে নাই—এইগুলি অন্ততঃ নিজের গুণ থাকা চাই। আত্মোৎকর্ষতা সাধনের এইগুলিই হলো আবশ্যকীয় উপকরণ।

কাজ চালাবার জন্য কি কি উপদান আবশ্যক, আগামী সংখ্যায় তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে সেই জন্য আজ এই স্থানেই এ প্রবন্ধের ইতি করা গেল।

এই মেল অর্ডার সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা কর্‌বারই ইচ্ছা আছে—কেন না এই বেকার সমস্যার দিনে এই পন্থা অনেক বেকার যুবকের পক্ষে অতিশয় হিতকারী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ধৈর্য্যাবলম্বন করে শিক্ষা কর্‌লেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সম্পাদক।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

সীরপ (SYRUP)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে আমরা সীরপ প্রস্তুতের কথা কতকটা বলিয়াছিলাম। সীরপ প্রস্তুত করিতে যথাসম্ভব অল্প উত্তাপই আবশ্যক হয়। জলের স্ফোটিক তাপাংশ ২১২° ফারণ হীট, এই উত্তাপে চিনির উপাদানীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু চিনির উপরে জল ঢালিয়া দিয়া যদি পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিয়া সেই অবস্থায় Steam bath বা Water bath দ্বারা চিনি গলাইয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে সে সীরপ অতি উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে। কিন্তু গার্হস্থ্য শিল্পে বিনা যন্ত্রে সীরপ প্রস্তুত প্রণালী বলাই আমাদের উদ্দেশ্য, সেইজন্য যতদুর সহজে প্রস্তুত করা যায়, সেই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইব। সম্পূর্ণ গাদশূন্য স্বচ্ছ ঘন সীরপ সহজে নষ্ট হয় না, Simple syrup সেইরূপে করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট সীরপ হইতে পারে।

সাদা সীরপ প্রস্তুত করিবার সময় বিগলিত চিনির সহিত কিঞ্চিৎ সাইট্রিক বা এসিটিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া দিলে সীরপ সহজে দানাদার হইতে পারে না। ইহার পরিমাণ নিম্নে ঠিক করিয়া দেওয়া হইল।

১ গ্যালন সীরপে ৩ বা ৪ ড্রাম উপরোক্ত অ্যাসিড মিশ্রিত করা যাইতে পারে। কিন্তু জলে যে পরিমাণ চিনি দ্রব হইতে পারে, চিনির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে অ্যাসিড্ দিলেও দানাইয়া যাওয়া বন্ধ করা যায় না, কেন না চিনির পরিমাণাধিক্যে তাহা দানাদার হইতেই বাধ্য। প্রস্তুত সিরাপে জলের ভাগ নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অপেক্ষা কিছু বেশী থাকিলেও সীরপ দূষিত হয় না। সাদা সীরপের সহিত, কেহ কেহ বলেন যে Sulphate of Potash বা ক্যালসিয়ম যোগ করিয়া দিলে সীরপ গাঁজিয়া উঠিতে পারে না। প্রস্তুত সীরপ গাঁজিয়া উঠিবার সূচনা হইলে সেই সীরপকে ২১২° ফারণ হীট্ তাপাংশ পর্যন্ত উত্তপ্ত করিলে যে বীজাণু দ্বারা Fermentaton বা গাঁজিয়া যাওয়া ঘটাইয়া থাকে, সেই সকল বীজাণু উপরোক্ত উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়।

সীরপের রঞ্জন উপকরণ।

খাদ্য দ্রব্যে আজ কাল মোদকগণ নানা প্রকার রং মিশ্রিত করিয়া থাকেন। আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, লজেঞ্জুস এবং খাদ্য দ্রব্য এইরূপ ভাবে রঞ্জিত করা মানবজীবনের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। Lemon syrup, লেবুর সীরপ প্রায় সাদাই থাকে। কোন রং করা হয় না। অরেঞ্জ বা কমলা লেবুর সীরপে একটু কমলা লেবুর ন্যায় বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। যদি সেইরূপ করাই বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে নিরাপদ দ্রব্যই ব্যবহার করা উচিত।

পীত রংয়ের জন্য জাফ্রান কিঞ্চিৎ বা বকম কাষ্ঠের বীজ জলে সিদ্ধ করিয়া রঞ্জিত ফ্যাণ্ট প্রস্তুত করিতে হয় এবং সীরপের উত্তপ্ত অবস্থায় সীরপের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাঞ্ছিত রং করা যাইতে পারে। ইহার রং পীতবর্ণ বা সোনার মত রং হইবে।

লোহিত বর্ণের বা গোলাপী বর্ণের রং করিতে হইলে ২ আউন্স পরিশ্রুত জলের সহিত ২০ গ্রেণ কচিনীল, ২০ গ্রেণ অ্যালম বা ফটকিরি পূর্ণ এবং ২০ গ্রেণ ক্রিম অফ টার্টার সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া বা ফিল্‌টার করিয়া সেই দ্রাবক সীরপের সহিত মিশ্রিত করিলে বাঞ্ছিত গোলাপী বা লোহিত রং হইবে। লোহিত এবং পীত বর্ণের সীরপই বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। ধাতু পাত্রে সীরপ রাখা উচিত নয়। কাঁচ, প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র অথবা এনামেল পাত্রে সীরপ রাখা উচিত। ধাতু পাত্র কখনই অনুমোদনীয় নহে। এখন সাদা সীরপের সমস্ত কথাই বলা হইল। এইবার কেমন করিয়া সুবাসিত সীরপ প্রস্তুত হয়, তাহাই বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাদা বা সিম্পেল সীরপে ফলের এসেন্স মিশাইয়া সেই ফলের নামানুযায়ী সীরপের নাম রাখা হইয়া থাকে। এই উপায়ে কেমন করিয়া সীরপ প্রস্তুত হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত বিলাতি ফরমুলা হইতে প্রদত্ত হইল।

Simple syrup	1 Gallon
Citric acid	2 Ounces
Essence of Lemon	$\frac{1}{2}$ Dram
Spt. of wine	$\frac{1}{2}$ Dram

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বোতল পূর্ণ করিতে হয়। ইহার ২ টেবল স্পুন্ পূর্ণ

পরিমাণ শীতল একগ্লাস জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে হয়।

এইরূপ কমলা লেবুর, কলার বেদানার এবং গোলাপের এসেন্স বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় মিশাইলেই সুবাসিত সীরপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লেবু এবং কমলা লেবুর সীরপ প্রস্তুতের অন্য প্রক্রিয়াও আছে।

ফুটন্ত সীরপে কমলা লেবুর খোসা দিয়া পাক করিলেও সে সীরপে সুন্দর কমলা লেবুর গন্ধ হইবে। ঐ প্রকারের লেবুর সীরপও করা যাইতে পারে। তবে অধুনা এসেন্স দিয়াই প্রায় অধিকাংশ সীরপ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বেনানা বা কলার সীরপ—

সিম্পল বা সাদা সীরপ	৬ পাইট।
টার্টারিক এসিড	১ ড্রাম।
অয়েল বা এসেন্স অফ্ বেনানা	২ ড্রাম।

অরেঞ্জ বা কমলালেবুর সীরাপ্—

অয়েল অফ্ অরেঞ্জ	৩০ ফোঁটা
টারটারিক এসিড	১ ড্রাম।
Simple syrup	1 Gallon

প্রক্রিয়া—প্রথমে অয়েল অরেঞ্জকে চূর্ণ টারটারিক অ্যাসিডের সহিত খল দ্বারা মাড়িয়া মিশ্রিত করিয়া লইয়া তাহার পর সীরপের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে।

ঠিক এইরূপ প্রক্রিয়ায় বেদনা, আনারস, রোজ সীরপ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কেবল এসেন্সগুলির পার্থক্য মাত্র।

এক্ষণে বিক্রয়ের জন্য সীরপের লেবেলাদির কথা কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। লেবেলে যে ফলের সীরপ, ঠিক সেই ফলের সুরঞ্জিত লেবেল থাকা আবশ্যক, লেবেল দিয়া বোতলগুলিকে টিস্যু পেপার দিয়া মুড়িয়া বাজারে দেওয়া উচিত।

সীরপের বোতলের ক্যাপস্থল রাধাবাজারের শিশি বোতলের দোকানে পাওয়া যায়। খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ বোতলই সীরপের উপযোগী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সীরপ প্রস্তুত হওয়া উচিত, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গ্রীষ্মকালে সীরপের প্রচুর কাটতি হয়, ইহা ছাড়া প্রত্যেক আলোপ্যাথিক ডাক্তারখানায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেননা প্রত্যেক ঔষধেই প্রায় সীরপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। আগামী বারে জাম জেলি প্রস্তুতের বিষয় বলিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্পাদক।

Agricultural.

চাস বাসের কথা।

মোচা।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় লিখিত।

কদলী মোচকং হৃদ্যং কফঘ্নং ক্রিমিনাশনং
কুষ্ঠ প্লীহা জ্বর হরং দীপনং বস্তি শোধনং॥

অর্থাৎ মোচা আমাদের মুখপ্রিয়, কফনাশক, আগ্নেয়, বস্তি শুদ্ধিকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্লীহা জ্বররোগের সুপথ্য।

এত্যাধিক গুণ বিশিষ্ট তরকারি মোচা সম্বন্ধেও স্থান বিশেষে কিছু কিছু কুসংস্কার আছে। মোচা বলিলেই বাঙ্গালী সাহেবদের সেই "কেলাকা ফুল" কথাটা মনে আসে। অবস্থাভেদে মোচার আবার দুটী নাম। গোটা মোচা ও এড়া মোচা। কলাগাছের থোড় হইতে আমূল মোচাটী বাহির হইয়া যতদিন তাহাতে কলার ছড়া না বাঁধে, ততদিন তাহাকে আসল মোচা বা গোটা মোচা কহিয়া থাকে। মোচার যে রাঙা খোলা আমরা দেখিতে পাই, বাস্তবিক উহা কদলী পত্রের ক্ষুদ্র অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোচা বড় হইলে কাঁদির ফাঁপে ফাঁপে এই রাঙা খোলার গায়ে এক এক ছড়া করিয়া কলা ক্রমশঃ বাহির হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত কলা (যাহা কাঁদিতে ফলিবে) কাঁদির গায়ে গাঁথা হইলে অবশিষ্ট মোচা ক্রমে ক্রমে একটা করিয়া রাঙা খোলা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িতে থাকে। কলার কাঁদির আগার দিকে এই অবশিষ্ট মোচাকেই এড়া মোচা কহিয়া থাকে।

অনেক স্থানের লোকের বিশ্বাস এড়া মোচা খাইতে নাই, ইহা অখাদ্য এবং তিক্ত। কেন খাইতে নাই, কিসে অখাদ্য, বাস্তবিক ইহা তিক্ত কিনা তাহা একবারও কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখে না। গৃহস্থ পূর্ব্ব প্রচলিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই হাজার হাজার এড়া মোচা কাঁদি হইতে কাটিয়া কলার বাগানে পচাইয়া ফেলে। সে সব দেশে যদি এড়া মোচার প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে কলাবাগানের মালিক কেবল এড়া মোচা হইতেই তাহার বাগান পাইটের সমস্ত খরচ তুলিতে পারিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেখানে এড়া মোচার প্রচলন নাই, সেখানে একটী পৃথক কলাগাছ মারিয়া তাহারই গোটা মোচা তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। সচরাচর তাহারা মোচা থোড়ের

জন্য পৃথক কলাগাছ মারিয়া থাকে, তাহাতে গৃহস্থের বিন্দুমাত্র কষ্ট বোধ হয় না।

যে গাছের মোচা ও থোড় সর্ব্বশুদ্ধ ছয় পয়সায় বিক্রী হইল, কিন্তু সেই গাছের কলা পাকাইতে পারিলে অন্ততঃ বার আনা বা পাঁচ সিকায় বিক্রয় হইত। অধিকন্তু উহার এড়া মোচা এবং কলা—কাটার পর থোড়ও পৃথক মুল্যে বিক্রয় করা যাইত। এড়া মোচার মধ্যে কেবল কাঁচ বা কাঁচকলার এড়া মোচাই তিক্ত, নতুবা অন্য কোন কলার এড়া মোচা তিক্ত নহে।

বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে উক্ত মোচার প্রচলন আছে, ইহা খাইতে অতীব সুস্বাদু। এড়া মোচা হইতে গোটা মোচার তরকারি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্যবঙ্গে এক প্রকার কলা জন্মিয়া থাকে,তাহাকে বীচে কলা কহে, কেহ কেহ আবার ডয়া বা ডউরা কলাও বলে। আমার অনুমান, ডহর কথা হইতে ডহরে কলার নাম উৎপন্ন হইয়াছে, ডহরে কলার অপভ্রংশ ডয়া বা ডউরা কলা, কারণ এই জাতীয় কলা মধ্যবঙ্গে নাবাল, জলা জমি বা পচা পুকুরের পাড়ে বেশীর ভাগ জন্মাইয়া থাকে। ডয়া কলার গাছ বেশ বড় হয়। এ দেশে গোটা মোচার জন্য এই জাতীয় কলার গাছই গৃহস্থ প্রায়ই মারিয়া থাকে। ডয়াকলার কাঁদি খুব বড় হয়, তাহাতে অনেক কলা ধরে। এই কলার গাছই গৃহস্থ প্রায়ই মারিয়া থাকে।

এই কলার গাছ মোচা বেলায় কাটা অপেক্ষা কলা পুষ্ট হইলে তখন কাঁদি কাটিলে মালিকের অনেক লাভ হয়, কারণ কাঁচা ডয়া কলা এ দেশে পয়সায় ৩।৪টা করিয়া হাটে বিক্রী হয়। খুলনা, যশোহর, চব্বিশ পরগণায় ও নদীয়ায় যে অপূর্ব্ব উপাদেয় কলা চড়চড়ি প্রচলন আছে, তাহা এই ডয়া কলা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডয়া কলায় অধিক বীচি থাকে বলিয়া বড় কেহ পাকায় না, তবে পাকা ডয়া কলা ছোট লোকে ভারি রুচি করিয়া খায়।

মোটের উপর যখন ডয়া কলারও এড়া মোচা আমাদের উৎকৃষ্ট তরকারি, তখন কেবল গোটা মোচার তরকারির জন্য ডয়া কলার গাছও অকালে নষ্ট করা কোন প্রকারে যুক্তি সঙ্গত নহে। খুলনা যশোহর, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা জেলায় মোচা ছেচ্‌কি ও মোচার ডালনা যে কিরূপ সুস্বাদু ও মুখরোচক হইয়া থাকে, তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারে না। আমার বেশ স্মরণ আছে, একবার বীরভূম জেলার দুটী বন্ধু আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই মোচার ডালনা ফেলিয়া মাছ মাংস কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই, কেবল মোচার ডালনা দিয়াই দুপুরের আহার সমাধা করিয়াছিলেন।

প্রথমে মোচা, সরু করিয়া কুটিয়া লইতে হয়, পরে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া তেল ও ঝাল ফোড়ং দিয়া ভাজিয়া লও; ভাজার পর গরম মশলা দিয়া নামাইলে মোচা ছেঁচ্‌কী প্রস্তুত হইল।

আর মোচার ডাল্‌না রাঁধিতে গেলে মোচা প্রথমে সরু করিয়া কুটিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, পরে তাহা সামান্য তেলে ভাজিয়া জিরা মরিচ ও তেজপাত বাটার জল দিয়া ফুটাইয়া পৃথক পাত্রে ঢালিয়া অল্প পরিমাণে দুধ ও চাউলের গুঁড়া (পিটুলি) দিয়া ফুটাইয়া পরে ঘি ও গরম মশলা দিয়া নামাইয়া পৃথক পাত্রে ঢাকিয়া রাখ; তাহা হইলে উত্তম মোচার ডাল্‌না প্রস্তুত হইল। প্রায় ২ বৎসর অতীত হইল, সেবার আমাদের দেশে তরিতরকারি বড় দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল। একদিন বাড়ীর পার্শ্বের প্রজা, কুমার পাড়ার মেয়েরা আমাদের বাড়ীতে (মনিব বাড়ী) তরকারি চাহিতে আসিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছিলাম। পর দিন আমি কলাবাগানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি এড়া মোচা দেখিতে পাইলাম। মোচা গুলি কাটিয়া পাড়িলাম। বাড়িতে লইয়া গেলে এড়া মোচার আদর হইবে না ভাবিয়া কাহাকেও অসময়ে দান করিবার মনস্থ করিলাম। এমন সময় দেখি বেড়ার পাশ দিয়া হাকিমগাজী গরু লইয়া যাইতেছে, তাহাকে মোচা কটা লইতে বলিলে সে উত্তর করিল, বাবু এড়া মোচা খাইতে নাই, যদি দয়া করিলেন ত গোটা কতক ডয়া কলা দিন, একবেলার তরকারির জোগাড় হইবে, আজকাল প্রায়ই তরকারি জুটিতেছে না, অনেক সময় কেবল নুন দিয়া ভাত খাইতে হয়। শুধু লবণ দিয়া ভাত খাইবে সেও স্বীকার, তবু এড়া মোচায় হাত দিবে না। কারণ বাপ্‌ ঠাকুর দাদার নিষেধ হয় ত কবে শুনিয়াছিল যে এড়া মোচা খাইতে নাই।

কিছুক্ষণ পরে মনে পড়িল, কাছেই কুমারপাড়া, ওরা সেদিন বাড়ীতে তরকারি চাহিতে গিয়াছিল,উহাদিগকে ডাকিয়া মোচা কয়টি দিই। কুমাররা মোচা লইয়া গেল, মনে ভারি আনন্দ লইল, বাড়ি আসিয়া দস্ত করিয়া বলিলাম, অভাবে সব চলে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

তোমাদের এড়া মোচায় এত ঘৃণা, আজ দেখ পেটের দায়ে পাড়ার কুমারগণ তরকারি খাইবার জন্য অনেক এড়ামোচা লইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর পাড়েই কুমার পাড়া। ওমা, স্নান করিতে আসিয়া দেখি, যে সমস্ত মোচা গুলিই কুম্ভকার মহাশয়ের আঙ্গিনায় দুগ্ধবতী গাভীর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম—অন্ধ কুসংস্কারটা হঠাৎ কাহারো অন্তর্হিত হইতে চাহে না।

মোচা যখন বাঙ্গালীর অতি উপাদেয় উপকারী তরকারি, মোচার জন্য যখন পৃথক কোন কলার চাষ আবাদ করিতে হয় না, তখন পুষ্টল কলার কাঁদির এড়া মোচা অনেক জায়গায় কোন উপকারে লাগে না ইহা শুনিলে মনে বড় কষ্ট হয়। এই মোচা কাটিয়া না ফেলিলে কখন কাঁদির কলা মোটা হয় না, যে জিনিষটা গাছে থাকিলে গাছের অপকার হয়, আবার কাটা পড়িলে মানুষের উত্তম আহারেও লাগে, তখন সেই জিনিষটার সার্ব্বস্থানিক প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে এড়া মোচার প্রচলন আছে, কলিকাতায়ও এড়া মোচা চলে, তবে অনেক জেলায় কোন কোন স্থান বিশেষে কেন যে এড়া মোচার এত অনাদর তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দিন দিন পাড়াগাঁয়ে তরকারি যেরূপ মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে অনুমান হয়, স্থান বিশেষের এই কুসংস্কারটা আর বেশী দিন প্রচলিত থাকিবে না। যত শীঘ্র যায়, ততই মঙ্গল। (সংগ্রহ)

মসূর বা মসূরী

রবি শস্যের মধ্যে মশুর একটী উৎকৃষ্ট ডাল। আমি বর্দ্ধমান অঞ্চলে দেখিয়াছি, জমী হইতে আউস ধান কাটিয়া লইবার পর সামান্য একটা কি দুইটা চাষ দিয়া মসুর ছড়াইয়া দিয়া থাকে, কোন জমীতে ২।৪ সের মাত্র হয়, কোন জমীতে তাহাও হয়, না বলিতে কি, রবি শস্য চাষে বর্দ্ধমান অঞ্চলের অনেক স্থানেই তেমন যত্ন কেহ করে না। মশুরের ডাল বাজার হইতে কিনিয়াই কোন কোন দিন খাইয়া থাকে। কিন্তু ইহা একটী লাভ জনক কৃষি তাহার সন্দেহ নাই। ঢাকার 'কৃষিসম্পদ' পত্রিকায় হলধর বাবু মসূরী ডাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, আমরা নিম্নে অন্ততঃ বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূমের লোকের হিতকর হইবে বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মসূর বা মসূরী।

যত প্রকার ডাইল আছে তন্মধ্যে মিষ্টতা ও পুষ্টিকারিতায় মসুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মৎস্য ও মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর বলিয়াই, ইহা আমিষ খাদ্যের স্থানাধিকার করিয়াছে। এই জন্যই হিন্দু বিধবাদের পক্ষে মসুর দাইল খাওয়া নিষিদ্ধ। মাংসের ন্যায় পুষ্টিকর বলিয়াই, চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল রোগীর সবলতা সম্পাদনের জন্য মসুর দাইলের কাথ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। হেমন্তকালের শিশিরের জলে এবং শীতকালের সূর্য্যের মৃদু উত্তাপে মসুর উৎপন্ন হয় বলিয়াই ইহা রবিশস্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বরিশাল জেলার মসুরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহার ফলনও তথায় অধিক হয়।

সরস দো আঁশ মৃত্তিকাই মসুর চাষের পক্ষে উত্তম। আঠাল দো আঁশ মৃত্তিকাতেও ইহা বেশ জন্মে। নীরস ভূমিতে মসুর জন্মে না; এবং মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে গাছ মরিয়া যায়। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকায় অধিক রস থাকিলেও গাছ বাড়ে না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ আউস ধানের এবং পাটের জমিতেই মসুরের চাষ করা হয়। ঐরূপ জমি মসুরের পক্ষে অনুপযোগী নহে।

মসুরের পক্ষে কাঠের ছাই-ই উৎকৃষ্ট সার। আমাদের দেশে মসুর-চাষে কোনরূপ সার ব্যবহার করা হয় না; সার ব্যবহারের প্রয়োজনও বড় কম। ধান ও পাটের জমিতে যে সার থাকে, তাহাই মসুরের পক্ষে যথেষ্ট। তবে মৃত্তিকায় সারের অভাব ঘটিয়াছে মনে করিলে, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে স্তূপাকারভাবে ছাই রাখিয়া, চাষের সহিত উহা মৃত্তিকায় মিশাইয়া দিতে পারিলে ফলন অধিক হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকমাসের প্রথম ভাগই মসুরবীজ বপনের প্রশস্ত সময়। মাঠের জল শুষ্ক হইলেই নিম্নভূমিতে মসুরের বীজ বপন করিতে হয়। এই জন্য কখন কখন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগেও মসুর বপিত হইয়া থাকে। এইরূপ 'নাবী' বপনে ফলনের বিশেষ কোনরূপ পার্থক্য ঘটে না। কিন্তু অগ্রহায়ণমাসের শেষভাগে বীজ বপন করিলে ফলন বড় কম হয়। সরস উচ্চ ভূমিতে কার্ত্তিকমাসের প্রথমভাগেই মসুরবীজ বপন করা সঙ্গত। তাহা না করিলে অনেক সময়েই সুফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

এক বিঘা ভূমিতে পাঁচসেরের অধিক বীজ লাগে না। অনেকেই সর্ষপের সহিতও

মসুরবীজ বপন করিয়া থাকে। তদবস্থায় দশ আনা সর্ষপ ও ছয় আনা মসুর একত্র মিশ্রিতভাবে বপন করিতে হয়। সরিষার পরিমাণ কম করিয়া মসুরের পরিমাণ অধিক করিলেও চলে।

নিম্নভূমি একবার কি দুইবার চাষ করিয়া শেষ চাষের সময়ে বীজ বপন করিতে ও মই দিতে হয়। কিন্তু ভূমি উচ্চ হইলে, উহা বারম্বার উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে, এবং মৃত্তিকা ধুলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত মৃত্তিকার তাপ বিকিরণ-শক্তি অধিক বলিয়া উহাতে অধিক পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং, সুকর্ষণে রসের অল্পতা বিদূরীত হয়।

মসুর চাষে নিড়ানী, জলসেচন প্রভৃতি কোনরূপ পাইটেরই আবশ্যক হয় না। শিশিরের জলেই রবিশস্য বর্দ্ধিত ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। শীতকালের প্রথম ভাগে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইলে, এবং ক্রমাগত তিন চারিদিন পর্য্যন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রহিলে মসুর ভাল হয় না। অধিকন্তু উহাতে পোকা ধরে। মাঘমাসে দুই একবার বৃষ্টি হইলে উপকার হয়।

ফাল্গুন-চৈত্রমাস মসুর পক্ক হইবার সময়, পাকিতে আরম্ভ করিলেই গাছগুলি উপ-ড়াইয়া তুলিয়া প্রথমতঃ ক্ষেত্রেই স্তূপাকারে রাখিতে এবং তৎপর বাড়ীতে আনয়ন করিতে হয়। মসুর পক্ক হইয়া উঠিলে পর গাছ তুলিয়া না আনিলে শুঁটী ফাটিয়া বীজ ঝড়িয়া পড়ে। সর্ষপ ও মসুরগাছের শাখার গোড়ার ফল অগ্রে ও ডগার ফল কিছু পরে পাকিয়া থাকে। সমুদায় ফল পাকিবার জন্য প্রতিক্ষা করিলে, গোড়ার ফলগুলি ফাটিয়া বীজ মাটিতে পড়িয়া যায়। এই জন্য গাছের নিম্নাংশের ফল পাকিতে আরম্ভ করিলেই মসুর ও সর্ষপগাছ উপড়াইয়া তুলিতে হইবে। তৎপরে গাছগুলি বাড়ীতে আনিয়া রৌদ্রে ভালরূপে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। তাহা করিলেই গোড়ার সুপক্ক শুটীগুলি আপনা হইতে ফাটিয়া যায় ও অনেক বীজ বাহির হইয়া পড়ে। অবশিষ্ট বীজ লাঠির আঘাতে, পায়ে মাড়াইয়া অথবা গরুর দ্বারা মাড়াইয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। সংগৃহীত মসুর ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই উহা বস্তাবন্দী করিয়া রাখিবার অথবা দাইল প্রস্তুত করিবার উপযোগী হইয়া থাকে।

সর্ষপ পৌষমাসের শেষ বা মাঘমাসে পরিপক্ক হয়। মসুর ফাল্গুনমাসের প্রথম ভাগে পাকে। সর্ষপ ও মসুর-বীজ একসঙ্গে বপন করিলে, যে সময়ে যাহা পক্ক হইবে, সেই সময়েই তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। শুধু মসুর-বীজ বপন করিলে, প্রতিবিঘাতে সাতমণের অধিক ফলন হয় না। বরিশাল জেলায় মসুরের ফলন অধিক অর্থাৎ বিঘাপ্রতি পনর মণ পর্য্যন্তও হয়। একমণ মসুরে ত্রিশসের দাইল হয়। মসুরের দাইল এক বৎসরের অধিক ভাল থাকে না, কীটে নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু যত্নের সহিত রাখিতে পারিলে আস্ত মসুর দুইবৎসর পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে।

মসুরগাছ গবাদি পশু বা আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করে। কাঁচা অথবা শুষ্ক মসুরগাছ গবাদি পশুর বেশ পুষ্টিকর ও সুমিষ্ট খাদ্য। বীজ বাহির করিয়া লওয়ার পর গাছগুলি দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়াইলে উহার দুগ্ধের পরিমাণ অধিক হয়।

মসুর ও সর্ষপবীজ একসঙ্গে বপন করিলে বিঘাপ্রতি ৪।৫ মণ মসুর এবং দেড়মণ হইতে দুইমণ পর্য্যন্ত সর্ষপ উৎপন্ন হয়। তাহাতে কৃষকের লাভ অধিক হয়। এই জন্য কৃষি-কার্য্যে পারদর্শিনী বিদুষী খনা বলিয়াছেন,—

"সরিষা-বনে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।

সরিষার সহিত মসুরকলাই বা মুগ একত্রে বুনিলে দুইটি ফসল পাওয়া যায়; সুতরাং অধিক লাভ হওয়াতে চাষী অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়।

সরিষা ও মসুর একত্রে বপন করিলে আজকাল খরচ বাদেও বিঘাপ্রতি কৃষকের ২০।২৫৲ টাকা লাভ হইতে পারে। হিসাব করিলে, ধান্যচাষেও খরচ বাদে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ হয় না। সুতরাং মসুরের চাষ যে বেশ লাভজনক, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। বরিশাল রাজসাহী পাবনা কুচবিহার রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি জেলাতেই মসুরের চাষ অধিক হয়।

GARDENING

কয়েকটী আবশ্যকী তথ্য

লেবুর গাছকে একটু হেলাইয়া না পুঁতিলে তাহাতে শীঘ্র ফল হয় না—হয়তো হয়ই না। এরূপ ব্যাপার আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। একটা লেবুর কলমের চারা ৪.৫ বৎসরেও ফলে নাই। তাহার পর একজন আমাকে এই রহস্যটী জ্ঞাপন করিয়া দেন। আমি সেই বুড়ো গাছটাকে অনেক কষ্টে উপড়াইয়া হেলাইয়া পুঁতিয়া ছিলাম। পর বৎসরেই গাছটীর ফল হইয়াছিল।

কাঃ সম্পাদক।

পশুমল উৎকৃষ্ট সার।

পশুর মল অপেক্ষা মূত্র উৎকৃষ্ট সার, মল ও মুল একত্রে মিশাইয়া এক স্থানে ঢাকিয়া রাখিলে অতি উৎকৃষ্ট সার হয়। সার ঢাকিয়া না রাখিলে রৌদ্রোত্তাপে তাহার শক্তি কমিয়া সে সার সুসার না হইয়া অসার হইয়া পড়ে। গোশালায় যেখানে গরু বান্ধা হয়, তাহার পশ্চাৎ দিকের মাটী একটু ঢালু করিয়া ছোট নালা কাটিয়া গোয়ালের কোণে একটী গর্ত্ত করিয়া রাখিলে মূত্র তাহার মধ্যে ধরা পড়ে। প্রাতে সেই মূত্র ধরিয়া তাহাতে ছাই দিয়া শুষিয়া লইয়া বাহিরে একটা গর্ত্ত করিয়া তাহাতে সেই মূত্র যুক্ত ছাইগুলি রাখিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হয়। ৬ মাস পরে তাহা তুলিয়া যদি জমীতে এবং বাগানের বৃক্ষমূলে দেওয়া যায়, তাহা দ্বারা শস্য এবং বৃক্ষলতার উপকার হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, অলস কৃষকগণ এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। মুসলমান কৃষকগণ সার সংগ্রহ করিয়া আনে বহু দূর হইতে। ইহাদের কৃষিরদিকে হিন্দু অপেক্ষা যে মনোযোগ অধিক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

Business talks.

About Advertising.

A Sound advertisement will cause interest and make business.

* * *

The best way to get a man interested is to put something interesting.

* * *

Simplicity, force—two elements that make for effective advertisement.

* * *

All advertising can not be profitable since much advertising is written without regard to business judgement or the necessities or desire of the people.

* * *

There's no doubt about advertising; the doubt is about the ability of many who write advertising.

* * *

Why not subscribe "Business-man"? It will pay you much more than you pay for it.

THE WAY TO MAKE PLENTY MONEY IN EVERY MAN'S POCKET.

কি উপায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে?

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীন বলিয়াছিলেন, যখন প্রত্যেক লোকেরই সাধারণ অভিযোগ যে "টাকা বড় দুর্লভ" সেই সময়ে নির্ধন ব্যক্তিকে যদি কেমন করিয়া অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য করা যাইতে পারে জ্ঞাত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহা একটা অতি

বড় দয়ার কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমি তাহাদিগকে টাকা ধরিবার যথার্থ রহস্য কিছু বলিতে চাই, সেই উপায়ে কেমন করিয়া অর্থ সংগ্রহ এবং কেমন করিয়া তাহা রক্ষা করিয়া যাওয়া যাইতে পারে, তাহা অবগত হওয়া যাইবে।

সেই সহজ উপায় মাত্র দুইটী, যদি কেহ এই দুইটী নিয়ম যথাযথ পালন করিয়া যান, তাহা হইলেই তিনি সফল মনস্কাম হইতে পারিবেন।

প্রথম উপায়—সততা এবং শ্রমশীলতা যেন তোমার জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় উপায়—যাহা তোমার খাঁটী লভ্যাংশ, তাহা হইতে এক পেন্স কম ব্যয় করিবে।

First,—let honesty and industry be thy constant companion.

Secondly—Spend one penny less than your clear gain.

শুদ্ধ এই দুইটী মাত্র উপায়েই তুমি দেখিবে যে, তোমার চামড়ার কুঞ্চিত থলিয়া অর্থ দ্বারা বেশ পুষ্টি লাভ করিতেছে।

এই যে সঞ্চয়—ইহা যদিও অল্প বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এই অল্প অল্প সঞ্চয় দ্বারা বৃহৎ ধন সম্পত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঠিক উপরোক্ত নিয়মে চলিলে, আর অর্থকষ্ট থাকিবে না—দেনাদার হইতে হইবে না—ধনীর নিকট নিজের দরিদ্রতার জন্য নতশির হইতে হইবে না—সমগ্র জগতখানা তোমার চক্ষে তখন আর তমসাচ্ছন্ন বোধ হইবে না—উজ্জ্বল বোধ হইবে।

সময় এবং অর্থের মিতব্যয় এবং সদ্ব্যবহার দ্বারাই অর্থশালী হওয়া যায়, অন্য কোন উপায়েই সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না এইটীই ধ্রুব সত্য।

বাস্তবিক কি সারবান উপদেশ! এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত নিজে অতি হীন অবস্থা হইতে আপনার নৈতিক এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়া সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের যতটুকু আয়, তাহাপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ অসার অনর্থক বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকি। সেইজন্য অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। মিতব্যয়ের নাম কৃপণতা নহে। যাহা বাস্তবিকই আবশ্যকীয়, তাহার জন্য ব্যয় করিয়া মানুষ দীন ও দরিদ্র হয় না—অনর্থক, উদ্দেশ্যহীন বিষয়ে ব্যয় করিয়াই মানুষ অভাবী হইয়া উঠে।

একজন প্রাচীন ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, যাহা তুমি উপার্জ্জন কর, তাহা সমস্তই যে তোমার—এইরূপ ধারণা করিও না।

উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই কাহারও নিজের নহে, তাহার মধ্যে অনেকেরই ভাগবগরা আছে।

সেই জন্য একজনের দৃষ্টতঃ যাহা আয়, তাহার খরচ খরচা বাদ যাহা থাকে, তাহাই তাহার প্রকৃত আয়, সেই আয় বুঝিয়া ব্যয় করিয়া যদি কেহ সঞ্চয় করিতে পারে, সেই তাহার অবস্থায় স্বাচ্ছল্য করিতে সক্ষম হয়।

সেইজন্য সময় এবং অর্থের অপব্যয় করিলে অবস্থাপন্ন হওয়া কঠিন। সর্ব্বদাই শ্রমশীল হইবে, এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করা উচিত নয়। এক কপর্দ্দকও অসার বিলাস বাসনায় ব্যয় করা কর্ত্তব্য নয়। যাহারা অলস—সময়ের মূল্য বুঝে না, তাহারা কখনও অর্থেরও মূল্য বুঝে না।

সময় এবং অর্থ উভয়েরই জমা খরচ রাখিলে বুঝিতে পারা যায়—সময়ের কাজ কত করিলাম এবং উপার্জ্জিত অর্থের কত ব্যয় হইয়া কি রহিল। হায় হায় আমাদের দেশের কয়জন লোকের সময় এবং অর্থের মিতব্যয়িতা আছে।

"Time, money and Judgement are three essential things for a speculation" কয়জন তাহা বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়?

বিলাতী মালের আমদানী

বাঙ্গালায় এক বৎসরে সকল প্রকারে মোট ৮৬৮২১৭৩০৩৲ টাকা মূল্যের বিলাতি মালের আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটী দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা গেল:—সূতার কাপড় ৩৫৪৮৯০৯৮৬৲, মোটরকার প্রভৃতি ৯৯৯২৭৮০৲, মদ্য, স্পিরিট ইত্যাদি ৯৩৯৬৫৬৪৲, পশমের কাপড় ৬০৩৮২৯৯৲, নকল রেশম ৫৪৩০১৬৯৲, পশম ৩৯৯৬২২৪৲, দিয়াশালাই ৩৫৭২০৮২৲, সাইকেল ৩০০৫২৯০৲, অন্যান্য বস্ত্র ২২৮৬৪২৫৲ সাবান ২১৪১৯৫০৲, খেলনা ১৯৬২৪৮১৲, চামড়া ১৯৪৪৭৪০৲, রেশমের কাপড় ১৬১৩৭৮৩৲, অঙ্গরাগ ১৪৪৬৩৬৯৲, মাটির দ্রব্য ১৩০৮২৮১৲।

কলিকাতার অরাজকতা।

কলিকাতা সহরে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামার সংবাদ এখন আর কাহারও অবিদিত নাই। প্রবল পরাক্রমশালী ইংরাজ বলিয়া থাকেন যে, শান্তি শৃঙ্খলা এবং লোকের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহারা ভারতে অভিভাবকরূপে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু এই কয়দিনের দাঙ্গা হাঙ্গামায়—এত গোরা গুর্খা সৈন্য থাকিতেও যে দিব্য দিবালোকে খুন, জখম, লুটপাট এত অবাধে ঘটিতে পারে, তাহাতো কাহারও জানা ছিল না। লোক যে এত অসহায়, তাহা এই কয়দিনে সকলেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়া গিয়াছে। ইহা যে খুব ক্ষোভ এবং লজ্জার কথা তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় কৈ ?

এই ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ যাহারা দৈনিক পত্রাদিতে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে যদি সহরবাসীগণ সতপ্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য নিজেরা চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে আরও কি যে পরিণাম হইত তাহা বলা যায় না। সহরে এত পুলিস এত গোরা সৈন্যাদি থাকিতেও নরহত্যা লুণ্ঠন, দেবালয় এবং মসজিদের উপর অত্যাচার সংঘটিত হইয়া গেল, ইহা কম রহস্যময় ব্যাপার নহে।

হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগান্তর হইতেই একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে, জানিনা কোন যাদুমন্ত্রে তাহারা আজ পরস্পর পরস্পরের শোণিতপাতে বদ্ধপরিকর হইল। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর মৃত্যু জখম এবং গ্রেপ্তার সংখ্যা অনেক অধিক। ইহার কারণ অনেক নিরীহ হিন্দু হতাহত হইয়াছে। হিন্দু কখনইত জিঘাংসাপরায়ণ নহে—তাহাদের সে শিক্ষা দীক্ষাও নহে।

এই দাঙ্গার মূল কারণ—সেই পুরাণ কাহিনী, মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া যাওয়া। কলিকাতায় আর্য্যসমাজ বলিয়া একটী ধর্ম্মসমাজ আছে, তাঁহারা একটী মিছিল করিয়া গান গাহিতে গাহিতে হ্যারিসন রোড দিয়া যাইতেছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে তাঁহারা পুলিসের পাশ লইয়াছিলেন এবং কিছু পুলিসও সঙ্গে যে না ছিল তাহাও নহে। ভগবান দাস বগলায় মাড়োয়ারী হাঁসপাতালের সম্মুখে যখন মিছিলটী উপস্থিত হইল, তখন রাস্তার অপর পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষুদ্র মসজিদ হইতে কতকগুলি মুসলমান বাহির হইয়া মিছিল বন্ধ করিতে এবং বাজনা বাজাইতে নিষেধ করে। তাহারা তাহাই করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে মিছিলের মধ্য হইতে কে একজন ঢোলে আঘাত করিয়াছিল, এইরূপ প্রকাশ। ইহার পরেই ঐ ক্ষুদ্র মসজিদ হইতে মুসলমানগণ মিছিল আক্রমণ করে, তাহার ফলে মিছিলের লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পড়ে এবং দাঙ্গা বাধিয়া যায়।

পাছে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় বলিয়া আর্য্যসমাজীনেতাগণ পুলিসকে তাহা জানাইয়া ছিলেন, কিন্তু পুলিস প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই এইরূপই প্রকাশ। যাহা হউক, শনিবারে দাঙ্গা আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়া সহরময় ছড়াইয়া পড়ে। মুসলমানগণ একটী শিব মন্দির ধ্বংশ করিয়া শিবলিঙ্গটী চূর্ণ করিয়া দেয়। এই কারণে হিন্দুগণ মসজিদ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, দোকান পশারি ব্যবসার স্থল সমূহ বন্ধ হইয়া যায়, ছুরি মারা, লাঠি, লুট তরাজ গৃহে অগ্নিসংযোগ শিশুহত্যা, নারীর অপমান এই সকল বিভৎস কাণ্ড চারিদিকে ঘটিতে থাকে। শুক্রবার দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া নাগাদ রবিবার পর্য্যন্ত এইরূপ ব্যাপার সমানভাবেই ৮দিনই চলিয়াছে। নিরস্ত্র দেশের ক্ষিপ্ত জনতা দ্বারা অনুষ্ঠিত দাঙ্গা এত সশস্ত্র পুলিস এবং সামরিকগণ থাকিতে যে সহজে প্রশমিত হইল না, ইহা বাস্তবিকই ক্ষোভ এবং লজ্জার কথা।

নাগরিকগণ যখন এই অবস্থা বুঝিল, তখন হিন্দুযুবকগণ ও মুসলমানগণ অহোরাত্র জাগিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া আপনাদের দেবমন্দির মসজিদ্ নারী এবং পল্লীরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা বহু স্থানে যে মহত্ব দেখাইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা। এখন ও পল্লীতে পল্লীতে প্রত্যেক পাড়ায় যুবকগণ পল্লীরক্ষা ব্রতে বৃতি আছে। যাহা হউক, এখন তো দেখিয়া বোধ হইতেছে যে বাহ্যতঃ হাঙ্গামায় উপশম হইয়াছে। এক্ষণে উভয় পক্ষেরই সংযত হইয়া দেশের মুখপানে তাকাইয়া শান্ত হওয়াই উচিত। তুচ্ছ বিষয় লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাইয়া পরস্পর কাটাকাটী মারামারি করিয়া মরায় কোন পক্ষেরই মঙ্গল নাই। দেশের নেতাগণ প্রাণপণে বহুদিন হইতেই হিন্দুমুসলমানের

মিলনের চেষ্টা করিতেছেন, আজ এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় ঘৃণায় মৃতপ্রায়।

শুনা যাইতেছে, প্রায় ৫০০০ হইতে ৬ হাজার মুসলমান সহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা জানি, অনেক হিন্দুও সপরিবারে সহর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ৫০০জন গ্রেপ্তার ৬০ জন নিহত এবং ৬০০ জন আহত হইয়াছে। সকলেই যে হাঁসপাতালে আসিয়াছে, তাহাও আসে নাই। স্থতরাং হতাহতের সঠিক সংবাদ পাওয়া স্থকঠিন। কেন বিনা কারণে এ অনর্থপাত? কত মৃতের পরিবারবর্গ অনাথ হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, কত আহত হয় তো জনমের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। আর ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতির তো সীমাই নাই। সহরের কয়দিন কি ভীষণ অবস্থাই যে গিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা যায় না।

বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন প্রক্রিয়া। কিন্তু উদ্দেশ্য সেই ভগবানেরই উপাসনা। স্থতরাং কোন সম্প্রদায়েরই কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা উচিত নয়। এ সংকীর্ণতা কেন? সকল ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য, পরমেশ্বরের আরাধনা বই আর কিছুই নহে। সেই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ছাড়িয়া ছোব্‌ড়া লইয়া টানাটানি কেন? হিন্দুমুসলমান উভয়েই পরাধীন জাতি। দরিদ্রের দেশ আমাদের, সকলে দুটী উদরান্নেরও সংস্থান করিতে পারে না, এদেশে এসকল উপসর্গ আমন্ত্রণ করিয়া আনা কেন? এই হিন্দু-মুসলমান মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই তো পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া এক সঙ্গে একই দেশে এতকাল কাটাইয়া আসিয়াছে, তবে আজ কয় বৎসর মাত্র এ বিদ্বেষ বুদ্ধি কাহার প্ররোচনায় এমন সাংঘাতিক ভাবে গজাইয়া উঠিল? একবার চিন্তা করিয়া সকলে দেখ এবং সতর্ক হও।

এই হাঙ্গামার জন্য জেলেপাড়ার সং এবৎসর বাহির হইল না—পুলিস পাশ দেয় নাই। শিখ-সংঙ্ঘের মিছিলও গবর্ণমেণ্ট বাহির হইতে দেন নাই। পুলিস কমিশনার ঢোল দিয়া কোন স্থানে বাজনা যেন বাজান না হয়, নিষেধ করিয়াছেন। এইজন্য চৈত্র সংক্রান্তির চড়কের একটী ঢাকের শব্দ শুনা যায় নাই।

হিন্দুমাত্রেই এজন্য ক্ষুব্ধ। শান্তিপ্রিয় হিন্দু অবশ্য রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াই লইয়াছে।

এই যে এদেশের ভাগ্যে অকস্মাৎ এত অনর্থপাত, এদেশের লোকক্ষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে, ইহা কাহারও দোষ নয়, দোষ এদেশের অদৃষ্টের—এসব হইল ভগবানের মার—খোদার মার। নচেৎ অষ্টে পৃষ্ঠে বদ্ধ পরাধীন জীব নিজেরা খাওয়া খাযি করিয়া আবার মরে? তাঁহার লীলা কে বুঝিবে? তিনি মঙ্গলময়—কে বলিতে পারে এই অমঙ্গলের ভিতর হইতে তিনি কি মঙ্গলের সূচনা করিবেন?

সংকলন এবং সংগ্রহ।

আশু উপকারী বলকারক (TONIC) মিশ্র।

দৌর্ব্বল্যাবস্থায় বলকরণ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

Re.

ফেরি এট্‌ কুইনাইন সাইট্রেট্‌	৩ গ্রেণ।
এসিড্‌ ফস্‌ফরিক্‌ ডিল	৬ মিনিম।
টিংচার নক্সভমিকা	৩ মিনিম।
সিরাপ হিমোগ্লোবিন	½ ড্রাম।
একোয়া ক্লোরোফর্ম্ম সমষ্টি	১ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করতঃ ১ মাত্রা। এইরূপ ৩ মাত্রা দৈনিক সেব্য।

(Indian Medical Record)

ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার

(LAVENDER WATER)

ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইষ্টার্ণ ড্রাগিষ্ট পত্রে ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রস্তুত করিবার একটী উৎকৃষ্ট ফরমূলা বাহির হইয়াছে। যথা—

Re.

অয়েল ল্যাভেণ্ডার	১০ মিনিম।
,, বার্গমেট্‌	১০ মিনিম।
,, রোজ	৫ মিনিম।
,, ক্লোভস্‌	৫ মিনিম।
,, রোজমেরি	২ মিনিম।
টিংচার মাস্ক	৫ মিনিম।
এসিড বেঞ্জোইক	৩০ গ্রেণ।
স্পিরিট্‌ ভাইনাম্‌ রেকট (৯০%)	২ পাইণ্ট।
একোয়া রোজ	৩ আউন্স।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার প্রস্তুত হইল।

(Indian and Eastern Druggists.)

উৎকৃষ্ট হেয়ার টনিক।

(HAIR TONIC)

"মেডিক্যাল সামারি" পত্রে একটী উৎকৃষ্ট হেয়ার টনিকের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যবহারে চুল উঠা নিবারিত ও চুলের গোড়া শক্ত এবং অকাল পক্কতা নিবারিত হয়। যথা;—

Re.

টিংচার ক্যান্থারাইডিস্	½ ড্রাম।
,, নক্সভমিকা	২ ড্রাম।
,, সিঙ্কোনা রুব্রা	১ ড্রাম।
এসিড্ কার্ব্বলিক	½ ড্রাম।
অয়েল কক্কাস্	১ ড্রাম।

একোয়া কলোগ নিন্সিস্ সমষ্টি ৪ আউন্স।

স্পঞ্জে করিয়া প্রতিদিন এই ঔষধ মস্তকে লাগাইতে হইবে।

(Medical Summary)

স্বাবলম্বী।

দেশীয় ভেষজ।

সুপ্রসিদ্ধ Dr. R. C. Roy. S. A. S. মহোদয় নিম্নলিখিত কয়েকটী রোগে দেশীয় ভেষজের আশ্চর্য্য উপকারীতার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

কলেরা।

আপাঙ্গের মূল শীতল জলে বাঁটিয়া সেবন করাইলে বিসূচিকার প্রথমাবস্থায় আশানুরূপ উপকার পাওয়া যায়।

হিক্কা।

কদলী মূলের রসের নস্য লইলে, উৎকট হিক্কাও উপশমিত হইয়া থাকে।

মূত্রাবরোধ।

গোখুর বীজ, শসার বীজ, কাঁকুড় বীজ, হুরালতা, এই কয়েকটী একত্র ২ তোলা মাত্রায় লইয়া ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ, তাহার সহিত দুই আনা মাত্রা সোরা মিশাইয়া পান করিলে, অধিক পরিমাণে মূত্র নিঃসরণ হইতে থাকে। দৈনিক ২ বার করিয়া সেব্য।

গণোরিয়া জনিত প্রস্রাবের জ্বালা।

চিনির সহিত স্থলপদ্ম পাতার রস ১ তোলা মিশাইয়া পান করিলে, মূত্র নিঃসরণ হয় এবং গণোরিয়া জনিত প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রনার উপশম হইয়া থাকে। দৈনিক ২ বার করিয়া সেব্য।

উদরাময়।

অহিফেন চূর্ণ ½ রতি, গোলমরিচ ½ রতি এবং কর্পূর ১ রতি, একত্রে মিশ্রিত করতঃ, প্রত্যেক দাস্তের পর রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অতি প্রবল উদরাময়ও ইহার ২।১ মাত্রাতেই আরোগ্য হয়। বালকদিগের জন্য ইহা ব্যবস্থা করা সঙ্গত নহে।

কলেরায় প্রস্রাব বন্ধ।

পাথর কুচির পাতার রস ২ তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে, কলেরা রোগীর প্রস্রাব হইতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা-প্রকাশ।

বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

ছাত্রদের প্রতি অনুরোধ।

পরীক্ষার পর এই লম্বা ছুটিতে কি করিবেন? নিজের গ্রামে যান, গিয়া মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রামের উন্নতির জন্য পল্লী-সংস্কার কাজ আরম্ভ করে দিন্। চার মাস ত ছুটী? এ চার মাসে অন্ততঃ—(১) ৫টী পুকুর পরিষ্কার করে পানীয়জলের অভাব দূর করুন, (২) ১টী নৈশ ও দিবা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন, (৩) ১টী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করুন, (৪) চরকা ও খদ্দর প্রচলন করুন, (৫) একটী ব্রতীদল সংগঠন করুন, (৬) ঘন ঘন সভা সমিতি এবং মেশা মেশি করে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করুন, (৭) ধর্ম্মগোলা স্থাপন করুন, (৮) দেশী জিনিষের দোকান খুলে গ্রামে স্বদেশী প্রচলনের চেষ্টা করুন।

গ্রামই জাতির মেরুদণ্ড।—গ্রামকে

বাঁচানই জাতিকে বাঁচান। নিজেদের গ্রাম নিজেদেরই গড়ে তুল্‌তে হবে, বিদেশীর ভরসায় থাক্‌লে চল্‌বে না। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত আছি। দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার ধনভাণ্ডার, ৫নং সমবায় ম্যান্সন, কলিকাতা।

দিন দুপুরে ডাকাতি।

গলসী থানার অন্তঃগর্ত্ত কুরকুবা ইউনিয়ান স্থিত আস্করণ গ্রামে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ পালের বাস। দেবেন্দ্র কৃষিজীবি ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। গত ৭ই চৈত্র রবিবার তারিখে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সে এবং তাহার ভ্রাতা আখ মাড়িবার শালে কার্য্য করিবার জন্য গমন করে, বাটীতে অন্য লোক না থাকায় বাটীতে ও বহির্দ্দরজায় চাবি বন্ধ করিয়া যায়, ঘণ্টা খানেক পরে সে তাহার নাবালক পুত্রের দ্বারা সংবাদ পায় যে বাটী হইতে বাক্সাদি ভাঙ্গিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সে আসিয়া দেখে অলঙ্কার ও নগদ টাকা এবং অন্যান্য জিনিষ পত্র প্রায় হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে, সে পুলিশ ষ্টেশনে সংবাদ প্রদান করে। ঘটনার ৪ দিন পরে পুলিশ আসিয়া ঘটনার তদন্ত করেন। এ পর্য্যন্ত চোর বা চোরাই মালের কোন সন্ধানই হয় নাই। দিন দুপুরে এরূপ অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করা কখনও যায় না। গ্রামে কতকগুলা সন্দিগ্ধ প্রকৃতি ও দাগী বদমায়েসের বাস, পুলিশ উহাদের সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন, আমরা এদিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শক্তি।

মদ বন্ধের সুফল।

১৯১৮ খ্রীঃ হইতে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের মদ বন্ধ করায় যে সুফল হইয়াছে, তাহা অতীব আশ্চর্য্য জনক। ১৯১৮ খৃঃ হইতে এক বৎসরে ১ কোটী লোকের সেভিংব্যাঙ্কের জমা টাকা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং ১৯২৪ সাল জুলাই মাস পর্য্যন্ত ৩ কোটী ৮৮ লক্ষ লোক ঐভাবে টাকা জমা রাখিয়াছে। মোট জমা অর্থের পরিমাণ ১,১৪৮ কোটি ডলার হইতে বাড়িয়া ২,০৭ কোটি ডলার হইয়াছে। ম্যাসাচুটেস প্রদেশে তৃতীয়াংশ জেলখানা উঠিয়া গিয়াছে। দুইটী বিক্রয় হইয়াছে।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু চিকিৎসা।

হুগলী হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল চৌধুরী আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, অবসর প্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন রায় বরদাকান্ত রায় বাহাদুর সংপ্রতি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীর সম্মুখে দ্বিতল বাটীতে থাকিয়া বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র ব্যক্তিদিগের চক্ষের ছানি কাটিতেছেন। তিনি ৬ই চৈত্র শনিবার পর্য্যন্ত হুগলীতে থাকিয়া পরে অন্য স্থানে যাইবেন। চিকিৎসক মহাশয় পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুরের অনারারি অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার নিবাস বাখরগঞ্জ জেলার নরোত্তমপুর গ্রামে। গত দুর্গোৎসবের সময় তিনি ১৫ দিনে বিনা পারিশ্রমিকে নয় শত রোগীর ছানিতে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। চিকিৎসক মহাশয় পক্ব ও অপরিপক্ব উভয় প্রকার ছানিই কাটিয়া থাকেন। রোগীকে মাত্র ছয় হাত দীর্ঘ পরিষ্কার কাপড় ব্যাণ্ডেজের জন্য লইয়া যাইতে হয়। রোগীদিগকে থাকিবার জন্য বাসা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, আহার ও শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা রোগীদিগকে করিয়া লইতে হইবে। আমরা এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। মফস্বলের শত শত দরিদ্র ব্যক্তি অর্থের অভাবে কলিকাতায় চক্ষু চিকিৎসা করাইবার জন্য আসিতে পারেন না, কলিকাতায় আসিলেও হাসপাতালে স্থানাভাবের জন্য ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেই সকল রোগীর পক্ষে ইহা সামান্য সুযোগ নহে। যে সকল চিকিৎসক দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়পূর্ব্বক বৃদ্ধ বয়সে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই পরোপকারী সহৃদয় চিকিৎসক মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক মফস্বলে বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র রোগিগণের চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শত শত দুঃস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তি রোগমুক্ত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই চিকিৎসক মহাশয়ের অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

হিতবাদী।

বোধ হয় হুগলিতে অনুসন্ধান করিলে তিনি কোথায় থাকেন, জানিতে পারা যাইবে। কাঃ সঃ।

কুকুর কামড়ানার ঔষধ।

গলসী থানার অধীন কুৎকুকী গ্রামে পশুপতি মুখোপাধ্যায়কে কুকুরে দংশন করিয়াছিল। পায়ে দাঁত বসাইয়া দিয়া গভীর ক্ষত করিয়াছিল, কুরকুবা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত ঔষধে রোগী নিরাময় হইয়াছেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে ঔষধটী প্রচার করা গেল। পরীক্ষিত ঔষধ। যথা (১) যে কুকুরে কামড়ায় তাহার একটী লোম লইয়া কলার ভিতর পুরিয়া রোগীকে খাওয়ান। (২) কাঁটা নটের শিকড় ১॥টী গোল মরিচ সহ বাঁটিয়া শীতল জলসহ সেব্য, ৫।৭ দিন ২নং ঔষধ ১ বার করিয়া প্রত্যহ খাইতে হয়। সহ্য মত গব্যঘৃত খাওয়া দরকার। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষনাশক।

শক্তি।

প্রজাস্বত্ব বিলের কথা।

একটি কথা রটিয়াছে, সত্য কি? রটিয়াছে,—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিল সম্বন্ধে গবরমেণ্ট একটা নূতন চাল চালিয়াছেন। চালটা আর কিছু নহে,—বিলে বর্গা জমি অর্থাৎ ভাগ চাষ সম্বন্ধে একটা নূতন ধারা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিলে যে নূতন ধারাটি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—যে সব বর্গাদার ১২ বার বৎসর কাল কোন জমি ভাগে চাষ করিতেছে, তাহার জ্যোৎস্বত্ব বজায় থাকিবে। সিলেক্ট কমিটি চুপে চুপে এই ধারাটি বসাইয়া দিয়াছেন; মূল বিলে ইহা ছিল না। প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ব আইনের বর্গা জমির স্বত্ব লইয়াই যত গোল উঠিয়াছে। সকল পক্ষই ইহার পুনঃপুন প্রতিবাদ করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং এই ধারা সংযোজনের যে একটা বিশেষ অর্থ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার অর্থ,—রফা। চাষী এবং জমির মালিক,—এই দুই পক্ষের মধ্যেই বর্গা চাষ লইয়া বিরোধ। জমির মালিকদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই অধিক। এখন বিলের এই নূতন সন্নিবিষ্ট ধারাটী যদি পাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে বহু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের হাঁড়িতে হাত পড়িবে। তাঁহাদের জমি হাতের বাহির হইয়া যাইবে; চাষীর করুণার দানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে দিনপাত করিতে হইবে। সত্যই কি বিলে এইরূপ একটা সাংঘাতিক ধারা চুপি সাড়ে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে? আমরা আশা করি, রটনা মিথ্যা হইলে গবরমেণ্ট অবিলম্বে ইহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিবেন। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা গবরমেণ্টকে ঐই ধারাটী তুলিয়া দিতে বলিতেছি। বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে এক পক্ষ হিন্দু এবং এক পক্ষ মুসলমান, তাহাদের সংখ্যা কম নহে। এমন অবস্থায় বিলের এই ধারাটী তুলিয়া না দিলে ভবিষ্যতে ইহা একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধের অছিলা হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

বঙ্গবাসী।

Health and Hygine.

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়।

শিশু-মৃত্যুর কারণ।

সম্প্রতি বিলাতের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ ষ্টানলি গ্রিফিথ লণ্ডনে "শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের আধিক্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন, যদিও গত ৫০ বৎসরে ইংলণ্ডে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু-সংখ্যা কতক কমিয়াছে, তথাপি শিশুদের মধ্যে উক্ত রোগের মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও শিশুদের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ প্রবণতা অনেক সময়েই পিতামাতা হইতে আসে, তথাপি গরু হইতেও কম শিশুর শরীরে রোগের বীজ প্রবেশ করে না। বর্ত্তমানে গো-জাতির মধ্যে যক্ষ্মারোগ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি তিনটি গাভীর মধ্যে একটী যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। এই সমস্ত গাভী দুগ্ধ বর্ত্তমানে অবাধে বিক্রয় হইতেছে এবং এই দুগ্ধ পান করিয়া শিশুগণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতেছে।

সাধারণে এই বিষয় অবগত নন যে, কাঁচা গো-দুগ্ধের মধ্যে এমন সব জীবাণু থাকে, যাহা শরীরে বৃদ্ধি পাইয়া মারাত্মক হইয়া বহুদিন ব্যাপী ব্যাধির কারণ হইতে পারে। গরুর দুধে যে বীজাণু থাকে, তাহা অবশ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে যক্ষ্মা ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করিতে অনেক মাস সময় লাগে। উহার ফলেই জীবাণুতত্ত্ববিদ-গণ জনসাধারণকে যক্ষ্মা ব্যাধিগ্রস্ত গো-দুগ্ধের কুফল সহজে উপলব্ধি করাইতে পারেন না।

যে পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত গাভী সকলকে পৃথক করিয়া রাখার বন্দোবস্ত না করা হইবে এবং সাধারণে ঐ গো-দুগ্ধ বিষবৎ বর্জ্জন না করিবে, সেই পর্য্যন্ত যক্ষ্মাব্যাধিতে যে শিশুদের অকাল মৃত্যু ঘটে—তাহা কমাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

আনারস স্থূলতা নিবারক।

বাজারে আনারসের দাম কয়েক বৎসরের মধ্যে আট গুণ চড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গেল যে, প্রচুর আনারস জর্ম্মাণীতে রপ্তানী হইতেছে—তথায় ইহা মানবদেহের স্থূলতা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। চর্ব্বি-প্রধান খাদ্য খাইবার সময় প্রত্যেকবারই জর্ম্মাণগণ অধুনা আনারস খান।

মদ ও অহিফেনের বিরাট মূর্ত্তি।

মহাপ্রাণ সি এফ এণ্ডরুজ মদ ও আফিম সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষভাগে তিনি বলিয়াছেন—“এদেশে ৬০ কোটি টাকার বিদেশী কাপড় কেনা হয়, কিন্তু মদ ও অহিফেনে তদপেক্ষাও অধিক অর্থব্যয় হয়। বৎসরে ১০০ কোটি টাকার উপর মাদক দ্রব্য ভারতবাসী ক্রয় করে।” জগতে যে দেশ দরিদ্র বলিয়া খ্যাত, দুর্ভিক্ষ যে দেশের চিরসহচর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দেশের পক্ষে এই ঘটনা কি শোচনীয় অথচ গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ঐ দুই দ্রব্যের কিছুতেই দমন বা হ্রাস করিবেন না।

মাতা ভাল হইলেই পুত্র ভাল হয়।

ফরাসিদিগের মধ্যে নেপোলিয়ান বড় সম্রাট ছিলেন। তিনি কহিতেন,—আমি লোকজন অনেক দেখিয়াছি, যেমন মাতা তেমনি পুত্র হয়, মাতা বুদ্ধিমতী না হইলে পুত্র কখনও বুদ্ধিমান হয় না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দশ কথা।

ডাঃ ডিকোরনেটের উপদেশ।

স্বাস্থ্যলাভের দশটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা কি? তাহা লইয়া আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে একটী সভা হয়। এই সভাতে ডাঃ ডিকোরনেট নামক একজন চিকিৎসক নিম্নলিখিত দশটী বিষয় বিবৃত করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন:—

সাধারণ স্বাস্থ্য।

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, সকাল সকাল ঘুম ও সারাদিন পরিশ্রম।

শ্বাসপ্রশ্বাস।

জল ও রুটী জীবনী শক্তি বাড়ায় কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্য্যের কিরণ অপরিহার্য্য।

উদর।

দীর্ঘজীবন লাভের পক্ষে মিতাচার ও অল্পাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চামড়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যের উপায়।

যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যন্ত্র বহুদিন টিকে।

নিদ্রা।

নিদ্রা শরীরের সংস্কার শক্তিশালী করে। বেশী বিশ্রামে শরীরের দৌর্ব্বল্য আসে।

পোষাক।

যে পোষাকে শরীরকে উপযুক্তমত শীতাতপ হইতে রক্ষা করে, অথচ চলাফেরার ব্যাঘাত হয় না তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বাসগৃহ।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ সুখের আলয়।

নৈতিক স্বাস্থ্য।

আমোদপ্রমোদে মন প্রফুল্ল হয় কিন্তু অত্যধিক আমোদপ্রমোদে রিপু উত্তেজিত হইয়া মানুষকে পাপে নিমগ্ন করে;

মানসিক অবস্থা।

প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যপ্রদ, মানসিক আমোদ স্বাস্থ্যের জনক, কিন্তু বিষন্নতা বার্দ্ধক্য আনয়ন করে।

শ্রম।

মস্তিষ্ক মানুষকে খাওয়াইতে পারে না। পরিশ্রম দ্বারা নিজের খাদ্য যোগাইতে হইবে।

স্বাস্থ্য।

REVIEW.

সমালোচনা।

আমরা ইকনমিক্স্ অব সিপিং (Economics of shipping) নামক ইংরাজি পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি। লেখক এস, এন হাজি, S. N. Haji, B. A. (Oxon) Bar-at-law অক্সফোর্ডের বি, এ, বার-এট-ল, এবং সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

কোং লিমিটেডের (রেঙ্গুন) ম্যানেজার। একাধারে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার সমাবেশ হওয়ায় পুস্তকখানি জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ। ব্যবসায়ী ও ধনবিজ্ঞান প্রয়োগশিক্ষার্থীর পক্ষে এই পুস্তক অপরিহার্য্য। যাহারা ভারতের প্রকৃত হিতকামী, যাঁহারা ভারতের অধুনালুপ্ত নৌশিল্পের ও নৌবিদ্যার পুনরুদ্ধার কামনা করেন, যাঁহারা ভারতের সুখ সৌভাগ্যের কামনা করেন, তাঁহারা এই পুস্তকে অনেক ভাবিবার বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় পাইবেন। জাতীয় নৌবাহিনীর অভাব ভারতীয় ব্যবসায়ী মাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন, প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশীয় ব্যাংকের মুষ্টিগত হইতেছে। বহির্বানিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, এদেশেরই এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে বানিজ্য বহন করিবার জন্য বিদেশী জাহাজে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার। সুখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত অধুনা এই এই বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া প্রতিকার চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন।

পুস্তকখানি গ্রন্থকারের ভূয়োদর্শনের ফল। এই শ্রেণীর পুস্তকের অসদ্ভাব অন্যত্র না থাকিলেও ভারতের বর্ত্তমান নৌশিল্পের আলোচনা অন্য কোন পুস্তকে নাই, এরূপ বলা অত্যুক্তি হইবে না।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরিচালিত দেশীয় নৌবহরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। কি ব্যবসা বাণিজ্যে, কি দেশ রক্ষার্থ ভারতের মত ২৫০০ মাইল সমুদ্র বেষ্টিত দেশের পক্ষে নৌবহর অপরিহার্য্য। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় নাবিকগণ ভারতে প্রস্তুত জাহাজে বাণিজ্যের জন্য দিগদিগন্তরে যাত্রা করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অন্যান্য শিল্পের ধ্বংসের ন্যায় নৌশিল্পের ধ্বংসেরও একটা মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস আছে। সে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বর্ত্তমান সময়ে জাহাজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ও কি ভাবে পরিচালনা করিলে তাহা লাভ জনক হয়, তাহারই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। অধুনা জাহাজ কোম্পানী পরিচালনায় যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কোম্পানীর পরিচালকের একই সময়ে অংশীদারগণের লাভের দিকে তথা জাহাজে মাল প্রেরক ব্যবসায়ীর সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়।

গ্রন্থকার বহু প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া এ সমস্ত বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জাহাজ ভাড়া। জাহাজের মালিক না হইয়াও মাল বহন করিবার ব্যবসায় করা যায়। ইহাকে চার্টার (Chartar) প্রণালী বলে, এই উপায়ে বহু টাকা 'মূলধন' জাহাজ ক্রয়ে ব্যয় না করিয়াও এই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা বা সাফল্য লাভ করা যায়, জাহাজের ভাড়া মালবহন করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

চার্টার প্রণালী প্রধানতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত বলা যায়। শুধু জাহাজখানা ভাড়া লইয়া নিজেদের লোকজন দ্বারা চালাইতে পারা যায়। অন্যান্য প্রণালীকে ব্যয়ের কতকাংশ জাহাজের মালিক কতকাংশ বা চার্টারার বহন করিয়া থাকেন।

শিপিং রিং Shipping Ring) বা শিপিং কনফারেন্স এই জাহাজে মাল বহন ব্যবসায়কে অনেকটা একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছে। ফলে ভারতীয় কোম্পানীর সাফল্যলাভের পথ বন্ধুর হইয়াছে।

ইহাদের জাহাজগুলি সাধারণতঃ বৃহৎ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন। জাহাজগুলির গতিবিধি নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইয়া থাকে। ডাক ও আরোহী জাহাজ ব্যতীত মাল বহন করিবার জাহাজগুলিও এই প্রণালীতে চলে, যে কোন জাহাজ কোম্পানী ভিন্ন ভিন্ন কনফারেন্সের মেম্বর হইতে পারে—কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ এক কনফারেন্সের সহিত অন্য স্থানের কনফারেন্সের কোন পোষকতা নাই। প্রত্যেক কনফারেন্সে কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট পথে বা স্থানে নিবদ্ধ।

এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিযোগীতা দূর করিয়া কনফারেন্সের মেম্বর জাহাজ কোম্পানীগুলির লাভের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু ইহাই নয়, ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছে। কনফারেন্সের কার্য্য প্রণালী—এই সকল কনফারেন্স সমুদয় ব্যবসায়ীদিগকে জানায় যে, ইহাদের (শুধু মেম্বরদের) জাহাজে যাহারা একাদিক্রমে ছয় মাস কাল মাল প্রেরণ করিয়াছেন, অন্য কোন (যাহারা কনফারেন্সের মেম্বর নহে) কোম্পানীর জাহাজে মাল পাঠান নাই, তাহাদিগকে এই সময়ে প্রদত্ত সমুদয় ভাড়ার দশভাগের একভাগ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। যদি তাহারা (ব্যবসায়ীগণ) এই কনফারেন্সের মেম্বরদিগের জাহাজেই আরও ছয়মাস কাল মাল প্রেরণ করেন। ইহাকেই Deferred rebate ডেফার্ড রিবেট প্রণালী কহে।

আজ কাল ভারতীয় কোষ্টাল ট্রেডের Ccastal trade) জন্য ও প্রদত্ত ভাড়ার শতকরা ১০ ভাগ রিবেট দিতে হয়। প্রতি ছয়মাস অন্তর অন্তর রিবেট হিসাব করা হয় কিন্তু আরও ছয়মাস পরে টাকাটা দেওয়া হয়। অর্থাৎ জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত রিবেটের টাকা পরবৎসরে জানুয়ারীতে দেওয়া হয়। এই সময়ের ভিতরে অন্য কোম্পানীতে মাল দিলে রিবেট বাজেয়াপ্ত হয়। এতদপেক্ষাও অধিক বিপদ এই যে কনফারেন্স এই ব্যবসায়ীকে শাস্তি দিবার জন্য ভবিষ্যতে তাহার মাল বহন করা বন্ধ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ব্যবসায়ীর ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইবার আশঙ্কায় কেহই আর নূতন কোম্পানিতে মাল দিতে সাহস করে না। ঠিক এই কারণেই নূতন জাহাজ কোম্পানীর পক্ষে ব্যবসা চালান দুরুহ ব্যাপার। সুতরাং এই প্রথার উচ্ছেদ করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টার প্রয়োজন। পুস্তকখানি আরও অন্যান্য বহু তথ্যে পূর্ণ। ছাপা এবং বাইণ্ডিং উৎকৃষ্ট মূল্য ১৫৲। এই বহুমূল্য পুস্তক খানির ভূমিকা লিখিয়াছেন, অনরেবল স্যার দীনসা ইদলজি ওয়াচা নাইট্।

গ্রন্থকারের ঠিকানা—

Mr. S. N. Haji, Sudama house
Sprott Rd. Ballad estate,
Fort, Bombay.

NOTICE.

NOTICE is hereby given that the Chemische Fabrik Griesheim Elektron of Frankfurt a/M are the patentees in India under Letter patent No. 1252 of a process for producing colours on cotton yarns etc without the intermediate process of drying by means of a product or dye called "NAPTHOL AS" which is the distinctive name they have adopted and use as their trade mark to denote the genuine product or dye employed to effect the said patented process which, they alone have the right to manufacture.

Dealers, dyers, Mill Agents and the public generally are warned against buying, selling or using any dye or colour designated or purporting to be "NAPTHOL AS" other than that of our clients manufacture imported by our clients sole importers THE HAVERO TRADING Co. LTD. as by dealing in any spurious articles under the name of "NAPTHOL AS" they will be infringing our clients trade mark and by selling or using the same they will be infringing our clients patent rights and compel our clients to take the necessary measure to protect themselves against such infringements.

PAYNE & Co.
ATTORNEYS FOR
THE CHEMISCHE FABRIK GRIESHEIM
Elektron of Frankfurt a/M.

কাজের লোক আফিস।
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কভার, কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং দাস প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং [illegible] লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

(Registered N C. 421

নগদ মূল্য ৵০

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক
২৷৷০ টাকা

ব্যবসা ও বাণিজ্য

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। | New Series, May. 1926, | নূতন সংস্করণ। মে ১৯২৬। | Vol. 20 No 5,

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ।	New Series.	নব পর্য্যায়।	Vol. XX.
৫ সংখ্যা।	MAY 1926.	মে ১৯২৬।	No. 5.

বিবাদ।

বিবাদেই জাতীর মৃত্যু। কলিকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামা এখন আর নাই, আশা করি এখন লোকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে। আমরা "লাঙ্গল" পত্র হইতে একজন সহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোকের একটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াদিলাম, আশা করি, হিন্দু-মুসলমান স্থিরচিত্তে ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যতে আর কখন সাম্প্রদায়িক বিবাদ করিয়া ধর্ম্মের নামে হস্ত কলঙ্কিত করিবেন না। ধর্ম্ম আর গোঁড়ামী স্বতন্ত্র জিনিস।

(মুজফ্ফর আহম্মদ)

মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা আর বিদ্বেষ যতটা ঘৃণিতরূপে প্রকাশ পেতে পারে, মানুষের প্রতি কোনো হিংস্র জন্তুর হিংসা ততটা বিশ্রী ভাবে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব পর নয়। এ কয়দিন কলিকাতায় হিন্দু আর মুসলমানের বিবাদ যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে উঠেছে, তা-থেকে আমরা একথাটির সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি। হ্যারিসন রোডের এক মস্‌জিদে মুসলমানরা নামাজ পড়্‌তে যখন সমবেত হয়েছিল, তখন সেই পথ দিয়ে বাজা আর শাঁখ বাজিয়ে যাচ্ছিল আর্য্য সমাজভুক্ত হিন্দুরা। মুসলমান বল্লে, আমি এখানে আল্লার উপাসনা করিতে এসেছি, তুমি তোমার বাদ্য ধ্বনির দ্বারা আমার উপাসনার ব্যাঘাত করো না। আর্য্য-সমাজী হিন্দু বল্লে, আমি বাজা বাজিয়ে যাচ্ছি, আমার ভগবানের সন্তুষ্টির জন্যে, তুমি আমায় কিছুতেই বাধা দিতে পার না, বিশেষতঃ, আমি যখন তোমার মস্‌জিদের হাতার ভিতরে ঢুকিনি। মুসলমান বল্লে মস্‌জিদের হাতায় ঢোকো, আর না ঢোকো, বাজা তোমায় বাজাতে দেবনা। হিন্দু বল্লে, আমি বাজাবই। এই ভাবে ঝগড়া শুরু হলো। দু-পক্ষেরই মুখে ধর্ম্মের অবমাননার কথা।

সাধারণতঃ কলিকাতায় গির্জ্জা, গোরস্থান ও মস্‌জিদের পাশ দিয়ে বাজা বাজিয়ে যাবার নিয়ম নেই। কিন্তু, যে নিয়ম কোনো যুক্তি তর্কের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, সে নিয়ম মানুষ চিরকাল কি মেনে চল্‌তে পারে? একটা জেদ ও আব্দারের সম্মান বরাবর রক্ষা হবে এমন আশা করা কিছুতেই উচিত নয়। কোনো জিনিষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা-না করা মানুষের হৃদয়ের ভক্তির

উপরে নির্ভর করে থাকে। জোর করে কাহারো নিকট হতে সম্মান আদায় করা যায় না, আর করলে তাহার ফল একদিন না একদিন বিষময় হবেই হবে।

মস্‌জিদের পাশ দিয়ে হিন্দুরা বাজা বাজিয়ে যাবেনা কেন? তোমরা মুসলমানরা মস্‌জিদে সমবেত হয়ে নামাজ পড়াটাকে যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলে মনে কর, হিন্দুরাও ঠিক তেমনি মনে করে রাস্তায় তাদের সংকীর্ত্তন করাটাকে। আর্য্যসমাজভুক্ত হিন্দুরা সেদিন যে বাজা বাজিয়ে যাচ্ছিল, সেটাও তাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মই ছিল। মুসলমানের মস্‌জিদের পাশ দিয়ে বাজা বাজিয়ে গেলে তাদের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, এটা একেবারেই জেদের কথা। ট্রাম মোটর ও অন্যান্য যান-বাহনের বিশ্রী ঘর্ ঘর্ শব্দে যদি নামাজের ক্ষতি না হয়, তা হলে বাদ্যের মধুর ধ্বনিতেই শুধু কি যত সর্ব্বনাশ হয়ে যায়? এমন উৎকট উপাসনার বিধান মুসলমানের কোনো শাস্ত্রে নেই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা শুনে ঠাট্টা করবে কিংবা অসুবিধে বোধ করবে এজন্যে দিনের বেলাতে আওয়াজ করে নামাজ পড়ার হুকুম পর্য্যন্ত নেই। এ অবস্থায় সর্ব্বসাধারণের রাস্তায় বাজা বাজিয়ে যেতে হিন্দুকে নিষেধ করার কোনো অধিকার মুসলমানের নেই। মোহরমের সময় মুসলমানরাও বাজা বাজিয়ে যায়। সে সময় তারা কোথাও বাজা থামানো উচিত মনে করে না। সেদিন তাদের আপনাদের বেলাতে কোনো আপত্তি ওঠেনা কেন?

এইরূপ অন্যায় আব্দারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেশময় বিস্তৃত হয়ে আমাদের জাতীয় মুক্তির পথকে দিনের পর দিন দুর্গম করে তুলছে। হিন্দুর দিক্ থেকেও এ শ্রেণীর জেদ কম দেখানো হয় না। গরু মুসলমানের চিরকেলে খাদ্য। এই পশুটি হিন্দুর নাকি দেবতা, আশ্চর্য্য এই যে সুশিক্ষিত হিন্দুও মুখে এমন অদ্ভুত কথা স্বীকার করছেন, মনে মানুন আর না মানুন! অনেকে আবার একটুকু ঘুরিয়ে বল্‌ছেন যে গরুর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, অথচ গরু একটা প্রয়োজনীয় গৃহ পালিত পশু, কাজেই গরু খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। ভুমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেছে বলে রুটি খাওয়া কমিয়ে দেওয়ার বা বন্ধ করে দেওয়ার উপদেশ যা, এও হচ্ছে ঠিক তাই। যাক, একটা পশু কিছু মানুষের দেবতা হতে পারে না, আর যদি হয়, তা-হলে বুঝতে হবে যে মানুষ এখনো আদিম অসভ্যতার যুগ পেরিয়ে আসতে পারেনি।

এই প্রকারের জিনিসগুলো নিয়ে, যার মূলে কোনো সত্য নিহিত নেই, আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত হয়ে থাকে। এবারেও তাই হয়েছে। এই দাঙ্গা হাঙ্গামা আর রক্তারক্তির মূলে একটা ইকনমিক অর্থাৎ অর্থনীতিক কারণও রয়েছে এবং খুব প্রবল ভাবেই রয়েছে। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারের আবরণের ভিতরে এই কারণটিই বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটিকে ব্যাপক করে তুলেছে। লুটের একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা যদি এর পেছনে না থাকৃত, তা হলে কখনো ব্যাপার এত গুরুতর হতনা। সমাজে ইকনমিক সমস্যা দিনকের দিন যত জটিলতর হচ্ছে, এই লুট পাটের কারণও ততই আপনা হতে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হচ্ছে। সমাজের আমুল সংশোধন না হলে এই লুটপাটের মূল সমাজ হতে কিছুতেই উৎপাটিত হবেনা। সমাজের নিম্নস্তরে খাওয়া পরার অবস্থা যতই দিনকে দিন শোচনীয় হবে, ততই লুটপাট করা বাড়্‌তে থাকবে। সমাজের বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে অর্থনীতিক শক্তি, এ শক্তিকে আহত করার শক্তি কাহারো নেই। এ অর্থনীতিক শক্তি চিরকাল সমাজের অন্যায় অনুষ্ঠানগুলোকে ভেঙে এসেছে, আজো ভাঙছে এবং ভবিষ্যতেও ভাঙ্‌তে থাকৃবে যতদিন না সমাজে একটা সাম্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

সমাজের উচ্চস্তর নিম্নস্তরকে বরাবর লুণ্ঠন করে আসছে। আজকের দিনে কলিকাতা সহরে হিন্দু মস্‌লিম বিবাদের সূত্র ধরে যে লুণ্ঠন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে, ইহা সে লুণ্ঠনেরই প্রতিক্রিয়া। এতে ক্ষোভের একমাত্র মর্ম্মান্তিক কারণ এই হচ্ছে যে, ব্যাপারটি একটা ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক রঙে রঞ্জিত হয়ে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এ লুটতরাজকে বন্ধ করে দেওয়ার শক্তি আমাদের শিক্ষিত সমাজের নেই, কিন্তু এর সত্যিকার স্বরূপ সকলের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটন করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের হাতে ছিল। সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার তাঁরা করেন নি, না করে কর্ত্তব্যহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রকারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটপাট আরো বহুবার বহু জায়গায় হয়েছে, কিন্তু, মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস পর্য্যন্ত কখনো পৌঁছয়নি। এবারে যে তা হলো, তার জন্যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় দায়ী, বিশেষ করে খবরের কাগজওয়ালারা। যত প্রকারের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উপাদান

এঁরাই সংগ্রহ করে থাকেন। একটা সত্যদৃষ্টি, একটা অনুসন্ধানের ইচ্ছা, আমাদের দেশের খবরের কাগজ ওয়ালাদের একেবারেই নেই। প্রত্যেক ঘটনার উপরে একটা সাম্প্রদায়িক রঙফলানোর ইচ্ছে এদের এত বড় যে তাতেই দেশের সমূহ সর্ব্বনাশ হচ্ছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনোরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলেই মুসলমান খবরের কাগজ ওয়ালা বলেন, সমস্ত দোষ হিন্দুর হিন্দু কাগজওয়ালা বলেন, সমস্ত দোষ মুসলমানের। এই করে এই শ্রেণীর ব্যাপারের সত্যিকারের চেহারা তাঁরা কিছুতেই দেশের জনসাধারণকে দেখ্‌তে দেননা। অনেক লোকের মুখে অনেক বড় বড় কথা শুনতে পাওয়া যায়, তাঁরা কথায় সত্য আর মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কিছুই মানেন না। কিন্তু, বর্ত্তমান ঘটনার ন্যায় ব্যাপার উপলক্ষে তাঁদের মনের সঙ্কীর্ণতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সে দিন একজন মুসলমান বন্ধু এসে চুপি চুপি আমায় বল্লেন— তুমি হিন্দুর সাথে মেলামেশা খুবই করছ বটে, কিন্তু হিন্দুর সাথে মুসলমানের মিলন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। জিজ্ঞাসা করলুম কেন? বললেন, জুম্মাশার দরগা হিন্দুদের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার পরেও কি তাদের সাথে মিলন হওয়া সম্ভব? আমি বললুম, তোমায় মুসলমানরা তার আগেকার দিনে হিন্দুর শিবমন্দির ধ্বংস করলে কেন? তার প্রতিক্রিয়াতে যদি তোমার দরগা ধ্বংস করে থাকে, তাতে এমন কি অন্যায় করা হয়েছে? এর উত্তরে বন্ধু বল্‌লেন, মন্দির ভাঙার পূর্ব্বে হিন্দুরা মুসলমানদের কোন এক মসজিদে ঢুকেছিল, তারি জন্যেও মন্দির ভাঙা হলো। আমার একজন হিন্দু বন্ধুকে এতকাল খুবই উদার বলে জানতুম। তিনি পড়াশুনা অনেক করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার ও মতের তিনি খুব ভক্ত। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, সমূহবাদী (Socialist) না হলেও সেই দিকে তাঁর মনের প্রবণতা খুবই বেশী। সেই বন্ধু সেদিন বল্লেন, মুসলমানরা মার খাচ্ছে, খুবই ভাল হচ্ছে। মুসলমানকে মেরে শক্তির পরিচয় দিয়ে তিনি তাদের বশ্যতা স্বীকার করাবেন, অন্য কোনোরূপে ঘটনাকে পরিচালিত করাতে তিনি একেবারেই রাজী নন। ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও বিদ্বেষ সমাজে তাঁর মতে বর্ত্তমান আছে ও থাক্‌বে। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু যুবকেরা লাঠি হাতে মন্দির রক্ষা করতে যেয়ে রাস্তার নির্দ্দোষ মুসলমানকে গাড়ী হতে টেনে নিয়ে যে অপমান করেছে, তাতে তিনি এতটুকুও ক্ষুব্ধ হননি। আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলুম, শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরাও যদি রাস্তার হিন্দুকে অপমান করতে থাকে তা হলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াবে তা তিনি একবারও ভেবে দেখেছেন কিনা। এ কথার কোনো জওয়াব বন্ধু দেননি। এরূপ মনোভাবের লোক হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই বর্ত্তমান আছে। স্যার আবদুর রহিমের ন্যায় লোক যাঁরা প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের সৃষ্টি করতে চান, সমাজের ততটা অনিষ্ট সাধন করতে পারেনা, যতটা পারে উপরি উক্ত শ্রেণীর লোকেরা। এই শ্রেণীর লোকের প্রভাবের দ্বারা আমাদের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় যেন কোনো প্রকারে প্রভাবান্বিত না হতে পারে, সে চেষ্টা করা সকলেরই একান্ত উচিত।

এমন এক সময় ছিল, যখন এই ভারতবর্ষে হিন্দু ছাড়া অন্য কোনো জাতি ছিল না। এখন এদেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সমাবেশ হয়েছে। হিন্দু আর মুসলমান এদেশের সর্ব্ব প্রধান দুটি সম্প্রদায়। ভবিষ্যতের কোনো একদিন যে কেবলমাত্র হিন্দু কিংবা কেবলমাত্র মুসলমান এদেশের অধিবাসী হবে, সে ভরসা একেবারেই নেই। এযুগে নিজের ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ হয়ে থাকার উপায়ও নেই। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলের সংস্রবে সকলকে আসতেই হবে। এ অবস্থায়ও যে দেশে ধর্ম্মের নামে বিরোধ বিসম্বাদ ঘটে, তার চেয়ে ঘৃণিত ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান কেহই জিনিসটিকে ভাল করে তলিয়ে বুঝতে চায় না। যদি বোঝার চেষ্টা তারা করত, তা হলে মানুষের হাতে গড়া ইট কাঠের মন্দির আর মস্‌জিদের জন্যে মানুষের রক্তে কলিকাতার রাজ পথ রঞ্জিত হত না। মানুষ বড় না ধর্ম্ম বড়, এ কথাটা মানুষ কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাই যদি বুঝত, তা-হলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে এই দেশ জলে পুড়ে ছাই হত না। যেহেতু আমি মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছি, সেই হেতু আমি হিন্দুকে ঘৃণা করব, আর শুধু এই কারণেই হিন্দু ঘৃণা করবে আমাকে—এই যদি ধর্ম্ম হয়, তা-হলে সেই সেই ধর্ম্ম কি কখনো সত্যধর্ম্ম হতে পারে? বড় দুঃখের বিষয় যে ধর্ম্ম আজকের দিনে পৃথিবীতে ঠিক এই হয়েই দাঁড়িয়েছে। ঘৃণার নাম, বিদ্বেষের নাম হচ্ছে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই নাকি আবার আমাদের মান্‌তে হবে, এমনি

শোচনীয় দুর্গতি হয়েছে আমাদের দেশের।

স্বর্গে আকাঙ্ক্ষা আর নরকের ভয় মানুষের মনের ভিতর জাগিয়ে দিয়ে স্বার্থপর মানুষ বিশ্বমানবের কি সর্ব্বনাশই না সাধন করেছে! ধর্ম্মের নেশা পান করিয়ে সহজে জন সাধারণকে শোষণ করা যায়, এমন আর কিছুতেই পারা যায় না। ধনিকরাও জনসাধারণকে শোষণ করছে বটে, কিন্তু তার জন্যে তাদেরকে অনেক ভাবতে হয়, অনেক মাথা খাটাতে হয়। আর ধর্ম্মের নামে যারা শোষণ করে, তাদেরকে অত শত ভাবতে হয় না। কোনো যুগে কতকগুলি লোক এই ধর্ম্ম নামক অহিফেনের সৃষ্টি করে গেছে যার দৌলতে আজ হাজার হাজার লোক খুব মজা উড়াচ্ছে, এতটুকুও তাদের খাটতে হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদ এদেরই সৃষ্টি। এত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে জগৎ যাচ্ছে, কত নব নব সত্যের জিনিসটে আমাদের দেশের মানুষ কি কখনো উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করবে না? চিরকালই কি আঁধারে হাত পা ছুঁড়ে মরবে?

আমাদের দেশের লোক কত লেখাপড়া শিখছে, কত বড় বড় কথা আওড়াচ্ছে, কিন্তু যখনি ধর্ম্মাচরণের কথা ওঠে, তখনি তার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে, যত অযৌক্তিক, যত অবৈজ্ঞানিক সে জিনিসটে হোক্‌না কেন, সেখানে সে একটি কথাও বলতে রাজি হয় না, অন্ধের মত সমস্তই নির্ব্বিবাদে মেনে নেয়। জগতের ইতিহাসে এমন দুর্দ্দশা আর কোনো দেশে হয়েছে কিনা জানিনে। নিজের হাতে মন্দির তৈরি করে, নিজের হাতে গড়া পাথরের মূর্ত্তি তাতে প্রতিষ্ঠিত করে অন্ধ মানুষ বলছে আমি ভগবানের প্রতিষ্ঠা করলেম, নিজের হাতে মসজিদ-বাড়ী তৈয়েরী করে মানুষ বলছে, আমি খোদার ঘর বাঁধলুম। তারপরে, এই মন্দির মসজিদের একখানা ইট, কাঠ এমন কি একখানি কঙ্কির জন্যে সহস্র মানবের জীবন-বলিদান মানুষ অনায়াসে দিচ্ছে। এই খোদার ঘর গুলোকে খোদার সৃষ্ট সকল মানুষের স্পর্শ করবার অধিকার পর্য্যন্ত নেই।

সেদিন একখানা দৈনিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছেপেছিল যে, ধাঙ্গড়েরা মুসলমানের আক্রমণ হতে একখানা মন্দির রক্ষা করেছিল। বড় অক্ষরের শিরোনাম পড়্‌তে আমার লজ্জা বোধ হয়েছিল, কিন্তু, সেই কাগজের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসম্পাদক সেই শিরোনাম দিতে এতটুকুও লজ্জা বোধ করেন না। যে ধাঙ্গড় মন্দির রক্ষা করেছে সেই ধাঙ্গড়ের স্পর্শত দূরের কথা, ছায়া লাগলেও মন্দির অপবিত্র হয়ে যায়! আর কতকাল ধর্ম্মের নামে এমন ঘৃণার অভিনয় চলবে, কে জানে?

হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাংলার বাহিরে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার ভিতরে যদি কখনো হত, তাহাও অবাঙালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকৃত। এবারেও অবাঙালীর ভিতরেই ঝগড়া প্রথমে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাগজগুলো যে ভাবে জিনিসটিকে নিয়েছে, তাতে এ সংক্রামক ব্যাধিতে বাংলা দেশও অচিরে আক্রান্ত হবার যথেষ্ট সম্ভবনা রয়েছে, কতকটা আক্রান্ত ত এখনি হয়ে গেছে। এমন সাংঘাতিক ব্যাপার যখন ঘটেছে, তখন কাগজওয়াদের উচিত ছিল খুব অবহিত হয়ে যথার্থ বিবরণ প্রকাশ করা। লোক-মুখ শুনে কোনো প্রকারের অনুসন্ধান না করে তাঁরা যা-তা ছেপেছেন। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, বাংলা দৈনিকের দেওয়া অনেক সংবাদই মিথ্যা! অনেক সংবাদ এমন আছে, যা দিলে ভাল হত, কিন্তু কাগজ ওয়ালারা তা দেন নি। জানিনে, প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে আমাদের কাগজ ওয়ালারা কি লাভ করছেন? বাইরের দিকে থেকে তাঁদের কাগজ বেশী বিক্রী হওয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থকতা থাকে কি? নানা প্রকারের সঙ্কীর্ণতা আমাদিগকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এই সঙ্কীর্ণতায় গণ্ডী আমাদিগকে এড়াতেই হবে। সকল সম্প্রদায়ের যুবকদের নিকটে আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন সামান্য ব্যাপারে বিচলিত না হয়ে পড়েন। সঙ্কীর্ণতার ভিতর দিয়ে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত নয়। তাঁদের মনে রাখা উচিত, মন্দির আর মসজিদ মানুষের চেয়ে কিছুতেই বড় নয়।

আজকের দিনে, যে সব সাম্প্রদায়িক অনর্থপাত ঘটছে, সে সব কখনো ঘটতনা, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় বাজে কথা গুলো'র উপরে বিশেষ জোর না দিতেন। দেশের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানগুলো ধর্ম্মের বাজে জিনিস গুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যত অনর্থের সৃষ্টি করেছে। যে সব জিনিসের কিছু মাত্র মূল্য নেই, যেমন গো-হত্যা ও মসজিদের পাশে বাদ্য বাজানো, সেগুলোকে নানা দিক থেকে নানা ভাবে চোখের সামনে ধরে দিয়ে দেশের যে ক্ষতি করা হয়েছে, তার জন্যে

আমাদিগকে বহুকাল ভুগ্‌তে হবে। তার ওপরে, গত ক'বছরে খিলাফৎ কমিটি জমিয়তে উলামা, হিন্দু সংগঠন, তনজীম তবলীগ ও শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বিরোধের পথ আরও প্রশস্ত করে তুলেছে। এই অনুষ্ঠান গুলো দেশে অনেক অমঙ্গল ডেকে এনেছে, ভবিষ্যতে আরো আনবে।

হিন্দু-মুসলিম্ সম্মিলন দেশের জাতীয় মুক্তির খাতিরে, মানবতার হিতের জন্যে একান্তই হওয়া চাই। কিন্তু ধর্ম্মের গোড়ামীর ভিতর দিয়ে তা হবেনা। হিন্দু আর মুসলমানকে এমন একটা সাধারণ ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হবে, যেখানে ধর্ম্মের গোড়ামীর এতটুকু গন্ধও নেই। সেই ক্ষেত্র হচ্ছে ইকনমিক অর্থাৎ অর্থনীতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র। ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে 'ক্ষুধার জোরে সুধার জগৎ জয়' করতে হবে।

ব্যবসায় বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভের উপায়।

যে কোন কারবার হৌক্, উন্নতিলাভের যত প্রকার উপায় উপকরণ আছে, তাহার মধ্যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পরের পরস্পরের প্রতি সততার প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন (mutual good faith) করাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ। কোন কারবারই এইটীর অভাবে দাঁড়াতে বা তার উন্নতি কর্ত্তে সক্ষম হয়, এমন প্রায় দেখা যায় না। সেই জন্যে কথায় এবং কাজে সততা রক্ষা কর্ত্তেই হবে। অনেক হতভাগ্য দোকানদার এবং ব্যবসায়ী খরিদ্দার পেলেই যেরূপে হৌক, অন্যায় উপায়ে, অন্যায় কথাবার্ত্তায় তাকে ঠকাবার চেষ্টা করে কিন্তু দুচার দিন এই প্রকারে চল্লেই দোকানে আর কেউ যেতে চায় না। কারবায় তখন ধ্বংশের মুখে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে এবং ক্রমে গণেশ উল্‌টে দিয়ে তেমন ব্যবসায়ীকে সরে পড়তেই দেখা যায়। সেই জন্য কোন কাজে নামবার পূর্ব্বেই এটা স্থির করে নিতেই হবে যে, কথায় আর কাজে কখনও সততার এবং সত্যের অপলাপ কর্ব্বোনা, যদি অনাহারেও দিন কাটাতে হয়, তবু যা বলা হবে, তা কর্ত্তে হবে, আর করা হবে।

এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বলে কেন, রাজনীতিক্ষেত্রে সামাজিকতার অনেক বিষয়েই এখন এই সততার অনেক স্থলেই অভাব দেখা যায়। এর ফলে লোকের বিশ্বাস এত বেশী হারিয়ে ফেল্‌তে হয় এবং হয়েছে যে কোন রাজনীতিক বা সামাজিক বা ধার্ম্মিক লোক সহসা তাঁদের সৎ উদ্দেশ্যপ্রসূত বাণী শুনিয়েও আর লোকের বিশ্বাস অর্জ্জন কর্ত্তে পার্চ্ছেন না। সেই জন্য যে কোন কাজেই নামা যাউক, Strict honesty নিখুঁৎ সততা রক্ষা কর্ত্তে আগে শিখতে হবে। যাক, আমরা ব্যবসার কথাই বলছিলাম। এই যে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে পরস্পরের দৃঢ় বিশ্বাস, তা না জন্মালে কোন কাজেরই উন্নতি হতে পারে না। ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে যত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হবে, ততই সে কার্য্যের উন্নতি হতে থাকবে। এই কথা Successful merchants যাঁরা ব্যবসায় বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভ করে জগতের মধ্যে একটা নাম রেখে গেছেন, তাঁরাই বারম্বার বলে এসেছেন এবং নূতন যাঁরা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নাম্‌তে যাবেন, তাঁদের সেই মহাজনগণের পদানুসরণ করেই চলা উচিত হবে।

যে জিনিসকে বিক্রি কর্ত্তে হবে, তার যেমন অবস্থা, যতগুলি তার গুণ, যত গুলি দোষ ঠিক ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই ক্রেতা সেই সততা দেখে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়ে যায়। যে জিনিসের যা দোষ তা যদি গোপন করে বাক্‌চাতুরী কর্ত্তে যাও, আর যদিই বেচতে সক্ষমই হও ধরে নেওয়া যায়, তা হলেও যখন জিনিসটা ব্যবহারের সময় দোষটা ধরা পড়্‌বে, তখন তোমার উপর এমন একটা দুম্মুচ্য বদ ধারণা এসে পড়্‌বে যে, সে ধারণা Impression আর কখনও ঘুচুতে পারবে না, শুধু তাই নয়, সে আর দশ জনের কাছে এমনই কলঙ্ক রটিয়ে বেড়াবে যে, তাতেই কারবার নষ্ট হয়ে গণেশ উল্‌টে যেতেই বাধ্য না হয়ে আর থাকৃতে পারবে না।

কথায় ঠিক রাখতেই হবে। চিঠি পত্রে, কথা বার্ত্তায় দেনা পাওনায় প্রত্যেক মানুষ যদি খারা থাকে, তবে সে যা করবে বা কর্ত্তে যাবে, তাতেই তার কৃতকার্য্যতা নিশ্চয়ই হতে হবে।

The man of business is also called upon to be Faithful in the fulfilement of all Promisses.

যা কর্ত্তে স্বীকার করেছ বা কর্ব্বে, তা অবশ্যই পূর্ণ কর্ত্তে হবে এরই নাম সততা। মনুষ্যত্ব বিকাশের এইটা একটা বড় উপকরণ, এটাকে কখনও কেহ নষ্ট করো না—তা'হলে অকৃত কার্য্য হবে।

তারপর এই ক্ষমতা রক্ষা কর্ত্তে আর কতকগুলি গুণের নিতান্ত আবশ্যক আছে।

Regularity সুনিয়ম। প্রত্যেক কাজে নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক দিন উপস্থিত হয়ে তা পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তে হবে, নিজের কারবারে পরের উপর ভার দিয়ে দূরে থাকতে চাইলে সে ব্যবসা বা কারবারে উন্নতি হবে না। তা সে ক্ষুদ্র ফেরিওয়ালার কাজই হোক, আর হৌষ ওয়ালারই হোক, প্রত্যেক দিন আপনার কাজের যায়গায় যেয়ে নিয়মিত উপস্থিত থেকে কাজ কর্ত্তে হবে। ধৈর্য্য রক্ষা কর্ত্তে শিখতে হবে। অনেক এখন ঘটনা, লোকের ব্যবহার, লাভ লোকসানের কাণ্ড কার্য্যক্ষেত্রে ঘ'টে যেতে পারে, যাতে পদে পদে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেল্‌বার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সে সকল স্থানে শান্ত ধীর ভাবে ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তে পারলে সকলদিক আবার শান্তিতে পূর্ণ হয়ে আসল রাস্তা দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক কাজের একটা সুশৃঙ্খলা রেখে যেতেই হবে। কোন কারবার বা কাজ Methodical এবং Systematical—সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে না হলে চল্‌তে পারে না। খুব বড় ব্যবসায়ও এই সুশৃঙ্খলার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কোন বড় ইংরাজ ব্যবসায়ী বলেছেন "For without this the best business becomes confused and at length ruined" অর্থাৎ এই সুশৃঙ্খলা এবং যথোপযুক্ত মনোযোগের অভাবে কারবারে অনেক গোলমাল হতে হতে ক্রমে ধ্বংস হয়ে গেছে। সততই নিজের কাজের উন্নতির কথাই জপমালা করে তারই উন্নতির কথা ভাব্‌তে হবে, শুধু ভেবে বসে থাক্‌লে হবে না, তা কাজে লাগাতে হবে। গত বারে পাঠকগণ দেখেছেন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সময়ের এবং অর্থের মিতব্যয়িতায় দিকে বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন।

কারবারী লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব চক্ষু-লজ্জার খাতির চলে না। ন্যায় বুদ্ধি সততা, দ্বারা বন্ধু এবং কারবার এ দুটাই রক্ষা কর্ত্তে পারা যায়।

নিজের আফিসের সমস্ত কাজ শিক্ষা কর্ত্তে হবে, টাকা ন্যস্ত করেছ বলেই যে চাল দেখিয়ে দূরে থাক্‌বে এখন যদি মনের মধ্যে থাকে, তা হলে কাজে কারবারে নেমোনা, সে বরং ভাল।

সুতরাং এইগুলি মনে রাখতে হবে। কারবারের প্রত্যেক খুটীনাটী বিষয়ে নজর রাখ্‌তে হবে এবং তৎপতার সহিত সম্পন্ন কর্ত্তে হবে। দুর্ঘটনা বিপদ ধৈর্য্যের সহিত সহ্য কর্ত্তে শিখতে হবে, কোন কাজ কর্ত্তে অনেকক্ষণ বিবেচনা বিচার করে তারপর যদি করণীয় বলেই বোধ হয়, তা হ'লে তৎপরতার সহিত তা করবে।

তোমার যেমন অবস্থা, সর্ব্বদাই সেইরূপ ভাবেই চল্‌বে। যা তুমি নও, তা সাজতে চেয়োনা বা লোক ঠকাতে প্রয়াস পেয়োনা। সাদাসিধে চাল চলনই ব্যবসায়ীর ব্যবসায় ক্ষেত্রে মনোমুগ্ধকর। দেনা পরিশোধের সৎসাহস থাকা চাই, তৎপরতার সহিত দেনা শোধ কর্‌বে। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার দেখাবে। কেবল বসে বসে সুসময়ের দিন দেখে—সুসময়ের আশায় বসে থেকোনা। কাজে এগিয়ে যাওয়ার সাহস থাকা চাই। সু সময়ের আশায় অনেকে বসে থেকে জীবনেও সুসময় পায় না। সাহসী কর্ম্মবীরগণ অনায়াসেই সু সময় পায়। সমুদ্রের ঢেউ গুণে বসে থাকলে আর কেউ সমুদ্র পার হ'তে পারতো না, সাহসী সু-সময় পায়—তার সু-সময়ও আসে।

অযথা অনাবশ্যক আলাপ পরিচয় কর্ত্তে গিয়ে অনেক সময় নিজের কাজ হারাতে হয়। কারও সঙ্গে ধর্ম্ম বিষয়ে, সামাজিক বিষয়ে কারও চাল চলন ব্যবহার বিষয়ের সমালোচনায় ব্যবসায়ীর যাওয়া উচিত নয়। তা কল্লেই অনেক শত্রু বৃদ্ধি করা হয়ে যায় কারবারের সুনাম নষ্ট হয়। কঠোর পরিশ্রম কর্ত্তে অভ্যস্ত হতে হবে, আর যে কাজ কর্ব্বে, তাতে নিশ্চয়ই সফলতা লাভ কর্ব্বো এ ধারনা বদ্ধমুল রাখ্‌তে হবে।

প্রত্যেক প্রকৃত চেষ্টার পশ্চাতেই কৃতকার্য্যতা—যাকে বলে Success সিদ্ধি আসে, বড় বড় মহাজনগণ এই কথাই বলেছেন। এতগুলি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করে তবে কাজে নাম্‌লে কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়। যার সে ধৈর্য্য নাই, তার কাজ কারবারে গেলেই ঠকতে হয়। আরও অনেক কথা বল্‌বার আছে, বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা থাক্‌লো।

সম্পাদক।

Mail order Business
OR
Shopping by Post.
ডাকে কেনা বেচা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাঁরা এই মেলঅর্ডারের কাজ কর্ব্বেন, তাঁদের নিজেদের একটী ক্ষুদ্র অফিস করে নিতে হবে। ক্ষুদ্র আফিসই হোক, আর বড় আফিসই হোক, কতকগুলি আবশ্যকীয় উপাদান বা সরঞ্জাম সকলেরই আবশ্যক হয়। তা না হলে লোকের সঙ্গে কাজ কারবারের কথায় ঠিক থাকে না। সকল কাজের মধ্যেই নানা গোলোযোগ হয়ে পড়ে। তাই এখন আমরা সেইগুলি কি, কি, তাদের আবশ্যকতা কি, এইগুলি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করবো। যাঁরা কিছু কাজ কারবার করেন, তাঁদের অনেকেই হয় তো এগুলি কতক কতক বা খুব ভালই জান্‌তেও পারেন, কিন্তু আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকগণের মধ্যে অনেক পাকা কাজের লোকও আছেন, আবার স্কুলের ছেলে এবং নভিসও আছেন বা থাকৃতে পারেন। সুতরাং তাঁদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচার কথা বলার আবশ্যক আছে।

১। Letter heading বা চিঠির কাগজ। আজকাল সভ্যতার যুগে পরিষ্কার রূপে ছাপান লেটার হেড্ এবং পোষ্টকার্ড ছাপাতে হয়। তাতে চিঠির ডান দিকে থাকে ঠিকানা ও তারিখ আর বাম হাতের দিকে কোম্পানির নাম, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের নম্বর ইত্যাদি। কেউ কেউ ব্লক কাটিয়ে নিয়ে থাকেন। কোন ছাপাখানায় যেয়ে ২।৪টা নমুনা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই লেটার হেডিং দেওয়া কাগজ এবং পোষ্ট কার্ডে বাহিরের খরিদদারদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখ্‌তে হবে।

সেই লেটারে বা পত্রের মাথায় referencc No. ফাইল নং ইত্যাদিও দিতে হয়।

যেমন :—বামদিকে

S. P. Chatterjee & Sons.
Mail order Suppliers.
Reference No.—

ডানদিকে

2. Rajendro Dutt Lane
Calcutta———192

কাহারও টেলিগ্রাফিক আড্রেস বা টেলিফোন নং থাকিলে খুব ছোট অক্ষরে নামের হেডিংএর উপরও দেওয়া যেতে পারে। ছাপাখানার প্রিণ্টারগণ এসকল ঠিক্ করে দিতে পার্‌বেন।

তারপর আর কি কি দরকার হবে ?

২। ১ খানি লেটার কপিং বুক।

৩। লেটার কপিং কালি।

৪। টাইপ রাইটিং কল থাকৃলে কার্ব্বন পেপার। এই টাইপরাইটিং মেশিন সমস্ত কাজ কারবারে নিতান্তই অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। অবস্থায় কুলালে এটী নিতান্তই প্রয়োজনীয় উপাদান। আজকাল রি বিল্ট Re built, সেকেণ্টহাণ্ড মেশিন অল্প মূল্যেও পাওয়া যেতে পারে। আমাদিকে লিখ্‌লে আমরা তাও যোগাড় করে দিতে পার্‌বো। আমাদের সন্ধানে সময় সময় অনেক আসে। চিঠি ছাপবার একটা লেটার প্রেসও দরকার।

৫। ফাইল নানান রকমের নানান সুবিধের আজকাল রাধাবাজারে ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়। অথবা আমাদিকে লিখ্‌লে আমরা সব সাপ্লাই কর্ত্তে রাজী আছি।

৬। লেবেল—পার্শ্বেলাদির জন্য। পার্শেলের উপরে এইটা মেরে দিতে হয়। তাতে নিম্নলিখিত রূপ লেখা থাকে।

> S. P. Chatterjee & Sons.
> Mail order Suppliers.
> 2. Rajendro Dutt Lane.
>
> *Per—Regestd* V. P. P.
>
> __________
> __________
> __________

তারপর এইরূপ একটা লেবেল রেল পার্শ্বেলের জন্যও মোটা মোটা অক্ষরে ছাপিয়ে রাখা দরকার, কারণ সহজে নজরে পড়ে এমন টাইপে ছাপাতে হয়।

আর একটা লাল কালিতে ছাপা লেবেল কর্ত্তে হয়, যাতে লেখা থাকে—

GLASS WITH CARE

কোন পার্শ্বেলে শিশি বা কাচের জিনিস পত্র থাকৃলে সেই পার্শ্বেলের উপর মেরে

দিতে হয়, তা হলে পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী সেটাকে সাবধানে নাড়াচাড়া কর্ত্তে পারে। নচেৎ ধুপ ধাপ করে ফেলে দেয়, অনেক পার্শ্বেলের ভেতরকার জিনিসগুলি ভেঙ্গে চুরে নষ্ট হয়ে ফেরৎ আসে।

এইরূপ আর একখানা লেবেলের দরকার হয়। সে লেবেলগুলি ঠিকই এইরূপই হবে, তবে তাতে কেবল Per লেখা থাকবে। আর টাকার কথা থাকবেনা এগুলি বুকপোষ্টে সারকুলার প্রভৃতির প্যাকেটে মারবার জন্য আবশ্যক হবে। এই লেবেল গুলি বিবেচনা করে করাতে হবে। সকল পার্শ্বেলের সাইজ বা আকৃতি সমান হতে পারে না। সুতরাং খুব ছোট লেবেল বড় পার্শ্বেলে চলবে না, আবার খুব ছোট লেবেল বড় পার্শ্বেলেও চলবে না। কিন্তু ছোট বড় মাঝারী এইরূপ তিন রকমের লেবেল করিয়ে রাখলেই ভাল হয়। লেবেল ছাপাতেই হয়, কারণ পার্শ্বেলের গৌরব প্রকাশ করে থাকে।

তারপর ফারমের নামের রবার ষ্টাম্প পিতলের ১টা ছোট শীলমোহর, টোয়াইন, দড়ি, পিন, ব্লটিং, কালী কলম পেনসীল পকেট বই, কপিং প্রেস্, লোহার ফাইল তারের ফাইল, একটা লেটার বাক্স, দ্বরজায় টাঙ্গাইয়া রাখিবার জন্য আবশ্যক হবে।

এইগুলি আফিসের সরঞ্জাম—না হলেই চল্‌তে পারে না।

নিয়তির খেলা।

(গল্প)

—:*:—

লিন্‌টন্ ষ্ট্রীটে একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে আমি সপরিবারে বাস করি। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে আড়াই শত টাকার কেরাণী বাবু আমি, আমার আয়ও যেমন, ব্যয়ও প্রায় সেই রকম, বরং কোন মাসে ছাপাইয়াও যায়, সুতরাং দেনাও হয়। কেন একটু পরিচয় দেই।

আমার বেতনের পরিমাণটী শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু আমার পরিবারটীও মা ষষ্ঠীর কৃপায় বেশ একটু বড়; স্ত্রী, ছেলে মেয়ে নাতি নাত্‌নি নিয়ে প্রায় ত্রিশ খানি পাতা পড়ে। তা ছাড়া দেশের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী, মধ্যে মধ্যে আসিয়া, কেহ বা দুই চারি দিন, আবার কেহ বা দশ পনর দিনও অবস্থিতি করেন। কলিকাতায় যাঁহাদের বাস, এরূপ ভালবাসার অত্যাচার তাঁহাদের প্রায় সকলকেই সহ্য করিতে হয়; কেবল যাঁহাদের 'চোখে চামড়া' নাই, তাঁহারাই ছলে কৌশলে এ স্নেহের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। তবে সুখের বিষয়, এ দুর্ম্মূল্যের দিনেও এই প্রকার লোক বিরল।

ইহার উপর ঝি, চাকর, রাঁধুনী ব্রাহ্মণ এবং ছেলে মেয়েদে পড়াইবার জন্য একজন মাষ্টার নিযুক্ত আছে। আবশ্যক হউক আর নাই হউক, এই সকল লোক বাঙ্গাল রাখা এখনকার দিনে পেটে অন্ন জুটিলেও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, কারণ ইহাই এখন মান সম্ভ্রমের মাপ কাঠী, রাখিতে পারিলে নিজেকে হেয় ও হীন মনে হয়। তার উপর স্ত্রীর বিরাগ ও বিরক্তির ভয় আছে। আমার কোন নিকট আত্মীয় একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, "আমাদের বাড়ীর বউদের হীন কাজ সব কর্ত্তে হয়, বাবা দাদা মোট ঘাড়ে করে আন্‌তে অপমান বোধ করেন নাই, সেকেলে বুড়ো বুড়ীদের ধরণই এই, আমি কিন্তু স্বাধীন সক্ষম হলে চাকর বামুন রেখে এর প্রতিকার কর্ব্ব, এরকম হীনতা আমি দেখতে পারি না, পেটে না খেয়েও চাকর বামুন রাখ্‌বো।" বর্ণনাটী অলীক বা অতিরঞ্জিত নহে, নিছক খাঁটী সত্য। এই আত্মীয়টীর পল্লীগ্রামে বাস, বয়স ত্রিশ বৎসর, দুই ছেলের বাপ, আজও রোজগারের নামটী নাই, 'বাপের ভাতে' আছেন, তা'তে লজ্জা বোধ করেন না। ইনি 'হেলে ধর্ত্তে পারেন না, অথচ কেউটে ধর্ত্তে চান্'। আর, ইঁহারই মা, ঠাকুর মা, বাপ ঠাকুরদাদা প্রভৃতি সংসারের ছোট বড় প্রত্যেক কাজটীই নিজের হাতে সম্পন্ন করিতেন, অথচ তাঁহাদের যে মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, সংসারে যে শান্তি সুখ স্বচ্ছন্দতা ছিল, এখনকার এই মানের কাঙ্গাল বাবুদের তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। তার কারণ বিলাস বাবুয়ানায় অর্থের অপব্যয়, এ দুর্ম্মূল্যের দিনে নিত্য স্বচ্ছলতা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নহে, কিন্তু অভাবের হ্রাস বৃদ্ধি সকলেই স্বেচ্ছাধীন নহে কি ?

(২)

সংসারের এতগুলি লোক লইয়া যাহাকে

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

থাকিতে হয়, তাহার ঘরে ব্যাধি-বিপদ নিয়তই লাগিয়া আছে, তাহা সংসারাভিমুখি ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত আছেন। পূর্ব্বে বাড়ীর মেয়েরা গাছ গাছড়া, তেল, ঘি প্রভৃতি বিবিধ টোটকা জানিতেন, তাঁহাদের সেই অব্যর্থ মুষ্টিযোগ শক্ত ও সঙ্কটজনক দুরারোগ্য পীড়া ব্যতীত কেহ ডাক্তার বৈদ্যের খোঁজ করিত না। আজকালকার নব্য বাবুরা সামান্য পীড়াতেও ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন, তাহার কারণ এই সমস্ত টোটকায় বাবুদের অবিশ্বাস এবং তাঁহাদের বাড়ীর মেয়েদের অনভিজ্ঞতা। প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া শরীর পালন করিলে স্বাস্থ্য অনেক সময়ে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা আমরা মানি না, তাই ব্যাধি ও বিপদ নিত্যসঙ্গী—চিকিৎসার ব্যয়ও অশন বসনের ন্যায় নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া পড়িয়াছে। আমার সংসারেও রোগ লাগিয়াই আছে। আমার কয়েকজন আত্মীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী আছেন, কেহ এলোপ্যাথ, কেহ বা হোমিওপ্যাথ, কেহ বা কবিরাজ; তাঁহাদের স্নেহ সৌজন্যে চিকিৎসা ব্যয় আমার সামান্য, কিন্তু পীড়া বিষম বা বিপজ্জনক হইলে ইঁহাদের উপর নির্ভর করিতে পারি না, তখন অন্য ডাক্তার ডাকিতে হয়, জলের মত পয়সাও ব্যয় হয়। তবে সুখের বিষয়, এরূপ ঘটনা দুই, চারি বৎসর অধিক কাল অন্তর আসিয়া থাকে নতুবা আজ কাল চিকিৎসা যেরূপ ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে রোগের চিকিৎসা একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না; তখনকার চিকিৎসকগণ অমায়িক, সদাশয়, পরদুঃখকাতর এবং দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন; এখনকার চিকিৎসকগণের ন্যায় তাঁহারা অর্থগৃধ্নু বা প্রাণহীন ছিলেন না। আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারই পিতার কোনও জ্ঞাতি ভাই মেডিকেল কলেজের পাশ করা ভাল ডাক্তার ছিলেন। তিনি একদিন কোনও দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে বায়ুনালী প্রদাহে পীড়িত কোনও রোগীর চিকিৎসার্থে আহুত হন; গৃহস্বামীর শোচনীয় আর্থিক অবস্থা হেতু কুটীর খানি অতীব জীর্ণ, চাঁদের আলোয় সে কুটীর আলোকিত হইত, আঁধার রাতেই দীপালোকের প্রয়োজন হইত। তখন শীতকাল, ডাক্তার বাবুটী দেখিলেন, রোগীর চিকিৎসা অপেক্ষা কুটীর সংস্কারই প্রথম প্রয়োজন, কিন্তু গৃহস্বামীর আর্থিক অবস্থায় তাহা অসম্ভব জানিয়া সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তখনকার মত কয়েকটী উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন এবং গৃহে পৌছিয়াই যথাসম্ভব শীঘ্র এক গাড়ী খড়, দশটী টাকা, ঔষধ ও পথ্য লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আপনার বক্তব্য বলিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার বাবুর করুণায় ও চিকিৎসার গুণে রোগী আরাম হইল। ইহা মিথ্যা গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা। আর বর্ত্তমানে!—তুলসী বৃক্ষতলে নীত রোগীর চিকিৎসাতেও বহু চিকিৎসক আপনার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশে দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করেন না।

(৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বাড়ীতে রোগ লাগিয়াই আছে, তবে এইটুকু সৌভাগ্যের বিষয় যে দুঃসাধ্য ব্যাধি নিত্য আমাকে বিপদগ্রস্ত করে না; সে যাহা হোক, এইরূপ বিপদে পড়িয়াই কিন্তু আমার এ কাহিনী আরম্ভ, সেই কথাই আজ বলিতেছি।

সন্ধ্যা বেলা। সবেমাত্র আফিসের পোষাকাদি পরিবর্ত্তন করিয়া চা পান ও জলযোগ শেষ করতঃ নিজের শয়ন কক্ষে আরাম কেদারায় গা হেলাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া আফিসের সাহেবের প্রীতি ও বিরক্তির আজিকার মেঘ রৌদ্রের খেলা সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আমার গৃহিণী ত্রস্তভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীত ও ব্যাকুল স্বরে বলিলেন—"শীগ্‌গির একটা রোজা আন্‌তে লোক পাঠাও, ছোট বউমা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে কি রকম কর্চ্ছেন।"

আমি ব্যাপারটি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম,—"তা ছোট বউমা মূর্চ্ছা গিয়ে থাকেন, জলের ঝাপটা দাও গিয়ে এখুনি জ্ঞান হবে; ভূতে ত পায়নি যে রোজা আনতে হবে।"

গৃহিণী উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন,—"তুমি যা ভাবছ তা নয়, ছোট বউমার ফিট হয় নি, তাঁকে ভূতেই পেয়েছে; বেলতলার ঘাটে কাপড় কাচ্‌তে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসেই হঠাৎ চীৎকার কর্‌ে কেঁদে উঠেই অজ্ঞান হয়ে মাটীতে পড়ে গেলেন। ভূতে না পেলে কখন এমন হয় না। তুমি রোজা আন্‌তে শীগ্‌গির লোক পাঠাও, কি জানি কি হবে বাবু।"

ছোট বউমার জন্য চিন্তা হইল। একে অল্প বয়স্কা, তাহার উপর সম্প্রতি পুত্র শোকে কাতর, আজ কয়েক মাস হইল তাঁহার এক মাত্র পুত্র গতায়ু হইয়াছে। যাহা হউক, আমার মনোভাব গোপন করিয়া গৃহিণীকে

আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"ও কিছু নয়, ও রকম রোগ আজ কাল প্রায়ই হয়ে থাকে, শুনেছ ত হিষ্টিরিয়া, এরোগও তাই, কিছু ভয় বা ভাবনার কারণ নেই।" বড় বউমা ও তুমি জলের ঝাপটা দাও গিয়ে, আর যা দরকার হয় কর, আমি ডাক্তার কাকাকে এখনি ডেকে আন্‌ছি।"

গৃহিণী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—"যা ভাল বুঝ কর, আমার ত ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তা ডাক্তার কাকাকেই ডাক, তবে রোজাই বোধ হয় ডাকৃতে হবে।" এই বলিয়া গৃহিণী নীচে নামিয়া গেলেন।

গৃহিণীর মুখে যতটুকু পরিচয় পাইলাম, তাহাতেই বুঝিলাম, ছোট বউমার পীড়া নিতান্ত সহজ নহে। অশরীরি জীব আছে, আমি স্বীকার করি, কিন্তু চলিত কথায় যাহাকে 'ভূত' বলে তাহার অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না; সুতরাং 'ভূতে পাওয়া' বা ভূতের উপদ্রবে আমার বিশ্বাস নাই। তার উপর এখনকার রোজারা রোজগারেই পটু, অন্য কোনও সামর্থ্য তাহাদের নাই এজন্য তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা বা প্রত্যয় নাই; তাই রোজা আনা আবশ্যক মনে করিলাম না। রোগ কঠিন, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া নিজেই ডাক্তার ডাকিতে চলিলাম, ডাক্তার কাকার বাড়ী আমার বাড়ীর নিকটেই।

(৪)

ডাক্তার ডি, এন সান্যাল আমার পিতৃবন্ধু, আমরা তাঁহাকে কাকা বলিয়া ডাকি। তিনি বাঙ্গালার বড় বড় জেলা হাঁসপাতালের ডাক্তার সাহেব বা সিভিল সার্জ্জন ছিলেন, আজ মাস দুই হইল, চাকুরী হইতে অবসর লইয়া আমার বাসার নিকটে তাঁহার পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করিতেছেন। নিরহংকারী, দয়ালু, সর্ব্বজন হিতকামী, সদালাপী ও মিষ্টভাষী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তার বলিয়া এই কলিকাতা সহরেও তাঁর বেশ পসার ও প্রতিপত্তি আছে। এখন ইনিই আমার পারিবারিক চিকিৎসক—সহজ বা কঠিন রোগ হউক, অধুনা ইঁহারই ব্যবস্থামত আমার পরিবারের সকলের চিকিৎসা হইয়া থাকে।

আমি ত্বরিত পদে ডাক্তার কাকার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, তিনি তখনবাড়ীতেই ছিলেন, আর একটু বিলম্ব হইলেই তিনি 'ডাকে' বাহির হইতেন। আমাকে ব্যস্তভাবে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি করিলেন। অন্য কোন কথার অবতারণা না করিয়া, ছোট বউমার পীড়ার কথা তাঁহাকে জানাইলাম এবং সত্বর আমার সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলাম। আমার অনুরোধ রক্ষায় কিছুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার কাকা আমার সঙ্গে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগী তখন কিছু সুস্থ এবং নিদ্রাভিভূতা হইয়াছে। ডাক্তার কাকা রোগের বাহ্য ও অন্তর্লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন এবং রোগ সম্বন্ধে অন্য সমস্ত তথ্য আমার স্ত্রীর নিকট জানিয়া লইয়া রোগিণীর পানে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আশ্বাস বাক্যে বলিলেন—"বিনয়, এ 'হিষ্টিরিয়া' রোগ নয়, কিম্বা তুমি যা ভয় করেছিলে এপোপ্লেক্‌সী (সংন্যাস), তাও নয়, এটা এপিলেপ্‌সী তোমরা যাকে 'মৃগী' রোগ বল। এ রোগে উপস্থিত ভয়ের কোনও কারণ নেই, তবে বেশী দিন ভুগ্‌লে উন্মাদ বা পক্ষাঘাত রোগ হতে পারে।"

আমি একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে কি এ রোগ সারবে না?"

তিনি এ সম্বন্ধে কোনও উত্তর না দিয়া পরদিন প্রাতে আমাকে দেখা করিতে বলিলেন এবং তখনকার মত ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

ছোট বউমার গুণে বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, সে কারণ ডাক্তার কাকার অস্পষ্ট জবাবে সকলেই চিন্তিত হইল, 'ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে মেয়েদের ধারণা বৃদ্ধি পাইল; আমারও সে রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। যাহা হউক, পরদিন প্রভাতে নিত্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আশঙ্কা ও উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে ডাক্তার কাকার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

(৫)

ডাক্তার কাকা বাড়ীতেই ছিলেন; তখনই একটা জরুরী ডাক হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে সময়ে সে কক্ষে আর কেহ ছিল না। আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁহাকে মৌন দেখিয়া তাঁহাকে শ্রান্তবোধে আমিও নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতি বিলম্বে চাকর দুই পেয়ালা চা আমাদের দিয়া গেল। চা পানে কতকটা শ্রান্তি দূর হইলে ডাক্তার কাকা বিশুদ্ধ হাস্যরস রসিক কবি দ্বিজেন রায়ের

"সম্পদ বিভব ধন মান কিছু নাহি চাই
প্রাতে উঠে বিধি যেন ভাল এক পেয়ালা
চা পাই।"

এই গানের দুই চরণ মাত্র গাহিয়াই যেন ক্রটী স্বীকারচ্ছলে বলিলেন—"সকালে এক পেয়ালা চা না খেলে মন ও মেজাজ বিগ্‌ড়ে থাকে, কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা কিছু ভাল লাগে না; বড় তাড়াতাড়িতে ভোরে ডাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল, সেজন্য শরীর ও মন কিরকম হয়েছিল। যা'ক এখন তোমার খবর কি বল দেখি।"

আমি উত্তর করিলাম,—"রাত্রে আর বিশেষ কোনও উপদ্রব হয় নি, তবে বড় বউমার মুখে জানা গেল যে, ছোট বউমা দু একবার চম্‌কে উঠেছিলেন। এখন ভাল আছেন। তবে বাড়ীর মেয়েদের বিশ্বাস যে কালকার মত উপসর্গ আজ আবার হবে কারণ তাদের ধারণা যে ছোট বউমাকে ভূতে পেয়েছে; আমার স্ত্রীও রোজা আনাবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়েছেন।"

ডাক্তার কাকা একটু হাসিয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোকেরা চিরদিনই এইরকম ব্যস্তবাগীশ, তাদের বুদ্ধির দোষেই অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। এখনকার রোজারা প্রায় উপকার কিছু কর্ত্তে পারে না, অপকারই করে; তবে ভাল রোজাও আছে।" এই বলিয়া কি যেন একটু ভাবিলেন, পরে বলিলেন—"এ রোগের তরুণ অবস্থায় ঘন আক্রমণও হতে পারে, তবে প্রতিকার কর্‌লে এ রোগ আরোগ্য হয়।"

আমি একটু অধৈর্য্যের সহিত বলিলাম,—"সেত কাকা আপনার হাতেই।"

ডাক্তার কাকা উত্তর করিলেন—"না, বিনয় এ রোগের চিকিৎসা আমার দ্বারা সুবিধা হবে বলে মনে হয় না।"

আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন?

তিনি বলিলেন—"সেই কথা বল্‌বার জন্যই আজ সকালে তোমাকে আস্‌তে বলেছি। দেশবন্ধু দাস মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য বিখ্যাত ডাক্তার রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তিনি এলোপ্যাথ ছিলেন এখন কিন্তু তিনি পুরাদস্তুর হোমিওপ্যাথ; এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, এক সময়ে তিনি গোঁড়া এলোপ্যাথই ছিলেন; এক সময়ে তিনি কোন নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসা করেন, এলোপ্যাথিক বিধিমত চিকিৎসার কোনও ক্রটী হয় নাই কিন্তু তাহাতে উপকার না হয়ে রোগের বৃদ্ধি হয়েছিল,—তাঁহার চিকিৎসার প্রারম্ভে একদিকের ফুসফুস্ প্রদাহ ছিল, কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা সময়েই দুইদিক আক্রান্ত হয়, সেজন্য বাড়ীর লোকে ভীত হয়ে সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বিপিন বিহারী মৈত্র মহাশয়কে ডাকে; তাঁহার চিকিৎসায় একদিনেই রোগের উপশম হয় এবং অল্পদিনেই রোগী আরোগ্য হয়। হোমিওপ্যাথির সেই অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা দেখিয়াই তিনি এখন হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেইজন্য আমি বলি, নাতবৌএর হোমিওপ্যাথি মতেই চিকিৎসা করিলেই ভাল হয়।" তারপর ঘড়ি পানে তাকাইয়া বলিলেন,—"আজ রবিবার না? তুমি এইখানেই এ বেলা খাবে, তোমার বাড়ীতে আমি খবর দিয়ে আস্‌ছি। অনেক কথা আছে" এই বলিয়া তিনি আবার 'ডাকে' বাহির হইয়া গেলেন; আমি সংবাদ পত্র পড়িয়া সময় কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

(৬)

একঘণ্টা পরে ডাক্তার কাকা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। স্নানাহারের পূর্ব্বে আর বিশেষ কোন আলাপ হইল না। আহারের পর বৈঠকখানা ঘরে ডাক্তার কাকা ও আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা হইল। দিবা নিদ্রায় আমরা কেহই অভ্যস্থ নয় সুতরাং কথাবার্ত্তাতেই প্রবৃত্ত হওয়া গেল। দুই চারিটী অন্য কথার পর ডাক্তার কাকাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

ডাক্তার কাকা উত্তর করিলেন—“আমি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী। আমার ২৫।৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি যে, ম্যালেরিয়া ছাড়া অন্য কোনও রোগের ঔষধ এলোপ্যাথি মতে নেই; কুইনাইনে ম্যালেরিয়া জ্বর সারে বটে, কিন্তু সে নূতন জ্বরে, পুরান জ্বরে কোনও উপকার করে না।

আমি বলিলাম—“কিন্তু অনেকের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বড় আস্থা দেখা যায় না।”

ডাক্তার কাকা এ কথা স্বীকার করিলেন, বলিলেন,—“হাঁ, আমি তা মানি। কতকগুলি মূর্খ আনাড়ী ডাক্তারেরা তার জন্য দায়ী, এই সব ডাক্তারের না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি; এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আর একখানা অল্প দামের বই এই তাদের ভরসা।” মেটেরিয়া মেডিকা বা “ঔষধ গুণ সংগ্রহ” পুস্তকের নামও এঁরা অনেকেই শোনেন নি অথচ এ বইখানা একান্ত প্রয়োজনীয় বই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আবিষ্কারক ডাক্তার হ্যানিম্যানও স্বরচিত মেটেরিয়া মেডিকার সাহায্য অনেক সময়ই লইতেন, তাঁহার মতে সর্ব্বদা এই পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত ঔষধ স্থির করা অসম্ভব।* আর এই সব মহাপুরুষেরা ‘না পড়েই বিদ্বান’।”

আমি তাঁহার কথা সমর্থন করিয়া বলিলাম,—“প্রতাপ বাবু—ডাক্তার প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়—ঠিক এই কথাই আমাকে একদিন বলেছিলেন।’ তিনিও শেষ বয়সেও মেটেরিয়া মেডিকা অবসর সময়ে পাঠ করিতেন।”

ডাক্তার কাকা বলিলেন,—“একটা গল্প বলি শোন। হয়ত একটু অবান্তর হবে, তবু শোন। একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভায় উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা, করেন, কোন্ বিষয়ে বেশী লোকের মোটামুটী জ্ঞান আছে। তদুত্তরে কেহ সাহিত্য, কেহ শিল্প, কেহ কৃষি, কেহ জ্যোতিষ প্রভৃতি যাঁর যে রকম মত তিনি সেই রকম ব্যক্ত করেন, কেবল গোপাল ভাঁড় নীরব থাকেন, মহারাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে দুই একদিন পরে উত্তর দেবেন বলেন। পরদিন গোপাল ভাঁড় গলায় গলবন্ধ, গায়ে গরম জামা, পায়ে গরম মোজা, তাহার উপর মাথা হইতে সর্ব্বাঙ্গ গরম কাপড়ে ঢাকিয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন। ইতর ভদ্র, ছোট বড় সকলেই তাহাকে চিনিত ও ভালবাসিত। তখন শীতকাল নয়, সুতরাং তাঁহার এরূপ অদ্ভুত বেশে সকলেই বুঝিল, তিনি পীড়িত, সেজন্য কেহ বা টোট্‌কা, কেহ বা মুষ্টিযোগ, কেহ বা কবিরাজী, কেহ বা হাকিমী যা’র যেরূপ বিদ্যা, সে সেই রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিল; গোপালও সকলের ব্যবস্থাই লিখিয়া লইলেন এবং পরদিন রাজসভায় সেই লেখা উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—‘মহারাজ, এই লেখাই আপনার সে দিনকার প্রশ্নের উত্তর—এখনকার দিনে শতকরা নব্বই জন প্রত্যেকে এক একটা ধন্বন্তরী। বর্ত্তমানে হোমিওপ্যাথি মতে প্রায় অনেকেই ধন্বন্তরী—তার উপর হোমিওপ্যাথি আজ দীন প্রতিপালক, বেকারের উপায়, নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলা পড়িয়া আসিল। বৈকালিক চা ও জলযোগ ডাক্তার কাকার বাড়ীতে সমাপ্ত করিলাম। ছোট বউমার হোমিও-প্যাথি মতেই চিকিৎসা করা সাব্যস্ত হইল। ডাক্তার কাকা নিজে হোমিওপ্যাথ মতে চিকিৎসা করেন না, তিনি বলেন হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র অধ্যয়নে যে অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও স্মরণশক্তির প্রয়োজন সে (বৃদ্ধ) বয়সে তাঁহার পক্ষে তাহা একেবারে অসম্ভব। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ডাক্তার রায়কে আনাই স্থির হইল, এবং তাহার বন্দোবস্তের ভার ডাক্তার কাকার উপর দিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম।

* Vide preface to vade mecum of the Homeopathic Practitioner by H. V. Malan M. A. M. D.

(৭)

এক বৎসরের পরের কথা; ডাক্তার রায়ের চিকিৎসার গুণে ছোট বউমা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখন আবার তিনি পুত্রের জননী। তাঁহার নবকুমারের একুশ দিন আজ সম্পন্ন হইয়াছে, সেজন্য আজ সকলেই প্রীত ও প্রফুল্ল।

ইদ্ উপলক্ষে আজ আফিস বন্ধ ছিল। বিকাল বেলায় আমার শয়ন কক্ষে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পড়িতে-ছিলাম; গোরার চরিত্র একটু অদ্ভুত হইলেও উপাদেয়, তা'র উপর বইখানি রবিবাবুর রচিত হওয়ায় বেশ একটু আগ্রহের সহিতই পড়িতেছিলাম, চারিটা কখন বাজিয়া গিয়াছে জানি না, গৃহিনী চা লইয়া প্রবেশ করাতে সে বিষয়ে হুঁস হইল। গৃহিনীর পশ্চাতে নবকুমারকে কোলে লইয়া বড় বউমা, আর সেই সঙ্গে আনন্দ কোলাহলে মুখরিত করিয়া বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেমেয়েদের দল সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। এত উপদ্রবে যে পড়ায় মন দিতে পারে, সে নিশ্চয়ই মানুষ নয়,—আমি মানুষ সুতরাং আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইল। গৃহিনীর হাত হইতে পেয়ালা লইয়া চা পান আরম্ভ করিলাম এবং মধ্যে মধ্যে নবকুমারের প্রতি সস্নেহে চাহিতে লাগিলাম। চা পান শেষ হইলে গৃহিনী নবকুমারকে আমার কোলে দিলেন, আমি তাহাকে কোলে লইয়া শিরশ্চুম্বনে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে উদ্বেলিত হৃদয়ে একবার কক্ষ মধ্যে চাহিলাম, ছোট বউমাকে দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ অতীতের একটী স্মৃতি মনে পড়িল—সে বিষাদের স্মৃতি, ছোট বউমার চারি বৎসরের শিশু পুত্র ভূতনাথের অকালে মহাপ্রস্থান। আমার মনের ভাব বোধ হয় আমার মুখেও প্রকটিত হইয়া থাকিবে, তাই গৃহিনী আমার মুখের পানে একবার চাহিয়া স্বীয় অঞ্চলে আপনার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"তুমি ভূতনাথের কথা ভাবছ বুঝি? আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল, তা ঘটেছে, তা আর ভেবে কি হবে, এখন ভগবান ও'কে দীর্ঘজীবি করুন এই আশীর্ব্বাদ কর। সে ত গিয়েছেই, আরও যে সর্ব্বনাশ হয় নি, ছোট বউমাকে যে বাঁচাতে পেরেছি, এই আমাদের খুব। যা ঘটেছে, তার আর চারা নেই, কি কর্ব্বে বল, সবই নিয়তির খেলা।" এই বলিয়া তিনি আবার অশ্রু মুছিলেন।

নিয়তির খেলা! আমি ভাবিলাম সত্যই সবই নিয়তির খেলাই বটে! রোগে ভোগে দুঃখে শোকে, আপদ বিপদে মানুষের এ ছাড়া, আর কি সান্ত্বনা আছে!! *

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়

* হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে উপরি উক্ত আলোচনা কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে, প্রকৃত ঘটনা—তবে কিছু পরিবর্দ্ধিত।

—লেখক

বর্ত্তমান সমস্যা

লেখক—ডাক্তার বসন্ত কুমার চৌধুরী

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ নানা সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে। সহরে রাষ্ট্রীয় সমস্যা, জাতি সমাজে সামাজিক সমস্যা, পল্লীতে স্বাস্থ্য সমস্যা, দেশব্যাপী জীবিকা সমস্যা—এইরূপ নানা সমস্যা আমাদের উন্নতির পক্ষে তীক্ষ্ণধার কণ্টকের মত মস্তক উন্নত করিয়াছে। এই সকল সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব। কিরূপে এই সকল সমস্যার সমাধান হইবে, তাহার আলোচনা করিলেই তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতে পারে।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় সমস্যা—রাষ্ট্রীয় সমস্যা বলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির অসদ্ভাব বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারি। সাধারণতঃ এই সমস্যা প্রথমে সহর হইতে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধ্রুব ধারণা। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া পরস্পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকাশ্যে না হইলেও ভিতরে ভিতরে আপন আপন স্বার্থান্বেষণের জন্য সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিয়া দেয়। পরে সেই বিরোধ, স্থান কাল পাত্র কুফল উৎপাদন করিয়া বসে। তাহা মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইলে—ভারতের প্রকৃত উন্নতির জন্য—এক মহান ভারতীয় জাতি গঠন আবশ্যক হইয়াছে সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বিনা মতভেদে স্বীকার করিতেছেন। এই বৃহৎ জাতি গঠনের জন্য সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সর্ব্ববিধ বিরোধের সম্পূর্ণ উন্মূলন আবশ্যক। জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকে থাকুক, কিন্তু কোন প্রকার স্বার্থমূলক বিরোধ যেন না থাকে। অন্যথায় ভারতীয় জাতি গঠন অসম্ভব।

এই বিরোধের কথা মনে হইলেই সর্ব্ব

প্রথমেই ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু মুসলমানের কথা মনে উদয় হয়। ভারতের এই দুই প্রবল সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন মনোমালিন্য বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন বিরোধের মূল উৎপাটিত না হইবে, ততদিন ভারতীয় জাতি গঠন সম্ভব হইবে না, ততদিন জাতীয় উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইবে না, একের বিরুদ্ধাচরণ অপরের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবে।

বর্ত্তমানে কলিকাতার এই বিরোধের ব্যাপার প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের দলপতিগণও কিরূপে এই বিরোধ বিদূরিত হইতে পারে, তাহা নিরকারণের জন্য আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু দলপতিগণ বিরোধ ভঞ্জনের জন্য যে ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন, সেই ব্যবস্থা অনুসারেই যে কার্য্য হইবে তাহার সম্ভাবপর কি? সহরের শিক্ষিত মণ্ডলীর সঙ্গে পল্লীর অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর সামঞ্জস্য কি সম্ভবে? অশিক্ষিত পল্লী জনসাধারণ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের মহিমাও বুঝে না, বিরোধ ভঞ্জনের আবশ্যকতাও বুঝে না, তাহাদিগকে নানা প্রকারে বুঝাইতে গেলেও তাহাদের নিকট রাষ্ট্রীয় ঐক্য আকাশ কুসুমের ন্যায় অবোধ্য। পক্ষান্তরে তাহারা যাহা বুঝিয়াছে বা হিন্দুবিদ্বেষী অল্প শিক্ষিত মৌলানাগণ তাহাদের যাহা বুঝাইতেছে তাহার খণ্ডণ করা সহরবাসী শিক্ষিত মৌলবী নেতাগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—কে বা কাহারা তাহাদের পশ্চাৎভাগে থাকিয়া এই রাষ্ট্রীয় বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে এবং তাহাই তাহাদের ভবিষ্যত উন্নতির পরিপন্থী। সেকালের পল্লীর হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে সখ্যভাব ছিল, পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্যে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিত, সহরের বাতাসে তাহা ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। একজন জমিদার বা দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি যাহা উপদেশ দিতেন অশিক্ষিত হিন্দুমুসলমান তাহা প্রাণপণে সম্পন্ন করিত। তদ্বারাই গ্রামে গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন সম্পন্ন হইত, দেবালয়, বিদ্যালয়, নির্ম্মিত হইত। ব্যায়াম, ক্রীড়া, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি দ্বারা গ্রাম মুখরিত থাকিত। সদা হাস্যময়ী শস্যশ্যামলা পল্লী মাতার ক্রোড়ে হিন্দু মুসলমান দুই ভাই পরস্পর প্রীতির বন্ধনে পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করিত, কবে কোন সূত্রে কে বা কাহারা তাহাদের এই সুখের কণ্টক হইয়া তাহাদের এই খেলার হাট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহাতেই তাহারা বর্ত্তমানে জীবন মরণ সমস্যায় উপনীত হইয়া বর্ত্তমান বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা নিরাকরণ করিতে সর্ব্বাগ্রেই সহর ছাড়িয়া পল্লী গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে। যতদিন পল্লীর অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে ভুল না ভাঙ্গিতেছে, ততদিন বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সমস্যা দূরীকরণ অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ সামাজিক সমস্যা—সামাজিক সমস্যা বলিতে আমরা হিন্দু সমাজের সম্প্রদায় বা জাতি সমস্যা, বলিয়াই বুঝিতেছি। যে উদ্দেশ্যে জাতিভেদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর সে বৃত্তিভেদও নাই, অধিকার ভেদও নাই, শিক্ষা ভেদও নাই। এখন গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী জাতিভেদ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সকল জাতিই সকল কর্ম্মই করিতেছে, তাহাতে জাতিচ্যুত বা সমাজচ্যুত হইতেছে না। সকল জাতিই সকল কার্য্যে অধিকারী হইয়াছে। শিক্ষিত গণ্ডীর বাহির হইয়া সকল জাতীর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র-শাস্ত্র আর অধিকার ভেদে সীমাবদ্ধ নাই। এইজন্যই জাতিভেদ সমস্যা আমাদের সমাজে ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। নিম্ন জাতি আর উচ্চ জাতীয় শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। উচ্চ জাতিয় শ্রেণীর মধ্যেও নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের চেষ্টা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার সৃষ্টি করিতেছে। কার্য্যের দ্বারা আচরণ দ্বারা, সাহচর্য্য দ্বারা যথার্থ উন্নতি লাভের চেষ্টা না করিয়া একজাতি অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া সমাজের পক্ষে ক্ষতিজনক ও অকল্যানকর। জাতিভেদ রক্ষা করিয়াও, যদি আমাদের আচরণ হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে অনুদার ভাব আমরা বিদূরিত করিতে পারি, তাহা হইলে এই বিদ্বেষ ভাবকে দূরীভূত করা যাইতে পারে। এখন এই জাতিভেদের বন্ধনকে সহনীয় করিবার একমাত্র উপায় পরস্পরের প্রতি পরস্পরের উদারতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। অনুদার ভাব চলিয়া গেলে বিভেদ রক্ষা করিয়াও প্রীতিস্থাপন করা যাইতে পারে। দেশ, কাল, পাত্রানুযায়ী জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমানে

পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, হইতেছে আরো হইবে, ইহা রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই আর হইবেও না। সুতরাং আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে এখন সেই অনুদার ভাব দূর করিতে হইবে। পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি রক্ষা করিয়া ইহার প্রতিকার আবশ্যক হইয়াছে।

জাতিভেদ ভিন্ন আরও নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা সমাজকে ধ্বংস করিতেছে। তন্মধ্যে বিবাহে পণপ্রথা অন্যতম। এই প্রথাকে অনেকে কুপ্রথা বলিয়া স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এই প্রথার দূরীকরণ জন্য বিবাহাড়ম্বর দূর করিতে হইবে। গহনা সমস্যা দূর করিতে হইবে। এখন যেরূপ গহনার আড়ম্বরে স্ত্রীলোকেরা উন্মত্তপ্রায়া হইয়াছেন, পোষাক পরিচ্ছদের যেরূপ আধিক্য হইয়াছে, বিলাসিতার স্রোত যেরূপ বহিতেছে সেগুলিকে সংযত করিতে হইবে। গহনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তদ্বারা ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারা যায়। স্বদেশ জাত মোটা খদ্দর দ্বারা সুচিক্কন বৈদেশীক বস্ত্রকে পরাভূত করা প্রয়োজন। বিলাসিতার দ্রব্যকে দূরে নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। আত্মগরিমা ভুলিয়া যাওয়া উচিত। আড়ম্বরশূন্য বিবাহ প্রথা প্রচলন করিতে পারিলেই পণপ্রথা আপনিই দূরীভূত হইবে। এ শিক্ষাও সহরবাসী উকীল, মোক্তার, ডাক্তারগণ দ্বারা সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমাজ ধ্বংশের কারণ হইয়াছে। এ প্রথা বিদূরিত করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ স্বাস্থ্য সমস্যা—আমাদের দেশও অস্বাস্থ্যকর ছিল না। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর বুকে আমরা স্ফীতবক্ষে আনন্দে স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতাম। কেমন করিয়া, কোন সূত্রে ম্যালেরিয়া, কলেরা প্লেগ প্রভৃতি ধ্বংশকারী ব্যাধিসকল আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া আমাদের ধ্বংশ করিতেছে। গ্রামকে গ্রাম, পল্লীকে পল্লী নিয়ত ধ্বংশ হইতেছে। সদা হাস্যময়ী আনন্দময়ী গৃহে আমাদের রোগ শোকের হাহাকার ধ্বনিত হইতেছে। কবে কোন সূত্রে পাট দেশে আসিয়া আমাদের সুখের পানীয় ও সুবাতাস দূষিত করিয়াছে, কবে কোথায় সুদূর দ্বীপ হংকংএ প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে বিস্তৃতি হইয়া কোথাকার রোগ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্বন্ধ না থাকিলে, সে রোগ কখনই সাগর পার হইয়া এদেশে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তার সভ্যতার অঙ্গ। আমরা সভ্য হইয়া নিজের ধ্বংশ সাধন পথ নিজেরাই উন্মুক্ত করিয়াছি। আমাদের জল বায়ু দূষিত হইয়াছে, ম্যালেরিয়া গ্রামকে গ্রাম জনশূন্য করিয়াছে, দেশের বড়লোক, জমিদার পল্লী ছাড়িয়া সহরবাস আরম্ভ করিয়াছে সুতরাং গ্রাম জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, পুকুর দীঘিকা সংস্কারাভাবে মজিয়া গিয়াছে, জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, পাট পচানি জলে মশকের আবাস হইয়াছে, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ জলৌকার ন্যায় নিয়ত এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়াদেশবৈদ্যের সহজজাত গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধ সমূহকে পরাভূত করিয়া নিয়ত সত্বগুণ সম্পন্ন দেহে বিষ প্রয়োগ করিয়া আরো ধ্বংশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সুতরাং ব্যাধি বিস্তার ও সভ্যতার কথা এখন এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দূর করিয়া আমাদের একজাতি হইয়া হিন্দু, মুসলমান এক অঙ্গী হইয়া, জলনিকাশের ব্যবস্থা, জঙ্গল পরিষ্কার, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, মশকের আবাস স্থান পাটপচানি জলাশয়ের সংস্কার প্রভৃতির একান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। যদি সাধারণের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, ধনী বা রাজা বহু আয়াসে যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন না, জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। সে চেষ্টাও পল্লী সংস্কারের ফল।

চতুর্থতঃ জীবিকা সমস্যা—এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে, সকল সমস্যা দূরীকরণের মূলেই কুঠারাঘাত করা হইবে। সর্ব্ব প্রথমে এই সমস্যা দূরীকরণ জন্য জীবিকা-নির্ব্বাহের নূতন নূতন প্রণালী অবলম্বিত না হইলে, আর অন্ন সংস্থান হইবে না। এজন্য কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইবে, নিরক্ষর কৃষিজীবী-দিগকে কৃষি সম্বন্ধে নবাস্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। সম্মিলিত ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ ব্যবসায়ে হাত দিতে হইবে। মাড়োয়ারা, ভাটিয়া, পাঞ্জাবীগণ যে সকল ব্যবসা এ দেশের একচাটিয়া করিয়াছে, সেগুলি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বাবুগিরি ভুলিয়া, বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সকল ব্যবসায়ের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। বি, এ, পাশ করিয়া দাসত্বের চেষ্টা না করিয়া আত্ম নির্ভর করিতে হইবে। ত্যাগ স্বীকার ও সহযোগিতা ব্যতীত বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিবে না। তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। ছোট বড় সকল ব্যবসায়েই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। মান অভিমান ত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্যবসায়ে হাত দিতে হইবে। নতুবা বাণিজ্যে উন্নতি ঘটিবে না, নতুবা অন্ন সংস্থান সম্ভব হইবে না।

শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। শিল্পের উন্নতির জন্য নূতন উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। গৃহে গৃহে গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠান করিতে হইবে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা নির্ব্বিশেষে গৃহশিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। নিত্য গৃহকার্য্যের আবশ্যকীয় দ্রব্য হইতে খেলনা, সাবান ঔষধ প্রত্যেক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের সংসার যাত্রা পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, বাজার হইতে সেগুলি না কিনিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে শিক্ষা করে, প্রত্যেকেই যেন সামান্য হইলেও অর্থাগমের চেষ্টা করে তাহা হইলে আর অন্নসংস্থানের অভাব হইবে না, জীবিকা সমস্যা সহজ হইবে।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

খোকসিনা অদ্বিতীয় বৈদ্যুতিক বেদনানাশক মালিস

• • • যে কোন প্রকারের, বাত এবং আঘাতজনিত বেদনা যত দিনের পুরাতন হউক "খোক্‌সিনা" ২।৩ বার মালিস করিলেই অসহ্য যন্ত্রণা নিদূরিত হইবে। কটিবাত, ঘাড়ের বেদনা, পার্শ্ববেদনা, বাতের অসহ্য দুরারোগ্য বেদনা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়া নবজীবন প্রদান করিবে।

কষ্ট পাইবেন না

ইহা স্থায়ী ফলপ্রদ। সঞ্চিত শোণিতকে জলীয় ঘর্ম্মবিন্দুর আকারে বাহির করিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপকার করে। এত আশু ফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। ৩০ বৎসরের পুরাতন ঔষধ, অসংখ্য রোগী আরোগ্য হইয়াছে। মূল্য এক শিশি ৷৷৹ বার আনা মাত্র. এক শিশি ঔষধে ১০ জন আরোগ্য হইবে। প্যা কিং ভি; পি স্বতন্ত্র।

এস, পি, চাটার্জ্জী এণ্ড সন্‌স,

খোকসিনা কার্য্যালয় এবং

ষ্টোর—গলসী, জেলা বর্দ্ধমান।

কলিকাতা আফিস—

২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার।

ঘোষ এণ্ড সন্স,

জুয়েলার্স, ঘড়ি ও চসমা বিক্রেতা,

টেলিফোন নং ২৫১৭।

১৬।১ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, হেড্ আফিস ও কারখানা, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড।

গিনি সোনায় প্রস্তুত চিরুণী, চেন, পার্শী ও ইহুদী মাকড়ী, কানফুল, নাকফুল ইত্যাদি অতি সুন্দর গহনা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যৌতুকাদি দিবার মত অনেক রকম সুন্দর সুন্দর যথা "বন্দে মাতরম্" "সুখে থাক ইত্যাদি লেখা ব্রোচ প্রস্তুত আছে। আমরা সকল রকম ক্লক, টাইম্‌পিস, সোনা রূপার পকেট ঘড়ি ও চশমা আমদানী করিয়া অতি অল্প লাভে বিক্রয় করিতেছি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

ডাক্তার চৌধুরীর

সর্ব্ব প্রকার চক্ষু রোগের মহৌষধ।

আইরিণ।

চক্ষু পীড়িত কিনা এই ঔষধ এক ফোটা চক্ষে দিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যদি ঔষধ চক্ষে ধরে, তবেই চক্ষু পীড়িত। না ধরিলেই সুস্থ। এই ঔষধ বারমাস চক্ষে দিলে, চক্ষু ভাল থাকে, চশমার আবশ্যক হয় না। চক্ষু লাল হওয়া, পিচুটী-পড়া, জলপড়া, চুলকান চক্ষু আটিয়া থাকা, বেদনা প্রভৃতি চক্ষের তরুণ পীড়া ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য হয়। ছানি, ফুলি, ঘা, কমদেখা, দূরদৃষ্টি কম হওয়া, রাতকানা প্রভৃতি পুরাতন পীড়া শীঘ্র ভাল হয়। বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়।

এরারুট।

স্বদেশ জাত, বিশুদ্ধ ও টাটকা, শিশু ও রোগীর উত্তম বলকারক পথ্য, মূল্য প্রতি কৌটা তিন আনা।

ডাঃ বি, কে, চৌধুরী এণ্ড সন্স। বাসন্তী ডিস্‌পেন্সারী, হিমাইতপুর, পাবনা।

দেখুন !

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাটার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি; ডি, এন, রায়, এম ডি; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটাই দুঃখ! আমাদের মাদারটিংচার ।৵০; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিসন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25 Abchurch Lane, London. E. C. 4
ENGLAND.
Business established in 1814.

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertake for all British and Continental goods including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc., etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade Discounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Account

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1874)
25, Abchurch Lane, London.

[illegible] মূল্য ৵৹ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥৹ টাকা।

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

[illegible], ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | New Series, June. 1926, | নূতন সংস্করণ। 19.8.26 জুন ১৯২৬। | Vol. 20 No 6,

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। ৬ সংখ্যা। New Series. JUNE 1926. নব পর্য্যায়। জুন ১৯২৬। Vol. XX. No. 6.

আমাদের অবস্থা।

গত হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের জন্য আমরা এবার অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি। "কাজের লোক" পত্র মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে নিউ সরস্বতী প্রেসে ছাপা হয়, কাগজে পাঠকগণ তাহা দেখিয়াছেন। এই মেছুয়া-বাজার, গেঁড়াতলা গুণ্ডাগণের আবাসভূমি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। এই হাঙ্গামার সময় দুর্ব্বৃত্তগণ ছাপাখানার বাড়ীতে এত অত্যাচার করিয়াছিল যে প্রেস চলা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। প্রেসের লোকজন ৩ দিন দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া অনাহারে কাটাইয়া ছিল, দুর্ব্বৃত্তগণ সেই বাড়ীর ইলেক্‌ট্রিক তার কাটিয়া অগ্নি সংযোগের আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় পুলিশ আসিয়া পড়ায় কোনরূপে রক্ষা পায়। পুলিসের আগমনে প্রেসের মধ্যস্থ বুভুক্ষু ভয়াতুর কর্ম্মচারীগণ বাহির হইতে পায় এবং প্রেস বন্ধ করিয়া প্রাণ লইয়া যে যাহার আপনার দেশে পলাইয়া যায়। এই সময় মার্চ্চ এপ্রিল এবং মে মাসের ফর্ম্মাগুলি কোনরূপে বাহির করিয়া দপ্তরী বাড়ী বান্ধিতে পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু হাঙ্গামা এত এত গুরুতর এবং প্রবল হইয়া উঠে যে দপ্তরী——বেচারী নিরীহ শ্রমজীবি—আপনার সন্তান সন্ততি লইয়া দেশে পলাইয়া যায়। প্রত্যাগমন করিলে ২রা জুলাই আমরা কাগজ গুলি দপ্তরী বাড়ী হইতে উদ্ধার করি। এত বিলম্বের পর আমরা একেবারে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও হতাশ হইয়া মনে করিয়া ছিলাম যে, আর আমরা "কাজের লোক" বোধ হয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

সেইজন্য আমরা নিশ্চেষ্ট এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিলাম। কিন্তু গ্রাহকগণের আগ্রহাতিশয্যে এবং অনুরোধে —বিংশতি বর্ষের প্রাচীন কাগজ খানিকে এ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে বাধ্য হইলাম। সহৃদয় গ্রাহক এবং পাঠকবর্গ আমাদের এই অবস্থা বুঝিয়া ত্রুটী মার্জ্জনা করেন ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। আমাদের অবস্থা যে স্বচ্ছল, তাহা নয়, নানারূপে আমরা আর্থিক এবং মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণের টাকা ভিপি করিয়া আদায় করা হয় নাই। যে সময় টাকা আদায়ের সময়, সেই সময়েই

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া উঠিল। এখনও নানা স্থানেই হাঙ্গামা চলিতেছে।

এই হাঙ্গামার জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যের যে কত ক্ষতি হইয়াছে, এবং হইতেছে, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আছেন, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। জানি না—কতদিনে এই সর্ব্বনাশকারী তাণ্ডব লীলার উপশম হইবে।

মুসলমানগণের মনে যে যাহারা হিন্দু বিদ্বেষ জাগাইয়া পশ্চাতে থাকিয়া এই তাণ্ডব লীলার অভিনয় করিতেছে—তাহারা যে দেশের ভীষণ শত্রু তাহার আর সন্দেহ নাই। এই অরাজকতায় মহা পরাক্রমশালী ইংরাজরাজের গৌরবও মসী মণ্ডিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে অপক্ষপাত বিচার ও দণ্ড দ্বারা উপদ্রব দমিত হওয়া উচিত।

হিন্দু মুসলমান বিবাদ।

হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সহরে ও মফঃস্বলে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে। চিরকালই এই দুই জাতি বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে মিলিয়া মিশিয়া অতি শান্তিতেই জীবনাতিপাত করিয়া আসিতেছিল, অকস্মাৎ কতকগুলি দানবের সংস্পর্শে বাঙ্গলার মুসলমানগণ তাহাদের চিরশান্তিময় জীবনকে অতি ঘৃণিত ভাবে কলুষিত করিয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, ধর্ম্মের নামে এমন অমানুষিক জঘন্য ব্যবহার যে মানুষে করিতে পারে, ইতি পূর্ব্বে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় নাই। মুসলমানের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, সৎ, তাঁহারা বলিতেছেন যে একটী ইন্‌সান অর্থাৎ মানব জীবন মস্‌জিদ অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকট অনেক মূল্যবান। মসজেদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে যাইয়া মানবজীবন হত্যা করা যাহারা গৌরব মনে করে, তাহারা কি প্রকৃতই ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিতে পারে? সুতরাং ধর্ম্মের জন্য যে এই বিবাদ ইহা সত্য নয়। কোন সম্প্রদায়ের কোন ধার্ম্মিক লোক ইহা অনুমোদন করিতে পারেন না।

হজরত মহম্মদের উপদেশ অতি সুন্দর,—ধর্ম্ম সঙ্গত, তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশ গুলির অর্থ যে সাধারণ মুসলমানগণ আদৌ উপলব্ধি করে না, তাহা তাহাদের আচরণ হইতে বোঝা যায়। গীতায়, বাইবেলে, কোরাণে সকল শাস্ত্রের ধর্ম্মোপদেশেই সেই একই কথা, একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা। সম্প্রদায় বিশেষে উপসনায় প্রকার ভেদ করিয়া লইয়াছে বলিয়া অপরের ধর্ম্মের সমস্ত নিন্দনীয়—মার আমার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এই প্রতিপন্ন করিতে যায় কেবল অজ্ঞানে। এমন ধর্ম্মের গৌরব সমাজে মলীন হইয়া যায়—ধর্ম্মে বল প্রয়োগে শ্রদ্ধা আনয়ন করা যায় না। যে অমুসলমান, সে কাফের, অতএব তাহাকে হত্যা কর, এ ঠিক নয়। যে ধর্ম্মে প্রেম নাই, জীবে দয়া নাই, পরস্বাপহরণে ভয় নাই, পর নারীর মর্য্যদা নষ্ট করিতে সঙ্কোচ নাই, সেরূপ ধর্ম্মে অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে আকর্ষণ করিতে পারে না। এটা হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, ক্রিশ্চিয়ান হৌক, বুঝা উচিত।

ধর্ম্মটা হইল হৃদয়ের, ভগবানের প্রেমই ধর্ম্ম, ভগবানের সৃষ্ট তাবত দ্রব্যেই শ্রদ্ধা করার নাম ধর্ম্ম। ভগবানকে ভালবাসি, কিন্তু তাঁহারই সৃষ্ট অপর সম্প্রদায় ভুক্ত নরনারীকে ভালবাসি না—এই কি ঠিক? ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী, তাঁহার নিকট যে যেদিকে পারে, যাইলে তোমার আমার তাহাতে রাগ কেন? আমি আমার ধর্ম্ম লইয়া তাঁহাতে অনুরক্ত থাকিলেই তো হইল। হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, অন্য যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হৌক—আসল ছাড়িয়া ছোবড়া লইয়া কাটা কাটী মারামারী করা কেন? ভণ্ডামিতে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়।

কিন্তু এই যে অনর্থকর হিন্দু মুসলমানে বিবাদ, এ ধর্ম্মের জন্য নয়—এ একটা ঘোর স্বার্থের জন্য, অনেক মুসলমান স্পষ্টই বলে যে আমাদের সমাজ অশিক্ষিত, হিন্দুরা শিক্ষিত ধনী, জোর জবরদাস্তী—যেরূপে পারি ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া লুট তরাজ করিয়া অবশ্যই খাইব। তাহাতে যে বিবাদ বিসম্বাদ হইবে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত বিচার করিবার আবশ্যক নাই। এ এক প্রকার বলশেভিকবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দু মুসলমান একই প্রবল রাজার অধীন। যখন আবশ্যক হইবে, তাহারা উভয় সম্প্রদায়েরই গলা টিপিয়া মারিবে এটা এই পরাধীন জাতির একেবারেই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। হইতে পারে, দুই দিন আগু আর পাছু—ফল কথা—উভয়েরই দশা একই রূপ।

হিন্দু কখনও মুসলমানের ধ্বংস সাধন করিতে পারিবে না এবং মুসলমান ভারতে আগমনের সময় হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে নাই—পারিবেও না। এই দুই

সম্প্রদায়কে একত্রে বসবাস করিতে হইবে ইহা সুনিশ্চিত।

সুতরাং দেশের এবং নিজেদের কল্যাণ চাহিলে ও দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া যে যাহার আপনার ধর্ম্মে আস্থাবান থাক এবং দেশের এই সঙ্কট সময়ে অন্নচিন্তায় আত্মনিয়োগ কর, ইহাই এখনকার যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

উপাসনায় প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, ক্রিশ্চিয়াণের ধর্ম্মমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হয়, মুসলমানের আজান দেওয়া, হিন্দুর বাদ্য বাজনা শাক ঘণ্টা আছে। উদ্দেশ্য ঈশ্বরের উপাসনা। ভাই সকল, তোমরা তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলে ধর্ম্মের সম্মান অপেক্ষা জেদের সম্মানই প্রকট হইয়া উঠে। চিরদিন এমন কি মুসলমান বাদসাহদের আমলেও কখনও সাধারণ রাস্তায় বাদ্য ঘণ্ট বন্ধ হইয়াছে, এমন প্রমাণ কেহ দিতে পারে না। প্রকৃত ঈশ্বরের পুজা হৃদয় মন্দিরে, ধ্যান ধারণায়—সামান্য শব্দে বিচলিত হইলে ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেছি বলিয়া বড়াই করা কোন ধর্ম্মেরই পক্ষে চলে না। যে ঈশ্বরে তন্ময়, বাহ্য শব্দে তাহার উপাসনার ব্যাঘাত হয় না। এ সকল কথা বিবাদ বিসম্বাদের অছিলা মাত্র। এগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ ছোব্ড়া লইয়া টানাটানি করায় কোন ফল নাই।

হিন্দু মুসলমান চায় স্বরাজ। ধর্ম্ম, জাতি ভুলিয়া এই কাম্য বস্তুর জন্য দেশ অনেক সহিয়াছে, অনেক কিছু করিয়াছে। ইংরাজ যদি স্বরাজ দিতে চাহেন, তবে উভয় সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধতার শক্তি দেখিয়া। নচেৎ তাঁহারা চিরকালই তো বলিয়া আসিতেছেন, ভারত এখন স্বরাজ লাভের যোগ্য হয় নাই। যদি আমরা ঘরে গৃহ বিবাদ করিয়া ছন্ন হই, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐ প্রকার বলিবার সুযোগই আমরা দিয়া যাইতেছি। এদেশ আমলাতন্ত্র দ্বারা শাসিত। কোথায় রাজা, রাজ-কর্ম্মচারীগণই এদেশ শাসন করিয়া আসিতেছেন। এ দেশের যাবতীয় সুবিধা তাঁহাদেরই হওয়া স্বাভাবিক। তোমরা স্বরাজ লাভ করিবে, আর তাঁহারা বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া সমুদ্র পারে যে সহজে যাইতে ইচ্ছুক এমনটা মনে করা চলে না। আমাদের ঘর ঠিক থাকিলে তাহারা যোগ্যতা বিচার করিতে পারে অন্ততঃ ইহাই তাঁহাদের অভিব্যক্তি। সেইজন্য অন্ততঃ দেশের মুখ পানে তাকাইয়া আমাদের ঘরে ঘরে বিবাদ করা উচিত নয়। এই কথা দেশের সম্মানিত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অশিক্ষিত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য মূর্খ দিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। জন্মাবধি মাতৃভূমি হিন্দু মুসলমান ক্রিশিয়ানকে বুকে স্থান দিয়া, আহার দিয়া পালন করে, তারপর মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান, বিবেক এই সকল গজাইতে পায়, তাহা হইলে জন্মভূমির কল্যানই আগে। সুতরাং অনর্থক ধর্ম্মের গোঁড়ামী লইয়া রক্তপাত প্রাণহানী করা বিবেক বুদ্ধি বিশিষ্ট—জীবের পক্ষে করনীয় কাজ নয়। হিন্দুরা কখনও মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ভাবপোষণ করে না। পল্লীগ্রামে অনেক মুসলমান আছেন, যাঁহাদের সঙ্গে হিন্দুদের খুবই ঘনিষ্ঠতা, এবং কোন হিন্দু অপেক্ষা সম্মানে তাঁহারা কম নন্।

এদেশের অনেক ভুঁইভোড় নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিম্নশ্রেণীর লোককে উত্তেজিত করিয়া রাজ সরকারে ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চায়। এমন লোক হিন্দুর সমাজেও আছে, মুসলমানের সমাজেও আছে। অজ্ঞ লোকগণ ইহা-দিগকে মুরুব্বী মনে করে, তাহাদের কথায় মাথা দেয়, যায় সেই, কিন্তু আর একজন রাজমন্ত্রী হয়। সুতরাং কাহারও কথায় উত্তেজিত হইয়া অসৎকর্ম্ম করিতে নাই।

এ ধর্ম্মের বিবাদ নয়, ধার্ম্মিক যাহারা তাহারা ক্ষমাশীল, মহৎ, ধীর সমুদ্রের মত স্থির। তাহারা উত্তেজিত হয় না। নরহত্যাকে খেলা মনে করে না—ক্ষনিকের সুখের জন্য পরস্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতে অগ্রসর হয় না। তাই বলি, এ বিবাদ ধর্ম্মের নয়। শুদ্ধ টিকি নাড়িয়া আর বার কতক উঠাবসা করিয়া নমাজ করিলেই ধর্ম্ম হয় না, সে ঈশ্বরের উপাসনা নয়, সয়তানের উপাসনা। সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ট ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম উদার বিশ্ব প্রেমের উপর স্থাপিত।

মুসলমান সম্প্রদায়ের এমন অনেকগুলি কাজ, যাহা শুনিয়া সভ্য জগত লজ্জায় মাথা হেট করিতে থাকে। চরিত্রবল এবং সামাজিক উন্নতির জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের চেষ্টাই মুখ্য হওয়া উচিত। মহম্মদের চরিত্র এবং উপদেশ পাঠ করিয়া আমরা দেখিয়াছি। তিনি চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনের জন্যই অধিক বলিয়াছেন। সে উপদেশ ভুলিয়া দানববৃত্তি অবলম্বন করত তাঁহার ধর্ম্মের অপমাননা করা কোন মুসলমানেই কর্ত্তব্য নহে। শান্ত হও, মানুষ হও—মহৎ হও।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বর্ত্তমান সমস্যা।

লেখক ডাঃ বি, কে চৌধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জীবিকা সমস্যার জন্য শিক্ষা ও অধ্যবসায় নিতান্ত প্রয়োজন। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সেরূপ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া ও শিক্ষার প্রয়োজন। ইউনিভারসিটি হইতে যেরূপ শিক্ষা লইয়া আমাদের সন্তানগণ বাহির হইতেছেন, তদ্বারা কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। সেরূপ শিক্ষায় বিলাসিতা বাড়িয়া যাইতেছে, জীবিকা সমস্যা সংকট হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে, স্বদেশ হিতৈষীগণ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহারা রাজপুরুষদিগের শরণাপন্ন হইয়া রাজবিধান প্রণয়ণের জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। অবৈতনিক প্রাইমারি শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টাও হইতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি তজ্জন্য কিছু কিছু অগ্রসরও হইয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, একটী কৃষক বা দোকানদার যদি তাঁহার একটী ছেলেকে লেখাপড়া শিখিতে দেয়, তবে তাহার পিছনে নিয়ত অর্থব্যয় করিতে হয়, তাহার জুতা, মোজা, জামা ছাতা চাই, কাগজ, কলম, পুস্তক চাই, স্কুলের বেতন চাই, এরপর ফুট্‌বল, ও অন্যান্য চাঁদা দিতে হয়, তবে সে ছেলের বর্ণজ্ঞান হয়, কিন্তু সে কোন কাজেই লাগে না। সে রৌদ্রে যাইতে পারে না, মোটা ভাত খাইতে পারে না, গৃহকার্য্য করিতে পারে না, ফলে সে সংসারের কোন কাজেই লাগে না, উপরন্তু তাঁহার বিলাসিতার খরচ যোগাইতে সর্ব্বশান্ত হইতে হয়। পরিশেষে সে তাহার কৃষক পিতার পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে!

আমাদের দেশের শতকরা নিরনব্বই জন ক, খ, পড়িতে পারে না সুতরাং তাহারা অশিক্ষিত। এই যে একটা সাড়া পড়িয়াছে, একথা কখনই সত্য নহে। আমাদের দেশে কখনই কোনকালেই বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে শিক্ষার এরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল না। অতি প্রাচীন কালে, যে কালে জ্ঞান গরিমার কথায় আধুনিক উচ্চ শিক্ষিতগণও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, সেকালে এদেশে লিপির প্রচার হইয়াছিল না, কিন্তু শ্রুতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গুরুপরম্পরা মুখে শিষ্যপরম্পরা শ্রেষ্ঠতম বিদ্যা শুনিয়া শিখিতেন। লিপির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেও একাল পর্য্যন্তও আমাদের দেশের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য এই শ্রুতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। লিপি স্মারক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত। মূল শিক্ষা গুরু মুখেই শিক্ষা হইত। মানুষের মুখে যে সত্য প্রচারিত হয়, তার একটা সজীবতা আছে। পুস্তকের শিক্ষায় সেরূপ সজীবতা থাকা সম্ভব নহে। সেকালে বা এখনও পল্লী প্রাঙ্গনে, কথকের কথকতায়, কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তনে, কবিগানে, পুরানাদি পাঠে সাক্ষাৎ ভাবে জন সাধারণের মধ্যে যে শিক্ষা ও আমোদ প্রদান করিত, তাহাতে আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞান অভাবেও সৎশিক্ষার অভাব হয় নাই। এতদ্ব্যতিত কামারের ছেলে ছেলে কামার, কুমারের ছেলে কুমার, মিস্ত্রির ছেলে মিস্ত্রি, কয়েল, দালান, প্রভৃতির কার্য্য কেহই পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করে নাই, সকলেই বংশ পরম্পরা দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে যাহার মস্তিষ্ক ভাল, সে ভাল কাজ করিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে। কিন্তু ইহারা নিরক্ষর সুতরাং আমাদের দেশের সাধারণ লোকের শিক্ষাকে যে অন্যদেশের পড়া বিদ্যা অপেক্ষা কম একথা স্বীকার করা যায় না। মোট কথা এই বর্ণ, পরিচয়েই যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বের লোকের বা এখনকারও পল্লীবাসীর যে বর্ণ পরিচয় নাই বলিয়া তাঁহারা অশিক্ষিত একথা কিছুতেই বলা যায় না।

বর্ত্তমান সময়েও সেইরূপ শিক্ষাই থাকুক একথা আমরা বলি না। সে শিক্ষাকে ছাড়িয়া নহে, তাহাকে লইয়া তাহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া, তাহারই স্বাভাবিক প্রসারণের দ্বারা, বর্ণ জ্ঞানের সহিত বা শ্রুতির সহিত নূতন শিক্ষা ও শিক্ষতব্য বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করিলে তবে বর্ত্তমানে পূর্ণ শিক্ষালাভ হইবে। এবং যাহার বর্ণ জ্ঞান নাই সে অশিক্ষিত ও যাহারা বর্ণ পরিচয় করিয়াছে তাহারা শিক্ষিত এই ভ্রান্তি দূর করিয়া উভয় শিক্ষাকে যুক্ত করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যা দূরীভূত করা কর্ত্তব্য। তবেই আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা সকলের সমাধান হইবে।

ডাঃ শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী।

বর্দ্ধমানের মহারাজার চিঠি।

বর্দ্ধমানের মহারাজা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের অবশ্যম্ভাবী ফল কি দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিয়াই ১৯২৫—৮ই ডিসেম্বর হইতে রাজবাড়ীর মিছিল বাদ্য মস্‌জিদ সম্মুখে থামাইবার আদেশ দেন। বর্ত্তমান মসজিদ ও বাদ্য বিতর্কে মহারাজাকে নজীর করিতে চাহিলে মহারাজা হাজী গজনবী সাহেবকে লিখিয়াছেন—ব্যক্তিগতভাবে আমি যে আদেশেই দেই না কেন—আমি যে হিন্দুদের সব সময়ে সব অবস্থায় মসজিদের কাছে বাজনা থামাইবার পরামর্শ দিব বা এই নিয়ম প্রচলনে সহায়তা করিব, ইহা কল্পনায়ও আনিবেন না। মুসলমানের এ দাবী অতি অল্পদিনের ও অতি অসঙ্গত, উদার হৃদয় মুসলমানমাত্রেই এ কথা স্মরণ করিবেন। এ বিষয়ে আপনি ও আপনার বন্ধুদের প্রচেষ্টা অযৌক্তিক। এ ভাবের কলহে দুই সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিদেশী আমলাতন্ত্রই ইহাতে লাভবান হইতেছে। এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া ঝগড়া করিয়া আমরা জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হইতেছি।

INFORMATIONS.
Worth Knowing.
অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।
আত্মরক্ষার বিধি।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৯৬ ধারা হইতে ১০৬ ধারা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার অধিকার (Right of Private Defence) বিবৃত করা হইয়াছে :—

আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগের জন্য যে কোন কার্য্য করা হইবে, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিম্নলিখিতরূপ আত্মরক্ষার অধিকার আছে :—

প্রথম—তাহার নিজের বা অন্য কাহারও প্রাণ বা শরীরের প্রতি যদি কেহ কোনরূপ অপরাধ করে বা করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়—যদি তাহার নিজের বা অন্যের কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির প্রতি যদি কেহ চুরি ডাকাতি, নষ্টামি বা অবৈধ প্রবেশ প্রভৃতি অপরাধ করে বা করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে।

নিজের বা অন্যের শরীর বা প্রাণ রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থায়, আততায়ীর প্রাণ-নাশ বা তাহার অন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) আততায়ী কর্ত্তৃক যেরূপ আক্রমণের ফলে প্রাণনাশ হইবার আশঙ্কা আছে ;

(২) যাহার ফলে গুরুতররূপে আহত হইবার আশঙ্কা আছে ;

(৩) স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার জন্য আক্রমণ ;

(৫) স্ত্রীলোক, বালক প্রভৃতিকে অপহরণ বা জোর করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য আক্রমণ ;

(৬) কাহাকেও অবৈধভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য আক্রমণ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ নাশ ভিন্ন আততায়ীর অন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে।

নিজের বা অন্যের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত অবস্থায় আততায়ীর প্রাণনাশ বা তাহার অন্য কোন ঐরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে :—

(১) ডাকাতি ; (২) অন্যের গৃহ-প্রবেশ করিয়া চুরি ; (৩) লোকের বাড়ী, ছাউনী, জাহাজ প্রভৃতি আবাসস্থানে আগুন দিয়া পোড়ান ; (৪) এমন ভাবে চুরি, নষ্টামি বা অবৈধভাবে গৃহ প্রবেশ যাহাতে মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে আত্মরক্ষা না করিলে প্রাণহানি বা অন্য কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্যস্থলে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ নাশ ভিন্ন আততায়ীর অন্য কোনরূপ ক্ষতি করা যাইতে পারে।

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, দেবস্থান, মন্দির দেববিগ্রহ প্রভৃতি রক্ষার জন্য আততায়ীর প্রতি এই বিধি অনুসারে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে হয়, এবং তাহা করিতে যাইয়া নির্দ্দোষির ক্ষতি করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, তবে আইনে তাহাও করিবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে (১০৬ ধারা)

ইহাই আত্মরক্ষার অধিকারের সাধারণ বিধি, তবে ইহার মধ্যে কতকগুলি নিষেধ সর্ত্তও আছে। (১) যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী তাহার কর্ত্তব্য পালনের জন্য কোন কার্য্য করেন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে না (২) যদি আততায়ীর আক্রমণের বিরুদ্ধে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ত্তাদের

(অর্থাৎ পুলিশ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির) সাহায্য লাভের যথেষ্ট সময় থাকে, তবে সেখানে আত্মরক্ষার অধিকার জন্য যতটুকু বলপ্রয়োগ প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই আইনতঃ করা যাইতে পারিবে।

প্রজাস্বত্ব আইন।

যে প্রজাস্বত্ব আইনের জন্য সমগ্র দেশ গত বৎসর উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন প্রস্তাব সেদিন কাউন্সিলে বাতিল হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রজাস্বত্ব আইন সিলেক্ট কমিটির হস্তে গিয়াছিল। কমিটির মেম্বরগণ তাহার মধ্যে এত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, যে সেরূপ আইন গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে পারেন না। পুনরায় সংশোধন করিয়া কাউন্সিলে পেশ করিতে করিতে এদিকে কাউন্সিলের পরমায়ু শেষ হয়। সুতরাং এ যাত্রা ইহা বাতিল হইয়া গেল। তবে পুনরায় এক সময়ে আবার কাঁচিয়া গণ্ডুষ করিবারও কথা আছে।

যাহা হউক, কিছুদিনের জন্য লোকে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে।

যুক্ত-প্রদেশে বয়ন শিল্প।

যুক্ত প্রদেশের ১৯২৪।২৫ সালের বয়ন শিল্পের বাৎসরিক বিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। যে বিদেশী বস্ত্র দিন দিন অধিকতর আমদানী হওয়ায় এবং সুতার মূল্য দিন দিন বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁতিদিগের বস্ত্র বয়নে লাভ কম হইতেছে এবং সেজন্য উৎপন্নও হইতেছে কম। তাঁতে বয়ন করিয়া যাহারা জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাওয়া আংশিক ভাবে—কিন্তু পুরা তাহার জন্য নহে—বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগীতার জন্য ঘটিয়াছে। ১৯০১ সালে বস্ত্র বয়ন করিতে ২৪৭৮৭৩ জন, ১৯১১ সালে ৮৫৩১৩৩ জন এবং ১৯২৬ সালে তৎস্থানে ৭৩১৮১৩ জন নিযুক্ত ছিল। যদি মিলে তৈয়ারী বস্ত্র গৃহশিল্প নষ্ট করিতে পারিত, তবে তাহা অতি দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারিত। ভারতীয় বয়ন শিল্প ইউরোপের সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যাহা কলে প্রস্তুত বস্ত্র দ্বারা নষ্ট হয় নাই। তাঁতিগণ মিলের সূক্ষ্ম সুতার সহিত যে কেবল প্রতিযোগীতা করিতে পারে, তাহা নহে কিন্তু মোটা সুতার অধিক পরিমাণে বস্ত্রও বয়ন করিয়া প্রতিযোগীতা করিতে পারে। মধ্যম রকমের মোটা সুতার বস্ত্র বয়নের সহিতই হস্ত চালিত তাঁতের বস্ত্র প্রতিযোগীতা করিতে সমর্থ নহে। মিলের বস্ত্র ও তাঁতের বস্ত্রের মূল্যের তারতম্য অধিক নহে। তবে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্র মিলের বস্ত্রের সহিত কেন প্রতিযোগীতা করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই যে, মিলের বস্ত্র বিক্রয় করিবার যেরূপ ব্যবস্থা ও সুবন্দোবস্ত আছে, তাহা তাঁতের বস্ত্রে নাই। শিল্প ব্যবসায়ে বিক্রয়ের বন্দোবস্তই শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা। তাঁতে ধার করিয়া সুতা ক্রয় করে, তজ্জন্য তাহাকে অধিক মূল্য দিতে হয়, ইহা প্রায় শতকরা ২৫ ভাগও হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া যাহারা তাঁতির কাপড় বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহারাও তাঁতির রক্ত শোষণ করে। তাহার ফলে তাঁতের কাপড় মিলের কাপড় অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। আলমোড়া, গাড়ওয়াল ও ডেরাডুনে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা যুক্ত প্রদেশের প্রায় শতকরা ২ ভাগ সরবরাহ হয়।

বিহার ও উড়িষ্যার তাঁতিগণ উক্ত প্রদেশের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বস্ত্র বয়ন করে। তাঁতের বস্ত্রশিল্প সহজে নষ্ট হইবার নহে এবং উহার বিস্তারও সম্ভব। এই শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে আধুনিক উপায়ে কি প্রকারে বয়ন করা যায়, তাহা শিক্ষা দেওয়াই বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজন হইয়াছে। সেই জন্য গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ যতগুলি সম্ভব, ততগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত বয়ন স্কুল খুলিতে চাহেন। যে সকল তাঁতি উপযুক্ত মূল্যে সুতা ক্রয় করিতে পায় না, তাহাদিগকে সুতা সরবরাহ করা প্রয়োজন। তৃতীয় প্রয়োজন তাঁতের বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। সেইজন্য তাঁতিদিগের সমবায়কে সাহায্য করিবার জন্য লক্ষ্ণৌতে এক দোকান খোলা হইবে, উক্ত দোকান তথাকার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে স্থাপিত হইবে। এই দোকান হইতে শুষ্ম যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে এবং সতরঞ্চিও ক্রয় করা হইয়াছে।

কৃষি কমিশন।

ভারতবাসীর স্কন্ধে আর আর একটা গুরুভার কমিশনের বোঝা চাপাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ২০শে জানুয়ারী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ,—ভারত-সম্রাট ভারতের জন্য এক রাজকীয় কৃষি কমিশন বসাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। এই কমিশনে

কে কে থাকিবেন, তাহাও গত ৩১শে মার্চ্চের ঘোষণায় প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনের সভাপতি হইয়াছেন,—লর্ড লিনলিথগো। সদস্য হইয়াছেন,—মিঃ হারবার্ট ক্যালভার্ট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথগাঙ্গুলী, ডাক্তার লোধি করিম হাইদার, শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সীতারাম কামাত, স্যার হেনরি ষ্টেভলি লরেন্স, স্যার জেমস্ ম্যাক্‌কেনা, স্যার টমাস্ মিডলটন, রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণ দেবগারু এবং রায় বাহাদুর স্যার গঙ্গারাম। সদস্য মোট নয় জন; তাহার মধ্যে চারিজন শ্বেতাঙ্গ; বাকী পাঁচজন ভারতবাসী, ইহার ভিতর বাঙ্গালী এক জন। সভাপতিকে ধরিলে শ্বেতাঙ্গ ৫ জন ভারতবাসীও ৫জন সভাপতি, লর্ড লিনলিথগো ১৯২২হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত বিলাতে নৌবিভাগের সিবিল গার্ড ছিলেন, রাজনৈতিক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতির কথা শুনা যায়। কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা কতখানি আছে, তাহা কমিশনের কাজ শেষ না হইলে বুঝা কঠিন। সদস্যদের মধ্যে মিঃ হ্যবার্ট ক্যালভার্ট সিবিলিয়ান। তিনি এখন পঞ্জাবের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি সমূহের রেজিষ্ট্রার। এই ক্যালভার্ট সাহেব কৃষি সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতির প্রফেসর। তিনি আমেরিকায় কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন; তাহার পর রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব ভারতী সংস্রবে বীরভূম অঞ্চলে কিছু কাজও করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ডাক্তার লোধিকরিম হাইদার আলিগড়ের মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর। শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ সীতারাম কামত সওদাগর এবং কণ্ট্রাক্টর। তিনি ১৯২৩ সালে কেনিয়া ডেপুটেশনের সদস্য ছিলেন। স্যার হেনরী ষ্টেভলি লরেন্স এখন বোম্বাই প্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর। তিনি একজন পাকা সিবিলিয়ান। স্যার জেমস্ ম্যাক্‌কেনা ব্রহ্মদেশের সিবিলিয়ান। তিনি পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিষয়ক পরামর্শদাতা ছিলেন। ভারতের কৃষিসম্বন্ধে তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। স্যার টমাস্ মিডলটন বরোদা কলেজে কৃষির প্রফেসার ছিলেন। মাদ্রাজ পারলাকিমণ্ডীর রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গজপতি নারায়ণদেব গারু তাঁহার নিজের জমিদারীর ভিতর আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। রায় বাহাদুর স্যার গঙ্গারাম পঞ্জাবের একজন প্রবীন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি পূর্ব্বে সরকারী চাকুরী করিতেন। তাহার পর চাকুরী হইতে অবসর লইয়া কিছু দিন পাতিয়ালা দরবারে কাজ করেন। ১৯২১ সালে তিনি দিল্লী দরবার সম্পর্কে কন্‌সালটিং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিয়াছিলেন। সভাপতি ও সদস্যগণের সকল গুণের কথাই বলা হইল।

যাঁহারা কোন পুরুষে কৃষক নহেন, তাঁহারাই ইহার কর্ত্তা! ভারতের কৃষির বর্ত্তমান অবস্থা ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কমিশন তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবেন এবং কি করিলে এদেশের কৃষক সাধারণের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সুপারিস্ করিবেন।

কিন্তু এই চেষ্টা কি ভারতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া? উদারনীতির বশবর্ত্তী হইয়া? কমিটি কি কি বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন, তাহার তালিকা দেখিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে।

(১) কেমন করিয়া নূতন নূতন শস্য অথবা সে শস্য এখানে জন্মিতেছে না তাহা নূতন প্রণালীতে এদেশে উৎপন্ন করিতে পারা যাইবে তাহার ব্যবস্থা এবং কেমন করিয়া চাষের প্রয়োজনীয় পশ্বাদি বৃদ্ধি করা যায় তাহার ব্যবস্থা।

(২) কৃষি জাত দ্রব্য সকল কেমন করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত হইবে এবং উহা কেমন করিয়া আরও ভাল ভাবে এদেশ ওদেশে চলাচল করিতে পারিবে তাহার ব্যবস্থা করা।

(৩) যুবকগণকে কৃষি কার্য্যের জন্য টাকা দিয়া সাহায্য করা এবং ধারে টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা।

(৪) কৃষকগণের উন্নতির বা পল্লীগ্রামের উন্নতির পরিপন্থী যে সকল বিষয় রহিয়াছে তাহার নির্ণয় করা।

মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষের উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া আর এত অর্থ আসিতেছে না, যাহাতে বিলাতের শিল্প জাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং অধিক শস্য উৎপন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার প্রধান উপায় হইবে কলের লাঙ্গলের চাষ। তাহাতে চাষে ফসলও জন্মাইবে বেশী এবং বিদেশ শিল্পজাত কলের লাঙ্গলও যথেষ্ট এদেশে বিক্রয় হইবে। শস্য অধিক জন্মাইলে তাহা বিক্রয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে হাট বাজারের ব্যবস্থা হইবে- এবং যাহাতে সেখান হইতে রেলে চড়িয়া শীঘ্র শীঘ্র সমুদ্র

তীরে আসিয়া পড়ে, তাহারও ব্যবস্থা হইবে। তাহা হইলে বিদেশ শিল্পজাত দ্রব্য কিনিবার জন্য যে শস্য বিক্রীত হইবে, তাহা বিদেশে যাইবার পক্ষে আর কোনও বাধা হইবে না। কৃষকগণ কলের লাঙ্গল বা বিদেশজাত অন্য কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত দ্রব্যাদি কিনিবার টাকা কোথা পাইবে? সুতরাং টাকা ধার দিবে বিদেশের মহাজনেরা। অতএব টাকার সুদটাও তাহারাই পাইবে। সুতরাং এই তিনের সমন্বয় হইলেই পল্লীবাসীর অবস্থা খুবই উন্নত হইবে। তাহার জন্য আর কিছু করিতে হইবে না। বিলাতের ধনীরা টাকা লইয়া এ দেশের কৃষকগণকে দিয়া চাষ করাইয়া লইয়া চাষের উৎপন্ন শস্য লইয়া চলিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে যে সকল কৃষক আজও নিজের জমী চাষ করিতেছে, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে কুলী হইতে হইবে। কৃষি কমিশনের ফল ভারতবাসীর ললাটে এই ভাবে লিখিত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এডুকেশন গেঃ।

How to Extinguish Fire.

অগ্নিভয় এবং তন্নিবারণের উপায়।

সহরের কোন গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহা দমকল আসিয়া প্রায়ই সহজেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। কিন্তু পল্লীগ্রামের খড়ের ঘরে ও গাদায় আগুন লাগিলে সহজে তাহা নির্ব্বাণ করা যায় না, অতি সত্বর অগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া যাইয়া সমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সুতরাং কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক উপায় জানিয়া রাখিলে এই সর্ব্বনাশকারী অগ্নিভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

অগ্নি নির্ব্বানের অনেক উপায় থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণও একটা উপায়। এই রাসায়নিক দ্রব্য তরল এবং গুড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। গুড়া অগ্নি নির্ব্বানক রাসায়নিক দ্রব্য সকল সম্ভবতঃ অধিকতর কার্য্যকারী, তবে তরল অগ্নি নির্ব্বানক দ্রব্য আশু ব্যবহার করিতে সুবিধা জনক, অগ্নি নির্ব্বানক নানা প্রকার কলও আজকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের বেঙ্গল কেমিক্যাল কোং এক প্রকার কল বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা অনেক আফিসের দ্বারে লাগান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল যন্ত্রে Carbon Tetrachloride ই প্রধানত ব্যবহার হইয়া থাকে। (সঞ্জীঃ) ইহার মূল্য কিছু বেশী।

যাহারা অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত রাসায়নিক গুলি সর্ব্বদা গৃহে রাখিতে পারেন। ইহাদের মূল্য তত অধিক নহে।

১। জল ১০০ ভাগ।
Iron Sulphate ৪ ভাগ
Ammonia Sulphate ১৬ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন জার বা বোতলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। কোথাও আগুন ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় ছোট গ্লাস বা পিচকারী দ্বারা ছিটাইয়া দিলে নিশ্চয়ই অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। উপরোক্ত দ্রব্যের ভাগ ওজন হিসাবে দিতে হইবে।

২।	লবণ	৪০০ ভাগ
	ফটকিরি	২০০ ভাগ
	Glaubers Salt	৫০ ”
	Washing Soda	৫০ ”
	জল	২৫০ ”

উপরোক্ত প্রকার প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হয়।

৩। লবণ ২০ ভাগ, নিসাদল ১০ জল ৭০ ভাগ।

প্রণালী। উপরোক্ত। দ্রব্য গুলি সহজেই জলে দ্রব হইয়া যায়।

গুড়া অগ্নি নির্ব্বানক দ্রব্য।

১।	ফট্‌কিরি চুর্ণ	২৫ ভাগ
	নিশাদল	৫০ ভাগ
	Iron Sulphate ৫ ভাগ	

খুব সুক্ষ্ম ভাবে চুর্ণ করিতে হইবে।

২।	সাধারণ লবণ	৬ ভাগ
	নিশাদল	১০ ভাগ
	সোডা বাইকার্ব্ব	৮ ভাগ
৩।	ফট্‌কিরি	৫ ভাগ
	লবণ	৫ ভাগ
	Epeom Salt or Glaubres Sult	৫ ভাগ
	সোডা বাইকার্ব্ব	১০ ভাগ

সাধারণ নিয়ম :—সমস্ত দ্রব্যই ঠিক ওজন হিসাবেই লইতে হইবে। প্রত্যেক জিনিসটী সুক্ষ্ম চুর্ণে পরিণত করিতে হইবে এবং তৎপরে একত্রে মিশ্রিত করিতে হইবে। এই সকল

জিনিসে বায়ু এবং ঠাণ্ডা লাগিলে কার্য্যকারী হয় না। উত্তম এয়ারটাইট বা বায়ুরোধক টীনের মধ্যে পূর্ণ করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। খুব বড় টীনে রাখা উচিত নয়, সহজেই ধরিয়া আগুনের উপর ফেলিবার সুবিধা হয়, ছোট এইরূপ টীনে রাখিতে হইবে।

খড় কুটাতে কেরোসীন দিয়া জ্বালাইয়া তাহাতে উপরোক্ত গুড়া ফেলিয়া দেখিতে হইবে, জিনিসটা ঠিক হইয়াছে কিনা, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে। গুড়া বা তরল উভয় প্রকার দ্রব্যই টীনের মধ্যে রাখিয়া ঘরের উচ্চ স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়, যেন বিপদের সময় সহজেই সকলের নজর পড়ে এবং ব্যবহার করা যায়।

টীনের ডালায় একটা আংটা করিয়া একটা হুকে ঝুলাইয়া রাখিলে ভাল হয় বিপদের সময় টীনটা ধরিয়া টানিলেই ডালাটা হুকে লাগিয়া থাকে এবং টীনের ভিতরের জিনিসটা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে বিলম্ব হয়। এইরূপ করিলে অতি তৎপরতার সহিত কাজ হইতে পারে।

ছেলে মেয়েদের কাপড় চোপড় অদাহ্য করিয়া দিলে সহজে তাহাতে আগুন লাগিতে পারে না। তাহার উপায়:—

Ammonia Sulp. বিশুদ্ধ	১৪ ভাগ
বোরাসিক এসিড্	১৬ ভাগ
সোহাগা	৩ ভাগ
শিরিসের জল	১০ ভাগ
ফট্‌কিরি	১০ ভাগ
জল	১০০ ভাগ

উত্তমরূপে মিশাইয়া ইহাতে কাপড় চোপড় চুবাইয়া ২।৩ দিন রাখিয়া তাহার পর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়, ইহাতে সহজে আগুন ধরিতে পারে না।

Home Industry.

কিছু গৃহ-শিল্প

—:*:—

CHINEES METHOD OF WATER-PROOFING CLOTH.

কাপড়কে ওয়াটার-প্রুফ করিবার চিনাদের নিয়ম।

কথিত আছে যে, চীনেরা শক্ত মসৃণ নানাপ্রকার কাপড় প্রস্তুত করিতে পারে। ইহারা যে উপায়ে কাপড়কে জলসহনশীল করিয়া থাকে, তাহা কাপড়ের পক্ষে আদৌ অনিষ্টকারক নয় অথচ উপায় সহজ।

প্রণালী।

সাদা মোম্	আধ আউন্স
স্পিরিট অফ্ টারপেনটাইন	১ পাইট

স্পিরিটে মোম দিলে তাহা অবশ্যই গলিয়া যাইবে। ঐ হিসাবে কিছু পরিমাণে অধিক করিয়া যে কাপড়খানিকে ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহাতে ডুবাইয়া একটু পরেই তুলিয়া লইয়া খোলা বাতাসে ঝুলাইয়া টাঙ্গাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই হইল। চীনেরা এই উপায়ে কাপড়কে জলসহনশীল করিয়া লয়। ইহা আদৌ জল গ্রহণ করে না, পদ্ধতিও সহজ।

বিলাতি পদ্ধতি।

এখানে বিলাতি পদ্ধতিও বলা ভাল। যে কাপড়কে ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহা প্রথমে কড়া তরল সাবানের জলে চুবাইয়া লইয়া নিংড়াইয়া অতিরিক্ত সলুইশনটাকে বাহির করিয়া দিয়া তাহার পর কয়েক ঘণ্টা নিম্নলিখিত সলুইশনে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। যথা:—

(Strong Aqueous Solution of Sulphate or Acetate of Alumina or Acetate of lead.) সলফেট্ অথবা এসিটেট্ অফ্ আলুমিনা অথবা আসিটেট্ অফ লেড্—এই সলুইসনে ডুবাইয়া কয়েক ঘণ্টা রাখার পর নিংড়াইয়া অতিরিক্ত সলুইসন বাহির করিয়া দিয়া, খুব তাড়াতাড়ি নয়, আস্তে আস্তে হাওয়ায় শুকাইয়া লইতে হইবে।

Decorators assistant.

গঁদ প্রস্তুত প্রণালী

নূতন পদ্ধতি।

উৎকৃষ্ট আরবী গঁদ	১ পাউণ্ড
জল	৩ পাইট

বেশ গলিয়া যাইলে ইহা একটা সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ফেল, কুটা কাটা থাকিলে তাহা ছাঁকিলে গঁদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না।

তাহার পর ইহাতে ১ টেবেল স্পুন গ্লিসিরীণ মিশাও এবং ২ আউন্স মধু মিশাইয়া পুনরায় ফ্লানেল কাপড়ে ছাঁকিয়া লও।

গ্লিসিরিণ দিলে যে কাগজে গঁদ দেওয়া যায়, তাহা শুষ্ক হইলে ফাটে না বা কোঁকড়াইয়া যায় না।

এই গঁদ তুলি অপেক্ষা স্পঞ্জ দ্বারা লাগানই সুবিধাজনক। যদি গঁদকে অধিক দিন রাখার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহাতে Oil of Cloves লবঙ্গের তৈল মিশাইয়া দিলে ইহার জোর (Strength) বহুদিন থাকে এবং শীঘ্র পচিয়া যায় না।

Mail order Business
OR
Shopping by Post.
ডাকে কেনা বেচা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এখন মনে করে নেয়া গেল যে, তোমার আফিস সরঞ্জাম তুমি সমস্ত ঠিক করে নিয়ে তুমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছ। এখন কোন্ কোন্ জিনিস প্রধানতঃ মেল অর্ডার কাজের উপযোগী, কেমন করে এই বার আসল কাজে নামতে হবে তাই বল্‌ব। যে সকল জিনিসের দাম কম, অথচ চিত্তাকর্ষক অথচ আবশ্যকীয়, সেইরূপ জিনিস বাজারে ভাল ভাল মনিহারির দোকানে যেয়ে মনে মনে পছন্দ কর্ত্তে হবে। এইরূপ পছন্দ করায় বেশ বিবেচনা এবং ভবিষ্যৎ ভেবে নেবার দরকার আছে। নইলে হতাশ হতে হবে।

ভাল ভাল অল্প দামের ঘড়ী, টেকনিক্যাল বই, রুমাল, মেকানিক্যাল টয় বা খেলনা পেটেণ্ট ওষুধ, এসেন্স, সাবান প্রভৃতি জিনিস যা সহজে ডাকে যেতে পারে, বেশী ভারী না হয়, এমন সব জিনিস বাছাই কর্ত্তে হয়। আবার সেটা যেন প্রচুর পাওয়া যায়।

তারপর সেই সব জিনিসের অবিকল বর্ণনা করে অতি সরল ভাষায় বিজ্ঞাপন লিখ্‌তে হবে। যে বিজ্ঞাপনে ক্রেতার কোন pointএ বা বিষয়ে যেন কোন সংশয় না হতে পারে। জিনিসের পোষ্টেজ সমেত দাম, এমন কি তার ওজন পর্য্যন্ত দিলে আরও ভাল হয়। অন্যান্য দেশে ক্রেতাকে অগ্রিম দাম পাঠিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু এদেশে ভি পি করে দাম আদায় করে লওয়ার প্রথা। অনেক সুবিধে অসুবিধে এই প্রথায় আছে। এখানকার গবর্ণমেণ্ট এখন নিয়ম করেছেন, প্রত্যেক পার্শ্বেল রেজষ্ট্রী কর্ত্তে হয়। এ দেশের অনেক অসৎ স্বভাবের লোক আছে, এরা ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার জন্যে অনর্থকও অর্ডার দেয়, কিন্তু গেলে পোষ্টাফিস হতে ডিলিভারি লয় না, সুতরাং ফেরৎ হয়ে আসে, তাতে রেজষ্ট্রী খরচ পার্শ্বেলের মাসুল প্রভৃতি ক্ষতি হয়ে যায়। এইরূপ অনর্থক পার্শ্বেল যারা ফেরৎ দেয়, তাদের ডাক বিভাগ বা গবর্ণমেণ্ট হতে ব্যবসায়ীর এই ক্ষতির জন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নাই। এখানকার মেল অর্ডার কাজের এই একটা বিষম অন্তরায়। মূল্য অগ্রিম দেওয়ার কথা খুবই ভাল। কিন্তু এদিকে আবার অনেক বদমায়েস ব্যবসাদার আছে, যারা হাতে টাকা পেলে যা তা পাঠিয়ে দিয়ে ক্রেতাকে ঠকাতে ছাড়ে না। এই জন্যে কতকগুলো অসৎ ব্যবসায়ীর উপরেও লোকের অবিশ্বাস দাঁড়িয়ে যায়।

পূর্ব্বে অনেকবার বলেছি, যে মেল অর্ডার কাজে খদ্দেরের সঙ্গে অতি সৎব্যবহার কর্ত্তে হবে, নচেৎ কাজ স্থায়ী হবে না। সকল ব্যবসায়েরই উন্নতির জন্য সৎ ব্যবহারই যে বিশেষ আবশ্যক, তা বলাই বাহুল্য মাত্র।

মনে কর তুমি একটী ঘড়ি বিক্রী কর্‌বার জন্য মনস্থ করেছ, তার সুন্দর বর্ণনা সুন্দর একটী ব্লক দিয়ে তার ডাকমাসুল পার্শ্বেলাদির সমস্ত পড়্‌তা ধরে বিজ্ঞাপন দিলে। জিনিসটীর অর্ডার এল। ঘড়ীটী চালিয়ে দেখলে বেশ সময় রাখ্‌বে তখন তাকে প্যাক করে পাঠিয়ে দিলে। তার দাম এল। সুন্দর কাজ হয়ে গেল। ক্রেতা যদি জিনিস পেয়ে খুস্‌ী হয়ে থাকে, তাহ'লে তোমার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা কর্ব্বে অন্যান্য জিনিষের জন্য আবার অর্ডার দেবে। এই লোকই তার বন্ধুবান্ধবের কাছে তোমার ফারমের জন্যেই তাদিকে অনুরোধ কর্ব্বে। এইরূপেই একটী সন্তুষ্ট খদ্দের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাহলেই দেখ্‌তে হবে, কাজের উন্নতি অবনতিটা তোমার নিজের হাতে, তোমার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। লোক ঠকাতে একাজ কর্ত্তে যেয়ো না।

এখন কথা রহিল যে, কার্য্যকারী মেল অর্ডারের বিজ্ঞাপন কেমন করে লিখ্‌তে হয়। আমরা আগামী বারে সেই কথা বল্‌ব, এবং ২।৪টী আমেরিকান মেল অর্ডারের বিজ্ঞাপনেরও কপি দিয়ে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা কর্ব্বো।

পাট এবং সমবায়।

সমবায়ের উদ্দেশ্য এবং সমবায়ের উপকারিতা সম্বন্ধে "কাজের লোকে" বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে 'কাজের লোকের' পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। পাটের দর বৃদ্ধি হওয়ায় একদল লোক বহু দিন হইতে পাটের অনুরূপ একটা কিছু প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য উদ্ভিদের আঁশা হইতে পাট প্রস্তুতের চেষ্টা হইলেও তাহা ফলবতী হইতে পারে নাই। সম্প্রতি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ নাউজী এবং বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার ফ্রেড্রিক পেটল ভিশিও অন্যান্য বৃক্ষের আঁশা হইতে পাটের আঁশার মত আঁশা বাহির করিবার উপায় নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পাট গাছকে অনেক দিন জলে পচাইয়া তাহার আঁশা বাহির করিতে হয়, শুনিতেছি, উপরোক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের প্রণালীতে মাত্র ২।৩ ঘণ্টায় সে কার্য্য সফল হইবে।

কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হইয়া নীলচাস এদেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, কৃত্রিম গালা প্রস্তুত হইয়া গালার কার্য্যও কমিয়া গিয়াছে, এইবার কৃত্রিম পাট প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলে ইয়োরোপে ভারতের পাটের চাহিদা এবং আদর হয়তো উঠিয়া যাইবে। যাক এখন সে কথা। এখন পাটের দর কেন চড়ে এবং কেন কমে তাহার রহস্যটা এদেশের কৃষকদের কিছু কিছু জানা দরকার। এ সম্বন্ধে সমবায়ের একমাত্র কাগজ "ভাণ্ডার" পত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণের এবং কৃষকগণের অবগতির জন্য আমরা সেই প্রবন্ধটুকুর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এদেশের কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সমবায় ভিন্ন অন্য কোন সহজ উপায় নাই; পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

* * *

পাটের দর কেন চড়ে।

পাটের দর হঠাৎ এরূপ বাড়িয়া যাইবার কয়েকটী কারণের কথা শুনা যাইতেছে। প্রথমতঃ, যত জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল, সেই হিসাবে শতকরা ৮০ ভাগের বেশী পাট জন্মে নাই। এজন্য 'মজুতি' অপেক্ষা 'চাহিদা' বেশী হওয়ায় দাম চড়িয়া গিয়াছে। অর্থনীতিকদিগের এই অকাট্য নিয়মে দাম কিছু চড়িতে পারে কিন্তু ৩।৪ গুণ বাড়িয়া যাওয়ার কারণ কি? আজকাল আর আগেকার মত জিনিষ প্রস্তুত হইয়া হাটে বাজারে আসিলে 'মজুতি' ও 'চাহিদা' অনুসারে দাম স্থির হইয়া ক্রয়-বিক্রয় হয় না। ক্রয় ও বিক্রয় 'আগেই' (Forward) অর্থাৎ জিনিষ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কথাটা একটু হেঁয়ালির মত বোধ হয়। জিনিষ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা বিক্রয়ই বা কিরূপে হয় আর লোকে ক্রয়ই বা কিরূপে করে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হয় তাহাই।

* * *

মনে করুন, একজন চটকলের অধিকারীর আগামী বৎসর ৫০,০০০ মণ পাটের দরকার হইবে। ফসল কিরূপে হয় এবং ফসল হইলে 'মজুতি' ও 'চাহিদা' অনুসারে দাম কত হইবে বা তাহার প্রয়োজন মত সমস্ত পাট বাজারে পাইবে কি না, এই সকল অনিশ্চয়তার মধ্যে সে থাকিতে চায় না; তাই সে বড় বড় দালালদের সহিত চুক্তি করিয়া লয় যে, অমুক তারিখের মধ্যে এত মণ এই রকমের (Quality) পাট দিবে, ও দাম এত হারে পাইবে। যাহারা এইরূপ পূর্ব্ব হইতে চুক্তি (Forward Contract) করে, তাহারা পূর্ব্ব বৎসরের পাটের দামের এবং মজুত মালের পরিমাণের দ্বারাই দাম অনুমান করে। তারপর অবশ্য বিভিন্ন দালালদের প্রতিযোগিতা আছে। সুতরাং দেখা গেল যে, এই সব দালালরা পাট জন্মিবার আগেই তাহা বিক্রয় করিয়া বসিয়া রহিল। কলের অধিকারীদিগেরও পাট ক্রয় সম্পন্ন হইয়া গেল। পাট জন্মিবার পর এই সমস্ত দালালরা পাট কিনিয়া কলের অধিকারীদিগকে দেয় ও এইরূপে তাহাদের চুক্তি পূর্ণ করে। পাট যদি বেশী জন্মে, তবে দাম কমিয়া যায় ও দালালদের লাভ বেশী হয় কিন্তু যদি পাট কম জন্মে তবে সকলেই চেষ্টা করে যে দাম চড়িবার আগেই বাজার অপেক্ষা একটু বেশী দামে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট কিনিয়া লয়; কিন্তু সকলেই চালাক—সকলেই অন্ততঃ যাহাদের অর্থবল বেশী আছে—তাহারা সকলেই এরূপ চেষ্টা করে; ফলে দাম হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়, এবারও তাহাই হইয়াছে। যদি পূর্ব্ব হইতে চুক্তি (Forward Contract) লইবার রীতি না থাকিত, তবে পাটের দাম এত বাড়িত না।

*　　*　　*

যে সমস্ত দালালরা পূর্ব্ব হইতে চুক্তি করিয়াছে কিন্তু পাট সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাহাদিগকে অনেক লোকসান দিতে হইবে। কিন্তু তাহারা ত এই লোকসান আর ঘর হইতে আনিয়া দেয় না! তাহারা অন্য বৎসর যে লাভ করিয়াছে, তাহা তাহাতেই দিবে। কৃষকদিগের নিকট হইতে সস্তা দামে কিনিয়া লইয়া কলের অধিকারীর নিকট অনেক অধিক দামে বিক্রয় করিয়া শুধু এই পাটের ব্যবসায়ে দালালরা কোটী কোটী টাকা লাভ করে। বিগত যুদ্ধের সময় কৃষকেরা পাটের দাম মণ প্রতি ৪।৫ টাকার বেশী পাইত না, কিন্তু কলওয়ালারা ২০৲ টাকার কম মণ কিনিতে পারিত না। অথচ রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে কৃষক পাট উৎপন্ন করিয়া পাইল মাত্র ৫৲ টাকা, আর কোন পরিশ্রম না করিয়া, শুধু মূলধন (ক্যাপিট্যাল) আছে বলিয়া দালালরা পাইল তাহার তিনগুণ বা ১৫৲ টাকা অর্থাৎ লাভের হার হইল শতকরা ৩০০৲ টাকা। কলের অধিকারীরাও ২০৲ টাকা মণ পাট কিনিয়া ১০০৲ টাকা মণ চট বিক্রয় করিয়া শতকরা ৩০০৲ এমন কি ৪০০৲ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে। এরূপ অত্যধিক লাভ করে বলিয়াই দালালরা দৈবাৎ দুই একবার লোকসান দিতে কাতর হয় না। দালালরা যে লাভ করে,তাহা প্রকৃতপক্ষে চাষীদিগেরই প্রাপ্য; এই লাভের অংশে দালালদের কোন অধিকার নাই। কারণ তাহারা উৎপাদনের শ্রমের কোন ভাগই লয় নাই। কিন্তু এক একজন চাষী ১০।১৫ মণ বা খুব বেশী হইলে ১০০ মণ পাট বিক্রয় করে। তাহারা যাইয়া কলের অধিকারীদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পারে না; পারিলেও এরূপ অল্প অল্প করিয়া ক্রয় করা কলের মালিকদিগের পক্ষে সুবিধাও নহে, সম্ভবও নহে। দালালদের অনেক মূলধন আছে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থান হইতে পাট ক্রয় করিয়া লইয়া লক্ষ লক্ষ মণ একত্র করে এবং তাহাদিগের নিকট হইতেই কলের মালিকেরা পাট ক্রয় করে। পাটের চাষীদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাইতে হইলে দালালদের মধ্যবর্ত্তিতার সাহায্য না লইয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে নিজদিকেই পাট বিক্রয় করিতে হইবে। সমিতি এইরূপভাবে বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ করিবেন, তাহা চাষীরাই পাইবে। এইরূপ ভাবে চাষীরা দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য না করিলে তাহাদের ভাগ্যে শুধু হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই হইবে; আর তার ফল ভোগ করিবে চতুর দালালগুলি। এই পরগাছারা যে চাষীদের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিতেছে, ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে চাষীদিগকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। এবং এই চেষ্টার প্রথম ও প্রধান সোপান হইতেছে—দলবদ্ধ হওয়া ও সমবায় সমিতি স্থাপন করা।

সংবাদ বৈচিত্র।

অদ্ভুত খর্জ্জুর বৃক্ষ।

বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান হইতে ঠিক পশ্চিমে ১২ মাইল দূরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে গলসী গ্রাম,গলসীতে রেলওয়ে ষ্টেশনও আছে। এখানে গ্রামের মধ্যে পূর্ব্ব পাড়ায় একটা অদ্ভুত রকমের খর্জ্জুর বৃক্ষ আজ কয়েক মাস ধরিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গাছটী একটী পুকুরের ধারে। ইহার বিশেষত্ব, গাছটী দিনের বেলায় সম্পূর্ণ রূপে মাটীতে শয়ন করিয়া পড়ে, রাত্রি ৮টার পর হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া মধ্য রাত্রিতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইয়া যায়। গাছটী বেশ সুদৃঢ়, অন্ততঃ ১০।১৫ বৎসরের, লম্বায় অন্ততঃ ১০।১২ ফিট উচ্চ। অনেকে মনে করিতেন যে দিনের বেলায় গরমে হয়তো গাছটা শুইয়া পড়ে কিন্তু তাহা নয়, প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার পরেও গাছটী দিবসে শুইয়া পড়ে। বহু দেশ বিদেশের লোক মটর গাড়ী ও রেলে আসিয়া গাছটাকে দেখিয়া যাইতেছেন। সেখানে আরও খেজুর গাছ আছে, তাহাদের এমন হয় না।

পথিক।

(শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র)

—দিদিমা!

—কেন অরু দিদি?

—বড় তেষ্টা পাচ্ছে. একটু জল দাও না!

—জল খেতে যে ডাক্তার বারণ করেছে দিদি!

—ডাক্তার ত' সব খেতেই কারণ করে...কিছু না খেয়ে আমি মরে যাই—এই কি তাদের···ষাট্ ষাট্ বালাই বলিয়া দিদিমা ব্যস্তে উঠিয়া বালিকার মুখে জল ঢালিয়া দিলেন! তৃপ্তিজ্ঞাপক নিশ্বাস ফেলিয়া বালিকা পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সামান্য ক্লান্তিতেও সে হাঁপাইতে লাগিল।

দিদিমা ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বালিকা আবার নড়িয়া উঠিল। তাহার শীর্ণ হাত খানি দিদিমার কোলের উপর রাখিয়া বলিল, "ক'টা বেজেছে দিদিমা?"

"—৬টা বেজেছে!"

"—ওই জানলাটা খুলে দাওনা" বলিয়া অরুণা তাহার শীর্ণ হাতখানি দিদিমার কোল হইতে তুলিয়া লইল।

—দিদিমা জান্‌লা খুলিয়া দিলেন। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ঘরের মেজেতে তাহার রক্ত-পাণ্ডুর আভা লুটাইয়া পড়িল। অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে অরুণা কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল "বড় বাঁশী বাজাতে ইচ্ছা যাচ্ছে দিদিমা!"

দিদিমা করুণ নয়নে বালিকার নিস্প্রভ মুখের দিকে চাহিলেন, পরে মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিলেন "ছিঃ মা, এখন কি বাঁশী বাজাতে আছে? চুপ টি ক'রে একটু শোও, এক্ষুনি ডাক্তার আস্‌বে।

একটু অপ্রসন্ন চিত্তে বালিকা পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে খানিকটা ছুটিয়া আসে, নদীর জলে একটু সাঁতার কাটে, গাছের ডালে বসিয়া একটু বাঁশী বাজায়। কিন্তু তাহার উঠিবার ক্ষমতা নাই, সুদীর্ঘ ৩ মাস রোগ ভোগ করিয়া তাহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, নিশ্বাস টানিতেও সে কষ্ট বোধ করে।

শুইয়া শুইয়া অরুণা তাহার স্বর্গীয়া মাতার তৈলচিত্রখানি দেখিতে লাগিল। শিশিরসিক্ত পদ্মের মত কি সুন্দর পবিত্র মুখখানি! চক্ষু হইতে স্নেহাশীস্ যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। দ্বিধা-বিভিন্ন কেশদামের মধ্যস্থিত সিন্দুর-রেখাটি যেন কোন মঙ্গল প্রদীপের শিখা। রেখা বিহীন ললাটের সিন্দুর বিন্দুটি পদ্মরাগ মণির মত জ্বলিতেছে।

দীর্ঘ ৯ বৎসর পূর্ব্বে অরুণার মাতা যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন সে ৩ বৎসরের বালিকা।

মাতার কথা স্বপ্নের মত তাহার মনে পড়ে। পিতাকে সজ্ঞানে সে কখনও দেখে নাই। জ্ঞান হইবার পর হইতে বৃদ্ধা মাতামহীকেই সে নব নব রূপে পাইয়া আসিয়াছে। পিতা হইয়া পালন করিতে, মাতা হইয়া কোলের ভিতর টানিয়া লইতে, বন্ধু হইয়া সমবেদনা জানাইতে দিদিমাই তাহার একমাত্র আশ্রয়।

মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অরুণা শয্যা পার্শ্বস্থ একখানি ছবির বই উঠাইয়া লইল। যখন তাহার শুইয়া থাকিতে আর ভাল লাগে না, অবসাদে মনও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন সে এই ছবির বইখানি লইয়া পড়ে, ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আবার শুইয়া পড়ে। এই বইখানি তাহার প্রিয় বন্ধু তটিনী তাহাকে উপহার দিয়াছে।

সূর্য্য ডুবিয়া গেল। রৌদ্র দগ্ধ পুষ্পের মত আকাশও ধীরে ধীরে কাল হইয়া আসিতে লাগিল। আকাশ ছাইয়া পাখীর দল নীড়ে ফিরিতেছে। বিস্ফারিত নয়নে অরুণা তাহাদের আনন্দ অভিযান দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যাদেবীর কৃষ্ণাঞ্চল যখন দিনান্তের শেষ রশ্মিটুকুকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অরুণা তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দ্বার প্রান্ত স্থিত মৃন্ময় প্রদীপ-আলোকে তাহার রোগ-শীর্ণ মুখখানি দেখা যাইতেছিল। তাহার মুখে একটা অনির্ব্বচ-নীয় তৃপ্তির আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় সে কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল।

অতি সন্তর্পণে ডাক্তার তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তাহার উত্তপ্ত কপালের উপর নিজের শীতল হাতখানি রাখিলেন। শৈত্য অনুভব করিয়া অরুণার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল "আঃ, কি ঠাণ্ডা তোমার হাত দিদিমা!" তখন তাহার নিদ্রার ঘোর সম্পূর্ণ রূপে কাটিয়া যায় নাই, পরক্ষণেই সে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। ঔষধাদির যথারীতি বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন, যাইবার পূর্ব্বে দিদিমাকে মৃদুস্বরে কি বলিয়া গেলেন।

ডাক্তারের মৃদু পদ-ধ্বনি মৃদুতর হইতে ক্রমশঃ যখন থামিয়া গেল, দিদিমা তখন পশ্চিম প্রান্তের জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া ম্লান চন্দ্রালোকিত নগরী দেখা যাইতেছে। পত্র বহুল বৃক্ষের তলায় জ্যোৎস্না আসিয়া পৌছিতে না পারায় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া আছে। আধ আলো, আধ ছায়া ভরা দেশটী যেন কোন রূপকথা লোকের মায়াপুরী। দূরে কে বাঁশী বাজাইতেছে, বাতাস বাহিয়া তাহার সুর আসিতেছিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দিদিমা বাঁশী শুনিলেন। তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, দুই হাতে চক্ষু টিপিয়া তিনি জানালার গরাদে মাথা রাখিলেন। তাঁহার প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িল। তখন তিনি আগ্রায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পূর্ণিমার রাতে যমুনার তীরে বসিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া তিনি বাঁশী বাজাইয়া ছিলেন। সে রাত্রিও এমনি আলো-ছায়া ময়।

সহসা ঘরের ভিতর হইতে অরুণার অস্ফুট কণ্ঠ-স্বর ভাসিয়া আসিল—"বাঃ মা, এবার থেকে আমি রোজ তোমার কাছে থাকতে পাব—কি মজা!"

দিদিমা শিহরিয়া উঠিলেন। ভবিষ্যৎ ঘটনার এরূপ সুস্পষ্ট ছবি দেখিয়া তিনি বেদনায় দিশাহারা হইয়া গেলেন। হায়! বিধাতার একি অবিচার! পরলোকের ডাক আসিবার প্রত্যাশায় প্রতীক্ষমানা এই অশীতিপর বৃদ্ধাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া, এই ফুটনোন্মুখ পুষ্পটীকে ঝরাইবার জন্য কিসের নিমিত্ত তাঁহার এই প্রাণপণ প্রয়াস।

মাথার উপর দিয়া একটী টিট্টিভ উড়িয়া গেল। তার তীক্ষ্ণস্বরে দিদিমার স্বপ্ন টুটিয়া গেল, ধীরে জানালা হইতে সরিয়া তিনি মৃত্যু পথ-যাত্রীর শয্যায় আসিয়া বসিলেন। জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অরুণা প্রলাপ বকিতেছিল।

* * *

পরদিন প্রত্যূষে শিরীশ আসিয়া পৌছাইল। সে অরুনাদের প্রতিবেশী। প্রভাবে, স্বাস্থ্যে ও গুণে এই তরুণ যুবকটি একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। অরুণাদের অভিভাবকহীন সংসারে এই যুবকটিই অভিভাবক স্বরূপ।

নির্ম্মেঘ নীলাকাশের দিকে চাহিয়া অরুণা শুইয়াছিল। দিদি মা গৃহ-কর্ম্ম করিতে নীচে নামিয়া গিয়াছেন।

শিরীশ যে কখন অরুণার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পুষ্পভারাবনত একটি অশোক বৃক্ষের দিকে চাহিয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে শুইয়াছিল। শিরীশ যখন তাহার মাথার উপর হাত রাখিল, তখন সে চমকিয়া উঠিল। শিরীশ কাল সারাদিন তাহাকে দেখিতে আসে নাই বাক্যালাপ করিবে না স্থির করিয়াছিল। কিন্তু শিরীশকে সম্মুখে দেখিয়া সে তাহার সংকল্প রাখিতে পারিল না, ধীরকণ্ঠে বলিল, "কখন এলে শিরীশ দা?"

—"এই আসছি, আজ কেমন আছ অরু?

—"আজ বেশ ভাল আছি···বস না এখানে।"

শিরীশ শয্যাপ্রান্তে বসিয়া বালিকার রক্তহীন পাণ্ডুর কপোলে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

—"আমার বাঁশীটা একটু বাজাও না শিরীশ দা, বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।"

টেবিলের স্তূপীকৃত পুস্তকরাশির মধ্য হইতে বাঁশীটি বাহির করিয়া শিরীশ বাজাইতে লাগিল। বাঁশী শুনিতে শুনিতে অরুণা যখন ঘুমাইয়া পড়িল, তখন শিরীষ ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

রোগ-পাণ্ডুর মুখখানিতে কি সুন্দর তৃপ্তির আভাই না ফুটিয়া উঠিয়াছে! তাহার হৃদয়ের প্রেম-পদ্ম ঝরাইয়া প্রভাতের এই তরুণ অরুণ ডুবিয়া যাইবে, ভাবিতে ভাবিতে শিরীশের দুই চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল।

তিন দিন পরের কথা।

গোধূলির ম্লান আলোকোজ্জ্বল কক্ষে—রোগীর শয্যা ঘেরিয়া সকলে বসিয়া আছে। ভাবী বিপদাশঙ্কায় সকলেরই মুখ হইতে উদ্বেগ ঝরিয়া পড়িতেছে। কক্ষ এত স্তব্ধ যে, সকলের বক্ষের দ্রুত হৃদস্পন্দনও শোনা যাইতেছিল।

রোগী নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া দিদিমা নীরবে বসিয়া—চক্ষুর জলে তাঁহার দুই গণ্ড ভিজিয়া গিয়াছে। শিরীশ পদপ্রান্তে বসিয়া নিপলক নেত্রে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

সহসা রোগীর ভাবান্তর হইল। এক

মুহূর্তের জন্য সে যেন তাহার তরুণ প্রাণটিকে ফিরিয়া পাইল।

"দিদিমা কোথায় তুমি?"

—"এই যে দিদি, তোর মাথার কাছে, কি কষ্ট হচ্ছে মা?

—"কষ্ট?—কই কিছু ত না। ঐ দেখ দিদিমা, আমার মা এসেছে, আমার মা! বালিকা অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ছিন্ন লতার ন্যায় শয্যায় লুটাইয়া সে হাঁফাইতে লাগিল। দিদিমা তাহার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শিরীশের দিকে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিতে সে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

* * *

গোধূলির রাঙা আলো ঢাকিয়া সন্ধ্যা-রাণীর কৃষ্ণাঞ্চল যখন উড়িয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভরিয়া তারার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কুলবধূর আতপ্ত চুম্বনে নিদ্রিত শঙ্খেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, অজানা ফুলের গন্ধে বাতাস যখন মাতাল—মৃত্যু তখন ধীরে আসিয়া বালিকার কপালে চুম্বন করিয়া তাহার সকল অশান্তি হরণ করিয়া লইল।

বিবিধ।

বাংলার আয়তন ও বেকার।

পরিধি ৭৬৮৪৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৪৬,৬০,০০০, তন্মধ্যে ৮৯ হাজার নানা প্রকার রোগগ্রস্ত। উন্মাদ—১৯ হাজার, (পুং ১১, স্ত্রী ৮ হাজার)। কালা—৩১ হাজার (পুং ১৯, স্ত্রী ১২ হাজার)। অন্ধ—৩৪ হাজার (পুং ১৯, স্ত্রী ১৫ হাজার)। কুষ্ঠ—৫ হাজার (পুং ১ স্ত্রী ৪ হাজার)। মোট ৮৯ হাজার। গড়পড়তা হিসাব করিলে দেখা যায়, হাজার করা ১৮ জন উক্তরূপ রোগগ্রস্ত ও বেকার।

বৃটেনের বাজার দেনা।

১৯২৬ সালের প্রথম নয় দিনে গ্রেট বৃটেনের আয়ের চেয়ে সওয়া বার লক্ষ পাউণ্ড বেশী ব্যয় হইয়াছে। এই হিসাবে এ বৎসর রাজস্বের ঘাটতির পরিমাণ ১২॥ কোটী টাকার উপর হইবে। এ ছাড়া ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বাজার দেনা ৮২ কোটি পাউণ্ডের অর্থাৎ প্রায় বার শত কোটি টাকার মত ছিল।

রাজমুকুট বিক্রয়।

রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব হত রাজার রাজমুকুট নিউইয়র্কের বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। উহার ওজন ৫ পাউণ্ড এবং উহাতে ৪ হাজার ক্যারাট পরিমাণ (১ ক্যারাট প্রায় অর্দ্ধ রতি) হীরা আছে। উহার দাম স্থির হইয়াছে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বা ৪ কোটি টাকার উপর। এই মুকুটের শেষ অধিকারীকে কসাইখানার ছাগল ভেড়ার ন্যায় হত্যা করা হইয়াছিল। জারের রাজমুকুট ছাড়া জারপত্নীর ৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ২টি মুকুট, ৯ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ২টি হীরার চেন, ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একটি ৮৯ ক্যারাট ওজনের হীরক, ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের একটী ভারতীয় পদ্মরাগমণি আমেরিকায় বিক্রয় হইবে। রাজমুকুট লইয়া সমস্ত জিনিষের মূল্য ৫ কোটি পাউণ্ড বা প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। রুষরাণীও তাঁহার স্বামীর ন্যায় নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়াছিলেন।

প্রাণরক্ষায় আত্মপ্রাণ দান।

শ্রীহট্টঘাট ষ্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান দ্বারকা-নাথ দে পরের প্রাণ রক্ষার্থ চলন্ত এঞ্জিনের নীচে নিজের জীবনাহুতি দিয়াছে।

—জাগরণ, ডিব্রুগড়।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন।

অধ্যাপক ব্যারণ কিউভার প্রচার করিয়াছেন, মানব শরীরের গঠন প্রণালী যেরূপ, তাহাতে ফলমূলাহারের উপযোগিতাই মানবমাত্রে পরিলক্ষিত হয়। ডাক্তার জোসিয়া, লর্ড ফিল্ড জীবনব্যাপী অনুধাবনের পর বলিয়াছেন, মানবেরা মাংসাশী জীব নহে, ফলমূলভোজী জীব। শতকরা ৯৯ জন মাংস ভক্ষণের জন্য নানাবিধ কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকে। ক্ষয়রোগ, কর্কট রোগ, দূষিত জ্বর, দদ্রু, কুষ্ঠ প্রভৃতি আমিষাশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডাক্তার হেড বলিয়াছেন, অর্দ্ধসের গোমাংসে ১৪ গ্রেণ ও অর্দ্ধসের যকৃতে ১৯ গ্রেণ ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। এই ইউরিক এসিড হইতেই বাযু রোগ, বাতব্যাধি, হাঁপানি, যকৃতের দোষ, বহুমূত্র প্রভৃতি হয়। অধ্যাপক রবার্ট পার্ক্স বলিয়াছেন, মাংসে এমন এক প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, যাহা ধীরে ধীরে শরীরে সঞ্চিত হইয়া উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৪।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

[illegible] শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 421

নগদ মূল্য ৶০ বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা

THE BUSINESSMAN.

ব্যবসা ও বাণিজ্য (বিজনেস ম্যান)

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। New Series. July 1926. নূতন সংস্করণ। জুলাই ১৯২৬। Vol. 20 No 7,

দেহের খরস্রোত উত্তীর্ণ হইতে
সেতু
হিলিংবাম
HEALINGBALM

মেহ রোগে শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়া বৃথা ভাবনা পরিত্যাগ করিবার একমাত্র মহৌষধ

৩২ বৎসরের পুরাতন—

হিলিংবাম

ব্যবহার করুন—

হিলিংবাম ১ম মাত্রাতেই ফল দেখায়, ১ম দিনে জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে, সপ্তাহে রোগীকে আরোগ্য করিয়া দেয়।

আপনি স্ত্রী হউন, বা পুরুষ হউন, হিলিংবাম সেবনে আপনার রোগআশু সমূলে আরোগ্য হইবে। অতি উচ্চপদস্থ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও বহুল আদৃত ও ব্যবহৃত প্রশংসাপত্র তালিকাপুস্তক দেখুন—পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাইব।

প্রশংসাকারী কতিপয় ডাক্তারের নাম—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, আই এম-এস, এম-এ, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, এস-এস-সি পি, এইচ ডি ইত্যাদি, কর্ণেল এন, পি সিংহ আই এম-এস, এল-আর সি এস, এল-আর-সি পি এম-আর-সি-এস, মেজর বি, কে বসু, আই-এম-এস,-এম ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী, এম-আর-সি-এস, এল-আর সি-পি, ডাক্তার ইঃ এস পুরং এম-ডি ; এস, চক্রবর্ত্তী এম-ডি ; মনিয়ার এম-বি সি এম, নিউজেণ্ট এল-আর-সি পি-এণ্ড-এস ; ফারমী এল-আই, এণ্ড-এস ইত্যাদি।

মূল্য বড় ৩৲, মাঝারী ২৷৷০ টাকা, ছোট ১৷৵০ আনা।

আর লগিন এণ্ড কোং, ম্যানুঃকেমিষ্টস।

১৪৮ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—হিলিং, কলিকাতা।

স্ত্রীলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলকারক ঔষধ

এলিট্রিস কর্ডিয়াল রাইও

ALETRIS CORDIAL RIO

যাবতীয় স্ত্রীরোগ যথা বাধক, অতিরজ, এবং শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর দোষজনিত মৃতবৎসা দোষাদির জন্য সমগ্র জগতের চিকিৎসকগণ এই ঔষধ ব্যবস্থা করেন. কারণ স্ত্রীরোগের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা নারীদেহের সমস্ত দুর্ব্বলকর উপসর্গ বিদূরিত করিয়া অচিরে ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেয়। যৌবনোন্মুখী বালিকাগণের ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সেবনের নিয়ম—১ চা চামচের এক চামচ নিয়মে তিনবার প্রত্যহ সেবন করিতে হয়। সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়।

প্রতারিত হইবেন না।

এলিট্রিস কর্ডিয়ালের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া প্রতারকগণ জাল করিতেছে। ক্রয়ের সময় লেবেলের উপর Rio Chemical Company, New York City U. S. A. মুদ্রিত আছে, দেখিয়া তবে লইতে হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৩৷৵০ আনা মাত্র।

রাইও কেমিক্যাল কোং,
১৮৭০ সালে স্থাপিত।
৭৯ ব্যারো ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক,

RIO CHEMICAL COMPANY.

(Founded 1870)

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। ৭ সংখ্যা।

New Series. JULY 1926.

নব পর্য্যায়। জুলাই ১৯২৬।

Vol. XX. No. 7.

ধর্ম্মের নামে বর্ব্বরতার অভিনয়।

মস্‌জেদ এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের সম্মান রক্ষার্থে মুসলমান সম্প্রদায় নরহত্যায় হস্ত কলঙ্কিত করিতেও কুণ্ঠিত নয়। ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপকতা ইহাঁরা স্বীকার করেন না, বোধ হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর কেবল মসজেদের সংকীর্ণ এক কোনের মধ্যেই লুক্কায়িত। এই সভ্যতার যুগে আপনার ধর্ম্মকে এখন শোচনীয় ভাবে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিতে বোধ হয় অন্য কোন সম্প্রদায় এপর্য্যন্ত পারিয়াছেন কিনা বলা যায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম বিষয়ক শোভা যাত্রা মস্‌জেদের সম্মুখ দিয়া যাইলেই তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ক্ষুণ্ণ হয়, একথা তো তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা বলেন না। তবে কেন তুচ্ছ বিষয় লইয়া আপনার স্বধর্ম্ম এবং অন্যধর্ম্মকে হৃত গৌরব করিবার প্রয়াস?

২রা এপ্রিল হইতে মহরম পর্য্যন্ত কত শত নিরপরাধ হিন্দু মুসলমান হতাহত হইয়াছে, একি ধর্ম্মের জন্য না কোন কোন দানবের স্বার্থসিদ্ধির জন্য? কত পরিবার হাহাকার করিতেছে, কত নিরীহ শ্রম-জীবির ঐ হাঙ্গামার সময় দুঃখের কাহিনী শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় নাই। একজন মুসলমান রাজমিস্ত্রি হাঙ্গামার সময় ৭ দিন কর্ম্মের অভাবে অনাহারে ছিল। সে এক হিন্দুর বাড়ীতে কাজ করিত, ভয়ে সে আর হিন্দু পাড়া দিয়া আসিতে পারে নাই। তাহারা সপরিবারের অনাহারে ছিল, তাহার এই করুণ কাহিনী শুনিয়া পাড়ার সমস্ত হিন্দু চাঁদা করিয়া তাহার পরিবারবর্গের আহার দিয়াছিল। হিন্দু তো কখনই মুসলমানের সহিত অসদ্ব্যবহার করে নাই। তাই বলি, মুসলমান হইয়া আর হজরৎ মহম্মদের পবিত্র নামে মসী লেপন করিও না, সকল ধর্ম্মেরই উদারতাই সৌন্দর্য্য এবং মহত্ব।

মসজেদের সম্মুখে বাদ্য।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মস্‌লেম লিগের অবৈতনিক সেক্রেটারী মিঃ কুতুবউদ্দীন আমেদ সংবাদ পত্রে প্রকাশার্থ যে ইস্তাহার পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার কিছু কিছু সারাংশ "দৈনিক বসুমতী" হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠকগণকে উপহার

দিলাম। যাঁহারা মুসলমান সমাজের ভাল লোক, তাঁহারা কখনই হিন্দুর সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কথা তুলিতে চাহেন না।

ইনি বলিতেছেন, "মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি সম্পর্কীয় সমস্যা অতি অল্প দিন হইল উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমানগণ এতদিন উহা একেবারে অগ্রাহ্য করিত। অন্যসম্প্রদায়ের উপাসনা স্থানকে সম্মান করা হিন্দুদের চিরাচরিত প্রথা। সেই জন্য হিন্দুরাও এত দিন মসজেদের সম্মুখে বাদ্য বাজান আপনা হইতেই বন্ধ করিত। উহা মুসলমানদের অনুরোধে নহে—ধর্মস্থানের প্রতি সম্মানবশতঃ তাহারা এই কাজ করিত, এখনও হিন্দুগণকে মসজেদের সম্মুখে ভক্তি ভরে মস্তক অবনত করিতে এবং মুসলমান সমাধিস্থানে বাতাসা দিতে দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা উন্নতির বিরোধী, তাহারাই এই শোচনীয় ব্যাপার ঘটাইতেছে।

আমার মত এই যে, মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি করাকে ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। আমাদের ধর্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং ঈদ উৎসবের সময় মসজেদের মধ্যে বাদ্যধ্বনি করিতে দিয়াছিলেন এবং হজরত আয়েসাকে উহা শুনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি ইয়েমেনের অ-মুসলমান প্রতিনিধিদিগকে মসজেদের মধ্যে আসিতে এবং থাকিতে দিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপলের খলিফাতুন মসলেমিন তুরস্কদেশীয় ব্যাণ্ডের সমভিব্যাহারে প্রত্যেক শুক্রবার সেণ্টসোফিয়া মসজেদে সালেক আলাম উৎসব দেখিতে যাইতেন। মক্কামামেল মিছিলের সঙ্গে সকল সময়ই মিশরের ব্যাণ্ড থাকিত। মুসলমান রাজত্ব কালে দিল্লীর জুম্মা মসজেদের সম্মুখে রামলীলা হইত এবং রাজসরকার হইতে রামলীলার নায়কের গলে মাল্য দেওয়া হইত। কলিকাতার কোন এক মুসলমান পরিবারের বাড়ী হইতে বিবাহের সময় বাদ্যাদিসহ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, অথচ ঐ বাড়ীর হদ্দার মধ্যেই একটি মসজেদ ছিল। এখনও কতকগুলি আখড়া কলিকাতার একটি মসজেদের নিকট হইতে বাজনা বাজাইয়া বাহির হয়। এখনও সকল আখড়াই মসজেদের নিকটবর্ত্তী মওলালি দরগায় সমবেত হয় এবং কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তথায় বাজনা বাজাইয়া থাকে। কেহই ইহাতে কোন আপত্তি করে না।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, শরিয়তের সহিত এই প্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নাই। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ স্বার্থসিদ্ধির আশায় এই কাজ করিতেছে। যখন হইতে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হয়, তখন হইতে গো বধ ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুরাও এতদিন সুযোগ খুঁজিতেছিল, তাহারা এখন মুসলমানদিগকে উত্যক্ত করিবার জন্য মসজেদের সম্মুখে বাদ্যধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্য ধর্ম্মকে সম্মান করা হিন্দুদের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মুসলমানগণও অপর ধর্ম্মকে সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুগণ পূর্ব্বে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে কাজ করিত, এখন যদি তাহারা আর তাহা না করে, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে জোর করিয়া বাধ্য করিতে পারি না। সাধারণ রাজপথের উপর হিন্দুদের বাজনা বাজান বন্ধ করিবার ক্ষমতা মুসলমানদের আছে কি না, হিন্দুদিগকে মুসলমানদের ধর্ম্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিবার অধিকার তাহাদের আছে কি না, যদি হিন্দুরা মুসলমানধর্ম্মের প্রতি অসম্মান করে, অথবা যদি তাহারা বাজনা বাজায়, তাহা হইলে মুসলমানগণ ঐরূপ ভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিবে কি না এবং হিন্দুদিগকে মুসলমানদের আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিবে কি না, এইগুলি বিবেচ্য বিষয় এবং এই সম্বন্ধে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে উত্তর দিতে হইবে।

আমরা অবগত হইয়াছি, মসজেদের সম্মুখে বাজনা বাজান যে ধর্মসম্পর্কিত, ইহা জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার জন্য ভাড়াটিয়া মৌলভী ও পণ্ডিত পাঠান হইতেছে। তাহারা প্রচার করিতেছে, ধর্ম্ম বিপন্ন। যদি আপনারা এই শ্রেণীর লোককে দেখিতে পায়েন, তাহা হইলে আপনারা তাহাদের মুখে মুখে তাহাদের মিথ্যা উক্তি প্রমাণ করিয়া দিবেন। তাহারা এই হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ স্থায়ী করিয়া রাখিতে চাহে, কারণ, ইহাতে তাহাদের অর্থাগম হইবে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে ইসলাম ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা পরমতসহিষ্ণু। তথাপি একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামধর্ম্মাবলম্বিগণ ইসলামের উপদেশ অমান্য করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনিষ্টকর কার্য্য করিতেছেন। আর্থিক, সামাজিক ও

রাজনীতিক দিক দিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে উৎপীড়িত, অভাবগ্রস্ত ও প্রপীড়িত, যে জন্য মুসলমানদিগকে হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত একত্রে বন্ধুভাবে বাস করিতেই হইবে। সেজন্য মিথ্যা করিয়া ধর্ম্মের দোহাই দেওয়ার জন্য এবং ভণ্ডামীর জন্য দেশে যে ভ্রাতৃবিরোধ ও বিবাদবিসম্বাদ বাধিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। যদি আপনারা বুঝিতে পারেন যে, কোন কোন স্বার্থপর ব্যক্তি তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আগামী নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থের প্রতিকূলে এইরূপে কাজ করিতেছে, তাহা হইলে আপনারা তাহাদের নাম জানিতে পারিলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিবেন। তাহা হইলে তাহাদের দুষ্টামী ধরা পড়িবে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মুসলমানদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে, ক্ষণিক উত্তেজনার বশে তাহাদের এইভাবে কাজ করা উচিত নহে। এই সামান্য ব্যাপারে এইভাবে শক্তিক্ষয় করা উচিত নহে। যখন ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধক বিলের আলোচনা হইবে, তখন আরও অধিক শক্তি ও উৎসাহের আবশ্যক হইবে।

নব্য তুর্কীর ধর্ম্মসংস্কার।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান" পত্রে কনস্তান্তিনোপলের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—মুসলমানদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন ও তাহা সহজ সাধারণ রকমের করিতে তুরস্কে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। মসজিদে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হাত পা ধোওয়া, মসজিদে নগ্নপদে প্রবেশ করা, মসজিদের মধ্যে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা এবং রমজানের সময় সারাদিন উপবাস করা, এই যে সব প্রথা আছে, তুর্কী আজ সে সমস্ত তুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

যাঁহারা আজ তুরস্কে সমাজ সংস্কারে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন, এই সকল রীতিনীতি আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রতিকূল। এই প্রকার কঠোর রীতি-নীতির জন্যই মসজিদ দিন দিন উপাসক শূন্য হইতেছে। যখন মহম্মদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জুতা ছিল না, কাজেই পা ধুইয়া মসজিদে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল; তখন হাতের দস্তানা না থাকায় সহজেই হাত ধৌত করা যাইত। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন এ সকল আচার পালন করিতে গেলে শুধু সময় নষ্ট হয় এবং লোককে মসজিদে প্রবেশের পূর্ব্বে হাত পা ধুইবার জন্য রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে হয়। আর খালি পায়ে রাস্তায় কাদা মাটী মাখিয়া তাহারা মসজিদের মাদুরকে আরও অপরিষ্কৃত করিয়া তুলে। কাজেই এই প্রথা না থাকাই ভাল।

রমজান উপবাস কার্য্যে পরিণত করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, আর এই উপবাসের মাত্রা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। সারাদিন উপবাস করিয়া রাত্রি ৩।৪ টার সময় খাওয়া একেবারে স্বাস্থ্যধ্বংসকারী নীতি।

মসজিদে নামাজ শেষ হইবার পর উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ পাঠ করিবার জন্য ১৯১২০ জনে যে ভীষণ চীৎকার করিতে থাকে, তাহাও নব্যদের মতে ঘোর বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক। সেই জন্য ইহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মসজিদে মাত্র এক জন এক সময়ে কোরাণ পাঠ করিবে। কে কোন সময়ে মসজিদে কোরাণ পাঠ করিবে, এবং ধর্ম্মোপদেশ দিবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পত্র অথবা নোটীশের দ্বারা ঘোষণা করিতে হইবে। তুর্কী ভাষায় কোরাণ পাঠ করিতে হইবে। যাহারা পাশ্চাত্য রীত্যনুসারে জুতা পায়ে দিয়া মসজিদে যাইবে, তাহারাও যাহাতে স্বচ্ছন্দে কোরাণ পাঠ শুনিতে পারে, সে জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সংস্কারকেরা মনে করেন, এই ভাবে ইস্লাম ধর্ম্ম সাধনা প্রণালী সহজ করিতে পারিলে ইস্লাম ধর্ম্ম পুনরায় উজ্জীবিত হইবে। আঙ্গোরার কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ সংস্কারের সমর্থন করিয়াছেন এবং তথাকার ধর্ম্ম কলেজটিকে তাঁহারা সমস্ত প্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত করিতে চাহেন। (সম্মিলনী)

A Fortune from Waste.

বাতিল জিনিস হইতে সৌভাগ্য।

"Our youngmen" নামক একখানা ইংরাজী মাসিক পত্রে পড়িয়াছিলাম, একটী ক্ষুদ্র গল্প—সে অনেক দিনের কথা। এক ভদ্রলোক বলছেন; আমি একবার জেনিভার সৌন্দর্য্যময় হ্রদে নৌকারোহণে জলপথে বেড়াবার সুযোগ পেয়ে ছিলাম। সে নৌকায় আমি আর একটি ভদ্রলোক ছিলাম। আমি জেনিভা হ্রদের উভয়

পার্শ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হ'য়ে অনিমেষ লোচনে দেখিয়া যেতেছি, এমন সময় ভদ্রলোকটী অকস্মাৎ বলে উঠ্লেন।

"আমি যে অবস্থাপন্ন হতে পেরেছি, কেবল সাবধানে অপচয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে।"

কথাটায় আমার তত মনোযোগ হয় নাই, কেননা আমি তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মহারা হ'য়েছিলাম। ভদ্রলোকটী (একটী মাষ্টার্ড) সর্ষপ চূর্ণের পাত্র দেখাইয়া পেচকের ন্যায় গাম্ভীর্য্যের সহিত আবার বল্লেন্—কোল্ম্যানও এইরূপ অপচয়ের জিনিসের মধ্য দিয়েই সৌভাগ্যলাভ কত্তে সক্ষম হয়েছে। "The Mustard that you and other people waste represent thousand of pounds every year" অর্থাৎ ঐ যে সর্ষপ চূর্ণের পাত্র দেখিতেছ, যাহা তুমি এবং অপর অনেকে সামান্ত ব্যবহার করিয়া অপচয় করে, সেই সর্ষপ চূর্ণ বিক্রয় করিয়া কোল্ম্যান কোম্পানী জগতে সৌভাগ্যবান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

অপচয় রক্ষা করিতে পারিলে অভাব হয় না "Waste not want not "অপব্যয় করিও না, অভাবও হইবে না।"

আমরা যে সংসারে কত অপচয় করি, তাহার হিসাব নাই—সময়, অর্থ, খাদ্যসামগ্রী পোষাক পরিচ্ছদ, অনেক জিনিসই আমরা অপচয় এবং অপব্যয় করিয়া দেউলিয়া হইয়া পড়ি, তাহার হিসাব করিয়া আমরা দেখিতে জানি না। শ্রাদ্ধ, বিবাহাদিতে আমরা মূল্যবান খাদ্যদ্রব্যাদি এত প্রচুর অপচয় করিয়া থাকি, যে যখন সেই সমস্ত দ্রব্যের উচ্ছিষ্ট ঝাঁকা গুলি রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়, তখন দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া যায়। এদেশের লোকের ধারণা—ঐরূপ কাজকর্ম্মে যদি ঐরূপ অপব্যয় না করা যায়, তাহা হইলে নাম বাহির হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বড় বেশী দিন না যাইতে যাইতেই সেইরূপ বহুলোককে অভাবী এবং দেউলিয়া হইতেও দেখা যায়। মিতব্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইলেই যে কৃপণ হইতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। মিতব্যয়িতা এক জিনিস, আর কার্পণ্যতা অন্য জিনিস। মিতব্যয়ী হইয়া সঞ্চয় করিতে পারিলে, হৃদয়ের যদি উচ্চতা থাকে, অনেক ভাল কাজ করিতে পারা যায়। সেই সকল কীর্ত্তি দ্বারা মানুষের নাম বহুকালই এমন কি চিরস্মরণীয়ও হইয়া থাকে। নিজের যাহা আবশ্যকীয় ব্যয়, তাহা সংকুলান করিয়া ধন সঞ্চয় করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা সমগ্র সভ্য জগতের বিজ্ঞলোক মাত্রেই বলিয়া থাকেন।

আমরা বাঙ্গালীরা সময় অপব্যয়ে অদ্বিতীয়, সাংসারিক অনাবশ্যকীয় ব্যয়ে অসম্ভব মুক্ত হস্ত। সেই বাঙ্গালীর ছেলে মূলধনের অভাবে দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আপনার সন্তান সন্ততিকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারে না, শিক্ষা দিতে পারে না, নারীগণকে উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন দিতে অক্ষম—উপযুক্ত স্বাস্থ্যজনক তাহার আবাস ভূমি নাই। এত যে বাঙ্গালী ভীরু দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য, সমগ্র জগতে উপহাসের পাত্র হইয়াছে কেন? ঐ অপচয় এবং অপব্যয়ে। বর্ত্তমান শিক্ষায় বাঙ্গালী ইহাই শিখিয়াছে শুদ্ধ অপব্যয় এবং অপচয় করিতেই—শিক্ষায় তাহার কোন সুফলই হয় নাই। বাবু বাঙ্গালী আর দুদিন পরে অনাহারে মরিবে। চাকরী দুষ্প্রাপ্য, বাঙ্গালী কৃষি-শিল্পের কাছ দিয়াও যায় না—জল্পনা কল্পনা করিতে করিতেই তাহার গোনা দিন ফুরাইয়া যায়। কেন? ঐ waste বা অপচয় এবং অমিতাচারের জন্য। ঐজন্যই তাহার যত অভাব। দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়া বাঙ্গালী অনাহারে মরে, তথাপি অভ্যাস ছাড়িতে সে পারে না। বলিয়াছি তো বহুবার, সেকালের শিক্ষার সঙ্গে মিতাচার শিক্ষা দেওয়া হইত—সেই শিক্ষাদ্বারা মানুষ মানুষ হইত। এখনকার শিক্ষায় ছেলে বিলাসী অপব্যয়ী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহারই পরিণাম—অপচয় এবং অপব্যয়ে তাহার অতিশয় আশক্তি। চিন্তা কর, কেমন করিয়া এই সাংঘাতিক অভ্যাস হইতে বাঙ্গালী তুমি মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হও।

তোমর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। অর্থ অপেক্ষা পরম বন্ধু জগতে আর নাই বলিলে চলে—সেই অর্থ অপব্যয়ে সর্ব্বনাশ হয়, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। জান সকলেই। প্রাণপণে অপচয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। উৎসবাদিতে পান ভোজনে আমরা নামের জন্য অনেক মূল্যবান দ্রব্যই অপচয় করি সত্য, কিন্তু লোকের তাহা যতক্ষণ পরিপাক হইতে সময় লাগে, ততক্ষণও কর্ম্মকর্ত্তার নামও মনে রাখে না। কিন্তু পরিমিত ব্যয় করিয়া সঞ্চিত অর্থে যদি কোন মহৎ কাজ করা যায়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তি কত অনন্ত কালই কর্ম্ম কর্ত্তার স্মৃতি মানব হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়, একথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

টাকু।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বিভিন্ন নামে টাকুর চলন আছে। সুতা কাটার জন্য টাকুর ব্যবহার চিরন্তন কাল হইতে প্রচলিত। পৈতার সুতা কাটার জন্য ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষ করিয়া বাংলায় টাকুর ব্যবহার আছে। এই যন্ত্রটী বাড়ীতে তৈরী করিতে বিনা খরচাতেই হয়। এক টুকরা এঁটেল মাটি গোল করিয়া ও তাহার একদিক চেপ্টা করিয়া পয়সার মত চওড়া করিয়া লইলে আধখানা মার্ব্বেল বা আলুর মত দেখিতে হয়। উহাতে একটী ছিদ্র করিয়া একটী বাঁশের খড়কে পরাইয়া লইলেই টাকু তৈরী হইল। কোনও কাঠির মাথায় একটু আঁকুর্শ থাকে, কোনটায় থাকে না। মাথায় আঁকুর্শ থাকিলে সুতা কাটিতে সুবিধা হয়। কাঁচা মাটির অর্দ্ধ গোলক হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, সেইজন্য পোড়াইয়া লইলে ভাল হয়। একটী পয়সা ছিদ্র করিয়াও টাকু করিয়া লওয়া যায়।

এই সহজ যন্ত্র হইতে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সুতা কাটা যায়। ইহা হইতে ঘণ্টায় অধিক পরিমাণে সুতা কাটা যায় না। চরকায় এক ঘণ্টায় যত সুতা হয়, টাকুতে হয়ত ৫ ঘণ্টায় তাহা হইবে। তাহা হইলেও টাকুর আবশ্যকতা আছে। পথ চলিতে চলিতে ট্রেণে, নৌকায়, নিজের ও অপরের বৈঠকখানায় বাক্যালাপ করিতে করিতে টাকু ব্যবহার করা যায়। টাকু যন্ত্র হিসাবে এত সহজ, যে ইহা কোন ক্রমে বিগড়াইতে পারে না। চরকা ঠিক অবস্থায় রাখা শক্ত কাজ। প্রত্যহ কিছু না কিছু মনোযোগ দিয়া ঠিক রাখিতে হয়। খুঁটি নড়িয়া যাওয়া, মাল ছিঁড়িয়া যাওয়া, টেকো বাঁকিয়া যাওয়া, ঘর্ষণস্থল খারাপ হওয়া ইত্যাদি নানাদিকে নজর দিয়া মেরামত করিয়া চরকা ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখিতে হয়। টাকুতে এ সকল আবশ্যক নাই। একটু পাঁজ হইলেই হইল, টাকু লইয়া সুতা কাটা আরম্ভ করা যায়।

যাঁহারা দেশের জন্য আধঘণ্টা করিয়া সুতা কাটা ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, টাকু তাঁহাদের বিশেষ আদরণীয় বস্তু। স্কুলে চরকা প্রচলন অনেক সময়ই কঠিন, কিন্তু যদি ছাত্রদিগকে বাধ্যতামূলক সুতা কাটার নিয়ম পালন করিতে হয়, তবে স্কুল হইতে টাকুর ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া ভাল। টাকুতে কম সুতা হইলেও ছেলেরা ড্রিল করার মত একত্রে দাঁড়াইয়া যদি অর্দ্ধঘণ্টা সুতা কাটে, তবে তাহার মূল্য অনেক। প্রত্যহ এক এক ক্লাশের ছেলেরা এক এক ঘণ্টা কি অর্দ্ধঘণ্টা চরকা ক্লাশে গিয়া চরকা ব্যবহারে সুতা কাটা এক কথা, আর সকল ছাত্র একত্রে একযোগে টাকুতে সুতা কাটা অন্য রকম। উহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উপাসনার ভাবই আসে। আর আজকার দিনে সুতা কাটার মর্য্যাদা জাগাইয়া তুলিতে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশাকে বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইয়া দূর করিতে উপাসনার মত মনোভাব লইয়া এইদিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ছেলেরা বা যুবকেরা কত গজ সুতা উৎপন্ন করিল, তাহা যেমন তাহাদের দেশ সেবার আগ্রহের মাপ, তেমনি সমষ্টি হিসাবে সকলে ঐ কার্য্য করা ও নিয়মিত করা দেশসেবার শ্রেষ্ঠতর মাপ। চরকা যদি স্কুলে ক্লাশে একযোগে চালান সম্ভবপর না হয়, তবে হউক না টাকুতে অল্প সুতা, উহাই অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে অধিক সুতা কাটিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য ত চরকা আছেই; যাঁহারা চরকায় অসুবিধা বোধ করেন, অথবা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সেখানে নিয়ম পালনের জন্য সুতাকাটা চরকায় অসুবিধা, সেস্থানে টাকুর ব্যবহার খুব উপযোগী।

সাধারণতঃ চরকায় ঘণ্টায় দুই শত গজ কাটা মোটামুটি চলনসই ধরা যাইতে পারে। ঘণ্টায় যিনি ৪০০ গজ কাটিতে পারেন, তিনি শ্রেষ্ঠ কাটুনী। টাকুতে ঘণ্টায় ৮০ হইতে ১০০ গজ পর্য্যন্ত কতক চেষ্টার পর হয়। কিন্তু টাকুতেও ঘণ্টায় দুইশত গজ কাটিতে পারে, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে। মান্দ্রাজে অল্পদিন পূর্ব্বে চরকা প্রতিযোগিতা হয়। একজন নিম্নশ্রেণীর লোক সেখানে উপস্থিত হয়, সে টাকুতে ভাল সুতা কাটিতে পারে, কিন্তু সে প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। সুতা কাটিতে অনুরোধ করায় সে তখনি তখনি একটী গাছের পল্লব কাটিয়া তাহা হইতে কাঠি তৈরী করিয়া ও তাহার নীচে এক ঢেলা মাটি দিয়া টাকু তৈরী করিয়া লয়, ও ঘণ্টায় দুইশত গজ হিসাবে ৫০ নম্বরের সুতা কাটে। ইহা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক বলিতে হইবে। যে কোনও চরকায় ঐ প্রকার সুতা কাটিলেও উৎকৃষ্ট সুতা কাটা হইয়াছে, মনে করা যাইত।

টাকুর দ্রুতগতির কৌশল হইতেছে দুইটি আঙ্গুলের মধ্যে টাকু রাখিয়া ঘুরণ

আর কেন ?৮ পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দিবার ক্ষমতায়। যত জোরে ঘুরান যাইবে, তত দ্রুত সুতা হইবে। যদি অভ্যাস দ্বারা টাকুতেই ঘণ্টায় দুই শত গজ সাধারণতঃ কাটা যায়, যদি টাকুতে ২০০ গজ কাটা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক না হয়, তবে টাকুর স্থান অতিশয় উচ্চে হয়। যখন চরকায় মাত্র দুই তিন শত গজ কাটা যাইত, তখন বিভিন্ন আশ্রম হইতে চেষ্টা দ্বারা সুতা কাটার হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। টাকুতেও এখন সেই প্রকার পরীক্ষা করার আবশ্যক অনুভব করা যাইতেছে।

টাকুর ন্যায় সহজ ও প্রায় চরকার ন্যায় দ্রুত যদি কোনও যন্ত্র উদ্ভাবিত করা যায়, সেদিকেও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

স্বাঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।
খাদি প্রতিষ্ঠান,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

Agricultural.

কৃষি কথা।

বারম্বার ফসল উৎপাদন করিতে জমীর শস্যোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। শস্য ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী উপাদান সঞ্চিত থাকে, উপর্য্যুপরি চাস আবাদ করিলে সেই সকল উপাদান উদ্ভিদগণ তাহাদের জীবন রক্ষা করিবার জল শোষণ করিয়া থাকে, এইরূপেই সে জমীর আর শক্তি থাকে না। সেই শক্তিহীন জমীতে চাস করিলে তাহা সতেজ হয় না এবং তাহার শস্যও পুষ্টল হয় হয় না। কৃষকের পরিশ্রম ব্যয় বৃথা নষ্ট হয়। ইহা ত অনেক নির্ব্বোধেও বুঝিতে পারে। এইরূপ জমীর উৎকর্ষতা সাধনের জন্য উপায়ও আছে। সেই উপায়গুলি কি কি, তাহার আলোচনা করা বোধ হয় মন্দ কথা হইবে না।

যদি কোন নদী বা নালার পার্শ্ব হইতে একটু মাটী বা কাদা লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আছে সাদা সাদা দানা, চকচকে আঁইসের মত পদার্থ, আর কাল রঙ্গের এক প্রকার জিনিস সাদা সাদা দানাদার পদার্থ গুলি বালুকা, চকচকে আঁইসের মত পদার্থ গুলি অভ্র, আর কাল কাল গুড়াগুলি পলী মাটী। শুষ্ক মাটীর গুড়াতে জল মাখাইলে তাহা আঁটাল হইয়া যায়। এই বালুকা, অভ্র এবং মৃত্তিকা তিনটাই যৌগীক পদার্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই গুলি পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নদী দ্বারা নিম্ন ভূমিতে বাহিত হইয়া আইসে। পর্ব্বত গাত্রে অসংখ্য অতি সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কোশ বা বিবর আছে, এই সকল কোষ মধ্যে জল সঞ্চিত হয়, এবং পর্ব্বতাদির গাত্র সর্ব্বদাই আদ্র করিয়া রাখে।

শীতকালে এই সকল কোষের সঞ্চিত জল অতিশয় শীতের জন্য জমিয়া বরফে পরিণত হয়। জল বরফ হইলে তাহার আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া পর্ব্বত গাত্র ফাটাইয়া ফেলে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড পাহাড় হইতে নীচে পড়িয়া জলস্রোতের সহিত ক্রমাগত ঘর্ষিত হইয়া উপলখণ্ডে—ক্রমে সুক্ষ্ম বালুকায়, আরও সুক্ষ্মতম হইয়া কর্দ্দমে পরিণত হয়, সেই কর্দ্দম পলীরূপে নদীর জলের সহিত সমতল ক্ষেত্রে আনীত হইয়া আমাদের জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

এই সকল জিনিসের সন্মিশ্রণে এমন পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা উদ্ভিদ জীবনের অতি আবশ্যকীয় উপাদান। এক জমীতে বারম্বার শস্য উৎপাদন করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে উর্ব্বরা করিতে হইলে অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে যাহা দ্বারা তাহাতে উদ্ভিদের জীবন ধারণোপ-যোগী উপাদান সংযোজিত হইতে পারে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পূর্ব্ব কথিত শীলা খণ্ড সকল ঘর্ষণে এবং রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হয়। যখন ঐ সকল প্রস্তরাংশ বৃষ্টির জলে ধুইয়া নদী দ্বারা বাহিত হইয়া সমতল ভূমিতে তৃণাদির সহিত লাগিয়া সঞ্চিত হয়, তখনও তাহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। পরিবর্ত্তনের কখনও বিরাম নাই। কিন্তু এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন মৃদুভাবে হইতে থাকে। এই যে মৃদু পরিবর্ত্তনের সময়, তাহা হইতে উদ্ভিদ জীবন কেমন করিয়া বাঁচিতে পারে? কারণ উপর্য্যুপরি শস্য জন্মিয়া জমীর সঞ্চিত সমস্ত পদার্থ তো তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? এরূপ ক্ষেত্রে শস্যক্ষেত্র এক বৎসর ফেলিয়া রাখার দরকার, কারণ সেই জমীতে যে সকল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পদার্থ আছে, তাহারা রাসয়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া জমীর উর্ব্বরতা পুনরায় বৃদ্ধি করিবে।

এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা কেমন করিয়া যে ঘটিয়া থাকে, তাহার একটু আভাস দিলে বোধ হয় বুঝিবার আরও একটু সুবিধা হইবে। আমরা জমীতে ইন্দুর ও কেঁচো মাটী দেখিলে খুব বিরক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু দয়াময় পরমেশ্বর মানবের সুখ সুবিধার জন্য অনেক কিছুই অহরহ করিয়া থাকেন। আমরা মূঢ়—অজ্ঞান—অনেক সময় তাঁহার শুভ ইচ্ছা না বুঝিয়া দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু তিনি সদা মঙ্গলময়—যাহা করেন, সমস্তই ভাল করিবার জন্য। এই যে ইন্দুর কেঁচো; ইহারা মাটী খুঁড়িয়া তথাকার মাটীতে যে নাইট্রোজেন, ফস্ফর প্রভৃতি উদ্ভিদের পরম হিতকর যৌগিক পদার্থ থাকে, সেইগুলি উপরে তুলিয়া দেয়। ইহা ছাড়া মেঘের বিদ্যুত হইতে যে সকল নাইটোজেন জনিত যৌগিক পদার্থ থাকে, তাহাও বৃষ্টির জলের সহিত মাটীতে সঞ্চিত থাকে। এইগুলি ইন্দুর এবং কেঁচো দ্বারা উপরে উত্তোলিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিত পূর্ব্ব শস্যের গোড়া গুলি ক্রমশঃ পচিয়া ও পরিবর্ত্তিত হইয়াও শস্যের প্রাণরক্ষায় উপাদান প্রস্তুত করে।

এই পতিত জমী ফেলিয়া রাখিলে যে ইহার কোন কাজ নাই, এমন মনে করিও না। এইরূপ জমীকে পুনঃ পুনঃ চাস দিয়া মাটী ওলট্ পালট্ করিয়া না দিলে ঘাস প্রভৃতি জন্মিয়া উপরোক্ত পদার্থ গুলি হজম করিয়া জমী নিস্তেজ করিয়া ফেলিবে। এই সকল পতিত জমীতে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য শস্য যথা কলাই প্রভৃতি অন্যান্য দেশে দিয়া থাকে, তবে সে সকল উচ্চ ভূমি হইলে কিছু কিছু হইতে পারে। বাঙ্গলায় সমতল কৃষিক্ষেত্রে দুই শস্যের মধ্যস্থলে পতিত রাখা হইয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, একেবারে এক বর্ষ কাল পতিত রাখিলে ভাল হয়।

এইরূপ পতিত জমীতে Green manure বা সবুজ সারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ধঞ্চে কিম্বা নীল গাছের বীজ বুনিয়া দিয়া চারা উঠিলেই তাহা ভাঙ্গাইয়া দিয়া অর্থাৎ কচি বেলায় কর্ষণ করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে জমী উর্ব্বরা হইয়া থাকে। একথা সারের কথা প্রসঙ্গে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। জমীর শস্য পরিবর্ত্তন প্রণালীও ভাল। একই জমীতে একই প্রকার শস্য প্রতি বৎসর না দিয়া পর্য্যায়ক্রমে গম, জোনার এইরূপে দেওয়া হইলে চাসের সার্থকতা হইতে পারে। ইংলণ্ডে বহুকাল এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। বাঙ্গলায় ধানের জমীতে এরূপ সুবিধা হয় না। জলের সুবিধা সকল সময় থাকে না, সকলে আপনাপন জমী চাসও করে না, গরু বাছুরে খাইয়া ফেলে, সকলে এক জোটে মাঠে চাস করিলে সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু জলাভাবে সে সুবিধাও হইতে পায় না। এইরূপ পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা কতকটা দোজমীতে সম্ভব হইতে পারে এবং অনেক স্থলে তাহা করাও হইয়া থাকে। আগামী বারে জমীতে সার দেওয়ার কথা বলিব।

এ বৎসরের কৃষি।

অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ার জন্য এখন অনেক স্থলে চারা পুতিতে পারা যাইতেছে না। এইরূপ অতি বৃষ্টিতে জমীর সারাংশ ভাসিয়া চলিয়া যায়, জমীতে বালী পড়ে। এবৎসর তাহাই হইতেছে। ফল যে খুব ভাল হইবে এমন মনে হয় না। অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ধান চাসে লোণা লাগিয়া যায়, এইজন্য ক্ষার লবণ দিয়া কৃষকগণ গাছ সতেজ করিতে প্রয়াস পায়। ইহাতে চাসের একটা অতিরিক্ত ব্যয় বাড়িয়া যায়। এবারকার প্রথম তো চারা শুষ্কই হইয়া গিয়াছিল। কৃষিকার্য্যের অনেক ব্যাঘাত।

Mail-order Business
OR
Shopping by Post.
ডাকে কেনা বেচা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত বারে আমরা বলেছিলাম, যে এই কাজ চালাতে উৎকৃষ্ট সার্কুলার এবং বিজ্ঞাপন ছাপানোর দরকার। দু চারটী আমেরিকান বিজ্ঞাপনের নমুনাও দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ সে সকল কথা বল্‌বার আগে আমেরিকায় যে এই কাজ করবার জন্য তারা কি করে, তার কিছু আভাষ দিতে চাই।

T. R. Harris নামক একজন অভিজ্ঞ এ সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন।

মেল অর্ডারের কাজ যারা করে, তারা লিখিত অর্ডার ডাকে পেয়েই করে, খরিদ্দারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বা তাহার নিকট যেয়ে সে অর্ডার বা ফরমাইস সংগ্রহ করে না। সে এমন বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সার্কুলার, পোষ্টকার্ড, বা ক্ষুদ্র মূল্য তালিকা পাঠায়, যাহার দ্বারা সে ডাকেই অর্ডার পায়, তাই সততার সহিত তৎপর পাঠিয়ে দেয়, মূল্য আদায় করে। অন্ততঃ এখানে এই রীতি—ভিপিতে পাঠান। গতবারে আমরা অন্য অসুবিধার কথা বলেছি। আমেরিকা এবং ইয়োরোপে খরিদ্দার বিজ্ঞাপন পড়ে আগে মূল্য পাঠিয়ে দেয়। এই প্রথা যেখানে চলিত থাকায় এ কাজের তাদের একটু ভারি সুবিধা হয়ে উঠে। এরা জিনিস প্রস্তুত কারকদের সঙ্গে আগে হতে বন্দোবস্ত করে রাখে যে সে তাঁর সার্কুলার ডাকে পাঠানর পর অর্ডার মিলেই লাভ আগে কেটে নিয়ে অর্ডার ও বাকী টাকা ম্যানুফ্যাকচারার বা জিনিসের প্রস্তুতকারক, অথবা whole sale dealer পাইকারী বিক্রেতাকে পাঠিয়ে দেয়, তাহারা প্যাক করে ক্রেতাকে পাঠিয়ে দেয়। মেল অর্ডার-ওয়ালাকে আর প্যাক করা, ঘর ভাড়া, বিজ্ঞাপনেরও অনেক ব্যয় ভার সহ্য কর্ত্তে হয় না। এমন করেও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে কাজ চলে থাকে, কাজেই বহু নর-নারী এই কাজ ঘরে করে এবং সকলেই কিছু কিছু রোজগার করে। আমাদের দেশের লোক যেমন একের উপার্জ্জনের অন্ন বসে বসে বিনা লজ্জা সরমে ধ্বংস করে, গৃহস্থকে দেওলিয়া করে ছেড়ে দেয়, সেখানে তা হয় না। প্রত্যেকেই উপার্জ্জন ক'রে আপনার আপনার পুঁজী ক'রে বড় কাজে নামে। এই প্রথায় আমেরিকায় অনেক মেল অর্ডার চল্‌লেও এদেশে এই পদ্ধতিতে কাজ করা খুব কঠিন কাজ। কেন এবং কাদের দোষে তা দেখাচ্ছি। প্রথমতঃ এদেশের মেল অর্ডারে চালাইবার মত ম্যানুফ্যাকচারার খুব কম—নাই বল্‌লেই হয়। আমাদিকে বিদেশী দ্রব্যই বিজ্ঞাপন দিয়ে কাটাতে হয়। এইজন্য বিদেশের মাল কাটে, সামান্য কিছু পাওয়া যায় মাত্র। দেশী তেমন জিনিষ পাওয়া গেলে তাহাই চালান উচিত, কেন না দেশের পয়সা দেশে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—এখানকার হোলসেল ফার্ডস যারা, তারা এইরূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে বিশ্বাস করে না, না করবারও কারণ যে নাই তা নয়। কারণ থাক্‌লেও এখানকার হোলসেল ওয়ালারা একাই একচেটে কাজ চালাবার বেশী প্রয়াসী, বরং মাল আঁকড়ে ধরে বসে থাক্‌বে, সেও ভাল, তবু retailer বা খুচরা বিক্রেতাকে এতটুকুও সুবিধা দিতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু এই খুচরা বিক্রেতার আধিক্যের উপরই wholesale বিক্রেতার ভাল মন্দ নির্ভর করে, সেটা সে ভুলে যায়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ক্ষুদ্র বিক্রেতাকে সুবিধা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে বড় করবার চেষ্টা খুবই বেশী। ব্যবসা যারা ভাল বোঝে, তারাই এই কাজ করে। মাড়োয়ারীরা নিজের স্বজাতিকে অল্প অল্প মাল দিয়ে উৎসাহিত করে, তারা দ্বরজায় দ্বরজায় ফেরী করে বিক্রী করে ফেলে, এটা এদেশেও সকলেই দেখ্‌ছেন। আমাদের বাঙ্গালীরা ব্যবসাও বুঝে না—এ কাজও করে না। বরং ইংরেজ ফারম কোন বাঙ্গালীকে উৎসাহিত কর্ত্তে কুণ্ঠিত হয় না, এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। উপরোক্ত প্রকারে একরকম মেল অর্ডার কাজ আমেরিকায় চলে।

৩য় প্রকার :—The Stock Business, কিছু কিছু মাল একেবারে পাইকারী দোকান হতে ঘরে রেখে বিজ্ঞাপন দিয়ে মেল অর্ডার পদ্ধতিতে কাজ করে। এইরকম কাজ যারা করে, তারা নিজেদের ক্যাটালগ প্রস্তুত করে নেয়।

৪র্থ প্রকার :—আর একদল Manufacturer বা wholesale ফারমের ক্যাটালগ এবং সার্কুলার নিয়ে তার নীচে নিজেদের নাম ছাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ডাকে

পাঠায়, নাম সংগ্রহ করে, টাকা হাতে এলে প্রথম প্রকারের মত অর্ডার এবং টাকা এবং তার নিজের নামের লেবেল, চালান সব wholesale house এ নিয়ে যেয়ে প্যাক করিয়ে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে আসে। মাল চলে যায়।

সেখানকার জিনিস প্রস্তুতকারকগণ এবং পাইকারী বিক্রেতাগণ এ ঝঞ্ঝাট খুব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করে, কেন না তাদের যে মাল কেটে যায়। লাভের কিছু অংশ দিতে বা ঝঞ্ঝাট নিতে সেতো কুণ্ঠিত হবে না—হতে পারেও না।

আমেরিকার মেলঅর্ডার ওয়ালারা ম্যানুফ্যাকচারার এবং হোলসেল অর্থাৎ পাইকারী বিক্রেতাদের নিকট হ'তে ছাপাই খরচা দিয়ে সার্কুলার, বিজ্ঞাপন, হ্যাণ্ড-বিল নিজের নামে ছাপিয়ে কিন্‌তে পায়, এই একটা বিশেষ সুবিধা আছে। এদেশের ব্যবসায়ীরা যদি এই পন্থা ধরেন, তা' হলে অনেক বেকারকে সাহায্য কল্লে তারা সেই ফারমের Retail বা খুচরা ক্রেতা হ'য়ে কাজ বৃদ্ধিই করে দিতে পারে। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীদের তো আর পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের মত ব্যবসায় বুদ্ধি নাই, সেই জন্যে এরূপ করাটাকে ক্ষতি বলেই ভেবে থাকে। এত কথা যে বল্লেম, সেটা এদেশের পাইকারী বিক্রেতাদের একটু সঙ্কেৎ করবার জন্যে মাত্র।

যাক্, এখন বাজারে ঘুরে ঘুরে আবশ্যকীয় অথচ সুলভ মনোমত জিনিস বাছাই করে নিয়ে তার বিজ্ঞাপন সার্কুলার প্রভৃতি প্রস্তুত করে নিয়ে কাজে নাম্‌তে হয়।

বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার কার্য্য চালাতে হলে সার্কুলার, হ্যাণ্ডবিল্,পোষ্টকার্ড দরকার। এই গুলিতে জিনিসের প্রকৃত বর্ণনা দিয়ে—(এক একটী সার্কুলারের মধ্যে এক একটী মাত্র বিষয়ের বা জিনিসের বিজ্ঞাপন, লিখ্‌তে হবে। মনে কর ঘড়ি, বই, পেটেন্ট ওষুধ, জুয়েলারী এইরূপ ৫।৬ রকমের ৫।৬টা সার্কুলার প্রস্তুত হলো, প্রথমে ঘড়ীর সার্কুলার পাঠানো হলো। তুমি অর্ডার পেলে। যখন মাল পাঠান হলো, সেই বাক্সের মধ্যে অন্ততঃ ৪।৫খানা পুস্তকের সার্কুলার পাঠিয়ে দিলে। ঘড়ী পেয়ে ক্রেতা যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন পুস্তকের অর্ডারও সে দিতে পারে। আবার যখন বইগুলির অর্ডার পেলে, তখন তার প্যাকেটের মধ্যে জুয়েলারীর বা অলঙ্কারের বিজ্ঞাপন ২।৪খানা পাঠালে, এইরূপে এইগুলির ব্যবহার হতে লাগ্‌লো।

একটা সার্কুলারে কেবল কোন একটী জিনিসের বিজ্ঞাপন থাকবে—তাতে ২।৪টা অন্য জিনিসের নাম দিলে ক্ষতি কি, এই কথাটা মনে হতে পারে। এর একটা গুঢ় রহস্য আছে। মানুষের মন বড় চঞ্চল; নানাদিকে সে যেতে চায়। পাঁচটা জিনিসের কথা এক বিজ্ঞাপনে সমাবেশ হলে তার পাঁচ দিকে নজর যাবে, এটা সুনিশ্চিত—সে খরিদ্দারকে হস্তগত করা যাবে না। কারণ সে এটা কিনি, কি ওটা কিনি, এই জল্পনা কল্পনা কর্ত্তে যেয়ে কোনটাই কিন্‌তে পারবে না, এই রকমই হয়ে থাকে। এই জন্য অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য বিজ্ঞাপন তত্ত্ববিদগণ বলেছেন, "One article is advertised in one circular."

অল্প কথা থাকলে সেটা পোষ্ট কার্ডেও ছাপা যেতে পারে। কিন্তু পোষ্ট কার্ডের এদেশে দাম ৴১০ পয়সা, অথচ ৴১০ দিয়ে অন্ততঃ ২০ খানা সার্কুলার বুক পোষ্টে পাঠান যেতে পারে, সুতরাং সার্কুলারই ভাল।

এই সকল সার্কুলার পাঠাতে হ'লে নামের আবশ্যক। অনেক ডাইরেকটারীর নাম পুরাতন—বিশ্বাস যোগ্য নয়। এইরূপ নামের জন্যে স্কুল লিষ্ট, সিভিল লিষ্ট, প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের পুস্তক পাওয়া যায়, তার দ্বারা সাহায্য হবে। অনেক ফারমের চিটি, সংবাদ পত্রের চিঠি যা সদ্য সদ্য এসেছে, তেমন চিঠি সেই সব আফিসের কাজ চুকে গেলে ফেলে দেওয়া হয়, সেই রকম চিঠির নাম কিছু খরচ করে কেনাও ভাল। পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ জীবিত লোকের নাম সমেৎ চিঠি তারা ফেলে দেবার বদলে বিক্রি করে থায়। এই সব চিঠিতে কাজ হতে পারে। সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রের গ্রাহকের লিষ্ট সংগ্রহ কর্ত্তে পারলেও অনেক নাম সংগ্রহ হতে পারে। তারপর সাধারণ লোকের সঙ্গে আলাপ করে ক্রমাগত তাদের কাছ থেকে তাদের দেশের ভদ্র লোকের নাম পকেট বইয়ে লিখে নিয়েও সংগ্রহ করা যেতে পারে। এইসব কতকগুলি সঙ্কেৎ দেওয়া গেল।

তিনখানি নূতন মাসিক।

ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে যত মাসিক পত্রিকা বাহির হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই শ্রেণীর

মাসিক পত্রের পাঠক এদেশে অতি কম। দেশের যুবকগণ গল্প ও ছবি ছাপার কাগজই অধিক ভাল বাসেন। সম্প্রতি আমরা তিন খানি নূতন মাসিক পত্র পাইয়াছি, নিম্নে তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

COMMERCIAL & INDUSTRIAL INDIA :—Vol. 1 No. 1.

Managing Editor :—A. Moniz— Printers and Publishers and treasurers, The Calcutta General Printing Co., Ltd , General Office— The Edinburgh Press, 300, Bowbazar Street, Calcutta. Yearly subscription Rs 10/- single copy Re. 1/

বাণিজ্য এবং ব্যবসার সম্বন্ধে এই একখানি উৎকৃট কাগজ প্রকাশিত হইল। ইহাতে আছে, সম্পাদকীয় মন্তব্য, কৃষি, খনি, নানাপ্রকার বাণিজ্য তথ্য, ইঞ্জিনিয়ারিং রাস্তা এবং অট্টালিকা প্রভৃতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, অর্থনীতি, ইন্সিওরান্স, Retail trade আরও বহু বিষয়ের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রথম সংখ্যা ৭৫০০ কপি ছাপা হইয়াছে, ইতি মধ্যেই বড় বড় ইংলিশ ফারম সমূহের সকলেই বিজ্ঞাপন দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। ইহাতে অনেক শিখিবার আছে। এরূপ কাগজের আমরা দীর্ঘজীবন কামনা করি। ১৯১ পৃষ্ঠা পাঠ্য বিষয় আছে এবং প্রত্যেক প্রবন্ধই তথ্য পূর্ণ—ভাষা সুন্দর "Buck up Bengal !" প্রবন্ধটী বাঙ্গালার প্রত্যেক ছেলের পাঠ করা উচিত্। একজন ইংরাজ লেখক আমাদের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন এবং আমাদিগকে কর্ম্মী হইবার জন্ম উত্তেজিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া যুগপৎ লজ্জিত এবং সন্তুষ্ট হইতে হয়। ইহার ছাপা, কাগজ সমস্তই উৎকৃষ্ট।

আর্থিক উন্নতি।

ইহার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়-কুমার সরকার; বার্ষিক মূল্য ৪॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা ।৵০। আর্থিক উন্নতির আফিস:—১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে। পণ্ডিত প্রবরের নিকট হইতে দেশের লোক বহু তথ্যই জানিবার আশা করে। যে ২য় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি, তাহাতে স্বদেশী এবং পরদেশী বহু জ্ঞাতব্য তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা এবং কাগজ উৎকৃষ্ট, বাঙ্গলার বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি, "আর্থিক উন্নতির" পরিচালক শ্রেণীভুক্ত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নব-সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য।

সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্র প্রসাদ বসু। বার্ষিক মূল্য ৫৲, ছাপা কাগজ সমস্তই ভাল। অফিসের ঠিকানা ২নং লাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' কিছুদিন বাহির হইয়া মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, বহুদিন পরে পুণরাবির্ভাব হইল। ইহারও উদ্দেশ্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। এবারেও সেই পূর্ব্বের ন্যায়—প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে। এখানিও বেশ কাগজ। আমরা এক সংখ্যাই মাত্র পাইয়াছি।

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প-শিক্ষা।

MACASSAR OIL.

আমরা একবার "Sixpenny Recipe Book" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুতপ্রণালী পাঠ করিয়া ছিলাম। উপরোক্ত পুস্তক বলে, এইটি প্রসিদ্ধ রোণাল্ডস ম্যাকাসার অয়েলের ফরমূলা। আমরা ইহা প্রস্তুত করিয়া ছিলাম, অতি সুন্দরই হইয়াছিল।

Sweet oil	...	4 oz.
Cantharides	...	30 drops
Oil of Rose	...	5 Do.
Oil of Bargamot		30 ,,
Oil of Lemon	...	30 ,,

প্রস্তুত প্রণালী:—প্রথমে সুইট অয়েলের সহিত অ্যালঘানেট রুট, কাহাকে বলে লালপাতা, তাহাই চূর্ণ করিয়া লোহিতবর্ণ করিবার জন্ম তৈলে ফেলিয়া দিয়া ৩।৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পরে ছাঁকিয়া লইলে ইহা ঘোর রক্ত বর্ণ হয়। ইহার সহিত উপরোক্ত মসলাগুলি মিশাইয়া দিয়া শিশির মুখ বন্ধ করিয়া ঝাঁকরাইয়া দিতে হয়। এইরূপে প্রায় ৪।৫ দিন মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইতে হইবে।

ইহাতে যে ক্যান্থারাইড মিশ্রিত আছে, ইহা দ্বারা মাথার টাক্ ভাল হয়, এবং চুল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

Hair Curling Lequid.

চুল কোঁক্ড়াইবার আরক।

Borax ... 2 oz.
Gum Senegal ... 1 Dram.

ইহাতে গরমজল (একেবারে ফুটন্ত নয়) ১ কোয়ার্ট অর্থাৎ আন্দাজ ৩ পোয়া ঢালিয়া দিয়া খুব নাড়িতে থাক, যখন দেখিবে যে সমস্ত মসলা গুলি গলিয়া গিয়াছে, তখন ইহার সহিত ২ আউন্স স্পিরিট অফ্ ওয়াইন এবং কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইলে তাহা গলিয়া যে সলুইশন হইবে, তাহা উপরোক্ত প্রথম প্রকারের আরকের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটা বোতলে রাখিয়া দাও।

শুইবার সময় এই আরক চুলে লাগাইয়া চুল বেশ আঁচড়াইয়া চুলের গত্‌গুলিকে বেশ গোল করিয়া পাকাইয়া কাগজ দ্বারা বান্ধিয়া রাখিতে হয়। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এইরূপ বান্ধা থাকার পর তাহা খুলিয়া দিয়া চিরুণী দ্বারা কোঁকড়ান স্থান গুলি ঠিক করিয়া দিতে হয়। এইরূপ ২।১০ দিন করিতে করিতে কোঁকড়ান ঢেউ খেলান চুল হইয়া যায়।

উদরী বা বেরীবেরী।

সংক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অস্থায়ী হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার টি, এন, মজুমদার জানাইয়াছেন—কলিকাতা ও সহরতলীতে উদরী ও বেরিবেরি রোগ খুব বেশী দেখা দিয়াছে। যখন এক স্থানের বা এক পরিবারের বহু লোকের বুক ধড়ফড় করে, নিশ্বাসের কষ্ট হয়, পা ফুলে বা শরীর দুর্ব্বল হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের সংক্রামক উদরী রোগ হইয়াছে। মধ্যম শ্রেণীর চাল যদি প্রস্তুত করার পর গরম বা স্যাতসেতে জায়গায় রাখা হয়, তাহা হইতে অনেক সময় এই চাল বিষাক্ত হইয়া যায়—ঐ বিষাক্ত চাল খাইলে বেরিবেরী রোগ হয়। ঐ বিষের কোন স্বাদ নাই বা তাহা দেখা যায় না—কাজেই কোন্ চাল বিষাক্ত তাহা স্থির করিবারই কোন উপায় নাই। যাহারা ভাত খায় না, তাহাদের কখনও ঐ রোগও হয় না, যাহারা নূতন চাল খায়, তাহাদেরও ঐ রোগ হয় না। মফঃস্বলে যাহারা মাসে মাসে চাল তৈয়ারী করিয়া তাহা খায়, তাহাদেরও ঐ রোগ হয় না। কাজেই চাল কিনিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। অন্ততঃ চাল ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে ও ফেন ফেলিয়া দিতে হইবে। সাধারণতঃ চালের রকম বদলাইলে রোগের উপশম হয় বটে, কিন্তু তাহা কিছুই নহে। দুগ্ধ, রুটী, ডাল, তরকারী, ফল, মিষ্টান্ন, ঘৃত, সরিষার তৈল, ডিম, মাছ ও মাংস খাওয়া উচিত। পীড়িত হইলে আরোগ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত বিশ্রাম প্রয়োজন। রোগ বেশী হইলে ডাক্তার ডাকিতে হইবে। আরোগ্যলাভের পর যে চাল অনেক লোক খাইয়াও ভাল আছে, তাহাই খাইতে হইবে। রোগের লক্ষণ দেখা যাইলে ভাত খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

বিবিধ।

ই,আই, রেলে নূতন ব্যবস্থা

পাঠক অবগত আছেন, ই, আই, রেলে হাওড়া হইতে কাশী পর্য্যন্ত অথবা কাশী হইতে যে কোন ষ্টেশন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক কন্সেসন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় কলিকাতা হইতে যাঁহারা পশ্চিম যাইতেন, তাঁহাদেরই সুবিধা হইত। যাঁহারা কাশী অথবা তাহার পরবর্ত্তী কোন ষ্টেষণ হইতে কলিকাতা আসিবার ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা সাপ্তাহিক কন্সেসন টিকিট পাইতেন না এবং সে জন্য তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত গত ৩০শে জুলাই শুক্রবার ই, আই, রেলের উপদেষ্টা কমিটীর সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব অনুসারে যাত্রীদিগকে কাশী অথবা কাশীর পরবর্ত্তী যে কোন ষ্টেশন হইতে হাওড়া অথবা হাওড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী যে কোন ষ্টেশন পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক কন্সেসন টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। শীঘ্রই এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হইবে।

মধ্যম শ্রেণীর কামরায় বৈদ্যুতিক পাখা দিবার জন্যও উক্ত সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই বাবদ রেলকোম্পানীর ১ লক্ষ ২৫ টাকা ব্যয় পড়িবে।

আড়াই লক্ষ টাকায় প্রাচীন গ্রন্থ বিক্রয়।

লণ্ডন, ২৭শে জুলাই

"পিল্‌গ্রিম্‌স প্রোগ্রেস" পুস্তকের প্রথম সংস্করণের একখানি বই নীলামে ১৬,৮৯ পাউণ্ডে বিক্রয় হইয়াছে। ক্রেতার নাম মিঃ কোয়ারিচ ঐ সংস্করণের মাত্র চারখানি পুস্তক নাকি এখনও আছে।

ভারতে বিদেশী বাণিজ্য।

গত জুনমাসে সমগ্র ভারতে ১৬৩৪ লক্ষ টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানী হইয়াছে এবং ২৪৮ লক্ষ টাকার এ দেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ভূগর্ভে বহু পুরাতন মন্দির।

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ সার্কেলের আর্কলজিকেল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ই, বি রেলপথের জামালগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট পাহাড়পুরে ভূগর্ভ খনন করিতে করিতে একটি নূতন ধরণের মন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মন্দিরটি খৃষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এবং নবম শতাব্দীতে উহার বিশেষ ভাবে সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত এবং ইহার গাঁথুনি কাঁচা। এই কাঁচা গাঁথুনির মন্দির ৬০ ফিট উচ্চ হইলেও আজ ১৩শত বৎসর উহা অটুট রহিয়াছে দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছেন।

অদ্ভুতকাণ্ড।

অমৃতবাজার পত্রিকায় ভাগলপুর হইতে জনৈক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, সেখানে প্রবল ঝড়ে রাস্তায় অনেক বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে। মিউনিসিপ্যালিটী সত্বরতার সহিত বহু বৃক্ষ ছেদন করিয়া রাস্তা পরিষ্কৃত করান। ঐ সময়ে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষও রাস্তায় পড়ে। তাহা অত্যন্ত বৃহদাকার হওয়ায় মিউনিসিপ্যাল কুলিগণ অতিকষ্টে তাহার গুড়ির অগ্রভাগের কতকটা কাটিয়া রাস্তার অর্দ্ধেকটা পরিষ্কৃত করে। এইভাবে সেই ২৫।৩০ ফিট লম্বা গুঁড়ি প্রায় মাসাধিক কাল অর্দ্ধ-রাস্তা অধিকার করিয়াই পড়িয়া থাকে। এক দিন দেখা গেল, দুইটী গোক্ষুরা সাপ নিকটস্থ জলের কলের সমীপবর্ত্তী গর্ত্তে জল খাইতেছে। তাহা দেখিয়া পথিকগণ তাহাদিগকে তাড়া এবং ইট পাটকেল ছুড়িয়া মারিবার চেষ্টা করে। সর্প দুইটী দৌড়িয়া গিয়া সেই উৎপাটিত বটবৃক্ষের মূলদেশের গর্ত্তে প্রবেশ করিল। যেমন তাহারা যেই গর্ত্তে প্রবেশ করিল, অমনি সেই ২০০।৩০০ মণ বটবৃক্ষের কাণ্ডটী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তাহা উৎপাটন জন্য যে গর্ত্তাদি ছিল, তাহার কোন চিহ্নই রহিল না। সেই বৃক্ষকে দেখিবার জন্য বহু লোক আসিতেছে। বৃক্ষে আবার পল্লবোদ্গম হইতেছে। হে বিজ্ঞানবিদ্! এ সমস্যা পূরণ কর।

মেদিনীপুর হিতৈষী।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 421.

নগদ মূল্য ৵৹ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৹ টাকা

কাজের লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—[illegible] Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। New Series, August 1926, নূতন সংস্করণ। অগস্ট ১৯২৬। Vol. 20 No 8,

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। ৮ সংখ্যা। New Series. AUGUST 1926. নব পর্য্যায়। আগষ্ট ১৯২৬। Vol. XX. No. 8.

সানুনয় নিবেদন।

"কাজেরলোকের" গ্রাহকগণের অনেকেই এখনও বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

স্মরণ করাইয়া দিতেছি, দয়া করিয়া এই সংখ্যা প্রাপ্তি মাত্র দেয় টাকা পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আপনারা দয়া করিয়া এইটুকু প্রণিধান করিবেন যে, গ্রাহকগণের অনুগ্রহ এবং সাহায্য না পাইলে কাগজ রক্ষা হয় না। আর সামান্য ২৷৷০ বার্ষিক সাহায্য মাত্র, ইহাতে কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা খুবই কম, কেননা আমাদের বহু বিষয়ে বহু অনাবশ্যকীয় ব্যয়ও আছে। দেশের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারের সাহায্যও একটা বড় কম কাজ নয়—কেবল বিস্মৃতির জন্য টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হয়, সেইজন্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মনিঅর্ডার করিয়াই টাকা পাঠাইয়া দিবেন। ভিপিতে অনর্থক ব্যয় কেন?

"কাজের লোক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

কলিকাতায় বিদেশী পণ্য।

গত জুন মাসে কলিকাতায় ৫৭৪ লক্ষ টাকার বিদেশী দ্রব্য আমদানী হইয়াছে, এবং ৯৫১ লক্ষ টাকার এ দেশীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। যে সকল বিদেশী দ্রব্য এদেশে আমদানী হইয়াছে, তাহা গত বৎসর জুন মাসের আমদানীর সহিত তুলনা করিয়া দেখান হইল।

দ্রব্য	১৯২৬ সালের জুন মাসে আমদানী		১৯২৫ সালের জুন মাসের আমদানী হইতে কত কম বা বেশী		
সূতারবস্ত্র	১২২	লক্ষ টাকা	৪৮	লক্ষ টাকা	বেশী
লৌহ ও ইস্পাত	৫১	,,	১৫	,,	,,
খনিজ তৈল	৩১	,,	৩	,,	,,
চিনি	২৭	,,	৬	,,	,,
ধাতুদ্রব্য	১৭	,,	২	,,	,,
তামাক	১০	,,	৬	,,	,,
কাচ ও কাচের দ্রব্য	৯	,,	১৩	,,	,,

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বিশ্বব্যাপী বেকার সমস্যা রহস্য।

(লেখক শ্রীপঞ্চানন সিংহ, বি, এল)

সেদিন একখানি সাপ্তাহিক কাগজে পাঠ করিলাম যে, ভারতে কর্ম্মক্ষম বেকার লোকের সংখ্যা ৮০০০০০। এই হিসাব সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, এই অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অনেকে কিন্তু আঁতকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বেকারের সংখ্যার তুলনায় ইহা নিতান্তই অল্প বলিয়া বোধ হয়। ইংলণ্ড আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতির ধনকুবেরগণের বাস ভুমিতে বেকার লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় জনক। এক ইলণ্ডে বেকার লোকের সংখ্যা বর্ত্তমানে এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, রাজকোষ হইতে মাসহারা দিয়া লক্ষ লক্ষ বেকার লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে; নতুবা তাহারা দেশমধ্যে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিবে। তথায় লক্ষ লক্ষ লোকের মাথা গুঁজিয়া থাকিবার এতটুকু স্থান নাই। এই কারণে অল্পদিন হইল, ইংলণ্ডের এক সরকারী কমিটি ১৭ লক্ষ বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন।

এই ত গেল বর্ত্তমানের সুসভ্য ও সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন দেশের কথা। তথাপি ঐ সকল দেশের অধিবাসী আত্মনির্ভরশীল, বাণিজ্যদক্ষ—আধুনিক যাবতীয় উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির নিত্য জন্মদাতা, জগতের ঐশ্বর্য্য করতলগত করিবার জন্য তাহারা জলে স্থলে অনলে ও অন্তরীক্ষে প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া বীর বিক্রমে অগ্রসর হইতে সতত প্রস্তুত। এত অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রম পটু যে জাতি—ইহসর্ব্বস্ব সভ্যতার অদৃষ্টপূর্ব্ব অভ্যুদয়ে যাহাদের ভিতর দিনে দিনে কর্ম্মের সুবিশাল ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে—সেই সকল জাতির ভিতরে যে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী কার্য্যপটু নর নারী কর্ম্মাভাবে উদরান্ন সংস্থানের জন্য পথে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহার অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক বিষয় আর কিছু থাকিতে পারে কি? ইহাদের তুলনায় চাকুরীমাত্র সম্বল, পরপ্রত্যাশী, বিলাস প্রিয় ও শ্রমবিমুখ ভারতীয়গণের ভিতর বেকার লোকের সংখ্যাধিক্য বিস্ময় উদ্রেক করিবার কথা নয়। আজও যে আমরা দুইবেলা দুই মুঠা খাইতে পাইতেছি;—আজও যে সর্ব্বগ্রাসী বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষের মধ্যেও আমাদের অস্তিত্ব ধরণী বক্ষ হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যায় নাই, ইহাই অধিকতর বিস্ময়ের কথা।

সকল সভ্যদেশের স্বদেশপ্রাণ রাজনীতিকগণ নিজ নিজ দেশের বেকার সমস্যা-সমাধানের জন্য দেশ কাল পাত্রোপযোগী মতলব বাহির করিতেছেন। তদনুসারে বিভিন্ন দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি ও বাণিজ্যের নব নব কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়া ও আরও অসংখ্য প্রকার উপায়ে বেকারগণের উদর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে। তাহাতে প্রথম প্রথম কতকাংশে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা যায় বটে, কিন্তু এ সকল ব্যবস্থায় অন্নসমস্যার তেমন কিছু স্থায়ী সমাধান হইবে বলিয়া বোধ হয় না। কালক্রমে এই একই অবস্থার পুনরাবির্ভাব যে না হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কারণ যে মুল কারণ হইতে এই সর্ব্বদেশব্যাপী অভিনব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, যতদিন তাহার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইতেছে, এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন ইহার স্থায়ী কোন প্রতীকার সম্ভব নহে। দুঃখের বিষয়, এই মূল কারণ কি তাহার অন্বেষণে সাধারণ লোকের এখনও তাদৃশ প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে না, এবং যে অতি অল্পসংখ্যক স্থির মস্তিষ্ক চিন্তাশীল লেখক সেই সকল কারণের দিকে জগতের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লেখনী চালনা করিতেছেন, লোকে তাহাদের প্রতি নিতান্তই ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করিতেছে। উৎকট খৃষ্টীয়ান সভ্যতার নিত্য নূতন চাকচিক্য যতদিন লোককে মন্ত্রমুগ্ধ ও সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখিবে, ততদিন সভ্যতার এই বিষম বিকার অপনীত করিতে লোকের আগ্রহ হইবে না।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগের এই বেকার-সমস্যা আধুনিক সভ্যতারই একটা উপসর্গ বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সহায়তায় পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই বিস্তার ও পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই বেকার-সমস্যা ততই উৎকট আকারে নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের বুদ্ধিমতী রাণী এলিজাবেথ বহু বৎসর পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অমূলক ছিল না। ১৮১১ খৃঃ রেভাঃ উইলিয়ম লি মোজা বুনিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া রাণীর নিকট উৎসাহ পাইবার আশায় তাহার সমক্ষে যন্ত্রের ক্রিয়া

কৌশলাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাণী এলিজাবেথ ইহাতে বিশেষ প্রীত হইতে পারিলেন না এবং রেভাঃ উইলিয়াম লির প্রতি তেমন সোৎসাহ ভাব প্রদর্শন করিলেন না। কারণ, তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, দেশমধ্যে এই যন্ত্র প্রচলিত হইলে অচিরেই বহুতর দরিদ্র লোকের অন্নসংস্থানের উপায়ের পথ রুদ্ধ হইবে। Mr. Heatcoatএর লেস বোনা যন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবার পর Leicesterএর অন্তর্গত লিবরোর শ্রমজীবি সম্প্রদায় যখন দেখিল যে, মনুষ্যের পরিশ্রমে যে পরিমাণে কার্য্য হইতে পারে, ফলে তাহার বহুগুণ বেশী কাজ হইতেছে, তখন শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্ন সংস্থান করা অতঃপর বিষম ব্যাপার হইবে ভাবিয়াই তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া বিরাট যন্ত্র ধ্বংস যজ্ঞের অবতারণা করিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে নব সভ্যতার পাণ্ডাবর্গের নিকট কতই না লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উদ্ভাবন ও প্রচলনের প্রাক্কালে তৎকালীন নির্ব্বোধ ও অসভ্য লোকগণ সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, কালক্রমে তাহাদের সেই আশঙ্কা যে আজ সত্যে পরিণত হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক কলকারখানাদির উদ্ভব ও বিস্তৃত প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই আনুষঙ্গিক ভাবে কঠোর বেকারসমস্যা সর্ব্বত্র লোক সমাজকে সন্ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানের পর হইতে অল্পসংখ্যক লোকের এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। Austin Feeman প্রণীত "Social Decay and Regeneration" নামক পুস্তক পাঠ করিলে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে লিখিত। বর্ত্তমান কালে কলকারখানাদি সামাজিক বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলতা সাধনের জন্য কতটা দায়ী, তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে অতি নিপুনতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আমাদের ভারতবর্ষে যুগাবতার মহাত্মা গান্ধী এই একই বাণী লইয়া ভারতের নরনারীকে প্রাচীন কালের কুটীর শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বার বার উপদেশ দিতেছেন।

শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশে অর্থাগম হয় সত্য, কিন্তু কুটির শিল্পের দ্বারা সেই অর্থ যেমন সর্ব্বশ্রেণীর শিল্পীর মধ্যে সুচারুভাবে বন্টিত হয়, তেমন অন্য কিছুতেই হয় না। দেশের শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে যেরূপ পরিশ্রম করে, সে তদনুরূপ ফল পাইয়া থাকে। তাহাতে ব্যবসায়গত কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা মস্তকোত্তলন করিয়া সমাজবন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করে না; সমাজে উচ্চ ও নীচের মধ্যে বিদ্বেষের হলাহল উদ্গারণ করে না। শিল্পিগণ সকলেই স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়া থাকে। কর্ম্মক্ষম কুশলী লোককে কর্ম্মের অভাবে হাহুতোস্মি করিয়া বেড়াইতে হয় না; নিজ নিজ অভিরুচি ও পটুতার হিসাবে যে কোন শিল্পকলা শিক্ষা করিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করিতে পারে।

অন্যদিকে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার দ্বারা "তেলা মাথায় তেল ঢালিবার" ব্যবস্থা বেশ কায়েমী রকমেই লোক সমাজে চলিতে থাকে। কলকারখানার যে প্রধান লভ্যাংশ তাহা ধনী মহাজনগণই গ্রাস করিয়া থাকেন এবং যাহারা তিল তিল করিয়া দেহের শোণিতপাত করতঃ দিবারাত্র কলকারখানার মজুরীগিরি করে, তাহাদের একবেলার অধিক অন্ন জুটিয়া উঠে না। অথচ তাহারাই স্ত্রী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ মিলিয়া স্বেচ্ছায় বুক পাতিয়া দিয়া এই রাক্ষসী সভ্যতার বিচিত্র সৌধ নির্ম্মানের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিতেছে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার হাজার হাজার ধনকুবের নিজ নিজ দেশের গৌরব মুকুট রূপে বিরাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইতর সাধারণের দুঃখের কোন লাঘব হইতেছে কি? তাহারা চিরদিন যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া আছে। যে শিল্প পটুতা অর্জ্জন করিলে তাহারা নিজ নিজ কুটিরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, কলকারখানার দৌলতে বহুদিন হইতে সে পথে তাহাদের কাঁটা পড়িয়াছে। দেশের লক্ষপতি কোটী-পতিগণ কলকারখানার ফাঁদ পাতিয়া দেশে বিদেশের ধনরত্ন লুঠিয়া লইতেছে, আর দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ সাধারণ শ্রেণীর লোকগণ সেই সকল ধনী মহাজনের নিকট পেটের দায়ে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে, আর অনশনে অর্দ্ধাশনে রোগে তাপে ভুগিয়া ভুগিয়া পরিশেষে কঠোর ভবযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে। একদিকে আবশ্যকের অতিরিক্ত ধনসঞ্চয়

হেতু সমাজে নিত্য নূতন পাপের স্রোত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, আর অন্যদিকে বুবুক্ষিত নরনারী খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে দলে দলে পিপীলিকার মত সভ্যতার পদতলে প্রাণ দিতেছে। যান্ত্রীক বলে বলীয়ান হইয়া একজন লোক লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতেছে ও বদহজমীর বিষম উদ্গারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বায়ুমণ্ডল দূষিত করিয়া তুলিতেছে।

কলকারখানার মালিক ও ব্যবসা বাণিজ্যের মহাজনগণের ভাণ্ডারে পুঞ্জীকৃত এই ধন যদি সমাজের সর্ব্বস্তরে বিতরিত হইতে পাইত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরিণাম এতদূর ভয়াবহ ও বিষময় হইয়া উঠিত না—জগতের সর্ব্বত্র আজ এত বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করিত না এবং ব্যবসায়গত পাশবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইয়োরোপের মহাসমরে এরূপ ভীষণ নরহত্যার অভিনয় সংঘটিত হইতে পারিত না।

অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—কলকারখানার কল্যাণে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইয়াছে। কিন্তু কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহারাই একথায় বিশ্বাস করিতে পারিবেন। কলকারখানার দ্বারা লোকের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য যত নষ্ট করা হইয়াছে, তেমন আর কিছুতে নয়। দিনের পর দিন যতই যন্ত্র চালিত কারখানার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে, লোকের স্বাধীন শক্তি বিকাশের পথ ততই কায়েমী করিয়া রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে, ততই লোকের স্বাধীন ভাবে উদরান্ন সংস্থানের উপায় লোপ করিয়া দেওয়া হইতেছে। পরন্তু এইরূপ ভাবে যত লোককে দিনের পর দিন নিরন্ন করা হইতেছে, তাহার শতাংশের একাংশ লোককে কলকারখানার মালিকপণ কর্ম্ম যোগাইতে পারিতেছেন কি? কখনই নয়। যান্ত্রীক সভ্যতার আসল গলদ ত ঐখানেই।

JUTE.

পাট।

(লেখক শ্রীপ্রফুল্লকুমার বাগ্‌চী বি, এ,)।

বাংলার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের চাষী ও গৃহস্থের সুখ দুঃখের কথা উঠিলেই 'পাটের বাজারের' কথা উঠিয়া থাকে। পাটের চাষ বিশেষ ক'রে বাংলার একচেটিয়া ব্যবসায় বলা যায়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অতি সামান্য পরিমাণই পাট চাষ হয়। ভারতের বাহিরে পাট কোথায়ও জন্মে না। বিশেষ যত্ন করিয়া জন্মাইলেও লাভে পোষায় না। বাংলার মাটি, বাংলার আবহাওয়া, খাল বিল ঝিলের জলই পাট চাষের একান্ত অনুকূল।

পাট বিদেশ হইতে আমদানী করা নূতন জিনিস নহে, ভারতের অধিবাসীগণ প্রাচীন কাল হইতেই পাট ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। হিন্দুগণ যে সমস্ত গাছ হইতে তন্তু বা সূতা সংগ্রহ করিতেন, পাট তাহাদের অন্যতম। প্রাচীন পুস্তকাদিতেও পাটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অতি প্রাচীন কালে পাট হইতে যে প্রকারে বস্ত্র বয়ন করা হইত, সেই প্রণালীর উন্নতি মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে সংসাধিত হইয়াছে। এমন কি এখনও স্থানে স্থানে ঐরূপ প্রাচীন প্রথায় বস্ত্রাদি বয়ন করা হইয়া থাকে। এই পাটের কাপড় তৎকালে দেশীয় গরীবদের লজ্জা নিবারণ করিত। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানে, ম্যাঞ্চেষ্টার ল্যাঙ্কাশায়ার ও বোম্বাই মিলগুলির কল্যাণে এই "পাট কাপড়" উঠিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে মিলের মিহি কাপড় সে স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া পাটের ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। উন্নততর বয়ন প্রণালী আবিস্কৃত হইয়াছে, নানারূপ কলকারখানার সৃষ্টি হইয়াছে। পাটের চাষও বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি পাটের উপর পতিত হয়। সেই সময়ে পাটের মূল্য ২৴ দুই পয়সা সের, আর মণ ১৲ এক টাকার অনধিক ছিল। ঐ সময়ে ডাণ্ডি (Dundee) বয়ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। শণ সূত্র ও তজ্জাত শিল্পকলার জন্য ডাণ্ডি অতি সমৃদ্ধ ছিল। এই সময় শুধু 'দড়ি, কাছি' প্রস্তুত করিবার জন্যই বৃটিশ রাজ্যে পাট আমদানী করা হইত। কিন্তু পাটের এইরূপ হীনাবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কি উপায়ে কলে পাটের সূতা ও বস্ত্র বয়ন করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। এই প্রয়াস প্রথম কার্য্যকরী হয় নাই। সেই সময়ের কলকব্জা পাটের

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পক্ষে অনুপযোগী হওয়ায় এবং পাট হইতে সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়ন করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালী অবগত না থাকায়, ফল সন্তোষজনক হয় নাই। অবশেষে ১৮৩২ খৃঃ "পাটের কল" আবিষ্কৃত হইল। ইহাই ডাণ্ডি নগরের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির সূচনা করিল। এই সময় হইতেই পাটের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

তারপর ভারত, ব্রহ্ম, চীন, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে কাঁচা মাল, পণ্য শস্যাদি রপ্তানির জন্য থলিয়ার প্রয়োজন হওয়ায় পাটের থলিয়ার চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ভারতে কুটির শিল্প হিসাবে যে পরিমাণ থলিয়া তৈয়ারী হইত, তদ্দ্বারা মোটেই অভাব পূরণ হইত না, কাজেই চাহিদা বেশী হইয়া থলিয়ার দাম বাড়িয়া গেল। এদিকে বাষ্পীয় কলে থলিয়া প্রস্তুত করিলে, অল্প সময়ে বহু পরিমাণে থলিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। আর এই থলিয়া দামেও বিশেষ সস্তা হয়। সুতরাং পণ্য রপ্তানী ব্যবসায় প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডাণ্ডিতে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে শনৈঃ শনৈঃ পাটকল বসিতে লাগিল। ফলে ডাণ্ডি অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল।

এইরূপে জগৎ জোড়া পাটের চাহিদা বাড়িয়া উঠিল। পাটের দামও ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল। এই সময় হইতেই বাংলার কৃষকগণ পাট বয়ন করা অপেক্ষা কাঁচা মাল রপ্তানী করাই সুবিধা জনক বোধ করিতে লাগিল। কলে প্রস্তুত থলিয়ার সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া যাহাতে পাটের পরিমাণ বাড়ে, সেই দিকেই মনোযোগ দিল। এইভাবে ভারতের বিশেষতঃ বাংলায় একটা বিশিষ্ট কুটির শিল্প ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল। ডাণ্ডি ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে এই থলি প্রস্তুত কার্য্য একেবারে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল।

পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশে ও স্ব স্ব দেশের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য পাট হইতে থলি তৈয়ারীর চেষ্টা হইতে লাগিল। উহারা ডাণ্ডির উপর নির্ভর করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। জার্ম্মানীতে একটি ক্ষুদ্র কলও প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্ম্মানির এই প্রথম উদ্যম একবারে সফল হয় নাই। তাই বলিয়া ইহারা চেষ্টা ত্যাগ করিবার লোক নয়, স্কটল্যাণ্ড হইতে উচ্চ বেতনে বিশেষজ্ঞ লইয়া দেশের লোকদিগকে এই শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিল। এইরূপে ধীরে ধীরে জার্ম্মানীতেও পাট কল বসিল। কিন্তু ডাণ্ডির প্রাধান্য তখন হইতে এ যাবৎ অক্ষুণ্ণ রহিল।

বাঙ্গালায় ১৮৮৫ খৃঃ শ্রীরামপুরের সন্নিকটে রিষড়া মিল প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে ১৮৫৭ খৃঃ বরাহনগরে প্রথম পাট কল স্থাপিত হইল। এই ব্যবসায় লাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় কলিকাতার আশে পাশে বহু সংখ্যক পাটকল বসিল। এই সময়ে আমেরিকায় "সিভিল ওয়ার" আরম্ভ হইল। আমেরিকা হইতে তুলার রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় মোটা কাপড় ও কাপড়ের থলির বিশেষ অভাব হইল। এই সময় পাটের উপর দৃষ্টি পড়িল। কাপড়ের থলির চেয়ে পাটের থলি অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও দামে সস্তা প্রতিপন্ন হওয়ায়, পাটের থলির চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। ডাণ্ডির পাট কলের সমৃদ্ধির অন্ত রহিল না। এই ব্যবসায়ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। এই শিল্পে ডাণ্ডির একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। তাহাদের ব্যবসায় বহু বিস্তৃতি লাভ করিল।

এই সময় হইতে চারিদিকে আরও বহু পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। জার্ম্মানী, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইটালী এমন কি আমেরিকা পর্য্যন্ত বাদ গেল না। কিন্তু এই সমস্ত দেশেই মজুর দুর্ম্মূল্য। ভারতে মজুরি সস্তা। কাঁচা মাল পাটও ভারতের জিনিস, সুতরাং ভারতে অনেক বিষয়ে ব্যয়ের লাঘব হয়। ভারতে প্রস্তুত থলিয়া দামও সস্তা পড়ে। এই জন্যই স্কচ ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি আবার ভারতের উপর পড়িল। স্কচ ব্যবসায়ীগণের মূলধনে ভারতে বহু পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমস্ত কলের মুটে মজুর ছাড়া, সমুদয় কর্ম্মচারীই স্কটল্যাণ্ড হইতে আমদানী করা। এই সময় হইতেই ডাণ্ডির পসার প্রতিপত্তি একটু খর্ব্ব হইয়া আসিল। আজকাল ডাণ্ডির কলগুলিতে তাঁত ও চরকার সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। ভারতের কল প্রতিবৎসরই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯০০ খ্রীঃ উল্লেখযোগ্য পাট কলের সংখ্যা ছিল ৩৪টি। ঐ কলগুলিতে ১½ লক্ষ মজুর খাটিত। ১৫ হাজার তাঁত ও ৩ লক্ষ চরকায় (Spindle) সুতা তৈয়ারী হইত। এই কল গুলিতে মোটা হেসিয়ান কাপড় আর থলিই বেশীর ভাগ তৈয়ারী হইত। ডাণ্ডি ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর শিল্পের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

দশবৎসরের (১৯০০ খৃঃ হইতে ১৯০৯

খৃঃ) ভিতর ভারতের পাটকলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল। এই সময়ে জগতে ব্যবসা বাণিজ্যের বাজার মন্দা পড়িয়া যাওয়ায় কিছুদিন এই উন্নতির বেগ প্রতিহত ছিল। তারপর ১৯২৫ খৃঃ এই সমস্ত কল কব্জার সংখ্যা প্রায় সিকি পরিমাণ বাড়িয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে পাট কলের মজুরের সংখ্যা প্রায় লক্ষ।

মহাযুদ্ধের বাজারে, ভারতের পাট কলের মালিকগণ অসম্ভব লাভ করিয়াছিল, সুতরাং কল কব্জার সংখ্যা এত অধিক পরিমাণে বাড়ান বা কতকগুলি অতি বৃহৎ নূতন কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নাই। যুদ্ধের পরে সমস্ত ব্যবসাতেই সাময়িক মন্দা পড়িয়া যায়। পাট কল গুলিও ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। অধুনা যতগুলি কল আছে, তাহা বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট বলা যাইতে পারে। এই জন্যই নূতন কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বিশেষ দেখা যায় নাই, কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা কাটিয়া গেলে, এ ভাব দূর হইতে বেশী সময় লাগিবে না বলিয়াই আশা করা যায়। পাট ভারতের একচেটিয়া মাল। জগতে আর কোথায়ও পাট জন্মে না। ভারতের শ্রমিক সংখ্যাও অফুরন্ত। ভারতের শ্রমিক মিতব্যয়ী, অল্প বেতনে সন্তুষ্ট, বুদ্ধিমান, দিনে দিনে কাজে দক্ষ হয়। ইউরোপের শ্রমজীবিগণের বেতন ধর্ম্মঘট, রাজনৈতিক চাপ প্রভৃতি দ্বারা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ধনীর লাভের পরিমাণ খুব বেশী থাকে না। আশা করা যায় যে, কালে হয়ত কলিকাতাই পাটের শিল্পে জগতের চেয়েও গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এই সম্পদের অতি সামান্য ভগ্নাংশই বাঙ্গালীর বা ভারতবাসীর হস্তগত হয়। এই ব্যবসায় সম্পূর্ণ বিদেশীয় বণিকের হাতে।

পাটের ব্যবহার।

শুধু থলে চট প্রভৃতি প্রস্তুতেই পাটের ব্যবহার নিবদ্ধ নয়, গৃহে পাট নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত পাটের অসংখ্য ব্যবহার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ সব তাতেই পাটের অংশ আছে, যে নরম টুপি (Soft hat) মাথায় পড়িয়া ভদ্রলোকেরা সান্ধ্য বৈঠকে আবির্ভূত হন, তাহাতেও পাট রহিয়াছে। রসায়নের সাহায্যে পাটই আবার রূপান্তরিত হইয়া রেশমে পরিণত হইয়াছে। শুধু পাট হইতেও একপ্রকার সুন্দর রেশম তৈয়ারী হইতেছে। কম্বল বা তজ্জাতীয় পশমী বস্ত্রেও পাট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলার সহিত সূক্ষ্মরূপে মিশিয়া আমাদের শ্রী অঙ্গে উঠিতেছে, আবার জানালায় পর্দ্দারূপে আবরু রক্ষা করিতেছে। বিলাসীর মেঝেতে চকচকে ঝকঝকে যে কার্পেট রামধনু রংকেও লজ্জা দেয়—তাহা হয়ত একান্তই রং করা পাট! যে পারস্য দেশজাত রাগের (Rug) কথা উঠিতে ইউরোপের বিলাসী মহলে সাড়া পড়িয়া যায়, তাহারও অনুকরণ এই পাটেই হইয়া থাকে। আপনি যে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, তাহাতেও যে এই পাটের অংশ নাই, তাহা কে বলিতে পারে? যে টোয়াইন সূতা দিয়া দোকানদার আপনার সওগাৎ বাঁধিয়া দিল, সম্ভবতঃ সে পাটেই তৈয়ারী। আর যে তুলার সূতার আপনার পোষাক রৌদ্রে ঝুলিতেছে, তাহাতেও হয়ত দুইটি পাটের আঁশ রহিয়াছে! থলে, চট, বস্তা এসবের কথা ত সবাই জানেন, সুতরাং এই পাটের জন্য জগতের বাজারে যে একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য মনে করিবার কি আছে?

এই পাট জন্মাবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোথায়ও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। কোন দেশে এমন কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা পাটের স্থান দখল করিতে পারে। জার্ম্মানী যুদ্ধের সময় বিপদে পড়িয়া কাগজ হইতে একপ্রকার সূতা বাহির করিয়াছিল। সামরিক প্রয়োজনে এই সূতা হইতে বস্তা বা থলিও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও পাটের সমকক্ষ হয় নাই। সম্ভবতঃ মূল্যও অত্যন্ত বেশী পড়িত, আর স্যাঁত-সেতে যায়গায়ত মোটেই টিকে না, সুতরাং এ চেষ্টাও বিফল হইয়াছে।

ব্রেজিলে পাট জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে। সেখানে কয়েকটি পাটের কলও আছে। এই কলগুলিতেও বাংলা দেশের পাট ব্যবহার করা হয়। ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট ওমাজা প্রদেশের নিম্ন জলা ভূমিতে পাট জন্মাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাট রোপণ করিয়া পরীক্ষাও করা হইয়াছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাটের বীজ ব্যবহার করিয়াও ফল সন্তোষজনক হয় নাই। সেখানকার উৎপন্ন পাট কি দৈর্ঘে, কি রেশমের মত উজ্জ্বলতায়, কি মসৃণতায়,

কি সুত্রের দৃঢ়তায় সিরাজগঞ্জের বা ময়মনসিংহের প্যাটের সহিত তুলনার অযোগ্য। সম্ভবতঃ বাংলায় নদ, নদী, ঝিঁল, বিলের জলের সহিত সেখানকার জলের পার্থক্য আছে। পাট পচাইবার (জাগ দিবার) পক্ষে হয়ত সে জল সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। বিশেষতঃ বাংলার কৃষকের বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতাই বা উহাদের কোথায়? শুধু অভিজ্ঞ কৃষকই বলিতে পারে, কখন কোন পাট কাটিতে হইবে, কখনও বা গাছে ফুল দেখা দিলে, কখন ও ফল হইলে পাট কাটিতে হয়। কত সময় পাতা ঝাড়িতে দিতে হয়, কতদিন 'জাগে' রাখিতে হয়, তাহা কিছুই নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ঠিক ঠিক 'জাগ' না আসিলে পাট ধুইতে অসুবিধা হয়, আবার 'জাগ' পচিলেও পাট নরম হয়, রেশমের মত উজ্জ্বলতা থাকে না, সুতরাং মুল্যে কম হয়। সাধারণতঃ ৫ দিন হইতে ১ মাসের ভিতর 'জাগ' আসিয়া থাকে।

চীন দেশে বহু টাকার থলিয়া আমদান করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চীন দেশে অধিক পাট আমদানী হয় না। বরং চীনারাই প্রতি বৎসর প্রায় ৪ হাজার টন, পাটের মত একপ্রকার আঁশ রপ্তানী করে। এই পাট খসখসে, নরম। চীনারা পরিশ্রমী, সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমান। সেখানে ছোট ছোট পাটকল করিয়া তদ্দেশের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা করিলে, কলগুলি বেশ লাভজনক হইতে পারে। কারণ প্রতি বৎসর ভারত হইতে প্রায় দুই কোটী টাকার 'থলি' চীন দেশে রপ্তানী হয়। কিউবা দ্বীপে মালভা ব্রাঙ্কা নামে একপ্রকার বন্য উদ্ভিদ জন্মে। গাছগুলি প্রায় ১ ইঞ্চি মোটা এবং ৮।১০ ফুট বা ততোধিক লম্বা। তাহার ছাল হইতে শণের মত একপ্রকার আঁশ বাহির করা যায়। ইহাতেও থলি বা দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে, চেষ্টা করিলে ইহা দ্বারা পাটের কাজ ও অনেকটা চলিতে পারে, কিন্তু এই গাছের আঁশ বাহির করা শক্ত কাজ। এজন্য বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। যে সমস্ত আঁশ বা তন্তু পাটের সমান স্থান অধিকার করিবার স্পর্দ্ধা রাখে, তাহাতে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ মূল্য সস্তা হওয়া চাই। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ইহাদের কতকগুলি বন্য অবস্থায় উষর ভূমিতে জন্মে, সুতরাং এক প্রকার বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু পাটের স্থান অধিকার করিতে হইলে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া চাই, যে শুধু বন জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রতিযোগীতা করার কল্পনা বাতুলতা বলা যায়। সুতরাং বিস্তৃতভাবে আবাদ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িবে, ফলে দর আর পুর্ব্বের মত সস্তা থাকিবে না, 'পাটের' চাহিদা আবার বৃদ্ধি পাইবে। নানা কারণে পাটের বর্ত্তমান চাহিদা কমিবার কোন আশঙ্কার কারণ আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

পাটের একমাত্র দোষ যে, স্যাঁতসেতে স্থানে রাখিলে বা ভিজিলে নষ্ট হয়, সুতরাং বেশী দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি থলির মূল্য কম হওয়ায়, একবার ব্যবহার হইয়া গেলেই, এই ভাবে নষ্ট হইলেও বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় না। পাটের এই দোষ দূর করিতে না পারিলে, পাট পশম বা শণের স্থান স্থায়ী ভাবে লইতে পারিবে না।

[এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান ইংলিশম্যান পত্র হইতে সংগৃহীত]।

Information sought To Know.

অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

বজ্র এবং তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়।

বজ্রপাত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রায়ই হইয়া থাকে। অসাবধান লোকে ইহা দ্বারা প্রায়ই আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু এমন কতকগুলি সাবধান হইবার নিয়ম আছে, যাহা পালন করিলে এই আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এই যে বজ্র, ইহা বৈদ্যুতিক ব্যাপার—ইহা বিদ্যুতেরই আদেশ পালন করে।

বিদ্যুৎ যাইতে চায় ধাতব বস্তুে—অন্য পদার্থ অপেক্ষা ধাতুর প্রকৃত রাস্তায় ইহার গতি। এইজন্য বজ্র ভয় নিবারণের জন্য Lightning Conductor তাম্র দণ্ড দ্বারা প্রস্তুত। অনেক মন্দির এবং অট্টালিকার কোণে লৌহদণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এমন মনে করা উচিত নয় যে, ছাতার মাথায় যে একটু ধাতু দেওয়া থাকে, তাহা দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়। ছাতার যে সকল ধাতু নির্ম্মিত শিক্ থাকে, তাহা অনেক সময় বিদ্যুৎ টানিয়া আনিতে পারে।

১। গরম, বহু জনাকীর্ণ স্থানের বায়ু, অথবা বৃষ্টির সময়ের উষ্ণ বায়ু বিদ্যুৎ টানিয়া আনিবার ভাল উপকরণ, সুতরাং ঝড়বৃষ্টির সময় বহুলোকের সমাগম স্থলে বা বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

২। গতিশীল বায়ু দ্বারা বিদ্যুত স্রোতের গতি হইয়া থাকে, সুতরাং যখন আকাশে মেঘ এবং বিদ্যুতের চমক দেখা যায়, তখন ঘরের দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অনেকের এইরূপও ধারণা আছে, যে দ্বার ও জানালা খোলা থাকিলে বিদ্যুত বাহির হইয়া যাইবে, ইহা ভ্রম, ঘর খোলা থাকিলে ভিতরে প্রবেশেরই সুবিধা দেওয়া হয়।

৩। যে সময় বজ্রপাতের সম্ভাবনা, তখন ঘরের দরজার সম্মুখে অথবা অগ্নির নিকটে থাকিতে নাই, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উত্তপ্ত বায়ু বিদ্যুত টানিয়া আনে, জলের ধার এবং জলে নামাও মারাত্মক।

৪। মেঘ ঝড়ের সময় যদি কোন স্থানে বাহিরে যাইয়া থাক, কদাচ দৌড়িয়া বাড়ী আসিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কোন স্থানে আশ্রয় লওয়াই নিরাপদ। কারণ দৌড়ান জন্য বায়ুর গতি হয়, সেই কারণে সেই গতিশীল বায়ু দ্বারা বিদ্যুত আকর্ষিত হইয়া আহত হইবার সম্ভাবনা।

৫। যদিই কেহ বাহিরে থাকে, এবং যদি কেহ বেশী লম্বা হয়, যথাসম্ভব ছোট হইবার প্রয়াস পাওয়া উচিত, এমন কি শুইয়া পড়াও নিরাপদ। কারণ দশজন লোকের মধ্যে যে লোক অধিক লম্বা, সেই বজ্রাহত হয় এমন দেখা গিয়াছে।

৬। বৃক্ষতলে কদাচ আশ্রয় লইতে নাই—বজ্রাহত হইবার খুবই সম্ভাবনা।

৭। কদাচ দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিতে নাই। ঝড় বৃষ্টি এবং বজ্রাঘাতের সময়—ঘরের মেঝেতে মাদুর বা কম্বল পাতিয়া বসিয়া থাকা উচিত।

৮। কোন ধাতু পাত্র বাহিরে রাখা উচিত নয়।

৯। খড়ের ঘরে বজ্রপাত হইতে বড় দেখা যায় না, কারণ খড় বিদ্যুত পরিচালক নহে। এরূপে সাবধান হইয়া চলিলে বজ্রাহত হইবার সম্ভাবনা কম।

সীরাপের ক্রিয়া ও ব্যবহার।

সীরপ আজ কাল আমরা অনেকেই গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করি, কিন্তু আমাদের দেহে ইহা কিরূপ কাজ করে তাহা জানা মন্দ নয়।

রাসয়নিক উপাদান—সাদা সীরাপের শতকরা ১২ অংশ কার্ব্বণ, ২২ অংশ হাইড্রোজেন, ১১ অংশ অক্সিজেন এবং অবশিষ্ট জল বর্ত্তমান থাকে।

পরিপাক ক্রিয়া—সীরাপ মুখ মধ্যে নীত হইলে, লালা রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এবং তথায় পাকরস সংযোগে আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়া (Dextrose) মধু শর্করায় পরিণত হয়, এবং তথায় শর্করার কতক অংশ শোষিত হয়, অবশিষ্ট অধিকাংশ ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্রে যায়; তথায় ইহার জলীয় ভাগ শোষিত ও শর্করা ভাগ (গ্রেপসুগার) মধু শর্করায় পরিণত হয়, এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোষ ও সাক্কাস এপটিরিকাস দ্বারা শোষিত হইয়া পোর্টেল রক্তে উপস্থিত হয়, তথা হইতে যকৃতের কোষ মধ্যে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চিত হয়। শরীরের কার্য্যে যখন আবশ্যক হয়, তখন এই গ্লাইকোজেন কার্য্য করে। গ্লাইকোজেন একপ্রকার শর্করা। ইহা বিধান মধ্যে মধু শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্যবহারে লাগে। বিধান মধ্যে কার্য্য কর কালীন অঙ্গারাম্ল এবং জলে পরিণত হইয়া, বিধান সমূহকে কার্য্য করার জন্য উত্তেজনা করে।

ইহা সহজে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক এবং

শোষিত হয়, অবশিষ্ট কিছুই বর্ত্তমান থাকে না, অর্থাৎ কোন অংশ নষ্ট বা মলরূপে পরিণত হয় না। অবস্থা বিশেষে মেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহ মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহারা আবশ্যকানুযায়ী দৈহিক উত্তাপ এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা উৎপাদন জন্য ব্যয়িত হয়। ইহা দেহ মধ্যে তেজ সঞ্চার করিয়া রাখে। তেজ অর্থাৎ ওজঃ। অণ্ডলাল ঘটিত (Protied sparing food) কার্য্য।

ক্রিয়া—ইহা সুমিষ্ট, সুস্বাদু, উত্তেজক, শক্তিবর্দ্ধক ও পাচক। ইহা সেবনে দেহের ওজন, শক্তি, সাহস এবং উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে জনন শক্তি অসাধারণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অল্প সময় মধ্যে শরীরে শোষিত হইয়া পেশীকে কার্য্য করিবার শক্তি প্রদান করে। ইহা সেবনে পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূরীভূত করে, ক্লান্তি দূর করে, পিপাসার শান্তি হয়। ব্রাণ্ডির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। ধর্ম্মবিরুদ্ধ সুরাপানের পরিবর্ত্তে সিরাপ পানে প্রায় তদনুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা স্নিগ্ধকারক, শৈত্যকারক অল্প পোষক এবং বিবন্ধ। ইহা দেহের গুরুত্ব সাধক, প্রস্রাবের সারল্য ও আধিক্যজনক, স্থূলতা, সাহস ও উৎসাহবর্দ্ধক। ইহা দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক। ইহা সেবনের ৫ মিনিট পরেই ইহার ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

আময়িক প্রয়োগ—পীড়ায় বা অন্য কারণে পোষণের বিঘ্ন হইলে, শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হয়। সেস্থলে সিরাপ পান উপকারী। ক্ষয়রোগে শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, সে স্থলে বলকারকরূপে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। যে সকল বালক কৃশ, দুর্ব্বল ও শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সে স্থলে ইহা উপকারী। বালকদের দৈহিক পরিবর্দ্ধন, উত্তাপ সংরক্ষণ এবং পেশীর পুষ্টিসাধন জন্য ইহা বিশেষ উপকারী। রক্তাল্পতাগ্রস্থ রোগীর পক্ষে সিরাপ বিশেষ উপকার দর্শায়। বার্দ্ধক্য জনিত দুর্ব্বলতায়, রোগান্তে দুর্ব্বলতা, পৈত্তিক জ্বরে পিপাসাও সাতিশয় জ্বালা হইলে ইহা উপকারী। শ্লেষ্মা অতিশয় কঠিন হইলে, এবং সহজে না উঠিলে গরম করিয়া সেবন করিলে শ্লেষ্মা সহজে উঠিয়া যায়। হুপিং কফ রোগে গরম সীরাপ মহৎ উপকারী। সর্দ্দি জনিত গলার বেদনায়, গরম করিয়া পান করিলে উপকার হয়।

জরায়ুর পৈশিক শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রসব কার্য্যে বিলম্ব ও অবসন্নতা জন্মিলে, ইহা সেবনে প্রসব কার্য্য শীঘ্র সাধিত হয়। এবং ইহা জরায়ু সঙ্কোচক।

অজীর্ণ জনিত পেট ফাঁপায় লেবু বা আদার রস সহ সেবনে পেট ঠাণ্ডা করিয়া হজম ও পেট ফাঁপা নিবারণ করে।

বায়ু জনিত পেট ফাঁপায় যথেষ্ট পরিমাণ শীতল জলের সহিত পান করিলে শীঘ্র পেট ফাঁপার উপশম হয়।

পুরাতন অজীর্ণ পীড়ায় প্রতি রোজ প্রাতঃকালে শীতল জল সহ পান করিলে উপকার হয়।

আমাশয় রোগে সিরাপ অন্ত্রস্থ বিষ নষ্ট করিয়া উপকার দর্শায়।

বালকদের ক্রিমি জনিত উপদ্রবে সিরাপ সেবন করাইলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য পিপাসায় ইহা আরাম দায়ক। দধি বা ঘোল সহ সেবনে উপকার ও পিপাসার শান্তি হয়।

জ্বর ও কলেরা রোগে প্রবল পিপাসায় যথেষ্ট পরিমাণ শীতল জল সহযোগে বারবার পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়।

প্রস্রাব ভাল পরিস্কার না হইলে, জল সহ সিরাপ পানে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়। পিত্তাধিক্য জনিত বমন, বিষমিষা, শরীরের জ্বালা প্রভৃতিতে সিরাপ মহৎ উপকার দর্শায়।

উপবাসের পর সরবৎ পানে শরীর স্নিগ্ধ করে ও শরীরে বল দান করে।

অম্ল সহযোগে ইহা মুখরোচক ও পিপাসা শান্তিকর ও হজম কারক। একারণ নাইট্রিক, টার্টারিক, এসিটিক এসিড সহ যোগে সেবন করা যায়, ঐ এসিডও সোডা-বাই কার্ব্ব দ্বারা উচ্ছ্বলন পানীয়রূপে ইহা সেবনে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য পেট ফাঁপা নিবারণ করে। তেঁতুলের সরবৎ সহযোগে সারকজন্য অনেকে ইহা পান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে লেবুর রস দিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

শ্লেষ্মায়—তুলসি পাতার রস সহযোগে।

অজীর্ণে—আদার রস সহ।

কাশীতে—বাসকের রস কন্টীকারী, টলু সিলি, কড্‌লিভার সহ পান করিলে উপকার হয়।

দুর্ব্বলতায়—লৌহ ও ফস্‌ফরা সহ।

প্রস্রাবের অল্পতায়—তোকমারী সহ।

এতদ্ব্যতীত গোলাপ, লেমন, আম, কলা, আনারস, কমলা, কিস্‌মিস, মনক্কা, বেদানা, পেঁপে, ন্যাসপাতি, আমড়া, পেস্তা,

বাদাম, আলুবোখারা আমলকি, অনন্তমূল, আপেল, অশ্বগন্ধা, বেল, বয়রা, বাসক, জাম, লবঙ্গ, এলাচ, পিপুল, আঙ্গুর, হরিতকি, নেবু, যষ্টিমধু, পুদিনা, শতমূল, ত্রিফলা, তরমুজ প্রভৃতির সহিত সিরাপ সেবনে উপকার ঐ ঐ দ্রব্যের গুণানুসারে দর্শিয়া থাকে।

বাহ্যিক প্রয়োগ—বোলতা, ভিমরুল, বৃশ্চিক প্রভৃতি হুল ফুটাইলে ইহার স্থানিক প্রয়োগে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ক্ষতে অধিক অঙ্কুর হইলে ইহা দ্বারা তাহা নিবারণ হয়।

দুষ্ট ক্ষতে ও পচা ক্ষতে ইহা পচন নিবারকরূপে কার্য্য করে। শিশু ও বালকদের কাণপাকা রোগে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁয নির্গত হয়, তাহাতে সিরাপ দিলে ভাল হয়।

গ্র্যানুলার লিডস্ নামক চক্ষুরোগে অপথালমিয়া রোগে ইহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে উপকার দর্শে।

বিষ নাশক—তাম্র, পারদ, রোপ্য, স্বর্ণ সীস ও আর্সেনিক ঘটিত লবণ সেবনে বিষাক্ত হইলে ইহা উপযোগীতার সহিত ব্যবহৃত হয়। এস্থলে ইহা রাসায়নিকরূপে ও অংশতঃ অন্ত্রের কৃমি গতি বৃদ্ধি করিয়া কার্য্য করে।

ঔষধ মিষ্ট করণার্থ ও বটিকা প্রস্তুত জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার অনেক ঔষধ সিরাপ সহ যোগে ও অনেক পেটেণ্ট ঔষধ ও পথ্য সিরাপ সহযোগে প্রস্তুত হয়। কবিরাজী অনেক ঔষধ ও মোদক সিরাপ সহযোগে প্রস্তুত হয়।

চিনি পচন নিবারক, একারণ আমাদের অনেক খাদ্যদ্রব্য সিরাপের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে দীর্ঘ দিন ভাল থাকে।

সীরাপের মাত্রা।

সীরাপ অধিক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তাহার মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না ও সুস্বাদু হয় না। আবার অল্প জলের সহিত বা বিনা জলে সেবন করিলেও অধিক মিষ্টতা বশতঃ স্বাদ ভাল হয় না। সেজন্য এ পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহা সুপেয় হয়।

সাধারণতঃ ১ আঃ সিরাপ ১ আঃ শীতল জলের সহিত পান করিতে হয়। কোন কোন স্থলে কিছু কম মাত্রায় জল ব্যবহারেও কোনরূপ স্বাদের ব্যতিক্রম হয় না। উৎকৃষ্ট সিরাপ সাধারণতঃ ২ তোলায় দুই ছটাক জল দিলেই বেশ সুগন্ধযুক্ত মুখ রোচক হয়। ঔষধ যুক্ত সিরাপ ঔষধের মাত্রানুযায়ী পান করা উচিত। যে স্থলে অধিক জলের সহিত সীরাপ পান প্রয়োজন হয়, সেস্থলে ১ আউন্স সিরাপ ৪ আউন্স জলে দ্রব করিয়া সেবন করা উচিত। ঘোল বা দধির সহিত পরিমাণানুযায়ী মিষ্টতার উপর লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়া উচিত।

হিমহিতপুর, পাবনা
১লা ভাদ্র ১৩৩৩। } ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়।

হোমিওপ্যাথিক সার্ভিং সোসাইটি।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, হোমিওপ্যাথি ও ইহার চিকিৎসকগণের মঙ্গলের জন্য ৮নং ভিক্টোরিয়া রোড, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতায় সম্প্রতি "হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটী" (Homœopathy Serving Society) নামে একটী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার অজিতশঙ্কর দে এইচ, এম, বি মহাশয় আমাদের বিশেষ পরিচিত। আমরা সমিতির "Introduction" পত্র পাইয়াছি। ইহাতে সমিতির উদ্দেশ্য জানিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেই এই "Introduction" পাঠ করা কর্ত্তব্য। সম্পাদক মহাশয়কে পত্র লিখিলেই তিনি ইহা বিনামূল্যে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি সে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইলে হোমিওপ্যাথির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং তজ্জন্য তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। আমরা তাঁহার কার্য্যে সিদ্ধি কামনা করি।

অবৈতনিক শিল্প বিদ্যালয়।

কলিকাতা বহুবাজার ৩২।১।১ মলঙ্গা লেনে কিছুদিন হইল, একটী শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বাবলম্বী করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রচেষ্টা। এখানে দর্জ্জির কাজ, ছাপাখানার কাজ, দপ্তরীর কাজ, সাইনবোর্ড পেণ্টিং, বাড়ীর নক্সা প্রস্তুত ও চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি অনেক কাজ বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

Agriculture.

কৃষিকথা।
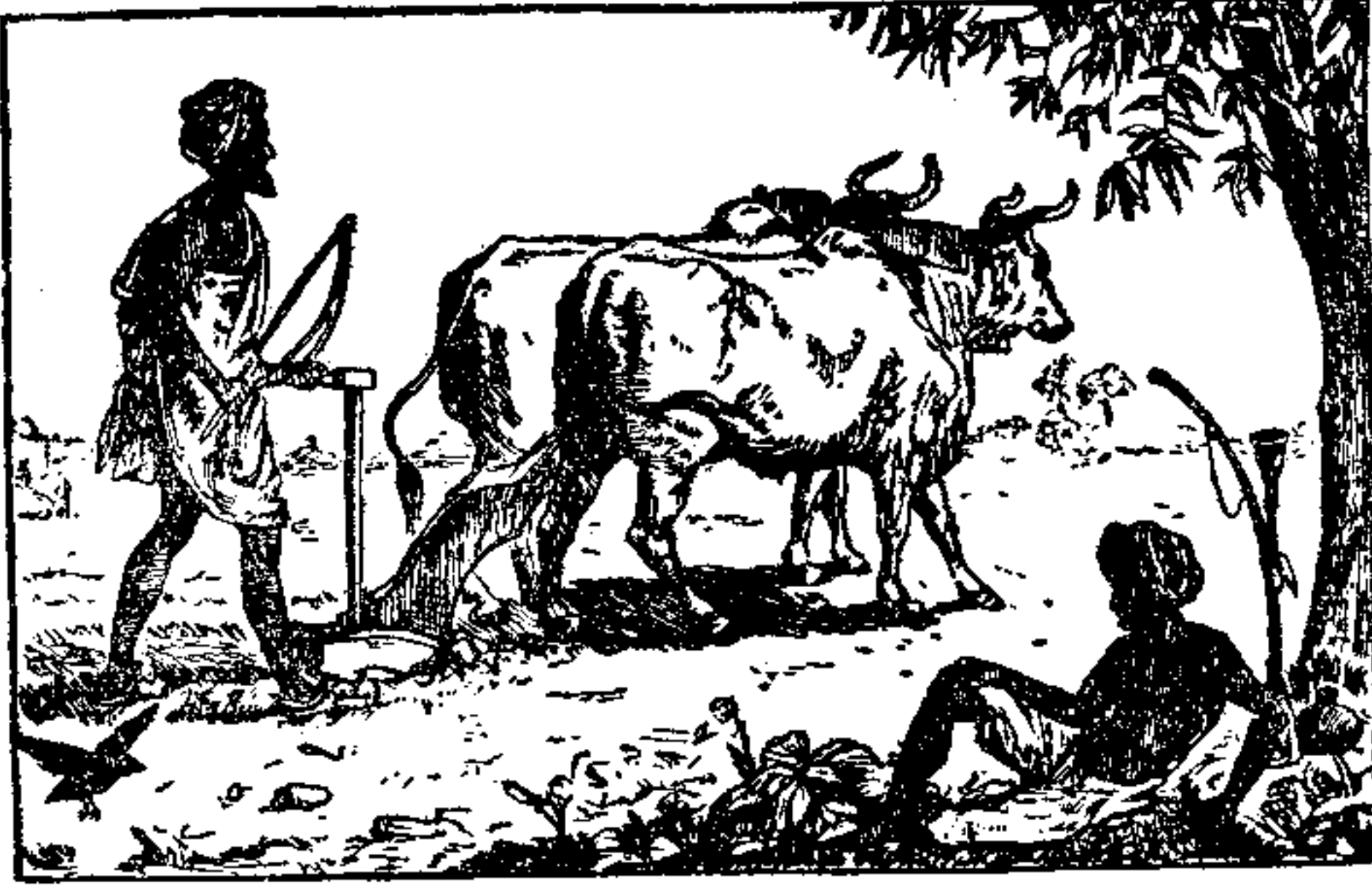
সার।

গতবারে বলিয়াছিলাম যে, অনেক দিন একই জমীতে একই রকম ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে তাহার কয়েকটী উপায় আছে।

তাহার মধ্যে জমী ফেলিয়া রাখার কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার কারণও দেখান হইয়াছে।

আর এক উপায়—ফসল পরিবর্ত্তন করা।

কিন্তু স্বাভাবিক উপায় দ্বারা জমীকে পুনরায় উর্ব্বরা করিতে অনেক সময় লাগে, সেই জন্য জমীতে যে যে পদার্থের অভাব হইয়াছে, তাহা যদি কোন কৃত্রিম উপায়ে সংযোজন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে জমীতে আর উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অভাব হয় না। সুতরাং ফসলও ভাল জন্মিয়া থাকে। এই যে উপায়—সেটী হইল সার দেওয়া। এই সার দেওয়ার কথাটা এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও বুঝিয়া থাকে।

কিন্তু আমাদের দেশে একমাত্র সার বলিয়া লোকে বুঝিত যে, ছাই আর গোবর। আজকাল ইক্ষু, আলু, প্রভৃতির চাষে লোকে রেড়ীর খইল, সরিষার খইলও দিতেছে। আধুনিক নব্য সভ্য বাবু চাষিরা বিলাতি সার কিনিয়াও সখ করিয়া জমিতে দিতেছেন। কিন্তু সেই সারে কি কি উপাদান থাকিলে উদ্ভিদের পোষণীয় উপাদান তাহার মধ্যে থাকে, তাহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটী জ্ঞান থাকারও তো দরকার আছে, সেই কথাটা আজ এই প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

আমাদের দেশের লোকে আগে জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়া পোড়াইত, গোময়গুলি সারের জন্য রক্ষা করিত। গোবরের ঘুঁটে তখন লোকে দিত না এবং দিয়াও পোড়াইত না। এখন আর কাষ্ঠ পাওয়া যায় না। মাড়োয়ারীরা জঙ্গলের কাট প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। অনেক স্থলে আর জঙ্গলও নাই, সুতরাং লোকে কাঠের বদলে কয়লা পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, এই পাথুরে কয়লার ছাই জমীর চাষের কোন কাজেরই নয়। কিন্তু জ্বালানী কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কয়লা ব্যবহার হইলেও লোকে গোময়ও ভাল অবস্থায় রক্ষা করে না বলিয়া সেই গোময় সারও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সে কথা পরে বুঝাইব।

ভূমি লক্ষ্মী। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া আমরা, আমাদের হাতে পড়িয়া সেই ভূমিলক্ষ্মী অলক্ষ্মীতে পরিণত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি রসায়ণ শাস্ত্র আছে—কৃষির উপযোগী মাটীতে কি আছে, কি নাই এই রসায়ণ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ হইয়া কৃষকের সম্মুখে ধরা হয়। কৃষকও খুব উদ্যোগী, সে তাহার জমীর মাটী প্রতি বৎসর রসায়নাগারে পাঠাইয়া পরীক্ষা করাইয়া আনিয়া যথোপযুক্ত সার প্রয়োগ করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে প্রচুর ফসল পায়। তাহার শ্রম অর্থ সবই সার্থক হয়। আমাদের দেশে সে সকল কিছুই নাই। এই তো আমাদের দেশের চাষা এবং চাষের অবস্থা। আমাদের সার দেওয়াটা উদ্দেশ্য বিহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাশ্চাত্য দেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত নয়—এ দেশের মত বর্ণজ্ঞানশূন্য নয়, তাহারা কৃষকার্য্যে অনুরাগশীল।

আমাদের দেশের চাষারা জানে, জমিতে সার দিতে হয়, তাই দিয়া থাকে। কিন্তু

মাটীতে যে কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব হইয়াছে, তাহা তো সে আদৌ বুঝে না—বা বুঝিবার যে আবশ্যকতাও আছে, তাহাও জানে না। এই অনভিজ্ঞতার জন্যই সে খাটিয়া মরে, দেনা করিয়া চাষ করে, আর উপযুক্ত ফসল ফলাইতে না পারিয়া—সর্ব্বস্ব হারায়। তাহার শ্রম অর্থ সমস্তই যায়—অথচ সে দুবেলা দুটী অন্নের সংস্থান করিতে পারে না। এই যে এই প্রকারের কৃষি, ইহা দ্বারাই কৃষকের সর্বনাশ হয়। চাষার ছেলে তাই সহরে আসিয়া খানসামা গিরি করিতে বাধ্য হয়।

এই দেশের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এদেশেও কৃষি রসায়নাগারের আবশ্যকতা আছে। সে কাজ গবর্ণমেন্ট দ্বারা না হইলে দরিদ্র কৃষক দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

জমীর মাটীতে কিসের অভাব সেটী জানা আবশ্যক। সার জমীর নিকটে থাকা আবশ্যক যেন বহনের ব্যয় অধিক না হয়। যথাযোগ্য ভাবে সার সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। এগুলিতেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশের চাষীরা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রকার সারই অধিক ব্যবহার থাকে।

১। কাঁথ ভাঙ্গা মাটী।

২। নদীর পলী বা পুকুরের পাঁক।

৩। খড় বা বিচালী পচা।

৪। গোবর সার।

৪। গোয়াল কোড়া, গরু এবং ভেড়ার মূত্র।

৬। কাঁচা উদ্ভিদ সার।

৭। কেহ কেহ হাড়ের গুঁড়া, সিংএর গুড়া, সোরা, লবণ প্রভৃতিও ব্যবহার করিয়া থাকে।

এইগুলি সারে যে কি কি থাকে, তাহাই দ্রষ্টব্য।

কাঁথ ভাঙ্গা মাটী এবং পলী মাটী।

অনেক চাষা পড়া বাড়ীর কাঁথ বা দেয়াল ভাঙ্গা মাটী ক্রয় করিয়া জমীতে দেয়। এইরূপ মাটী প্রায়ই বাস্ত মাটী—ইহাতে নাইট্রোজেন ফস্ফর থাকে, অন্ততঃ থাকাই সম্ভব।

কিন্তু নদী বা খালের ধারে যাহাদের জমী, বর্ষার সময় তাহাদের জমীতে পলী পড়ে। তাহা জমীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বটে। কারণ এই পলী মাটীতে নাইট্রোজেন এবং ফস্ফর প্রচুর বিদ্যমান থাকে। এইজন্য পচা পুকুরের পাঁক মাটী এত মূল্যবান সার। চারিদিকের জল পাড়য়া এই পলী মাটী জন্মে, ইহাতে পচাপাতা, গ্রামের আবর্জ্জনা প্রভৃতি জলের সহিত ভাসিয়া আসিয়া পুকুরে পড়ে বলিয়া সেই সকল খাঁচ শূন্য পাঁক হয়। ইহাতে উদ্ভিদ খাদ্য নাইট্রোজেনের ভাগ প্রচুর থাকে। এই পাঁক ও পলী সার ধান্য ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট সার। কিন্তু অভিজ্ঞগণ বলেন যে, ইহা গম বা ইক্ষুর চাষে তেমন উৎকৃষ্ট নহে।

আজ সার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত থাকুক, আগামী সংখ্যায় সার সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করা যাইবে।

দেশী লাঙ্গল বনাম কলের লাঙ্গল।

মেদিনীপুর জেলার মুগবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়, কলের লাঙ্গল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিছুদিন আমরা জর্ম্মাণী, জাপান, কলিকাতার ম্যাক্বেথ কোম্পানীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই এঞ্জিন বয়লার বিশিষ্ট কলের লাঙ্গল আমাদের দেশের পক্ষে কোনক্রমেই সুবিধাজনক নহে এবং হইতে পারে না।

এবারকার "হিতবাদীতে" তমলুক হইতে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ জানা মহাশয়ও এ সম্বন্ধে "হিতবাদীতে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, আমরা আমাদের পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই পত্রখানির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে কলের লাঙ্গলের অনেক তথ্য উপলব্ধি হইবে।

কলের লাঙ্গল।

কলের লাঙ্গল বাষ্প ও তৈল দ্বারা পরিচালিত হয়। বাষ্পীয় শক্তিদ্বারা চালিত লাঙ্গলের দাম অনেক বেশী। পোরটেবল ইঞ্জিন অর্থাৎ চার চাকা বিশিষ্ট বয়েলার ও ইঞ্জিনের সহিত দড়ি টানিয়া উঠাইবার জন্য একটী ড্রামের ন্যায় লোহার বেষ্টনী আছে। উহাতে ১০০০ হইতে ৩০০০ হাজার ফুট বা ততোধিক লম্বা ষ্টিলের তারের দড়ি জড়াইবার বন্দোবস্ত আছে। ঐ প্রকার পোরটেবল ইঞ্জিনের দ্বারা কেবল ভারী জিনিষকে টানিয়া আনিতে পারা যায়। ২ বা ৩ চাকাবিশিষ্ট ফ্রেমযুক্ত গাড়ীর নিম্নে

লাঙ্গলের অনেকগুলি ফাল সংযুক্ত থাকে। ঐগুলি ইচ্ছামত উঁচু বা নীচু করিতে পারা যায়। ৩টি হইতে ১৪।১৫টি পর্য্যন্ত ফাল একসঙ্গে টানা যাইতে পারে। ইহাতে একসঙ্গে ৬ হাত বা ততোধিক স্থান চষা হয় ও ৩ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট গভীর করিয়া চাষ দিতে ও জমির মাটি চষিয়া উল্টাইয়া দিতে পারা যায়। পূর্ব্বোক্ত ইঞ্জিনটি জমির একস্থানে সমভাবে স্থাপন করিয়া ঐ চাকা-যুক্ত লাঙ্গল জমির এক পাশ হইতে অন্য পাশে—একবার উত্তর দক্ষিণ দিকে ও আর একবার পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে টানিতে হয়। ১ম বার অপেক্ষা দ্বিতীয়বার জোর কম লাগে; ইঞ্জিনটি এক স্থানে রাখিয়া নঙ্গরের সাহায্যে জমির সকল স্থানে লাঙ্গল চালাইতে পারা যায়। এই প্রক্রিয়া বিশেষ কিছু নহে। তবে ঐ লাঙ্গল টানিবার ইঞ্জিন অতিশয় ভারী, এদেশে তদ্দ্বারা লাভ হইবে না এবং নিতান্তপক্ষে ১০০০/০ বিঘা জমি একস্থানে না হইলে উহার ব্যবহার চলিতে পারে না। উক্ত ইঞ্জিনের ষ্টীম কয়লা বা কাঠ দ্বারা হইতে পারে।

তেলের ইঞ্জিন।

মোটর গাড়ীর ন্যায় চারি চাকাবিশিষ্ট এক প্রকার কলের লাঙ্গল আছে, উহার কল মোটর গাড়ীর কলের ন্যায়, তবে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। উহার চাকায় রবার নাই, লোহার ছোট ছোট চাকুতিদ্বারা চাকা আবৃত। এজন্য উক্ত লাঙ্গলের চাকা সহজে চষা জমিতে প্রোথিত হইতে পারে না। এই মোটর গাড়ীর ন্যায় চারিচাকা বিশিষ্ট যন্ত্রটির নীচে লাঙ্গলের ফাল সংযুক্ত আছে, ইহাকে চালাইলে সঙ্গে সঙ্গে জমি চাষ দেওয়া হইবে। ইহাতেও ২ হইতে ১৪টি পর্য্যন্ত ফাল আছে, তাহার সাহায্যে জমি কর্ষিত হইয়া থাকে। এই কল কেরোসিন তৈল বা পেট্রোলে চলে। সুতরাং ইহা ষ্টীম ইঞ্জিনযুক্ত বয়লার অপেক্ষা হাল্‌কা; ইহার এক একটা ৪০।৫০ মণ পর্য্যন্ত ভারী—ইহা অপেক্ষাও অধিক ভারী আছে। এরূপ একটী লাঙ্গলের সাহায্যে ৩।৪ শত বিঘা জমী একজন বেশ চাষ দিতে পারে।

আর এক রকম লাঙ্গল আছে, তাহা উক্ত প্রকার চাকাবিশিষ্ট ইঞ্জিনের পশ্চাদ্ভাগে বাঁধিয়া টানিয়া জমি চষিতে হয়। ইহা পূর্ব্বকথিত তিন চাকা বিশিষ্ট গাড়ীর ন্যায় লাঙ্গল। জমির অবস্থানুরূপ লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। ঘণ্টায় কত মাইল হিসাবে চালাইলে ১০ ঘণ্টায় একজন লোক কত বিঘা জমি ৭ ইঞ্চি গভীর করিয়া চাষ দিতে পারে, নিম্নে তাহার মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল।

মাইল	বিঘা
২।০	১৯
৩	২৩
৩।০	২৭

উক্ত হিসাবে ২টি ফলাযুক্ত লাঙ্গল ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩ ফলাযুক্ত লাঙ্গল হইলে যথাক্রমে প্রায় ২৯—৩৩ ও ৩৮ বিঘা জমি চাষ দেওয়া হইবে। এইরূপ অধিকসংখ্যক ফলাযুক্ত লাঙ্গল হইলে বেশী পরিমাণ জমি চষা হইবে। কিন্তু ইঞ্জিন তদনুরূপ শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ ঐ সকল কার্য্যে ২০—২৫ ঘোড়ার শক্তিশালী ইঞ্জিন আবশ্যক। ২০ ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিন অপেক্ষা ৫০ ঘোড়ার জোরের ইঞ্জিনের দাম বেশী, এবং ইহার ওজনও ভারী। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে ২।১ পশলা বৃষ্টি হইলে এই লাঙ্গল ব্যবহার করা যায়। নিতান্ত শুষ্ক জমিতে চাষ দেওয়া যায় না। মাটিতে একটু রস না থাকিলে কর্ষণের সুবিধা হয় না। জমি আবাদের পূর্ব্বে কর্ষণ করিয়া রাখিলে তাহা রৌদ্র ও বায়ু হইতে ফসলের খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। হঠাৎ, বৃষ্টি নামিলে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে নিতান্ত অসুবিধা হয়। এই লাঙ্গল ষ্টীম ইঞ্জিন ও বয়লার যুক্ত লাঙ্গল অপেক্ষা হাল্‌কা হইলেও গরুর গাড়ীর ন্যায় হাল্‌কা নহে এবং কাদা ও বৃষ্টিতে ৪০।৫০ মণ ভারী মোটর ইঞ্জিন লইয়া উন্মুক্ত মাঠে কর্ষণ করা এ দেশের পক্ষে অসম্ভব। বাঙ্গালা দেশে বালুকা বা কঙ্কর মিশ্রিত ধান্যের জমি প্রায় নাই বলিলেই হয়। সে জন্য কর্দ্দমাক্ত জমিতে বৃষ্টিকালে ঐ লাঙ্গল আদৌ চলিবে না। যথায় কাদা নাই, এমন সমতল ও উচ্চ জায়গায় এই লাঙ্গল চলিবে। বৃষ্টিতে লাঙ্গল চলিবে, কিন্তু কাদায় চলিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইল যুক্ত বিভিন্ন প্রজার জমিতে ইহার ব্যবহার অসম্ভব। একত্র ৩।৪ শত বিঘা সমতল জমি না হইলে ইহার দ্বারা কর্ষণ কার্য্য চলিবে না। জমিতে মই দিবার ও ঘাস বাছিবার যন্ত্রও আছে। ধান ঝাড়াইবার যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা ধান্যগাছ হইতে ধান অতি সহজে পৃথক করা যায়। এতদ্ভিন্ন কৃষি কার্য্যের উপযোগী অন্যান্য অনেক যন্ত্র আছে। কোন্ যন্ত্রের কত মূল্য ও কিরূপ কাজ হয়, তদ্বিষয় পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিলে "হিতবাদী" সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন, আমি জিজ্ঞাসু

বিষয়ের উত্তর "হিতবাদীতে" প্রকাশিত করিব।

About advertising.
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে।

"To get business and to keep business requires business-like advertising." ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্রেতা পাইবার জন্য এবং ব্যবসায় রক্ষার জন্য ব্যবসায়ের মত বিজ্ঞাপনেরই আবশ্যক। বিজ্ঞাপন অনেকেই দিয়া থাকেন—কিন্তু তাহার ফলভোগী হয় অল্প লোকেই। কতকগুলি চোস্ত মোলায়েম বাক্য বিন্যাস করিয়া যাইলেই যে ক্রেতা পাওয়া যায়, এমন ভাবিবার কোন কারণ নাই। জিনিস বিক্রয়ের ভাষা অন্যরূপ। সুন্দর সুশ্রী লোক যদি কোন দোকানে বসাইয়া রাখা যায়, হয়তো তাহাতে দুদশ জন লোক কর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যবান ব্যক্তির যদি খরিদ্দার ধরিয়া রাখিবার মত বাক্যসৌষ্ঠব না থাকে, তাহা হইলে জিনিস বিক্রয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিজ্ঞাপনও নীরব সেল্‌সম্যান, সুদক্ষ সেল্‌সম্যান বা বিক্রেতার ন্যায় বিজ্ঞাপনেরও দক্ষতা থাকা চাই—নচেৎ দূরের খরিদ্দার টানিয়া আনা সে বিজ্ঞাপনের কর্ম্ম নয়। সুতরাং বিজ্ঞাপনের বাকচাতুরী অপেক্ষা জীবনী শক্তিই অধিক প্রয়োজনীয় উপকরণ।

বিজ্ঞাপনে যে সে জীবনী শক্তি দিতে পারে না—সে কৌশল শিক্ষা সাপেক্ষ। সেই যে কৌশল, তাহা এদেশের ব্যবসায়ীও জানে না, বিজ্ঞাপন লেখকও জানেন না, এইজন্য বিজ্ঞাপনে বহু অর্থ ব্যয় হয় বটে কিন্তু আশানুরূপ সুফল ফলে না।

এদেশের কোন ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের দোষগুণ সমালোচনা করিয়া দেখান যায় না। কেননা যাঁহার বিজ্ঞাপন, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েন। নচেৎ এ প্রথা যদি এদেশে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোন্ স্থানে তাহার গলদ্।

ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় এই প্রথা আছে এবং বিজ্ঞাপনের Experts অর্থাৎ অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপনতত্ত্ববিদও আছেন। ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপনলেখকের দ্বারা বিজ্ঞাপন লিখাইয়া এই সকল বিজ্ঞাপন তত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা সমালোচনা করিয়া লইয়া থাকেন। সে সকল বিজ্ঞাপন যত ক্ষুদ্র হোক—তাহা দ্বারা কাজ হইবেই। আমরা নিম্নে ২।১টী ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনের নমুনা দিয়া দেখাইতেছি—ইহা কেমন সুন্দর এবং কার্য্যকারী।

১। একজন ব্যবসায়ের পরামর্শ দাতা বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

ADVICE on business subjects $ 25. Frank B. Wilson, kenton, Ohio.

দেখুন দেখি—কেমন সুন্দর অল্প কথায় বিজ্ঞাপন। আমরা যখন এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন টুকু পড়িয়াছিলাম, আমরা ইহা দ্বারা আকর্ষিত হইয়াছিলাম।

২। একজন অর্শের ঔষধের বিজ্ঞাপন দিতেছে।

THE EUREKA PILE REMEDY relieves instantly and cures thoroughly (in two or four days) external piles. Sent for 25c. to any address—Send for circulars.

কোন বাজে কথা নাই, কেমন সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক।

৩। একজন ছাপাখানার ম্যানেজার ছাপা খানার বিজ্ঞাপন দিতেছেন :—

PRINTING THAT PLEASES

your monay back if it don't—500 note heads 500 envelopes all for Rs. 5/-

দেখুন কেমন সহজ কথায় কার্য্যের প্রস্তাবনা। এইরূপ বিজ্ঞাপনে কাজ হয় অথচ ব্যয় কম। সকল দিকেই মিতব্যয়িতার প্রতি লক্ষ্য রাখা একটা বড় কাজ। বলিতে জানিলে অল্প কথাতেই বুঝান যায়। একরাশ কথা যাহারা বলে, লোকে তাহাদের কথায় সহসা আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, ইহা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। একথা ভুলিলে চলিবে না।

AD-Man.

বেকারের উপায়।

"কাজের লোক" সম্পাদক প্রণীত মূল্য ।৵০। বহু উপার্জ্জন পন্থা দেখান হইয়াছে—আপনার গ্রামে বসিয়াও অবকাশ সময়ে উপার্জ্জন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা চলিবে। বেকারের উপায় পল্লী বেকারেরই বন্ধু, অদ্যই অর্ডার করুণ, অতি অল্প পুস্তক আছে। ম্যানেজার "কাজের লোক" আফিস। বহুবাজার, কলিকাতা।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

বর্দ্ধমানের "শক্তি"

গত বর্ষের জন্মাষ্টমীর দিন হইতে বাহির হইয়া বর্ত্তমান বর্ষের জন্মাষ্টমীর দিবসে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন। বর্দ্ধমানে একখানি পাঠোপযোগী সাপ্তাহিক পত্র ছিল না, এটা বর্দ্ধমানের একটা বড় অভাব ছিল, গত বৎসর হইতে "শক্তি" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। প্রবন্ধ গৌরবে সংবাদ সংগ্রহে, "শক্তি" ইতি মধ্যেই জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবারের জন্মাষ্টমী সংখ্যা অতি সুন্দর এবং হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধই তথ্য এবং গবেষণা পূর্ণ। ইহার সহিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামমোহন রায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি, আর দাস প্রভৃতি দেশের একনিষ্ট সন্তানগণের গৌরবময় প্রতিকৃতি সমূহ উপহার দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে "শক্তির" ক্রমোন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি "শক্তি" বর্দ্ধমানের স্তিমিত হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন।

"আর্য্যাবর্ত্ত"

নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপা কাগজ, প্রবন্ধ সমস্তই উত্তম। ফুলস্‌কাপ সাইজের ২৪ পৃষ্ঠা কাগজ, নগদ মূল্য ৵১৫ বার্ষিক সডাক ৩৲। সম্পাদক শ্রীপ্রিয়নাথ সাংখ্য-তীর্থ, সহযোগী সম্পাদক শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী। এই পত্রে ধর্ম্ম, সমাজ, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতির আলোচনা হইবে, অধিকন্তু গল্প উপন্যাস প্রভৃতিও থাকিবে, একাধারে সংবাদ পত্র এবং মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা নব সহযোগীর দীর্ঘ জীবন এবং উন্নতি কামনা করি। "আর্য্যাবর্ত্ত" ১১৫।এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—সৎসঙ্গ
পাবনা।

প্রশ্ন। তৈলকে জলবৎ তরল করিবার জন্য Spirit ব্যতিত অন্য কোন উপায় আছে কি না?

উত্তর। তৈল স্পিরিট্ ব্যতিত তরল হইবার অন্য কোন উপায় আমরা জানি না। ঘন তৈলকে তরল করিতে হইলে রেকটিফায়েড্ স্পিরিট্ আবশ্যক। যে সকল তরল কেশ তৈল সুলভে বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশই White Oil নামক খনিজ তৈল। সে তৈল জলের মত তরল বটে, কিন্তু কেশের পক্ষে হিতকর নহে। সুবাসিত নারিকেল তৈল কেশের পক্ষে চিরকালই হিতকর। একটু শীত কালে জমিয়া যায়, তাহাতে কি আসে যায়?

কয়েকটী সহজ প্রাপ্য টোট্‌কা ঔষধ।

পাবনা—সৎসঙ্গ হইতে শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী লিখিয়াছেন, তাঁহার একটী আত্মীয়ের মুখে এবং প্রায় সর্ব্বাঙ্গে শুয়াপোকা লাগিয়া মুখ চোখ ভয়ানক ফুলিয়া উঠিয়াছিল—এবং সর্ব্বাঙ্গ অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাকে ২।৩ বার তেলাকুচা পাতার রস মাখানতে ১ দিনের মধ্যেই তাঁহার ফুলা শুকাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছিল। শুয়াপোকার গাত্রে অতি সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় লোমাবলী আছে, তাহা লাগিলে অতিশয় চুলকায় এবং অনেক সময় দুরারোগ্য ক্ষতে পরিণত হইতে দেখা যায়। তেলাকুচার পাতার রস ৩।৪ বার লাগাইলে ইহা দ্বারা আশু উপকার পাওয়া যায়। এই শুয়া লাগায়, কেঁদরা বা কেন্দুড়ে শাকের রসও হিতকর। একটী ভদ্রমহিলার আঙ্গুলে শুয়া পোকা লাগিয়াছিল, আমি তাহাকে কেন্দুড়ে পাতার রস লাগাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলাম। এই ভদ্র মহিলাটীর আঙ্গুলে শুয়া লাগিয়া ক্ষত পর্য্যন্ত হয় এবং তাহা ডাক্তার দ্বারা অস্ত্রোপচার পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে কেন্দুড়ে পাতার রস কয়েকবার লাগানর পর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই শোয়াপোকা লাগাতে কেন্দুড়ে পাতার রস দিয়া অনেকেরই আশু উপকার হয় দেখিয়াছি। উপরোক্ত টোট্‌কা দুইটী সাধারণের পরীক্ষা করা উচিত।

শোক-সংবাদ।

৺ পদ্মলোচন মাইতি।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে প্রসিদ্ধ 'জারমলীন্' নামক জ্বরের ঔষধের আবিষ্কারক পদ্মলোচন মাইতি (Mr. P. L. Maity) মহাশয় ১৫ই ভাদ্র রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহন করিয়াছেন। ১২৭৭ সালে তাঁহার জন্ম, ১৩৩৩ সালে তাঁহার মৃত্যু, মাত্র ৫৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ইদানীং তিনি বহুমূত্র এবং অর্শ রোগে ভুগিতে ছিলেন, ১৫ই ভাদ্র হঠাৎ অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় প্রাণত্যাগ করেন। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারগণের হৃদয়ে শান্তি দান করুণ। আমরা তাঁহার সহিত প্রায় ৩০ বৎসর কাল পরিচিত, তিনি আমাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমরা অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি। পদ্মলোচন বাবু উড়িষ্যা প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ঘরের সন্তান। তিনি অসাধারণ ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, অতি ক্ষুদ্র আরম্ভ হইতে প্রকাণ্ড বৃহৎ কারবার করিতে পারিয়া ছিলেন। তাহা এক্ষণে সকলেই দেখিতেছেন। তিনি সার্কুলার রোডের এক প্রকাণ্ড সৌধে জারমলীন আফিস করিয়া জোরের সহিত কারবার চালাইতে ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয় থাকায় আমরা তাঁহার বহু সদ্গুণের পরিচয় পাইতাম। দীন-দরিদ্রকে, অসহায়কে সাহায্য করিতে পদ্মবাবু মুক্তহস্ত ছিলেন—তাঁহার অনেক গুপ্ত দান ছিল—তিনি সদালাপী, কর্ম্মক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসী এবং কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি বিজ্ঞাপন দেওয়ার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, সংবাদপত্রে দেওয়ালের গায়ে, প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিল এমন কি গাছে পালায় প্রস্রাবের স্থানেও জারমলীনের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন।

পদ্মলোচন বাবু অপুত্রক ছিলেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, কেন তবে তিনি কারবারের জন্য এত পরিশ্রম করেন, উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিতেন—বহু লোক এই উপলক্ষে অন্নসংস্থান করে, ইহাই আনন্দের এবং প্রবোধের বিষয়। পদ্মলোচন ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, ভগবান তাহার আত্মার সদ্গতি করুণ। যাঁহারা এক্ষণে তাঁহার এই প্রকাণ্ড কারবারের অভিভাবক হইবেন, তাঁহারা যেন তাঁহার এই নিঃস্বার্থতার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ কারবারটী রক্ষা করিয়া তাহার নাম অমর করিবার প্রয়াস পারেন।

কাজের লোক আফিস।
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

দেখুন !

অতি সুলভে আমরা যাত্রা ও থিয়েটারের পরচুলা ঠাকুরদের চামর এবং অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিষ যাহা আপনার আবশ্যক জানাইলে পাঠাইয়া দিতে পারি অনুসন্ধান করুন।

এস পি চাট্টার্জ্জী এণ্ড সন্স,
২নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন,
C/o Manager,
"Businessman."

প্রত্যেক দূরদর্শীকে

অবশ্যই ভাবিতে হইবে, যে বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে চিকিৎসাকার্য্য সফল হয় না। আমাদের সমস্ত ঔষধ বিশুদ্ধ—টাটকা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতকারক বোয়ারিক টাফেলের নিকট হইতে আনীত। খ্যাতনামা ডাক্তার ইউনান এম, ডি ; ডি, এন, রায়, এম ডি ; জে, এন, ঘোষ এম, ডি, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস ; অক্ষয়কুমার দত্ত, এল, এম, এস, নিতাইচরণ হালদার এল, এম, এস ; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল এম, এস ; বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম, বি, প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ আমাদের ঔষধের বিশুদ্ধতার জন্যই আমাদের ঔষধ ব্যবস্থা করেন সুলভে পয়সা বাঁচিতে পারে, কিন্তু রোগী বাঁচে না—এইটীই দুঃখ। আমাদের মাদারটিংচার ।৶০ ; ১—১২ প্রতি ড্রাম ।০, ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৶০। ইহার কমে আমরা পারি না। মূল্যতালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

কিং এণ্ড কোং,
হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস,
৮৩ নং হ্যারিশন রোড, কলেজ ষ্ট্রীট জংশন, ব্রাঞ্চ:—৪৫ নং ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(Published Annually)

THE

London Directory

with provincial & foreign Sections,
enables traders to communicate direct with

MANUFACTURERS & DEALERS

in London and in the Provincial Towns and Industrial Centres of the United Kingdom and the Continent of Europe. The names, addresses and other details are classified under more than 2,000 trade headings, including

EXPORT MERCHANTS

with detailed particulars of the Goods shipped and the Colonial and Foreign Markets supplied ;

STEAMSHIP LINES

arranged under the Ports to which they sail, and indicating the approximate Sailings.

One-inch BUSINESS CARDS of Firms desiring to extend their connections, or Trade Cards of

DEALERS SEEKING AGENCIES

can be printed at a cost of £1. 10. 0. for each trade heading under which they are inserted. Larger advertisements from £2 to £16.

A copy of the directory will be sent by parcel post for £2 nett cash with order.

THE LONDON DIRECTORY CO., LTD.,
25, Abchurch Lane. London. E. C. 4
ENGLAND.
Business established in 1814.

EUROPEAN AGENCY.

WHOLESALE buying agencies undertake for all British and Continental good including Books and Stationery,
Boots, Shoes and Leather,
Chemicals and Druggists' Sundries,
China, Earthenware and Glassware,
Cycles, Motor Cars and Accessories,
Drapery, Millinery and piece Goods,
Fancy Goods and perfumery,
Hardware, Machinery and Metals,
Jewellery, Plate and Watches,
Photographic and Optical Goods,
Provisions and Oilmen's Stores,
etc , etc.

Commission 2½% to 5%.
Trade scounts allowed.
Special Quotations on Demand.
Sample Cases from £10 upwards.
Consignments of Produce Sold on Accoun

WILLIAM WILSON & SONS
(Established 1814)
25 Abchurch Lane, London.

Everything of Music.

মহাপূজার জন্য

সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ।
হারমোনিয়ম, ফ্লুট, বাঁশী, এস্‌রাজ,
ক্লানেট, বেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর গানের
রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

এবারের পূজার নূতন

"দাতাকর্ণ" পালার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য

সাদরে নিমন্ত্রণ

করিতেছি—দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করুন।

মফঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত
সযত্নে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, মার্কেন্‌টাইল বিলডিং—কলিকাতা।

Telegraphic address
"Chandi Flut"
টেলিফোন নং ৫৩৭৫, কলিকাতা।

নিশ্চয় এইবারে

১৯০৯ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত ১৭ ভলিউম

কাজের লোক

শেষ হইতে চলিল—অতিসুলভে

বিক্রয় হইতেছে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

ম্যানেজার "কাজের লোক"।

কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং দাস প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 421.

নগদ মূল্য ৶৹ **THE BUSINESSMAN.** বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷৹ টাকা

ব্যবসা ও বাণিজ্য

হাজার লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। New Series. September 1926, নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ১৯২৬। Vol. 20 No 9.

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। ৯ সংখ্যা। New Series. SEPTEMBER, 1926. নব পর্য্যায়। সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। Vol. XX. No. 9.

সৎপ্রসঙ্গ।

অসৎ জীবনের অবসান শোচনীয়ই হইয়া থাকে। সৎব্যক্তির মৃত্যুও সুখের হয়, কেননা মরণের সময় তাহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হয় না। জীবনটা সৎভাবেই অতিবাহিত করা উচিত। "An ill life an ill end."

যাহারা সময়ের অপব্যয় করে, তাহারা অর্থেরও যে অপব্যয় করিবে তাহা সুনিশ্চিত। সময় এবং অর্থ উভয়ই মূল্যবান। অর্থশালী হইতে হইলে প্রতি মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

কাহারও ধর্ম্মকে ধর্ম্মমতকে নিন্দা করিতে নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন, গ্যাসের আলো নানা ভাবে নানা স্থানে জ্বল্‌চে, কিন্তু এক গ্যাসঘর থেকেই আস্‌চে। নানাদেশে নানা জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ভাব —এক ভগবানের নিকট হইতেই আস্‌চে" কি সুন্দর উদার ধর্ম্মমত বল দেখি।

পরমহংসদেব বলেছেন ;—"একটা পুষ্করিণীর বিভিন্ন ঘাট থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি জল নিয়ে সকলেই আপনাপন তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। আমি যে ঘাটে জল নিয়েছি, সে ঘাটে জল না নিলে যে কারো তৃষ্ণা নিবারণ হবে না, একথা যে বলে, তার ভুল কথা। সেইরূপ এক ঈশ্বরকে যে যেভাবেই ডাকুক না কেন, তার সেই ভাবেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে। ভগবান গীতাতে ঠিক এই কথাই বলেছেন ;—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
(গীতা ৪।১১।)

The Power of Price

মূল্যের ক্ষমতা।

ক্রেতা মাত্রেই যখন কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন পড়িয়া জিনিস কিনিবার মনস্থ করে, তখন সে আগে দামের দিকেই দৃষ্টি

আর কেন? পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

করিয়া থাকে, দামে পোষাইলে সে ক্রয় করে, নচেৎ কিনিবার আকাঙ্খা সে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ইহাই স্বাভাবিক।

প্রায় প্রত্যেক জিনিসেরই প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। সমস্ত পৃথিবীতে এখন বড় বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিহীন মৌলিক আবিষ্কার হইতেছে না। পরস্পর পরস্পরের অনুকরণ করিয়া ও কিছু অদল বদল করিয়া জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, আর তাহার দামও কিছু অদল বদল করিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। এইরূপেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া চলিয়াছে।

এখন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে ক্রেতাও বিষম ফাঁপরে পড়িয়া যায়, এবং প্রতিদ্বন্দ্বিগণও সহজে নিজের নিজের জিনিস আশানুরূপ বিক্রয় করিতে পারে না। ইহার প্রতিকার—মূল্যে অনুকরণ না করাই উচিত। অপরে ২০৲ টাকার একটা হারমোনিয়ম বিক্রয় করিতেছে, আমার জিনিসের দামও তাহারই অনুকরণে করি কেন? আমার জিনিসের পড়্তা দেখিয়া এমন দাম আমাকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যেন প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার অনুকরণ করিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য একজন আমেরিকান অভিজ্ঞ ব্যক্তি পরামর্শ দিতে-ছেন—"Dont be a follower, however make the cut price yourself and make it so low, that if your opponent beats it, he is doing it at a loss;" অর্থাৎ কদাচ অপরের অনুকরণে মূল্য নির্দ্ধারণ করিও না। তোমার জিনিসের এমন মূল্য—এত কম নির্দ্ধারণ করিয়া দাও, যদি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাকে প্রতিহত করিয়া অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই করিতে হইবে।

নিজের জিনিসের পড়্তা খতাইয়া লাভ ধরিয়া নিজের মত দাম নির্দ্ধারণ করাই উচিত। তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

Charles Austin Bate এমন ক্ষেত্রে পরামর্শ দেন যে, কোন কোন জিনিস বরং বিনা লাভেও কিছু দিন বিক্রয় করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিহত করিবার চেষ্টাও ভাল। তাহা দ্বারা যদি কোন কোন জিনিসে না লাভ করা যায়, তাহা হইলে ক্রেতার আধিক্য বৃদ্ধি হইলে এবং সেই সকল ক্রেতা সন্তুষ্ট হইলে অন্যান্য দ্রব্যের লাভে এ ক্ষতির জন্য কষ্ট হইবে না। কারণ, "Good will" অর্থাৎ সৎ নামের জন্য ভবিষ্যতে লাভ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহই নাই। সুতরাং Power of price অর্থাৎ জিনিসের মূল্যের ক্ষমতার কথা সর্ব্বদাই ব্যবসায়ীর স্মরণ রাখা উচিত। ক্রেতাকে তাহার মূল্যের উপযুক্ত যথা শক্তি ভাল জিনিস দিয়া ন্যায় সঙ্গত মূল্য লওয়াই ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্যের সীমা। উচ্চ মূল্যে বেশী লোকে কিনিতে পারে না, সুতরাং ক্রেতার সংখ্যা অল্প যে হইবে, তাহা সুনিশ্চিত। অপরের অনুকরণে নিজের জিনিসের দাম ফেলা কখনও কর্ত্তব্য নয়, জিনিসের পড়্তা খতাইয়া যথা সম্ভব লাভ লইয়া দাম নির্দ্ধারণ করিলে প্রতিদ্বন্দ্বীগণ পিছনে পড়িয়া যাইতেই বাধ্য হয়, সুতরাং উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

S. P. C.

পূজার বাজারের আয়োজন।

বহু দোকানে ও ব্যবসায়ীর স্থানে ঘুরিয়া দেখিলাম, পূজার বাজারে একচোট্ কামাইয়া লইবার আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু অন্যদিকে এবার ক্রেতাদের অর্থাভাবের হাহাকার। খাদ্যদ্রব্যের এবার অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আলু, বেগুণ, শাকশব্জী এত দুর্মূল্য যে একটা মধ্যম রকমের গৃহস্থের প্রতিদিনের খাইবার ব্যয় কোন ক্রমেই ২।৩ টাকার কমেই হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বড় গৃহস্থের তো কথাই নাই। মধ্যবৃত্ত কেরাণী শ্রেণীর গৃহস্থদের একপ্রকার অর্দ্ধাসন হইতেছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

একটা লোকের কোন ক্রমেই খাই খরচ অতি কষ্টেও আট আনা হইতে ৸৹ আনার কমে হইতেছে না। সুতরাং পূজার বাজারে এবার হতাশ হইবারই কথা। ক্রমেই দেশটার অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয় তর হইতেছে।

পল্লীগ্রামের প্রায় সকল স্থানেই অতি বৃষ্টির জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে, মেদিনীপুর অঞ্চলে তো সেবারকার বর্দ্ধমান জেলার দামোদরের বন্যার ন্যায় অধিকাংশ স্থলই জলমগ্ন হইয়া হাহাকার উঠিয়াছে। তাহার পর বিবিধ প্রকার পীড়ার অভিযানও প্রচণ্ড বেগেই চলিয়াছে। অবস্থা খুবই খারাপ, এমন ব্যবসায়ী নাই, যাঁহার নিকট আমরা শুনিতেছি না যে কাজ কর্ম্মের অবস্থা

অতি শোচনীয়। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা মনে করি না যে, পূজার বাজারে এই বিলাসিতায় নিমজ্জিত দেশে ক্রেতার অভাব হইবে। কিন্তু এই যে দুর্বৎসর ইহাতে ব্যবসায়ীর কর্ত্তব্য কি তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

যেখানে ক্রেতার অবস্থা শোচনীয়, সেখানে বাজার রাখিতে হইলে ক্রেতার সুবিধার দিকে, অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে —জিনিসের দিকেও লক্ষ্য থাকা উচিত— যেরূপ ক্ষেত্র, সেইরূপ বিধান করাই প্রাজ্ঞের কাজ।

ইংলিস ফারম সমূহে দেখা যায়—তাঁহারা নূতন মাল আমদনীর পুর্ব্বে পুরাতন ষ্টকের মূল্য Reduct করিয়া ক্রেতাদিগকে Bargain Sale দিয়া থাকেন। কোন কোন বাঙ্গালী দোকানে এইরূপ প্রথা অবলম্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু দরে যে বিশেষ সুবিধা হয়, খরিদারগণের সে ধারণা নাই।

তাহার পর প্রচার কার্য্য—অর্থাৎ ভাল বিজ্ঞাপন দেওয়াও হয় না। ইয়োরোপিয়ান ফারমের প্রচার কার্য্য অতি সুন্দর, সেইজন্য তাহাদের সেখানে আজ কাল দেশী খরিদ্দারেরও ভীড় হইয়া থাকে। দেশীয় ব্যবসায়ী কতকালের বোস্ পুরাণ কাপড় চোপড় একই দরে ধরিয়া আকড়াইয়া বসিয়া থাকেন। তাহার পর Sale সেল বলিয়া যে সকল জিনিস দোকানে লট্‌কাইয়া দেওয়া দেওয়া হয়, তাহার অবস্থা দেখিয়া নূতন জিনিসও আর কিনিতে ইচ্ছা হয় না।

শেষে অবশ্য ক্ষতি করিয়াই সেগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়, এ সকল অপরিনাম দর্শিতারই ফল।

যখন জিনিসের অবস্থা একটু ভাল থাকে, তখন একটু কমাইয়া দিলেই তো ভাল হইত। এ সাহস দেশী দোকানদারগণের নাই—তাঁহাদের নীতি—যতক্ষণ পারি, খরিদদারের অর্থ শোষণ করিয়া তাহার পর যদি না বিক্রয় হয়, তখন যা তা দামে বিক্রয় করিব।

যাক, আমরা বলিতে ছিলাম, দেশের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাতে খুবই ন্যায় সঙ্গত লভ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অল্পলাভেও বাজারের অবস্থা এখন হইতে উন্নত করিবার চেষ্টা করা উচিত। বড় দোকানদারগণ এই আদর্শ দেখাইলে ক্ষুদ্র দোকানদারগণও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, মূল্যের ক্ষমতা খুবই বেশী। মূল্য সুলভ হইলে বাজারে ক্রেতার অভাব হয় না। অনেক দোকানদারের এইরূপ ধারণা—যেমন তেমন করিয়া পূজার সময় কিছু কামাইয়া লইলে সারা বছর বসিয়া ভেরাণ্ডা ভাজিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ নীতি ঠিক নয়, সুলভ ও সুবিধা জনক মূল্য হইলে বার মাসই কাজ চলে। ঐ ভেরাণ্ডা ভাজা কাজটা কম হইয়া যায়। ক্রেতা লইয়াই বিক্রেতার বড়াই, ক্রেতাকে রক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া ব্যবসায়ীর একটা ধর্ম্ম।

Cottage industries.

গৃহশিল্প।

SEFTON'S BLACKING FOR BOOTS.

Orange Shellac	64 oz.
Alcohol	5 gallon.
Pure Asphaltum	16 oz.
Neat's Foot oil	1 pint.
Lamp black	q. s.

Mix together thoroughly and bottle. To be applied by sponge and rubbed by soft brush.

ARTIFICIAL HONEY.

কৃত্রিম মধু।

White Sugar	5 Pound
Water	2 ,,

Gradually bring to a boil and skim. When cool, add one pound bee's honey and four drops Peppermint. To make of better quality add less water and more real honey.

Gen. Twigg's Recipe For Hair.

জেনারেল টুইগের কেশের আরক।

এই জিনিসটা চুলের কলপ নয়, কিন্তু ইহা দ্বারা নাকি, বিবর্ণ পকোন্মুখ চুলের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আইসে।

Sulphur ...	1 Dram
Sugar of Lead	½ Dram
Rose water	4 Ounce

এই গুলিকে একটা ৪ আউন্স শিশিতে পুরিয়া খুব ঝাঁকরাইয়া মিশ্রিত কর। ব্যবহারের সময়েও এইরূপে ঝাঁকরাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। এই আরক দ্বারা প্রত্যহ ২বার প্রায় এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিতে হয়, আবশ্যক হইলে অধিক দিনও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা "does not dye the hair but seems to restore the original colour."

The six penny R. Book.

মিলন।

(গল্প)

লেখক :—শ্রীনলীন্দ্রনাথ দে
শ্রীঅমিয়কুমার মিত্রে

(১)

মেয়ে স্কুলের মোটরবাস্ আসিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গনযুক্ত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে গাড়ী হইতে একটী তরুণী নামিয়া পড়িল। সম্মুখের দীর্ঘ সোপানশ্রেণী ধীরে অতিক্রম করিয়া সে যখন বারাণ্ডায় উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন কাহার কণ্ঠস্বর তাহার কাণে ভাসিয়া আসিল। সম্মুখের ঘর হইতে কে বলিল, "লতি মা এলি বুঝি?" "হাঁ বাবা" বলিয়া তরুণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রশস্ত ঘরখানি নানা আসবাবে ভরিয়া আছে। মেজেটি একটী সুদৃশ্য কারপেটে আবৃত, ভিত্তি-গাত্র নানাবিধ চিত্রে সুশোভিত। দক্ষিণ পার্শ্বে সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর একটি বৃদ্ধ শুইয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন।

তরুণীকে দেখিয়া বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কন্যার দিকে চাহিয়া তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "দেখ মা, আজ তুই স্কুলে যাবার পর থেকেই শরীরটা বড় খারাপ বলে মনে হচ্ছে, বুকের সেই ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠেছে। এ রকম করে যে আর কতদিন বাঁচ্‌ব, তাও জানি না। তোরও ত একটা কিছু ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লুম না। পিতার কথায় কন্যার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। বাম পার্শ্বের সেল্‌ফে বইগুলি রাখিয়া পিতার কপালে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে লতিকা বলিল, "তুমি অত ভেব না বাবা, যা হবার তা হবে। আমি শশাঙ্ক বাবুর চিঠি পেয়েছি, এই হপ্তার মধ্যেই তিনি এখানে আস্‌ছেন।" কন্যার কথায় বৃদ্ধের হতাশা পীড়িত প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

এই বৃদ্ধের নাম জয়ন্ত চৌধুরী। ইনি পূর্ব্বে কলিকাতার কোন এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই একটী শিশুকন্যা রাখিয়া ইহার পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদবধি ইনি বিপত্নীক। বন্ধু ও আত্মীয় দলের অশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করেন নাই।

(২)

আজ প্রায় ১ মাস অতীত হইল, জয়ন্ত বাবু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। লতিকা এক্ষণে পিতৃবন্ধু শশাঙ্ক বাবুর বাড়ীতে রহিয়াছে। তাহাদের কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। শশাঙ্ক বাবুর তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিষয় সম্পত্তিরও যথাযথ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের তীব্রোজ্জ্বল আলোক-স্নাত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া লতিকা বসিয়াছিল। সুন্দর দেশটী বসন্তের মায়াদণ্ডস্পর্শে সুন্দর-তর হইয়া উঠিয়াছে। মৃত বৃক্ষগুলি পুনঃ-জীবন পাইয়াছে, সৌরভ ভরা বাতাস বহিতেছে, উড্ডীয়মান ভ্রমরের মৃদুগুঞ্জন-ধ্বনি যেন বসন্তের আনন্দ গান!

এই আনন্দমেলার দিকে চাহিয়া পিতৃ-শোকাতুরা বালিকার দিন কাটে, রাত আসে, রাত যায়, দিন আসে।

(৩)

বাতায়নে বসিয়া লতিকা সুদূরে-হারা পথের দিকে চাহিয়াছিল। চক্রবাল-রেখায় সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে। আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একটি তারা হীরার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। গোধুলির রাঙ্গা আলো বেপমান্ বেতস্-লতার ন্যায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে।

পশ্চাতে পদ শব্দ শুনিয়া লতিকা মুখ ফিরাইল। শেখর ঘরে প্রবেশ করিতেছে, তাহার হাতে একখানি বই।

শেখর শশাঙ্কবাবুর একমাত্র পুত্র। সে কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, পড়ে। সে গোঁড়া ব্রাহ্মণ, হিন্দুধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম

সে সহ্য করিতে পারে না। শেখর শিখা রাখে, তিন বেলা গায়ত্রী জপে। চামড়ার জুতা সে কখনও ব্যবহার করে না। উপন্যাসাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য উপনিষদ্ গীতাই তাহার অধিকতর প্রিয়। বইখানি লতিকার হাতে দিয়া শেখর বলিল, "একলা বসে থাকলে মন খারাপ হবে...এই বইটা পড়। আমাদের বাগানের মধ্যে বেড়ালে ত পার?" লতিকা হতভম্বের ন্যায় নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। শেখর মৌনই সম্মতির লক্ষণ স্থির করিয়া বলিল, আজই বাবাকে বলে এর একটা বন্দবস্ত করব। পরদিন হইতে লতিকা প্রত্যহ সকালে ও বিকালে বাগানে বেড়াইয়া মনকে অনমনস্ক করিতে চেষ্টা করিত। শেখর সময় পাইলেই লতিকাকে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অনেক উপদেশ দেয়। এইরূপে নিজের অজ্ঞাতে শেখরের মন কখন যে লতিকাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতেও পারে নাই। লতিকার ক্ষণিক অদর্শন এখন তাহার প্রাণে অতি সূক্ষ্ম একটা বেদনার সঞ্চার করে।

৪

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছে। শেখরের বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বাধ্য হইয়া সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। ইতঃমধ্যে শশাঙ্ক বাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পিতার অসুস্থ সংবাদ যখন শেখরের নিকট পৌঁছাইল, তখন তাহার পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার এক বন্ধুর সহিত সে তখন পুরী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু তাহার ওয়া হইল না। কলিকাতার বাস উঠাইয়া তাহাকে দেশে ফিরিতে হইল।

শশাঙ্ক বাবুর সামান্য সর্দ্দিকাশী হইয়াছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতেছেন দেখিয়া শেখরের চিন্তা দূর হইল। সময় পাইলেই সে এখন লতিকার সহিত নানারূপ ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করে। সেদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর লতিকার সহিত নানারূপ তর্কবিতর্ক করিয়া শেখর ক্লান্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ পাশের গৃহে পিতামাতার মধ্যে নানারূপ আলোচনার কথা শুনিতে পাইল। প্রথমতঃ সে তাহাতে কাণ দিবে না স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তর্কের মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ হইতে শুনিয়া সে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের পার্শ্বস্থিত সোফায় গিয়া উপবেশন করিল।

"আহা তুমি বুঝ্‌ছ না? রাজকন্যাও পাওয়া যাবে, অর্দ্ধেক রাজত্বও পাওয়া যাবে এতে তোমার আপত্তির কারণ কি" শেখর তাহার মাতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, তিনি বলিতেছেন "কোন কুলে যার কেউ নেই, সে রকম মেয়েকে বউ করতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই"।

শেখরের আর শুনিবার ইচ্ছা রহিল না। সে সরিয়া দাঁড়াইল। তর্কের বিষয় পিতা মাতার এই সামান্য কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সোফার উপর কাৎ হইয়া শুইয়া সে ভাবিতে লাগিল, পিতার কথা যদি সত্য হয়, তাহাহইলে সে যে কত সুখী হইবে, ভাবিতে ভাবিতে মোহাচ্ছন্ন হইয়া সে দিবাস্বপ্নের জাল বুনিতে লাগিল।

৫

লতিকা আজ শেখরনাথের পরিণীতা স্ত্রী—শেখরনাথের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, সে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর সে এখন কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল। তাহার কলিকাতাবাসী একজন বন্ধু তাহাকে একটী কর্ম্মের সন্ধান দিয়াছে। কর্ম্মটী লওয়া উচিৎ কিনা তাহাই সে ভাবিতেছিল। তাহার পিতার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে নাই। বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে শীঘ্রই তিনি পুরী যাইবেন। যাত্রার পূর্ব্বেই তাঁহাকে কর্ম্মের সংবাদটী জানাইতে হইবে।

বৈকাল ৪টা বাজিয়া গিয়াছে, পাঠশালার বালকেরা কোলাহল করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিল। সূর্য্যদেবের কনকরশ্মি সর্পিলপথ নদীর জল ও বৃক্ষের উন্নত চূড়াগুলিকে রক্তরাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। বৃদ্ধ শশাঙ্ক বাবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়া একমনে বালকদের কোলাহল দেখিতেছিলেন, শেখর ধীরে ধীরে সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া পিতার নিকট বসিল। তারাচরণ বাবু শেখরের সহিত নানারূপ সাংসারিক আলোচনা করিতে লাগিলেন। শেখর এইবার নিজ কথা পাড়িল।

"কাল যতীন লিখেছে যে কল্‌কাতায় একটা আমার করবার উপযুক্ত কাজ খালি আছে, সে এমন কি আমার জন্যে একরকম ঠিক করে ফেলেছে। আপনি কি বলেন, তাহলে সেখানে যাবারই বন্দোবস্ত করি। এখানে খালি বসে থাকলেত চলবে না। সেখানে একখানা ছোটখাট বাড়ী দেখে থাকা যাবে। শশাঙ্ক বাবু প্রথমে নানারূপ

আপত্তি করিলেন, কিন্তু অবশেষে শেখরের মতেই মত দিতে হইল, কারণ চিরকাল ঘরে বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের মতন লোকের চলে কি করিয়া। অতঃপর শেখর দিনস্থির করিয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

৬

শেখরনাথ লতিকাকে বিবাহ করিয়াছিল বটে কিন্তু এ বিবাহে সে সুখী হইতে পারে নাই। পূর্ব্বে তাহার ধারণা ছিল, এ মিলন খুব সুখেরই হইবে, কিন্তু বিবাহের ছয় মাস পরেই নিষ্ঠুর সত্যের আঘাতে তাহার সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, তাহার ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে লতিকার ন্যায় আলোক প্রাপ্তা কন্যাকে বিবাহ করা এক মহা ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে। লতিকার তাহার উপর যে কোন আন্তরিক ভালবাসা বা টান নাই, ইহা সে বুঝিতে পারিত, যদিও লতিকার প্রকাশ্য ব্যবহারে এরূপ কিছু দেখা যায় নাই।

শেখরনাথের অনুতাপ হইল, দোষ ত তাহারই—লতিকাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কেন সে তাহার অভিমত জানিয়া লইল না। তাহা হইলে হয়ত চিরজীবন এই দুঃসহ কষ্টের হাত হইতে তাহারা মুক্তি পাইত। এখন সে কি করিবে? এই প্রেমহীন প্রিয়াকে লইয়া সারাজীবন তাহাকে কাটাইতে হইবে—ইচ্ছাতেই হউক আর অনিচ্ছাতেই হউক, ভাবিতে ভাবিতে শেখরের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ চিন্তার পর শেখরনাথ স্থির করিল, যতদিন লতিকার তাহার উপর কোন আন্তরিক, ভালবাসা বা টান না জন্মায়, ততদিন সে তাহার সংস্পর্শে আসিবে না। দূরে থাকিয়া লতিকাকে তাহার যথার্থ মূল্য বুঝিবার অবকাশ দিবে।

কিছুদিন পরেই শেখরনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসিল। লতিকা দেশেই রহিল—শেখরনাথের চলিয়া যাওয়াতে তাহার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না। বরং শেখরনাথ চলিয়া যাওয়াতে প্রেমের মিথ্যা অভিনয় ছাড়িয়া সে মুক্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

লতিকা আবাল্য ভোগ বিলাসের মধ্যেই মানুষ হইয়া আসিতেছে। বড় বড় পার্টিতে মেশা, ইংরাজ তরুণী বন্ধুর বাড়ী গিয়া টেনিস খেলা, কবিতা লেখা; ছবি আঁকা, আর ছুটী হইলেই পুরী, রাঁচী, দার্জ্জিলিং ঘুরিয়া আসা—এই করিয়াই তাহার শৈশব কাটিয়া গিয়াছে। সুখের সোণার স্বপনই সে দেখিয়াছিল, দুঃখের পুরবী সুর সে কখনও শোনে নাই। তাহার যৌবন নিকুঞ্জে যখন পাখী সবে মাত্র গাহিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। বাস্তবের লৌহদণ্ড স্পর্শে যৌবনের সোণালী স্বপ্ন অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহার পর কিরূপ ভাবেই না তাহার ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল। তাহার সে স্বপ্ন লোকের রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে সে আজ এক মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী, বেদপ্রিয় ব্রাহ্মণের পত্নী হইয়াছে। সুখে দুঃখে লতিকার এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে শেখরনাথ দুইবার মাত্র দেশে আসিয়াছিল। লতিকার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। লতিকা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেও নাই। বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোক কেহ নাই—যিনি স্বামী স্ত্রীর এই বিসদৃশ ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কিছু প্রতিবিধান করিতে পারেন। শশাঙ্ক বাবুর সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে এক মাত্র তাঁহার স্ত্রী ছিলেন, তিনিও শেখরনাথের বিবাহের কিছুদিন পরেই গত হন। সেই হইতে বৃদ্ধ শশাঙ্ক বাবু সদর মহলেই সারাদিন কাটান; অন্তঃপুরের কোন সংবাদ তিনি রাখেন না। একবার ভিতরে খাইতে আসেন তাহাও অতি সামান্য ক্ষণের জন্য। বিশেষতঃ তাঁহার নিজেরই বুকের অসুখ, তাঁহাকেই কে দেখে তাহারই ঠিক নাই।

(৭)

পূজার ছুটীর পরে শেখরনাথ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়িল। তখন সে কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় বাসা করিয়াছিল। রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শেখরের ভয় হইল, তাহার এক বন্ধুর মারফৎ সে বাড়ীতে টেলিগ্রাফ করিল। ভাগ্য বিধাতার লীলা! শশাঙ্ক বাবুর বুকের অসুখও তখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। দেবীপ্রসাদ শশাঙ্ক বাবুর সরকার। শশাঙ্ক বাবু তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। দেবীপ্রসাদ যখন কলিকাতায় পৌছিল, তখন শেখরের অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সে কি করিবে, ভাবিতে লাগিল। এ অবস্থায় শেখরকে দেশে লইয়া যাওয়াও অসম্ভব, শশাঙ্ক বাবুও এ সময় অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁহারও কলিকাতায় আসা অসম্ভব। কি হইবে?

(৮)

শেখরের অসুখের পর হইতে লতিকার

স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্বামীকে সম্পূর্ণ ভালবাসিতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু স্বামীর উপর তাহার যে অহেতুক বিরক্তি ছিল, তাহাও যেন এখন তাহার নাই। সব সময়েই তাহার মনে যেন কেমন একরকম আতঙ্কের ভাব উদিত হয়। হাজার হউক, স্বামীর মরণাপন্ন অবস্থা শুনিয়া কোন্ হিন্দু স্ত্রী নীরবে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইতে পারে। স্বামী যে ইহলোকের দেবতা। সুখের সময় দেবতার কথা মনে পড়ুক বা না পড়ুক, দুঃসময়ে তাহার কথা মনে পড়িবেই। কি এক অতিন্দ্রীয় বেদনায় লতিকার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বিছানার বালিসে মাথা রাখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সহসা কাহার আহ্বানে সে পিছন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল ঝি দরজার চৌকাটে একখানি ডাকের পত্র লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। না জানি আবার কি খবর লইয়া এই চিঠি আসিল ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি সে ঝিয়ের নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এ যে তাহার সই গঙ্গাজলের চিঠি, সে পড়িতে লাগিল।

প্রাণের সই—

অনেক দিন তোর চিঠি পাইনি, ব্যাপার কি? বেঁচে আছিস কি মরে গেছিস তা ত জানি না, যদি বেঁচে থাকিস ত একবার এ সইকে মনে কোরিস। তোদের সব খবর কি, শেখরবাবু কল্‌কাতায় আছেন না দেশে? তোর আগের চিঠিটা পেয়েছিলুম বটে, কিন্তু "ওঁর" টাইফয়েড ও বাড়ীর প্রায় সকলেরই অসুখ, এই সব কারণে তোর চিঠিটার জবাব দিতে দেরী হলো। সে চিঠিটায় তোর গোটাকতক কথা পড়ে বড় মর্ম্মাহত হয়েছিলুম। চিঠিটা পড়ে বেশ বোঝা যায়, স্বামীর ওপর তুই নিশ্চয়ই একটা অহেতুক বিদ্বেষ পোষণ কর্‌ছিস্। জানি না এর কি কারণ।

আমার ধারণা যদি সত্যি হয়, তা'হলে যত শীঘ্র পারিস, আমার এই ধারণকে মিথ্যা করে তুল্‌তে চেষ্টা করিস্। দীর্ঘ দ্বাবিংশতি বৎসর পৃথিবীতে বাস করে এইটুকু অভিজ্ঞতা আমার জন্মেছে যে, ইহলোকে নারীর স্বামীই সব। পুরুষের সাহায্য ভিন্ন হিন্দুর মেয়ের (আমি আর কোন জাতের কথা বল্‌ছি না) জীবন কাটান দুঃসাধ্য এবং এ রকম কখন দেখেছি বলেও আমার মনে পড়ে না। যাই হোক্, অনেক কথা বলে ফেল্লুম। আজ্‌কের মতন আসি। যাবার সময় একটা সুসংবাদ দিচ্ছি—কি দিবি বল্? আমাদের বাড়ীতে এক নবীন অতিথি এসেছে। নবারুণের স্নিগ্ধ কিরণে পৃথিবী যখন সবে মাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে—সেই সময় সে আমাদের বাড়ী এসেছিল—তাই তার নাম রেখেছি অরুণ। আজ আসি, চিঠি দিস্।

তোর সই,

গঙ্গাজল।

চিঠি শেষ করিবার পর লতিকার মনে হইল, কে যেন এক বেদনার জগদ্দল পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। এই বেদনার গুরুভার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে এই বিশাল বিশ্বে যেন কেহই নাই। লতিকা বুঝিতে পারিতে ছিল না, কিসের এ বেদনা, কিসের নিমিত্ত তাহার অন্তর গুমরিয়া মরিতেছে। সে আর ভাবিতে পারিল না, বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

(৯)

গোধূলির রাঙ্গা আলোয় ঘরখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিছানায় শুইয়া শীর্ণ দেহ শেখরনাথ তাহার প্রেমহীন জীবনের কথা ভাবিতেছিল। প্রেম দেবতার রুদ্র দৃষ্টি স্মরণ করিয়া শিহরিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। যখন তাহার জ্ঞান হইল, তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। শেখর উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল; চোখে সে দেখিতে পাইতেছে না, শুধু তাহার মনে হইল, তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া কাহারা যেন বসিয়া আছে। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, কাহার নিবিড় কালো কেশের রাশিতে তাহার পদদ্বয় আবৃত। শেখর বিস্মিত ভাবে তাহার দুইখানি শীর্ণ বাহু দিয়া পদতল লীনার মস্তক ধরিয়া তুলিল। দুর্ব্বল বাহু সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম না হইলেও, আনত মুখটীকে লতিকা বলিয়া শেখরের ভ্রম হইল—পদতললীনার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে বিহ্বলের মত দেখিতে লাগিল। তাহার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে কিনা—এমন সময় তাহার পিতার রোদন ভয়াতুর কণ্ঠ তাহার কর্ণে আসিল "শেখর মুখ তোল বাপ্—বৌকে আশীর্ব্বাদ কর!—"

সন্ধ্যাদেবীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আকাশ ভরিয়া তখন তারার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে।

অভিনব বিজ্ঞাপন।

সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভের মধ্যে এ দেশে আজকাল এক অভিনব বিজ্ঞাপনের আমদানী হইতেছে। সেটা খবরের কাগজে বিবাহ বিজ্ঞাপন। খবরের কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপন কেবল এদেশে কেন, সমগ্র সভ্য জগতের ইতিহাসে বোধ হয় এক নূতন সৃষ্টি। সম্প্রতি জনৈক বৈদেশিক এইরূপ ভাবের বিজ্ঞাপন দেখিয়া কৌতূহল-পরবশ হইয়া ইহাকে "purely oriental advertisement" নামে অভিহিত করিয়াছেন। একজন বিদেশী ইহাতে চমকিত হইতে পারেন, কিন্তু এই পোড়া দেশের লোক ইহাতে আদৌ চমকিত হয় না। যে দেশের লোকে পুত্রের বিবাহ দিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার বাসনায় দরিদ্র কন্যাপক্ষের উপর কসাইএর অপেক্ষাও নৃশংস হৃদয় বৃত্তির পরিচয় দিতে কুণ্ঠীত হয় না, সে দেশে মেয়ের বিবাহের জন্য পাত্র সংগ্রহ ব্যাপার দিনে দিনে যে এইরূপ বিষম হইয়া পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের কথা আর কি আছে? এখনও যে লোকে কায়ক্লেশ করিয়া গোমুর্খ ও গণ্ডমূর্খকে ধরিয়া মেয়ের "আইবুড়' নামের খণ্ডন করিতে সমর্থ হইতেছে, ইহাই বরং অতিশয় বিস্ময়ের কথা। দেশের হালচাল যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে দু দিন পরে এমন অঘটন ব্যাপারও যে ঘটিয়া পড়িবে, তাহা নিশ্চয়। তখন ধেড়ে ধেড়ে কুমার কন্যা-গণকে গৃহে পুষিয়া রাখিতে বাপমার লজ্জিত হইবার কোন কারণ থাকিবে না। সমাজের এইরূপ অধঃপতন যে অচিরেই হইবে, তাহার কতক কতক আভাস ইতিপূর্ব্বেই পাওয়া যাইতেছে।

কন্যাদায় পিতৃমাতৃ দায়কেও আজ পরাজিত করিয়া চলিয়াছে।

স্থল বিশেষে হৃদয়বতী অনূঢ়া কন্যা পিতামাতাকে এই দুরূহ দায় হইতে অব্যাহতি দিবার মানসে বীররমণীর মত ভীষণ আত্মহত্যার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতেও সামাজিক কসাইগণের চৈতন্যের উদ্রেক হইতেছে না। এইরূপ পৈশাচিক হৃদয়ভেদী সামাজিক অত্যাচার আর কোন সভ্য দেশে সম্ভব হইত না। রাজার চাপে, জমিদার মহাজনের চাপে, পিতৃমাতৃ দায় ও লোক লৌকিতারূপ সামাজিক চাপে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্প্রদায়ের অবস্থা ত বহু পূর্ব্বেই নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর বিবাহের পণপ্রথার সূত্র ধরিয়া স্বজাতি হইয়া স্বজাতির উপর যদি এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে এবং দেশের নির্জীব নিস্পন্দ সমাজ নীরবে তাহাই অনুমোদন করিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের মেরুদণ্ড যে অচিরেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লোক রক্ষার জন্যই সমাজ ও সামাজিক ব্যবহার প্রয়োজন। যে সমাজ সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, উপরন্তু নানাবিধ শোষক ব্যবস্থার প্রশ্রয় দিয়া আশ্রিতগণকে সামাজিক পিশাচগণের হস্তে নিগৃহীত, ও নিষ্পিষ্ট হইতে দেখিয়াও প্রতিকার করিতে সচেষ্ট হয় না, সে সমাজের যত শীঘ্র ধ্বংস হয় ততই দেশের মঙ্গল। দেশের উদীয়মান শিক্ষিতাভিমানী যুবকবৃন্দের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা কি এই পণপ্রথারূপ পৈশাচিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না?

দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা দেখিয়া তাঁহাদের উদার শিক্ষায় আঘাত লাগিতে পারে, আর নিজ নিজ বিবাহের সময় কন্যার পিতার উপর স্বীয় অভিভাবকের নিষ্ঠুর নির্য্যাতন চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও যে তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইবার অবকাশ পান না, ইহাই বড় বিস্ময়ের কথা। স্বার্থ অতি বড় উদার নীতিককেও এমনি করিয়া অন্ধ করিয়া রাখে।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ বি, এল্।

ভারতে নীলের চাষ।

সমগ্র ভারতে ১১১২০০ একর জমীতে নীলের চাষ হইয়াছে, তাহাতে ২২১০০ হন্দর নীল উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়, গত বৎসর ১৭২০০ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতে যত নীল জন্মে তাহার ৪১·৬ ভাগ মাদ্রাজে, ১৩ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে, ১২·৯ ভাগ যুক্ত প্রদেশে, ১০·৯ ভাগ পাঞ্জাবে, ২·৮ ভাগ বোম্বাইতে এবং ২·৬ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজে প্রতি একরে ১৪ সের, বিহারে প্রতি একরে ৭ সের, যুক্ত প্রদেশে ৬৷৹ সের, পাঞ্জাবে ১০৷৹ সের ও বোম্বাইতে প্রতি একরে ৭৷৷৹ সের নীল উৎপন্ন হয়।

ভারতে তুলার চাষ।

এ বৎসর সমগ্র ভারতে ১৪৮১০০০০ একর জমীতে তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ৬১৩৪০০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে যত তুলা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২৭·৬ ভাগ বোম্বাইতে ২১·৩ ভাগ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে, ১০·৫ ভাগ মাদ্রাজে, ৮·২ ভাগ পাঞ্জাবে, ৩·৯ ভাগে যুক্তপ্রদেশে, ১·৫ ভাগ ব্রহ্মে, ·৪ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে, ·৩ ভাগ বঙ্গদেশে এবং ·২ ভাগ আসামে উৎপন্ন হয়।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

Mail-order Business Or Shopping by Post.

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

পূর্ব্বে নাম সংগ্রহের কথা বলেছিলাম, সেই প্রকার নানা উপায়ে নাম সংগ্রহ করে মফঃস্বলে পাঠালেই অর্ডার আস্‌বে। সংবাদ এবং মাসিক পত্রেও বিজ্ঞাপন দিতে হবে। এখন এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে "কাজের লোকে" অনেকবার অনেক আলোচনা হইয়ে থাক্‌লেও ২।৪টা আমেরিকান মেল অর্ডার বিজ্ঞাপনের নমুনা দেখাবার জন্য জুলাই মাসে প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই নমুনা বিজ্ঞাপন আজ দেওয়া গেল। দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে মেল অর্ডারের বিজ্ঞাপন কেমন অল্প স্থানে অল্প ব্যয়ে দেওয়া হ'য়ে থাকে। আগষ্ট মাসেও আমরা সেরূপ নমুনা ২।৩টা দিয়ে ছিলাম, পাঠকগণ তাহা বোধ হয় মনোযোগের সহিত পাঠ করেছেন।

নমুনা।

We need money

and you need clothing, now is your chance to get Bargains.

A dozen best quality handkerchieves Rs. 2/4/-, others selling inferior quality at Rs. 3/-

---

Art Photos—*50 cent* a dozen. Tranparent playing cards 25 c. Every one will admire them, order just now.

Dater—25 c. *Post paid!* the latest improved dating stamp, clear types.

Hysterea Cured within half an hour, not temporarily, but permanently. Price for a phial of 25 Pills—Eight annas only, It will cure other 5 cases too.

Why shave with dull razor when 3 Lick Strop Dressing will put fine edge on a razor? By mail as. 12 ask just to-day.

আগে আমি বহুবারই বলেছি যে, যে জিনিসটী তাকে বিক্রী কর্‌তে হবে, তার বর্ণনা একেবারে নিখুঁৎ হওয়া চাই—যেন খরিদ্দারকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না কর্ত্তে হয়—তাতে যেন তার কোন সংশয় উপস্থিত না হয়, বিজ্ঞাপন পাঠ করে মানুষের মাথায় কেমন ব্যাপারটী ঘটে উঠে, তার কিছু আভাষ দিলে সে কথা বুঝতে পারবেন। ধরুণ, কোন লোক একটা দন্তমঞ্জনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। তাঁর বিজ্ঞাপনের কাপি এইরূপ।

দশন চূর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ আরোগ্য হয়, দাঁতে রক্ত পড়া, মুখের দুর্গন্ধ, দাঁত নড়া প্রভৃতি ভাল হয়, মূল্য এক কৌটা ✓০ আনা। এখন ক্রেতা এই বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। দাতের গোড়ায় আমার পাথরী জন্মায়, এতে কি তা—সারে না? অনেক দাতের মাজন ব্যবহার আমি করেছি, তাতে দাঁতন কল্লে আমার দাঁতের মাড়ীগুলি দাঁতের গোড়া ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া যায়। মুখ বিস্বাদ হয়ে ওঠে, দাঁতের গোঁড়া খেয়ে যায়, এতে তা হবে নাতো? এই সকল কথা ক্রেতা ভাবতে লাগল্‌। আপনার বিজ্ঞাপনে সে সকল সংশয় নিরাকরণের কোন যুক্তি তো দেখান হয় নাই, কাজেই আপনার মুক বিজ্ঞাপন ক্রেতাকে ধর্‌তে পার্‌লে না—ক্রেতা নিঃসংশয় হতে পার্‌লে না। কাজেই সে আর অর্ডার কল্লে না। অর্থ গেল, বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হলো। কিন্তু আপনার বিজ্ঞাপনে যদি আপনি দাঁতের মাজনের যতগুলি Good points আবশ্যকীয় তথ্য বল্‌তে পারতেন, তাহলে কোন সংশয়ই উঠতে পারতো না।

অর্থাৎ

দশনচূর্ণ বা Tooth-Powder.

"ইহাতে তুঁতে প্রভৃতির ন্যায় কোন সংকোচক পদার্থ নাই, ইহা দাঁতের গোড়ায় মহা অনিষ্টকারী চুণের ন্যায় পদার্থকে গলাইয়া বিদুরিত করে, ইহা বিস্বাদ নয়, ইহাতে আন্টিসেপটিক ভেষজ মিশ্রিত

থাকায় দাঁতের গোড়ার ক্ষতাদি আরোগ্য হইয়া দন্ত দৃঢ় করিয়া দেয়। ইহা সৌরভময়। এই গুলি দন্ত মঞ্জনের আবশ্যকীয় তথ্য। এই তথ্যগুলি দিলে ক্রেতার কোন সংশয় মনের মধ্যে উঠিতে পারে না—ক্রেতা ক্রয় করিয়া থাকে।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার মজা দেখুন। এক ভদ্রলোক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রে এক ইঞ্চি একটা বিবাহের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ পাত্রী আবশ্যক।

"পাত্র ১০০৲ টাকা বেতন পান। পাত্রী সুন্দরী হওয়া চাই, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।" বিজ্ঞাপন বাহির হইল, অবশ্য ২।১০ খানা পত্রও পাওয়া গিয়াছিল। যাঁরা পত্র লিখ্‌লেন, তাঁরা প্রশ্ন করে বস্‌লেন :—

(১) যে পাত্রের কথা লিখেছেন, তিনি কোন শ্রেণী, রাঢ়ী না বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ? পাত্রী বল্‌লেইতো হলো না।

(২) তারপর পাত্রেরা নৈকুষ্য না ভঙ্গ?

(৩) কয় পর্য্যায় বা পুরুষ।

(৪) বয়স কত, স্বভাব কেমন। অভিভাবক কে আছে। পাত্রের কুষ্ঠী আছে কিনা—কি গণ, কেমন থাঁই।

এ রকম কথা ও সংশয়। নীরব বিজ্ঞাপন—সে কেমন করে পাঠককে এত কথা বুঝিয়ে দিয়ে কাজ হাঁসিল কর্ত্তে পারে? কাজেই বিজ্ঞাপন দাতাকে আবার ঐ সকল প্রশ্নের জবাব দিতে হলো, তাতে ব্যয় দ্বিগুণ—সময় নষ্ট। সেইজন্য দুটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু প্রত্যহ হাজার হাজার বিজ্ঞাপনে এই রকম গলদ আছে। যারা বিজ্ঞাপনের Expert, তাঁরাই এই সকল গলদ দেখ্‌তে পায়। তাহলেই কথা হচ্চে, বিজ্ঞাপনে যে কাজ হয় না, সেটা সংবাদ পত্র বা মাসিক পত্রের দোষ নয়, দোষ হলো বিজ্ঞাপনের কাপি লেখার। যেগুলি আবশ্যকীয় তথ্য—যে তথ্য ক্রেতা চায়, সেই Good points গুলি অনেক বিজ্ঞাপনেই বাদ পড়ে যায়। যাক এসম্বন্ধে অনেক কথাই বল্‌বার আছে, তা কর্ত্তে গেলে পুঁথী বেড়ে যায়।

এখন বাকী আমাদের বল্‌বার রইল—আসলে কাজটা এইবারে কেমন করে চালাতে হয়, এবং আরও কতকগুলি রহস্য। আগামী মাসে সে সকল কথা বল্‌বার চেষ্টা করবো।

S. P. C.

মাংস কি মানুষের উপযোগী খাদ্য?

আজকাল খাদ্যের মধ্যে মাংস অতি প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মাংস উপযোগী কি না, তাহার বিচার করিয়া কেহই দেখেন না। নিম্নে খাদ্যের বিভিন্ন অংশগুলি দেখাইয়া একটি তালিকা দিলাম—

খাদ্যের নাম।	জল।	নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনমূলক পদার্থ।	চর্ব্বী	শ্বেতসার ও শর্করা।	খনিজ পদার্থ।	শরীরের পুষ্টি করিবার উপযোগী সারাংশ।
ছাগ মাংস	৬৫'২	১৪'৫	১৯'৫	—	০'৮	৩৮'৭
হরিণের মাংস	৭৫'৭	১৯'৭	১'৯	—	১'১	২২'৭
মুরগীর মাংস	৬৭'৪	২৪'২	৬'৬	—	১'৩	৩২'৩
ডিম	৬৪'০	১৪'০	১০'৫	—	১'৫	২৬'০
দুগ্ধ	৮৬'০	৪'১	৩'৯	৫'২	০'৮	১৪'০
মাখন	১২'৬	—	৮৬'৪	—	০'৮	৮৭'২
গম বা ময়দা	১২'৭	১১'৭	১১'৪	১'৩	৭১'০	৮৬'৭
যব	১৪'৬	৬'৭	১'৩	৭৫'৫	১'১	৮৪'৬
চাউল	১২'৪	৭'৮	০'৪	৭৯'০	০'৪	৮৭'৬
সাগু	১৪'০	১'৬	০'৬	৮৩'০	০'৪	৮৫.৬

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা মাছ, মাংস বেশী পুষ্টিকর নহে। কসায়ের দোকানে মানুষের খাদ্যের জন্য যে সকল প্রাণী বধ করা হয়, তাহার শতকরা ৫০টি কোন না কোন রোগগ্রস্ত। অনেকেরই ধারণা আছে যে, অস্থি পেশীর শক্তি বজায় রাখিতে হইলে মাংস খাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুসমূহ প্রভূত বলশালী। প্রকৃতি মানুষকে মাংসাশী সৃজন করেন নাই। আমাদের হাত, পা, প্রভৃতি অবয়ব ফল ফুল সংগ্রহ করিবার জন্যই ভগবানের অভিপ্রেত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ (Dawrin দার্ব্বিনের মতে মর্কটগণ) কখনও মাংসাশী ছিলেন না। মাংসও আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য হইতে পারে না। রন্ধন দ্বারা মাংসকে মোলায়েম, খাদ্যোপযোগী ও মুখরোচক করিলেও কাঁচা রক্তাক্ত মাংস আমাদের স্বতঃই বীভৎস ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক Dr. Josiah Oldfield লিখিয়াছেন—"প্রাণীজ খাদ্য শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহের কার্য্যে প্রতিবন্ধক উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে যক্ষ্মা, জ্বর, আন্ত্রিক ক্রিমি প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের বীজাণু বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মাংস হইতে উৎপন্ন রোগেই শতকরা ৯০ জন লোকের প্রাণনাশ হইয়া থাকে।" ইংলণ্ডের দন্তচিকিৎসক-সমিতির রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিলাতের নিম্নতম শ্রেণীর শতকরা ৯০ জন লোক দন্তরোগে ভুগিতেছে। এই গোমাংসে কতটুকু সার রহিয়াছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন?

গো-মাংসে শতকরা ২৬ ভাগ সার পদার্থ ৭৬ ভাগ জল।

ছানায় শতকরা ৬৪ ভাগ সার পদার্থ ৩৬ ভাগ জল।

ভাত, ডাল শতকরা ৮৭ ভাগ সার পদার্থ ১৩ ভাগ জল।

শাক-সব্জি-ফল-মূলে যে জল রহিয়াছে, তাহা অনেকাংশে বিশুদ্ধ কিন্তু প্রাণীজ রক্তমাংসে যে জল আছে, তাহা প্রাণ বাহির হইয়া গেলেই পচিতে আরম্ভ করে। সে জল মানুষের প্রাণ-হানিকর। আমাদের খাদ্যের মধ্যে শরীর পুষ্ট করিবার জন্য যে সকল উপকরণ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনই প্রধান। এই দু ইটি জিনিষ সকল খাদ্যের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেহের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ঐ নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনময় খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মাংসে যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন আছে, তাহা কি আমিষ খাদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? বিজ্ঞান বলিতেছে—না। খাদ্যই যখন আমাদের শরীরে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন বহিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়, তখন খাদ্য নির্ব্বাচন করিবার সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে, তাহাতে (ক) যে পরিমাণ নাইট্রোজেন, ও কার্ব্বন রহিয়াছে, তাহা আমাদের স্বাস্থ্য অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে কি না? (খ) খাদ্য কিনিতে আমাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তাহার উপযুক্ত পুষ্টিকর সার পাইলাম কি না? (গ) এবং সেই খাদ্য হজম করিতে পাকস্থলীর কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে কি না? নিরামিষ খাদ্যে এই নিয়মগুলি যেরূপে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয়, মাংসের বেলায় তাহা হয় না। ঘি ভাত, লুচি-সন্দেশ এবং তরি-তরকারীর নানাবিধ মুখরোচক রন্ধন বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, মাংসের অভাব আমরা তাহা দ্বারা অনায়াসেই পূরণ করিয়া লইতে পারি।

চুলের কলপের অপকারিতা।

চুলের কলপ যে কিরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত ডাক্তার উবলিউ, গিলম্যান Long Island Medical Journalএ প্রকাশ করিয়াছেন।

৫৫ বৎসর বয়স্কা জনৈক ভদ্র মহিলা ঘাড় হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত চর্ম্মরোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি প্রথম যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলেন, তিনি কিছুই উপকার দেখাইতে পারিলেন না, বরং রোগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। তখন রোগী একজন বিশেষজ্ঞের নিকট যান। তিনি বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া মানষিক ও শারীরিক পরিশ্রমে হইতেছে বলিয়া অবসর লইতে উপদেশ দেন। এইরূপে ১।২ করিয়া উক্ত ভদ্র মহিলা ৪।৫ জন বড় বড় খ্যাত নামা চিকিৎসকের নিকট পরামর্শ লয়েন। কিন্তু নানাপ্রকার মলম বা জলীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও তিনি কিছুই উপকার পাইলেন না। রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে, পরন্তু তিনি পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিধানে অসমর্থ হইয়া গৃহ মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বিখ্যাত ডাক্তার টমটিয়মের চিকিৎসাধীন হয়েন। ঐ ডাক্তার এক দিন লক্ষ্য করেন যে

মহিলাটির চুল খুব উজ্জ্বল বর্ণের দেখাইতেছে। তাঁহার সন্দেহ হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, মহিলা কোনরূপ কলপ চুলের জন্য ব্যবহার করেন কি না। মহিলাটী এরূপ অভদ্র প্রশ্নে চটিয়া যান কিন্তু ডাক্তার দৃঢ়তার সহিত কুফল নির্দ্দেশ করিলে অবশেষে তিনি স্বীকার করেন। ডাক্তার ২ শিশি কলপ পরীক্ষার জন্য লইয়া যান। অনুসন্ধানে জানা গেল ঐ কলপ প্রস্তুতকারী কয়েকটী লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কারখানা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। তখন ঐ কলপই যে তাঁহার চর্ম্ম রোগের মূল কারণ, তাহার আর সন্দেহ রহিল না এবং উহা ব্যবহার বন্ধ করাতেই অচিরে তিনি সুস্থ হইয়া ঐ বিষম চর্ম্মরোগ মুক্ত হইলেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সেই তরুণীর ন্যায় উজ্জ্বল চুলের বদলে ঠাকুমার মত পাকা চুলেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

সাবান পাউডার ইত্যাদির সহিত ক্যান্সারের সম্বন্ধ।

নৌ বিভাগের বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক স্যার জর্জ্জ লেনথ্যাল চটল্, লণ্ডন ইনিষ্টিটিউট্ অফ হাইজিনে বক্তৃতা করিবার সময় বলেন যে, গায়ে মাখা সাবান, মুখে মাখা রং, পাউডার, ক্রীম, স্নো প্রভৃতি সকল প্রকার সৌন্দর্য্য বজায় রাখিবার উপায় গুলি চর্ম্মের অবিরত উত্তেজনা করিয়া ক্যান্সার উৎপত্তি করে।

পাউডার বা সাবান এ বিষয়ে বিশেষ অপকারি, কারণ এইগুলি চুলের গোড়ায় যে সকল ছিদ্র (গ্রন্থী) বর্ত্তমান আছে, উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে পারে এবং ঐ সকল স্থান হইতেই ক্যান্সার আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা অধিক।

এমন সময় যদি কেহ সাবানের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দেহ পরিস্কারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন, তিনি নিশ্চয়ই অচিরে ধনবান হইতেন সন্দেহ নাই।

চুরুট্ বা সিগারেটের ধোঁয়াও চর্ম্মের পক্ষে বিশেষ অপকারি বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য লম্বা পাইপ বা নল ব্যবহার করা উচিত।

এ বিষয়ে সুসভ্য সহরবাসী অপেক্ষা আমাদের গ্রাম্য অধিবাসিগণ অধিক নিরাপদ, কারণ সাধারণতঃ তাঁহারা সাবান পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করেন না এবং সিগারেটের পরিবর্ত্তে হুঁকাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

CARBUNCLE.

বিষাক্ত স্ফোটকের বিশেষ ফলপ্রদ দেশীয় ঔষধ—

ডাক্তার এল্ এম্, সেমজ্ গিরি এল্, এম্, এস্, সংবাদ পত্রে প্রকাশ করেন যে, তিনি একটি দেশীয় সহজপ্রাপ্য ঔষধ দ্বারা বহু-দূষিত ঘা, ফোড়া, নালী ইত্যাদি চিকিৎসা করিয়াছেন এবং ঐ ঔষধটির আরোগ্যকারী শক্তি দেখিয়া এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ গ্রাণ্ট্ মেডিকেল কলেজ সোসাইটিতে পাঠ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, পাছে এই সহজপ্রাপ্য ও আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধটি বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইজন্য সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন।

এই ঔষধটির উপাদান—

আতার পাতা।

পশ্চিম অঞ্চলে আতার নাম সীতাফল ইংরাজীতে Custard apple এবং উদ্ভিদ্ তত্ত্বে (Botanyo) ইহার নাম "Anona Squamosa"

কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?

কতকগুলি পাতা পরিস্কার করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। তৎপরে থেঁতো করিয়া রস বাহির করতঃ উহা ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া তাহার উপরে ঐ পাতা বাটিয়া গরম করিয়া পুলটিস্ দিবে। এরূপ দিনে দুইবার করিয়া দেওয়া শ্রেয়। উপশমের চিহ্ন, ক্ষতের চতুর্দ্দিকে চক্রাকার একটি সাদা দাগ লক্ষিত হয় এবং ক্ষতের পুঁজ, রক্ত বা রস্ কমিয়া গিয়া ক্ষতস্থান লাল দেখায়।

তিনি এই ঔষধটি ফোড়া, ঘা, নালী, ক্ষত কার্ব্বঙ্কল এমন কি ক্ষয় রোগ জনিত হাড়ের পচনেও (Tubercular caries) ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়াছেন। বহু স্থানে কার্ব্বলিক্, আইডোফর্ম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়া কোন সুফল না পাওয়ায় এই সামান্য ঔষধি ব্যবহারে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এই ঔষধ উল্লেখের কারণ —ইহা এত সহজ প্রাপ্য অথচ এরূপ ফলদায়ক। বিশেষতঃ যে সকল দরিদ্র লোক আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য বলিয়া অবলম্বন করিতে পারেন না এবং এদেশে এইরূপ লোকই বোধ হয় বার আনা

ভাগ, তাঁহাদের যদি কিছু উপায় হয়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিরাশ হইবেন না।

নালীঘায়ে এই পাতার রস পিচকারি করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হইবার ইহা একটি প্রশস্ত উপায়।

(স্বাস্থ্য)

Agricutural.

কৃষি-কথা।

Manure.

সারের কথা।

সার দেওয়ার আবশ্যকতার কথা গত বারে কতক কতক বলা হইয়াছে। সার দেওয়ার উদ্দেশ্য, জমীতে যে সকল পদার্থ থাকিলে তাহা উদ্ভিদের পোষনোপযোগী হইতে পারে, সেই সকল পদার্থ জমীতে যোগ করিয়া দেওয়া।

জমীতে যে যে পদার্থের অভাব, তাহাই তাহাতে দিতে হইবে। যাহার অভাব নাই, তেমন পদার্থ যোগ করিয়া দেওয়া শুদ্ধ অপব্যয় ও অনর্থক নহে—বরং অনিষ্ট কারক। মনে কর, কোন কৃষিক্ষেত্রে ফস্‌ফর নামক পদার্থের অভাব, সেই জমীতে যদি এমন কোন পদার্থ যোগ করিয়া দেওয়া যায় যাহাতে নাইট্রোজেনের আধিক্য আছে, কিন্তু ফস্‌ফরের পরিমান অল্প, তাহা হইলে সে সার দেওয়ার কোন ফল নাই তাহা দ্বারা চাষের কোন উপকারের আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং ভাল করিয়া লাভজনক ভাবে চাষ করিতে হইলে মৃত্তিকা এবং সার উভয়েরই রাসায়নিক বিশ্লেষণ হওয়ার আবশ্যক। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি না, থাকিলেও তাহা দ্বারা দেশের কৃষকদের কোন প্রকার সাহায্য করা হয় কিনা, তাহা তো আমাদের জানা নাই। সময় সময় আমরা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা ক্ষেত্রের (Experimental Firm) ২।১ টা রিপোর্ট পাইতাম, কিন্তু বহুকাল আর তাহাও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্টের একটী একটী অন্ততঃ প্রতি জেলায় রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠান থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

যাক, দ্বিতীয় কথা, যে সার আমরা জমীতে দিয়া থাকি, তাহাতে যে পদার্থের অভাব, তাহা প্রচুর পরিমানে থাকা, উচিত যাহা দ্বারা অবিলম্বে এবং অনায়াসে তাহা মূল দ্বারা শোষিত হইয়া শস্যের পুষ্টি সাধনে সক্ষম হয়। কোন জমীতে যদি ফস্ফরের অভাব হইয়া থাকে, তাহাতে যে সার দেওয়া গেল, মনে কর তাহাতে ফস্ফর থাকিলেও যথেষ্ট (Sufficient) নাই, তাহা হইলেও শস্যের অবস্থার উন্নতি হইবে না। ইহা পরীক্ষা করা সুপ্রমানিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নদীর পলী, পচাপুকুরের পাঁক, গোময়, গোমূত্র, ভেড়া ছাগলের মূত্র এবং নাদী, গোয়াল কোঁড়া গোয়ালের ঘর মোছা খড়কুটা পচান, ঘুঁটে বা কাষ্ট পোড়ান ছাই। মানুষ ও পশু পক্ষীর বিষ্ঠা, উঠান ঝাঁট দেওয়া আবর্জ্জনা, পাতা পচা, সরিসা বা বেড়ীর খইল, হাড়ের গুঁড়া, নুন।

গতবারে নদীর পলীর কথা বলিয়াছি, গোবর এবং গোমূত্রে উদ্ভিদের জীবন-ধারণোপযোগী অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাকে বলিয়া গোময় এবং গোমূত্র উৎকৃষ্ট সার মধ্যে গন্য। এই উভয় পদার্থের যথেষ্ট পরিমাণ পটাসি, ফক্ষর, নাইট্রোজেন থাকে। গোময় অপেক্ষা গোমূত্রেই অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে অতি আবশ্যকীয় উপাদান।

কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকগণ এই দুইটী পদার্থই অতি অযত্নে রক্ষা থাকে। গোবর রক্ষা করিতে হইলে একটা খাদের মত কাটিয়া তাহার তলাটা কন্‌ক্রিট করার মত করিয়া সিমেণ্ট করিয়া দিলে আর মৃত্তিকার দ্বারা সারের আবশ্যকীয় উপকরণ সমূহ শোষিত হইতে পায় না গোবরে পটাস নাইট্রোজেন ফস্ফর ঠিক থাকে। এই খাদের ভিতর সঞ্চিত গোবরে প্রখর রৌদ্র লাগিলেও ইহার আবশ্যকীয় উপাদানগুলি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং এইরূপ সারকুড়ের উপর চালা করিয়া একটা আচ্ছাদন দিতে পারিলে সার ঠিকই থাকিয়া যায়। কিন্তু এমন করিয়া কোন কৃষক সার রক্ষা করে কি কেহ দেখিয়াছেন? সুতরাং আমাদের দেশের অনভিজ্ঞ কৃষক জমীতে কতকগুলা শুষ্ক গোবরের গাদা ঢালিয়া দিয়া দর্প করিয়া বেড়ায় যে, জমীতে

যথেষ্ট সার দিয়াছি। সে সার বৃথা সার—সে নির্জ্জীব সার—দেওয়ায় শস্যের বিশেষ কিছু হিত সাধন হয় না, অধিকন্তু বহনের ব্যয় ও সময় নষ্ট হয়, চাসের খরচ বাড়ে মাত্র।

তারপর অনেক স্থলে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে গোময় পোড়াইয়া ছাইগুলি জমীতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই ছাই সারে জমীর মাটীকে একটু সচ্ছিদ্র (Porous) করিয়া দেয় মাত্র এবং ইহাতে পটাসেরও অংশ থাকিতে পারে। কিন্তু এই ঘুটের ছাই গুলিকে গোমূত্রে সিক্ত করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতে পারিলে কতকটা উপকার হইতে পারে বটে।

গোমূত্র এবং পশু মূত্র এদেশে একেবারেই উপেক্ষিত। কৃষক মূত্ররক্ষার জন্য আদৌ যত্নবান নহে। এই উৎকৃষ্ট সারটা অযথা নষ্ট হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে গবাদির শয়নের জন্য বিচালী বিছাইয়া দেওয়া হয়, এই বিচালীর উপর প্রস্রাব করিলে মূত্রের আবশ্যকীয় উপাদান অনেকটা ঐ মূত্রসিক্ত বিচালীর দ্বারা ধরা পড়িয়া থাকে, সেই বিচালী লইয়া গিয়া ক্ষেত্রে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া দেওয়া হয়, এবং এইরূপে গোশালা জাত সারের সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

মানুষের বিষ্ঠা গোময় অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট সার নহে। কিন্তু এদেশে তাহা সহরের নিকটবর্ত্তী কপির ক্ষেত্র ব্যতিত অন্য জমীতে দেওয়া দেখা যায় না। তবে গ্রামের নিকটবর্ত্তী জমীগুলিতে লোকে মল মূত্রে ত্যাগ করে, তাহা দ্বারা নিকটের দো জমীতে বড় সার দেওয়ার আবশ্যক হয় না। এখন আর গো-চারণের মাঠ কোথাও নাই বলিলেই হয়। শস্য উঠাইয়া লওয়া হইলে মাঠে গরু চরাণ হয় কিন্তু পল্লী গ্রামে অনেকে লক্ষ্য করেন না। যে অনেক নিম্ন শ্রেণীর নরনারী মাঠের গোবর কুড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঘুঁটের ব্যবসা করিয়া থাকে, আমার বিবেচনায়, এটা গ্রামের লোকের বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপেও জমীতে যে অল্প বিস্তর সার স্বাভাবিক উপায়ে পড়িত, তাহাও অপচয় হইয়া যায়।

পাটচাষীদের প্রতি।

কলিকাতা ৪৯ গলষ্টন ম্যান্সন হইতে মিঃ জে, ম্যাকজন জানাইয়াছেন, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে নানাস্থানে ভীষণ বন্যা হইয়াছে, ফলে সহস্র সহস্র বিঘা ধানের চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেজন্য বাঙ্গালা দেশেও দুর্ভিক্ষ হইতে পারে। এ অবস্থায় বাঙ্গালার পাট চাষী ও পাট বিক্রেতাদিগকে আমি জানাইতেছি, তাহারা যেন ১৫ টাকার কম মণে পাট বিক্রয় না করে।

তাহারা যদি তাহাদের পাট কলিকাতায় পাঠাইতে পারে, তাহা হইলে আমি ঐ পাটের দামের শতকরা ৮০ টাকা এখনই তাহাদিগকে প্রদান করিব ও পরে বেশী দরে তাহা বিক্রয় করিয়া বাকী টাকা বিক্রয়ের পর তাহাদিগকে দিব। এ বিষয়ে স্থানীয় জমীদার ও ধনীলোকগণ চাষীদিগকে সাহায্য করিতে পারেন, ইয়োরোপীয় পাটকল-ওয়ালারা বেশী দামে চট বিক্রয় করিতেছে, —য়ুরোপীয় দালালেরাও কলিকাতায় চড়া দরে পাট বিক্রয় করিতেছে—এ অবস্থায় শুধু পাটচাষীরা কম দরে পাট বিক্রয় করিয়া কষ্ট পাইবে কেন? দালালরা বিদেশে পাট পাঠাইবার চুক্তি করিয়াছে, তাহাদিগকে আজ না হয় ২ মাস পরে পাট কিনিতেই হইবে, কলওয়ালাদিগকেও পাট কিনিতেই হইবে—তাহা না হইলে তাহাদের কল বন্ধ হইয়া যাইবে। পাটচাষী ও পাটবিক্রেতারা এখন কিছু দিন পাট ধরিয়া রাখিলেই তাঁহাদের পাট বেশী দামে বিক্রয় হইবে।

প্রতি গ্রামে একজন ধনী লোক এই ব্যবস্থার ভার লইতে পারেন। তিনি চাষীদের নিকট হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনিলে আমি কোন ব্যাঙ্কের মারফতে তাহা গুদামজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিব ও তাহার নিকট রেল ও জাহাজের রসিদ পাইয়া সমগ্র দামের শতকরা ৮০ টাকা তাঁহাকে প্রদান করিব। যিনি পাট সংগ্রহ করিয়া আনিবেন, তিনি মনকরা ৪ আনা কমিশন পাইবেন। দামের শতকরা যে ২০ টাকা বাকী থাকিবে—পাট ওজনে কম বা খারাপ হইলে ঐ ২০ টাকা হইতে ঘাটতি কাটিয়া লওয়া হইবে। তাহার পর পাট যখন বেশী দামে বিক্রয় হইবে, তখন তাঁহাকে বাকী দেওয়া হইবে—অর্থাৎ বর্ত্তমানে পাটের দাম আন্দাজ ১০ টাকা—যিনি ১ মণ পাট পাঠাইবেন, তাঁহাকে এখন ৮ টাকা দেওয়া হইবে—পরে ঐ পাট যখন ১৫ টাকা মণে বিক্রয় হইবে, তখন তিনি বাকী ৭ টাকাই পাইবেন, তবে গুদামভাড়া প্রভৃতি বাবদে আন্দাজ ৮ আট আনা মণকরা বাদ যাইবে।

এই উক্তিগুলির সত্যতার জন্য আমি ও কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ধনী

মাড়োয়ারী ২ জনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিব। কলিকাতায় যে 'জুট গ্রোয়ার্স এসোসিয়েসন' স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, তাহার পক্ষ হইতেই আমরা ঐ কাজ করিব। এ বৎসরের দুরবস্থায় পাটচাষীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ধনী মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি আপাততঃ ২০ লক্ষ টাকার পাট কিনিতে সম্মত হইতেছেন। আমরা কোথাও কোন এজেন্ট পাঠাইব না—তাহা হইলে গ্রাম্য পাটচাষীদের প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। গ্রাম্য পাটচাষীরা তাঁহাদের বিশ্বাসী লোকের দ্বারা কলিকাতায় আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ভারত, ব্রহ্ম ও চীনে বন্যায় চালের দরও এবার বাড়িবে—কাজেই পাট কম দরে বিক্রয় করিলে বেশী দরে চাল কিনিতে কষ্ট হইবে। চাষীরা যদি ২ মণ চালের পরিবর্ত্তে ১ মণ পাট দেয়, তবেই তাহারা রক্ষা পাইবে। দৈঃ বসুঃ।

Homœopathic Notes.
হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

AIR In PNEUMONIA.
নিমোনিয়া রোগে বাতাস।

"Hand Book of Practical Medicine" নামক পুস্তক (by W. B. Saunders Co. of Philadelphia) একস্থানে আছে যে নিমোনিয়া রোগ, অনেকের ধারণা যে ঠাণ্ডা লাগিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্য ঘরের চতুর্দ্দিক দ্বার ও জানালা বন্ধ করিয়া রোগীকে রাখা হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা যে রোগীর কি ভয়ানক কষ্ট এবং অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যদি অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এবং রোগীর আত্মীয় স্বজন জানিত, তাহা হইলে এই যে এরূপ মারাত্মক ভুল তাহারা কদাচ করিত না। রোগীকে কতকগুলো গরম কাপড় চোপড় জড়াইয়া বক্ষস্থল বান্ধিয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের ভয়ানক বাধা জন্মান হইয়া থাকে, তজ্জন্য রোগী অবাধে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারে না, রোগীর ফুসফুসকে তজ্জন্য বহু পরিশ্রম করিতে হয়। দ্বিতীয়ত রোগীর অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তজ্জন্য শীঘ্র শীঘ্র জীবনী শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। এরূপ রোগীর গৃহে প্রচুর বায়ুর আবশ্যক। Free air অবাধ বায়ু কক্ষ মধ্যে যতই প্রবাহিত হইবার সুবিধা হইবে, রোগী ততই আরোগ্যপথে অগ্রসর হইবে। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে অনেক কাপড় চোপড় চাপাইয়া রাখিলে রোগীর রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইজন্য অনেক সময়েই রোগীর গাত্র দাহ জ্বরবোধ পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এরূপ রোগে হাল্‌কা সাধারণ বস্ত্র দিলে রোগী সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে। খুব মোটা গদীর উপর শয়ন করাইলে তাহাতেও শারীরিক উত্তাপ বাড়িয়া শিরঃপীড়া, কাশি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উন্মুখ বাতায়ন, সহজ বস্ত্রাদি, সহজ পাতলা বিছানায় রোগীর অর্দ্ধেক রোগ যন্ত্রণা উপশম হইয়া যায়। রোগীর শুশ্রূষা কারিণী মহিলাগণকে এবং রোগীর বন্ধুগণকে প্রত্যেক চিকিৎসকের উপদেশ দিয়া ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করা উচিত।

আমি একবার এক বড় লোকের বাড়ীতে একটী সুকুমার শিশুর নিমোনিয়া হইয়াছিল, দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহারা সমস্ত রাত্রি ঘরে ২টা ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন, রোগীকে অষ্টে পৃষ্টে তুলা জড়াইয়া ব্যাণ্ডেজ করা হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে সমস্ত জানালাগুলি বন্ধ রাখা হইয়াছে।

ছেলে এক মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির নাই, ঝট্‌ফট্‌ করিতেছে এবং গোঁগাইতেছে, কেহই ছেলেকে এক মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থির রাখিতে পারিতেছে না। অবশ্য ভাল ভাল চিকিৎসকগণই শিশুকে দেখিতেছেন। কিন্তু এত রাত্রে ডাক্তারকে বসাইয়া রাখাও অসম্ভব।

আমি আত্মীয় ভাবে দেখিতে গিয়াছিলাম মাত্র। বলিলাম, মহাশয় আপনারা এই ইলেক্‌ট্রিক আলো দুইটী নির্ব্বাণ করিয়া ঘরে একটী বাতি জ্বালুন,

আর জানালা খুলিয়া দিন। কোন অনিষ্ট হইবে না। আমার বিশেষ অনুরোধে অনিচ্ছা স্বত্বেও তাহারা তাহাই করিলেন। শিশু শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার যে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস হইতেছিল, তাহাও স্বাভাবিক হইয়া আসিল। সেইদিন হইতে তাঁহারা আর ইলেট্রিক ফ্যান বন্ধ করিলেন।

S. P.

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

Everything of Music.

মহাপূজার জন্য

সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ'।

হারমোনিয়ম, ফ্লুট্, বাঁশী, এস্‌রাজ,

ক্লারনেট্, বেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর গানের

রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

এবারের পূজার নূতন

"দাতাকর্ণ" পালার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য

সাদরে নিমন্ত্রণ

করিতেছি—দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করুন।

মফঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত

সযত্নে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, মার্কেণ্টাইল বিলডিং—কলিকাতা।

Telegraphic address
"Chandi Flut"
টেলিফোন নং ৩০৭৫, কলিকাতা

আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোহর সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৹ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড.

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের
ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড্‌স্ লেন, কলিকাতা।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক। (Registered No C. 481

নগদ মূল্য ।৵০

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷০ টাকা

ব্যবসা ও বাণিজ্য

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। | New Series | পূজা-সংখ্যা | নূতন সংস্করণ। | Vol. 20 No 10.

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XX.

১০ সংখ্যা। পূজার সংখ্যা। No. 10.

শারদীয়া পূজার সময় নির্দ্ধারণ।

(গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতে।)

২৫শে আশ্বিন মঙ্গলবার ঘ ৬।৪৭।১৮ গতে দুর্গাষষ্ঠী।

৬।৪৭।১৮ গতে পূর্ব্বাহ্ণ ঘ ৯।৫০।৩৩ সেকেণ্ট মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি-কল্পারম্ভ। সায়ং দেব্যা বোধনা মন্ত্রন্ত্যধিবাসাঃ।

২৬শে আশ্বিন, বুধবার শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা।

সপ্তমী।

অদ্য দিবা দণ্ড ৯।৪০।০ ঘ ৯।৫০।৩১ সেঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ, কিন্তু কাল বেলা ও চরলগ্নাদির অনুরোধে দিবা দং ২০।০।৪০ প্রাতঃ ঘ ৫।৫৮। ৪৭ সেঃ গতে দিবা দং ৭।১।৫১ ঘ ৮।৪৭।১৫ সেঃ মধ্যে দ্ব্যাত্মক চরলগ্নে ও চরনবাংশে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর পত্রিকা প্রবেশ স্থাপন ও সপ্তমী বিহিত পূজা আরম্ভ। পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে সপ্তমী পূজা প্রশস্তা।

দেবীর নৌকায় আগমন, ফলং "পৃথ্বী—জলপ্লুতা"।

২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার অষ্টমী।

অদ্য দিবা দং ৯।৩৮।৫৩ ঘ ৯।৫০।৩০ সেঃ পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যে মহাষ্টমী পূজা প্রশস্তা। রাত্রি দং ৫১।৫০।২৮ রাত্রি ঘ ২।৪৩।৮ সেঃ গতে সন্ধি পূজা আরম্ভ ও রাত্রি দং ৫৩।৫০।২৮ রাত্রি ঘ ৩।৩১।৮ সেঃ মধ্যে বলিদান ও সন্ধি পূজা সমাপনীয়া।

২৮শে আশ্বিন শুক্রবার মহানবমী

অদ্য দিবা দং ৯।৩৭।৪৭ ঘ ৯।৫০।৩০ সেঃ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ, কিন্তু বারবেলানুরোধে দং ৭।১৩।২০ ঘ ৮।৫২।৪৩ সেঃ মধ্যে মহানবমী পূজা প্রশস্তা।

২৯শে আশ্বিন শনিবার বিজয়া

অদ্য দিবা দং ৯।৩৬।৪০ দিবা ঘ ৯।৫০।২৯ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ, কিন্তু কাল বেলানুরোধে দং ৩।৩৬।১৫ ঘ ৭।২৬।১৯ সেঃ গতে দং ৬।২৯।২০ ঘঃ ৮।৩৫।৩৩ সেঃ মধ্যে চরলগ্নে ও চরনবাংশে পুনঃ দং ৭।৪৪।৫৬ ঘ ৯।৫।৪৭ গতে ঘ ৯।২০।৫৫ সেঃ মধ্যে চরনবাংশে (পূর্ব্বাহ্ণে) শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা দেবীর দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন। বিজয়া দশমীকৃত্য কুলাচারানুসারে অপরাজিতা পূজা, বলয়ধারণ।

দেবীর ঘোটকে গমন, ফলং ছত্রভঙ্গ।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।
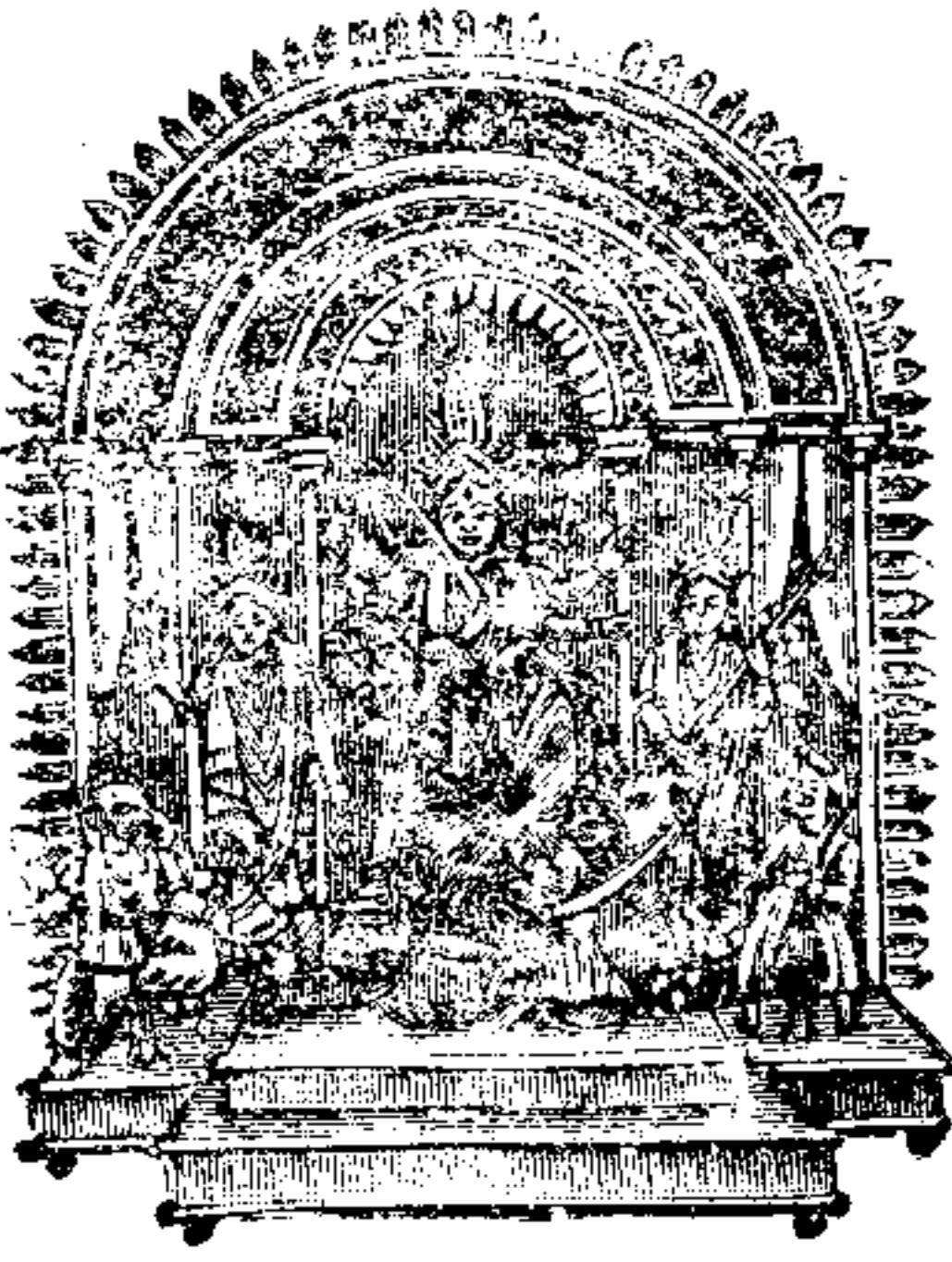
আবাহন।

রোগে শোকে নানান দুঃখ কষ্টে দেখিতে দেখিতে আর একটী বর্ষ ঘুরিয়া গেল, আবার সেই শারোদৎসব। সর্ব্ব-সন্তাপনাশিনী জননী আবার বাঙ্গালার বাঙ্গালীর ঘরে শুভাগমন করিতেছেন। আবার বাঙ্গালী সর্ব্বদুঃখ কষ্ট ভুলিয়া মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া কৃতার্থ হইবে। তাই শারদ চন্দ্রিমা আকাশ আলো করিয়া শুভ্র কিরণে শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমিকে যেন বিধৌত করিয়াছে। শিশিরসিক্ত সেফালিকা, তড়াগভরা জলে প্রস্ফুটিত কমলদল মাতৃচরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছে। এস জননী! আমরা আজ তোমার যুগল চরণে দেখিয়া ধন্য হই।

মা! তুমি বীর জননী, দেবতারা বিপন্ন হইয়া তোমার আরাধনা করিয়া বহুবার দানবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তুমি দানব হস্ত হইতে রক্ষা কর মা, আজ ধর্ম্ম বিপন্ন, মাতৃস্বরূপিনী নারীগণ ধর্ষিতা নির্য্যাচিতা। কাপুরুষ নিশ্চেষ্ট আমরা, শুধু বিলাসমদিরায় উন্মত্ত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া উদাস নয়নে দেখিতেছি, প্রতিকারের উপায় কোন নাই, চিন্তা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। তোমার ঠিক এই সময়েরই তো আগমনের সময় মা। একবার আসার মত আসিয়া আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ কর, ধর্ম্ম রক্ষা কর, নারীগণের পাষাণ ভেদী কাতর ক্রন্দন কি আজও তোমায় পাষাণ হৃদয় স্পর্শ করে নাই মা! বীর জননী—বীরাঙ্গনা তুমি, কাপুরুষের কাতর ক্রন্দন তোমার হৃদয় কখনও স্পর্শ করে নাই, তা জানি। আমরা কি তোমার ঐ রাঙ্গীর চরণ পূজার অধিকারী? পূজা কি কখনও করিয়াছি? আমরা এই শারদোৎসবে তোমার পূজা করি না, আমরা আত্মপূজায় ব্যস্ত, আপনার ভোগ বিলাসের আয়োজনেই উন্মত্ত—তোমার পূজা উপলক্ষ মাত্র। এইরূপে কেহ মাতৃস্নেহ লাভে সমর্থ হয় কি? আমরা স্বধর্ম্মে আস্থা হারাইয়াছি, —মাকে ভুলিয়াছি—ভক্তি নাই, ঐকান্তিকতা নাই—তামসিক পূজার প্রহসনের অভিনেতা মাত্র। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা—এত অধঃপতন। তুমি মা দশ হস্তে দশপ্রহরণ ধারিণী রূপে জগতকে দেখাইতেছ, কেমন করিয়া কর্ম্মী হইতে হয়। তুমি মূর্ত্তিমতী শক্তি। তোমায় আরাধনা ভিন্ন মুক্তির উপায় নাই। তোমার আরাধনায় ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সমস্তইতো পাওয়া যায়। অবোধ আমরা, অজ্ঞান সন্তান আমরা, তোমার আরাধনার বাস্তবিকই অযোগ্য। তাই বলি মাগো —যদি আসিলে, তবে আমাদিগকে শক্তি দাও—বল দাও,—দারিদ্র দুঃখ মোচন কর— আর আমরা কি চাহিব? অন্নের অভাবে আজ তোমার সন্তান সন্ততি—দুর্ব্বল ক্ষীণ ভীরু কাপুরুষ বলিয়া জগতের ঘৃণিত হইতেছে, অন্নপূর্ণে! অপরাধী সন্তান হইলে জননীর নিকট অন্ন ভীক্ষায় কি হতাশ হইবে? আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা উদ্যোগী হই—যেন আমরা মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হই। যেন তোমার পূজায় অধিকারী হইতে পারি।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।

সে কালের পূজা আর এ কালের পূজা

সে কালের লোকে এই শারদীয় উৎসবে যাহা করিত, এখন তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইবে। তখন গৃহস্থদের অনেকে ৫৲ টাকা বেতনের চাকরী করিয়াও দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছিলেন, পূজার তিন দিন আপামর সাধারণ পূজার বাড়িতে মহামায়ার প্রসাদ পাইত, যাহার কেহ কোথাও নাই, তাহারা অন্নবস্ত্র পাইত, সমস্ত লোকই মনে করিত, যেন তাহার বাড়ীর পূজা। আর প্রাণভরা আমোদ তাহাদের তো কথাই নাই—সারা রাত দিন দিয়তাং ভোজ্যতাং এর ব্যাপার! এখনকার তুলনায় উপরোক্ত ক্ষুদ্র আয়ে তাঁহারা পূজা কায়েমি করিয়া যাইবার জন্য সূত্রধর, মালা, নাপিত বাস্ক-কর, কোমরকে একেবারে চাকরাণ জমী জায়গা দিয়া গিয়াছেন। পূজার সময় দেবতার জমীর ধান্য চাউল আসিল, কুমার প্রতিমা প্রস্তুত করিল, মালা পুষ্প দিয়া গেল, কোমর হাঁড়ী দিয়া গেল, প্রজারা সকলে মাতৃ পূজার জন্য তরকারী আনাজ পত্র দিয়া

গেল, অনায়াসে মায়ের পূজা হইয়া গেল। রাত্র দিনে যে কেহ পূজা বাড়ীতে আসিত, তাহারা মায়ের প্রসাদ পাইত—এখানে বলা আবশ্যক, সকলকেই যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হইত—কাহাকেও বিনা নিমন্ত্রণে অনাহুত আসিতে হইত না। কি সুখের কি আনন্দের দিন ছিল তখন! কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য ছিল না—হিংসা দ্বেষ ছিল না, লোকের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, কেহ চাকুরীই করিত না। আপনার জমীর উৎপন্ন শস্য দ্বারা তাহাদের সকল অভাব পূর্ণ তো হইতই, অধিকন্তু তাহারা বারমাসে তের পর্ব্ব করিতেন, অতিথিশালা, সদাব্রত, পুষ্করণী-প্রতিষ্ঠা, দান, ধ্যান তীর্থ, দর্শন প্রভৃতি কত সৎ কার্য্যই তাঁহারা করিতেন।

আর একালের পূজা? সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াও শক্তি নাই যে দুর্গোৎসব করেন। ব্রাহ্মণ ভোজন আত্মীয় স্বজনকে অন্নদান এসকলতো উঠিয়াই গিয়াছে, ব্রাহ্মণগণ খায় বেশী, ছান্দা বান্ধে, এই অজুহাতে অনেক বড় বড় বাড়ীর ৭।৮ শত টাকা বা হাজারী বাবুরা এ অপব্যয়টা একেবারেই তুলিয়া দিয়াছেন। পল্লী কুকুর যাহাদিগকে গ্রামসিংহ বলে, কত আশায় দু'খানা এঁটো পাত চাটিবে বলিয়া আসে, আর বাড়ীর এদিকে ওদিকে শুকিয়া হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। ১০ খানা পাতাও আর অনেক বাড়ীতে পড়ে না। পৈতৃক পূজা তাহাদের এখন পূজাবিপত্তি হইয়া দাড়াইয়াছে।

কেন এমন হইল? আমরা কি আবার সেই রকমের পূজা করিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না?

তখনকার লোকের ছিল ভক্তি, নিজের সুখ, নিজের বিলাস বিভ্রম এগুলি ছিল না। আত্ম-পূজায় এরূপ আমাদের মত বিভৎস আয়োজনে অজস্র অর্থ চলিয়া যাইত না। আমাদের এখন যত আয় বাড়িয়াছে, ব্যয়ও তাহার চতুর্গুণ। সেই অপব্যয়ের জন্যই এখন কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই নিঃস্ব—অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য সংসার চালাইতে এখন প্রচুর অর্থের আবশ্যক, চলে কিসে?

আয় কম—ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে, সেইজন্য উৎপন্ন তাবৎ দ্রব্যের মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং পুণ্য কর্ম্ম সমূহ লোপ পাইতেছে—ভাল কাজে ব্যয় করিতে প্রবৃত্তি নাই। যদি ১৫০০৲ টাকাই আয় হয়, তাহাকে ৩০।৩২ টাকায় ৩।৪ জোড়া জুতা, কাপড় চোপড়, গাড়ী ঘোড়া, চাকর চাকরাণী তো রাখিতেই হইবে, তাহার উপর মহিলাগণের অলঙ্কার পোষাক পরিচ্ছদ আছে, আবার সেই ধনীর সাজ সরঞ্জাম আসবাব পত্রের অনুকরণে ১৫৲ ২০৲ টাকার চাকুরে বাবুও চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেসের ভাত কিন্তু তাহার জুতার দাম ৮।১০৲ টাকা, সাজ সরঞ্জাম, চাল চলন সমস্তই বড় জমীদারের মত—সুতরাং অর্থাভাব তো হইবেই। এতে পৈতৃক ভীটে রক্ষা হয় না—তা পৈতৃক পূজার কথা। আবার যদি আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া দেশ জাত খদ্দর, দেশের চামড়ার পাদুকা, সাদা সিধে চলিতে শিখি, তবে আবার সেই সেকালের লোকের মতই পূজার আয়োজন করিয়া আনন্দময়ীর পূজায় আনন্দ উপভোগ করি। জননী প্রসন্না হন। অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয় কিনা। কিন্তু সে কথা শোনেই বা কে—করেই বা কে। বিলাস মদিরায় উন্মত্ত হইয়া আমরা যা কিছু ভাল ছিল, সমস্তই নষ্ট করিলাম। নিজ কর্ম্মদোষে মজায় রাক্ষস কুল—মজিল আপনি।

সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা।
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

আজ দেশের সর্ব্বত্র হাহাকার। দারিদ্র্য, রোগ, বন্যা ইত্যাদি নানাবিধ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক দুর্দ্দৈবে সমাজ বিশেষ প্রপীড়িত। এই সব দুর্দ্দৈব নিবারণার্থ এবং দেশে প্রাণশক্তি আনয়নের জন্য কলিকাতাস্থিত জনসাধারণের পক্ষ হইতে এ বৎসর একটি সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন হইতেছে। যাহাতে হিন্দুনামধেয় বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় সম্মিলিত ভাবে মহাশক্তি মায়ের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিতে পারেন এবং জগদম্বার আশীর্ব্বাদে বিরাট হিন্দুসমাজ বৈষম্য ও বিদ্বেষ ভুলিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

সর্ব্বসাধারণের এই মহাপূজায় সকল শ্রেণীর লোকের উদ্যোগ ও আন্তরিক সহানুভূতির অভাব না হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কেহ ভক্তি, কেহ জ্ঞান,

কেহ অর্থ, কেহ উপকরণ,—যাহার যাহা সাধ্য, লইয়া আসুন, মায়ের পূজা যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সকলেই চেষ্টা করুন। নিবেদন ইতি—

স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সত্যানন্দ (হিন্দুমিশন), মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যস্মৃতিতীর্থ সিদ্ধান্তভূষণ, শ্রীপ্রিয়নাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার), শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা (বিদ্যাভূষণ), শ্রীহরিদাস হালদার (কালিঘাট), শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এটর্ণী), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, শ্রীবিজয়চন্দ্র সিংহ, শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু [ডাক্তার সার], শ্রীসুন্দরীমোহন দাস (ডাক্তার), শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীগগণেশ্চন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীসূর্য্যকুমার নাএক, শ্রীমতি মোহিনী দেবী, শ্রীঅমৃতলাল বসু (নাট্যাচার্য্য), শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব), শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী (সার্জেন্ট), শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত (কবিরাজ), শ্রীহরিশঙ্কর পাল, শ্রীপদ্মরাজ জৈন (হিন্দু রিলিফ কমিটি), শ্রীমদনমোহন বর্ম্মণ, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দেব, (সভাপতি, উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী), শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (আনন্দবাজার পত্রিকা), শ্রীগোলাপ লাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা), শ্রীপীযুষকান্তি ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার (বারএটল), শ্রীপ্রমথনাথ প্রামাণিক, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীমোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।

অবকাশ প্রার্থনা

চিরন্তন প্রথানুসারে মহামায়ার পূজা উপলক্ষে আমরা আমাদের পৃষ্টপোষক, গ্রাহক এবং পাঠকগণের নিকট কয়েকদিনের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি, আগামী নবেম্বর মাসে "কাজের লোক" বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইবে। ভগবতীর কৃপায় সকলে এই মহাপূজার আনন্দ উপভোগ করুন।

সম্পাদক।

মেদিনী-পুরের জলপ্লাবন।

৫ লক্ষ নরনারী জলপ্লাবনে মৃতপ্রায় অবস্থায় জলের উপর মরণের সহিত যুঝিয়া জীবন ধারণ করিতেছে! কাহারও বস্ত্র নাই—অন্ন নাই—গৃহ নাই—কত মরিয়াছে কত মরিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এমন প্রলয়ঙ্করী বন্যা আর তো কখন হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। ১৯১৩ সালে বর্দ্ধমানে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। সে সময় স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। বহু অর্থ, বহু খাদ্য দ্রব্য এবং বহু বস্ত্রের আবশ্যক, তবে যদি মুমূর্ষ প্রায় নরনারী শিশুগুলি রক্ষা পায়। এই দুর্দ্দিনে প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির সাহায্যকল্পে মুক্ত হস্ত হওয়া উচিত। যাহার যেমন সামর্থ, অর্থ খাদ্য পুরাতন, নূতন যেমন সাধ্য বস্ত্রাদি দান করিয়া এতগুলি বিপন্ন প্রাণীকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিলে মহাপুণ্য হইবে। এই সকল সাহায্য স্যার, পি, সি, রায়ের নিকট, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির পাঠাইয়া দিতে পারেন। কলিকাতার বহু প্রতিষ্ঠান, সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবস্থা।

চারিদিকেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের দাবাগ্নী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, মসজেদের সম্মুখে বাদ্য এই এক আবদার তো ছিলই—এখন আবার কেহ আপনার ঘরে পূজা পার্ব্বনে ঘণ্টা বাজাইলেও মুসলমান ভায়ারা বিরোধ বাধাইবার উপক্রম করিতেছেন। এরূপ আর কতকাল চলিবে? গবর্ণমেণ্ট কি বলিতে চাহেন? হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম কি মুসলমানদের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে? প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ রাজ্যে এত আবদার কেন থাকে? কে জানে, কখন কি ঘটিয়া দাঁড়ায়, সম্মুখে হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা উপস্থিত, গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে সতর্ক হউন, অশান্তিতে কাজ কারবার সব গেল।

ঢাকায়, পাবনায় লোমহর্ষক ব্যাপার দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত। গুণ্ডারা অবাধে অস্ত্র ব্যবহার করিয়া লোককে খুন জখম করিতেছে, আর হিন্দুদিগকে নিরস্ত্র করা হইতেছে। ফাঁকা আওয়াজ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য কয়েক জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বন্দুক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে! হিন্দুর অবস্থা কি শোচনীয়?

আবাহন গীতি।

—:০:—

শারদ গগনে বিমল কিরণে
হাসিছে চন্দ্রমণি
বন্দনা তরে, মধু বীনা স্বরে
গাহিতেছে আগমনি।
কুসুম কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে
সমীরে বিলায় বাস।
মুক্ত কুসুম বন্দনা লাগি
র'য়েছে করিয়া আশ।
পুতঃ গঙ্গা গাহিয়া গাহিয়া
জানাইছে আগমনি
শিশির-শিক্ত সেফালিকা সতী
খুলেছে নয়ন খানি।
বিমল নীল আকাশের কোলে
উজল তারকা কুল।
নিমেষ নয়নে দেখাইছে কার
জ্যোতি রাশি সমতুল।

* * *

এস মা আজিকে মঙ্গলদায়িনী
আর্ত্ত সন্তান ঘরে।
লুপ্ত ভক্তি জাগিয়া উঠুক
ও পদ বন্দনা তরে।
এসমা করুণা লইয়া নয়নে
হৃদয়ে লইয়া প্রীতি—
মঙ্গলময়ী গণেশ-জননী
চরণে করিব নতি।
এস মা দৈন্য জীর্ণ কুটিরে
অচলা কমলা সঙ্গে
এস মা লইয়া সঙ্গে ভারতী
অজ্ঞান অন্ধ বঙ্গে॥
এস মা মোদের সুপ্ত জড়তা
ঘুচাও চরণ দিয়ে,
এস মা মোদের অর্ঘ্য লইতে
জাগাতে আঁধার হিয়ে।
সিংহবাহিনী এস ত্রিনয়নী
সর্ব্ব দুঃখ-হরা।
ভবেশ ভাবিনী, মৃগাক্ষী-পঙ্কিনী
এস হররাণী তারা।

কল্যাণী।

পূজার ছুটিতে কি করবে?

হে তরুণের দল! তোমরা পূজার ছুটীতে বাড়ী যেয়ে কি সেজে গুজে, এসেন্স মেখে ফ্যাসান দেখিয়েই বেড়াবে? তোমাদের গ্রামবাসী দীন দরিদ্রগণ সবদিন অন্নের সংস্থান কর্ত্তে পারে না—চারিদিকে ঘোর বিপদ, দেবতা—দেবমন্দির সকল অপবিত্র হচ্চে—দেশের মাতৃস্বরূপিণী মহিলাগণ অরক্ষিতা—নির্য্যাতিতা—তোমাদের তো উচিত নয়, শুদ্ধ আপনার বিলাস আর অসার আমোদ আহ্লাদ নিয়ে মত্ত থাকা। দেশে যাও, অবকাশ সময়ে প্রত্যেক গ্রামে রক্ষীদল গঠন করে দেবতা, দেবমন্দির, নারীর সম্মান রক্ষা কর্ত্তে—স্বাস্থ্যের উন্নতি কর্ত্তে যত্নবান হও।

"How can man die than
the facing fearful odds.
For the ashes of his fathers and
the temples of his Gods"

চিন্তা কর, দেশের অবস্থা—আপনার পিতৃপিতামহের পবিত্র শ্মশান ভূমি—নারীগণকে রক্ষা কর্ত্তে যারা জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে না পারে—তবে তাদের নশ্বর জীবন ধারণ করিয়া ফল কি? উদ্বুদ্ধ হও—আপনার ধর্ম্মে নিধন হওয়াই শ্রেয়। ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া মানুষ হও—দেশের দীন দুঃখীর সঙ্গে মিশিতে শিখ—অনেক কর্ত্তব্য কাজ—প্রত্যেক যুবার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। সে সকল অবহেলা করে শিক্ষার সার্থকতা কেমন করে হবে। তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা—শুধু আহার বিহারে দিন কাটালে তোমাদের পিতৃ পিতামহের সম্মান যে ডুবে যায়।

প্রতিদিন দুর্দ্দান্তগণের হাতে হিন্দু নর নারী উৎপীড়িতা হচ্চে. এ দেখেও কেমন করে উদাসীন হয়ে আছ। গ্রাম রক্ষার জন্যে প্রত্যেক গ্রামে রক্ষী স্বেচ্ছা সেবকের দরকার—গবর্ণমেণ্ট এতে রুষ্ট হবেন না—বরং তুষ্টই হবেন। কত স্থানে এইরূপ রক্ষীদলের কাজে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হয়েছেন। তোমাদের কি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? ভাব—চিন্তা কর—সংঘ বদ্ধ হও—দেশ-মাতৃকা তোমার রোগে শোকে অত্যাচারে প্রপীড়িতা—কেমন করে আপনার সুখে আপনার সাজ সজ্জায়—আপনার খেয়ালে থাকতে পার? জান বৎসগণ, আর মোহ নিদ্রায় ঘুমিও না। তোমাদের কাছ থেকে দেশ অনেক আশা করে—তাই বলি হে তরুণের দল—মানব জীবন এবং সৎজীবনের উদ্দেশ্যটাকে এমন করে ব্যর্থ করে দেশের সর্ব্বনাশ করো না। কিছু কর—এই আমাদের বৃদ্ধদের অনুরোধই বল আর প্রার্থনাই বল।

হৃদয়টাকে পবিত্র নির্ম্মল কর। ও সাজে সেজে—এসেন্স সাবান মেখে এই ক্ষণভঙ্গুর

দেহটাকে আরও ক্ষণভঙ্গুর করে কোন ফল নাই—দেহ সুদৃঢ় কর—শীতাতপ সহনশীল কর—দুদিন বেঁচে দেশের কল্যান কর্ত্তে পারবে। মিতব্যয়ী হও—দেশ দরিদ্র বলেই এত দুর্দ্দশা—পয়সার বল বড় বল—পয়সা থাকলে মানুষ কাপুরুষ হয় না—এটা ভুললে চল্‌বে না। দেশের পয়সা অসার জিনিসে নষ্ট করা আর দেশের সাজে না। এসব বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। পূজার ছুটীতে অবশ্যই তোমাদের এসব করা চাই।

Health and Hygine.

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম।

সংক্রামক রোগ কেমন করিয়া একব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে নীত হইয়া থাকে।

১। স্পর্শ দ্বারা—সংক্রামক রোগীকে স্পর্শ করিলেও রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

২। রোগীর নিশ্বাস ঘর্ম্ম, মল দ্বারা বায়ু দূষিত হয়, এই দূষিত বায়ুতে বসিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। কদাচ রোগীর সম্মুখে বসা উচিত নয়, তাহা হইলে রোগীর পরিত্যক্ত বায়ু সহজেই অন্য লোকের নাসারন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিবার সুবিধা হয়। রোগীর গৃহে দরজার সম্মুখে বসিতে নাই। রোগীর মস্তকের দিকে সরিয়া বসিলে অনেকটা নিরাপদ।

৩। জল দ্বারা এবং খাদ্য দ্রব্য দ্বারা কলেরা এবং আন্ত্রিক জ্বরের অঙ্কুবীজ দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। এরূপ রোগীর গৃহে শূন্য উদরে যাওয়া উচিত নয়। সেখানে কোন পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়।

৪। দুগ্ধ রোগ বীজাণু গ্রহণ করে, সুতরাং রোগীর গৃহের দুগ্ধ কখন অনাবৃত থাকা উচিত নয় এবং সেখানে দুগ্ধ খাওয়া বা শিশুদিগকে খাওয়ান উচিত নয়। ঠাণ্ডা দুগ্ধ আদৌ খাওয়া উচিত নহে।

৫। পশমী বস্ত্র দ্বারা রোগ বীজাণু বাহিত হইবার সুবিধা হয়। সুতরাং রোগীর গৃহে যাহারা থাকে, তাহাদের উচিত কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করা। রোগীর গৃহ হইতে আসিয়া তৎক্ষণাৎ কাপড়কে গন্ধকের ধূমে শোধিত করিয়া লওয়া উচিত, অথবা গরম জলে কাচিয়া ব্যবহার করা উচিত।

কোন প্রকার রোগী দেখিয়া কদাচ শিশুকে ক্রোড়ে লইতে নাই। কাপড় ছাড়িয়া হাত পা ধুইয়া তবে ছেলে কোলে করা উচিত।

৭। মাছি দ্বারা রোগ বীজাণু অতি সহজেই গৃহ হইতে গৃহান্তরে বাহিত হয়। ইন্দুর প্লেগের, গৃহ পালিত পশু পক্ষী আন্ত্রিক বা টাইফয়েড, মশা দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়। এই গুলি হইতে সতত সতর্ক হওয়া উচিত।

ডাক্তার একজন মাতাল রোগীকে বল্‌চেন—দেখ হুইস্কী আমাদের ভীষণ শত্রু—মদে আমাদের সর্ব্বনাশ কচ্চে—

রোগী—কিন্তু ডাক্তার, আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষা দিচ্চেন।

"শত্রুকেও ভালবাস্‌তে হয়"

ডাক্তার—কিন্তু শাস্ত্রতো গিল্‌তে বলে নাই। গিল্‌লেই যে সর্ব্বনাশ।

রেলওয়ে ট্রেণে একদিন ভয়ানক ভীড়, একটা কামরায় জন কয়েক ছোক্‌রা বাবু দরজা বন্ধ করে বসে আছেন। এমন সময় একজন খুব মোটা লোক কামরাটায় ঢুকে পড়্‌লো। প্রকাণ্ড তার বপুখানি, এক কোনেই অবশ্য বস্‌লো বটে, কিন্তু চাপের চোটে অন্যান্য লোক কোন ঠাসা হয়ে পড়্‌লো। ছোড়াগুলো তখন ভারি রেগে গেছে—বল্‌চে—মশায়ের দেহখানা যেন একটা ঘাসের নিরেট বোঝা! বাপ্‌ কি ভয়ানক। ভদ্রলোকটী একটু হেসে বল্লেন, আমারও এক

সন্দেহ হয় বটে যে এ দেহটা হয়তো ঘাসের বোঝাই বা হবে—কেননা গাধা গরুগুলো আমার শরীর দেখে খুব লালস চোকে আমার পানে তাকায়, তাদের মুখ চুলকে ওঠে।

ছোক্‌রা বাবুরা—বলা বাহুল্য, একবারেই নির্ব্বাক হয়ে পড়্‌লেন।

---

২ জন ভদ্র পথিক একটা মাঠের আল ধরে যেতে যেতে এক চাষার সাম্‌নে যেয়ে দেখ্‌লে, চাষা কিসের বীজ বুনচে। ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বল্লেন, বীজ বুন্‌চো? কিন্তু তোমরা যে এত পরিশ্রম করে বীজ বোন, তার ফল ভোগ কর্‌বো আমরা।

কৃষক। সম্ভবতঃ তাই বটে, তবে আমি গাঁজার বীজ বুন্‌চি—গাঁজা চলেতো?

আত্ম-বিস্মৃতি।

দুইজন দোকানদারের মধ্যে ঝগড়া, একজন একটু প্রবীন, আর অন্যজন ছোঁড়া। ছোঁড়াটার অকথা কুকথা শুনে প্রবীনটা না রেগে তার মুখ পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোঁড়াটা মনে কল্লে, বুড়োটা হেরে গেছে, তাই হাত মুখ নেড়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—তোমার মত বোকা যে আর থাক্‌তে পারে, তা আমার জানা ছিল না।

প্রবীন বল্লে—বন্ধু! এত আত্ম-বিস্মৃত হচ্ছো কেন—নিজের কথা ভুলে গেলে?

ডাক্তার ও উকিল।

এক ডাক্তার আর উকিল বৈঠকখানায় বসে চা পান কচ্চেন, আর খোস গল্প হচ্চে। উকিল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কচ্চেন—আচ্ছা ডাক্তার, যদি একটা মানুষ আর একটা শয়তান দুজনে মোকর্দ্দমা কর্ত্তে আদালতে যায়, তা'হলে কে জিত্‌বে বল্‌তে পার?

ডাক্তার—খুব বল্‌তে পারি, শয়তান Devil টাই জিতবে কারণ যত উকিল শয়তানেরই পক্ষ নেবে কিনা।

ডাক্তারের বিল।

এক ডাক্তার একজন রোগীকে দেখে তার ভিজিটের টাকা তাগাদা করেও পায় না—কাজেই আদালতের আশ্রয় নিতে হলো।

একজন সাক্ষীকে হাকিম জিজ্ঞেস্ কচ্চেন,—আচ্ছা, তুমি কি মনে কর—রোগী রোগ মুক্ত ও নিরাপদ হওয়ার পরেও ডাক্তার অনর্থক কয়েকবার রোগীর বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

সাক্ষী। আমার তা মনে হয় না, কেননা ডাক্তারেরা যতদিন লোকের বাড়ী যায় ততদিনই তাদের আপদ লেগেই থাকে। ডাক্তারের যাওয়া বন্ধ হলেই রোগ রোগী নিরাপদ হয়।

একটা সৈন্যদলের হাবিলদার একজন সৈন্যের কাজ দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস্ কচ্চে তোমার বাপ কি ছিল?

সৈন্য। চাষা।

হাবিলদার। তোমাকে সেই কাজে লাগালেই ভাল কর্ত্তেন, সৈন্যিকের কাজে দিয়ে ভাল করেন নাই।

সৈন্য। হুজুরের বাপ কি ছিলেন?

হাবিলদার। ভদ্রলোক।

সৈন্য। হুজুরকে তিনি ভদ্রলোক কল্লেই ভাল কর্ত্তেন।

ভিখারী এবং ভদ্রলোক।

ভিখারী। বাবা একটী টাকা দাও না বাবা, আমাদের বড় কষ্ট।

ভদ্রলোক অতিশয় বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন,—বেয়াদব, টাকা অপেক্ষা তোমার ভদ্রতা আদব কায়দা ভিক্ষা করা উচিত ছিল।

ভিখারী। আজ্ঞে হুজুর, আপনার অনেক যা আছে, আমি তাই চেয়েছি। আপনার টাকা বেশী, তাই টাকাই চেয়েছি।

ভদ্রলোকের কাছে একটী বন্ধু বসে ছিলেন তিনি বল্লেন—হাঁ তা বটে—ভিখারী অন্যায় বলে নাই।

পরিচয়।

ট্রেণে দুটী ভদ্রলোকের দেখা।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস কর্চ্চেন, মশায়কে চেনা চেনা বোধ হচ্চে, কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।

অপর ভদ্রলোক। হতে পারে, আমি প্রায় ২৫ বৎসর প্রেসিডেন্সি জেলে জেলরের কাজ করেছি।

ভদ্র মহিলা। তোমার ভিক্ষে কর্ত্তে লজ্জা হয় না—এমন শরীরে খেটে খেতে পার না?

ভিখারী। আজ্ঞে—আমি পরামর্শ চাই না, কেবল ভিক্ষেই চাচ্চি।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সাহেব তাঁর কন্যাকে উপদেশ দিচ্ছেন, স্থাখ বাছা—বেশ পূর্ণ বয়স্ক স্বাস্থ্যবান লোককেই বিয়ে করা উচিত। কি রকম বয়সের পুরুষকে তুমি বিবাহ করা ভাল মনে কর—৫০ বৎসর বয়সের? এই বয়সে মানুষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে—সন্তান সন্ততি ভাল হয়।

কন্যা। না—বাবা ঠিক ৫০ বৎসরের একজন না পছন্দ কল্লেও ২৫ বৎসরের ২জন হলেও চল্‌তে পারে।

স্বরাজের পথে।

(গল্প)

(১)

"আকাশ হতে আয়রে নেমে মুষলধারে
বারি ধারা,
তুমুল ঝঞ্ঝা, উঠুক সঙ্গে, লুপ্ত হোক
এ বসুন্ধরা।
নাইক ধর্ম্ম, পুণ্যকর্ম্ম বা, এ ধরা শুধু
পাপে ভরা;
ষড় রিপুর লীলা ভূমি এ, পিশাচ নিত্য
করে ক্রীড়া।"

কলেজ ষ্ট্রীটে কোনও মেসের দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠ হইতে উপরোক্ত সঙ্গীতটী গীত হইতেছিল। গায়ক একজন সপ্তবিংশ বর্ষীয় সুরূপ সুন্দর যুবক, তার কণ্ঠস্বরও মধুর, তান লয় মার্জ্জিত; যুবক গাহিতে লাগিল :—

"করুণা ভকতি স্নেহ প্রেম নিষ্কাম সে
এ জগৎ ছাড়া,
শুধু দ্বেষ, হিংসা, দ্বন্দ্ব, গ্লানি, নির্ম্মমতা
এ পৃথ্বী জোড়া।
ব্যাধি বিপদ দুখে দীনের বয় না কারো
অশ্রুধারা,
আপন সুখে বিভোর সবে, আপন নিয়ে
মাতোয়ারা।"

শ্রাবণ মাস, অপরাহ্নকাল, মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। যুবক একবার আকাশ পানে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; সঙ্গীতের তখনও বিরাম হয় নাই, যুবক গাহিতেছিল :—

"দেশের হিতে, দশের কাজে কারো
প্রাণে দেয় না সাড়া,
আপন ভাবে সবে পাগল, আপন স্বার্থে
আত্মহারা,
যাক্ রসাতলে বিশ্ব হতে এ কলুষময়
বিশ্বম্ভরা,
ভেসে উঠে আবার যেন সে বাজবে যবে
পুণ্যের কাড়া।"

গীত থামিল। যুবক আবার একবার আকাশ পানে চাহিল, তখনও সমভাবে বর্ষণ হইতেছিল। যুবক রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, রাস্তায় নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একটু প্রবল বেগে বৃষ্টি হইলে কলিকাতার রাস্তায় হাঁটু সমান বা ততোধিক জল জমিয়া অচল হইয়া পড়ে। তবে দুর্ভাগ্য, কেরাণী কুল বিশেষতঃ তাঁহাদের অনুগ্রহে এই দুঃসময়েও এই জনশূন্য প্রায় পথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। সমস্ত দিনের বিরহ কাতর প্রাণ প্রতিম স্ত্রী পুত্র পরিজন সন্দর্শনে ব্যাকুল এই সমুদয় রেলযাত্রীর বৃষ্টির বিরামের অপেক্ষার অবসর হয় না; পাছে আপনার উদ্দিষ্ট ট্রেণ নিরুদ্দিষ্ট হয়, পাছে প্রিয়জন সম্মিলনে বিলম্ব ঘটে, এই আশঙ্কায় দুঃসহ দুর্য্যোগ উপেক্ষা করিয়া ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত মনে ত্বরিত পদে ষ্টেশনাভিমুখে চলিতে থাকে;—কি অভিশপ্ত জীবন ইঁহাদের!

সে দিন শনিবার। কলিকাতার সরকারী বে-সরকারী অনেক আফিস প্রভৃতি শনিবারে বেলা দুইটার সময় বন্ধ হয়। পাঁচদিনের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর এই দিনে একটু শীঘ্র অবসর লাভে বাবুরা স্বীয় রুচি অনুসারে আমোদ প্রমোদ করিতে থাকেন। তাঁহারা সেই দিনে কত আশা, আনন্দ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে লইয়া আফিস হইতে বাহির হন। যাঁহারা সুধী ও সাধু, নির্দ্দোষ সুখে ও আনন্দে প্রিয় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বা বান্ধব সঙ্গে এই অবসর অতিবাহিত করেন বটে, কিন্তু বলিতে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হয় যে, এই শনি বাসরে অনেকে শনি ও শয়তানের কুহকে প্রলুব্ধ হইয়া কলঙ্কিনী কামিনী সঙ্গে কুৎসিৎ ও কদর্য্য আমোদ প্রমোদেও নিশাযাপন করেন। ইহাদের প্রকৃতিও রুচির বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। সুখের বিষয়, উপরে বর্ণিত যুবকের প্রকৃতি ও রুচি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধীরে ধীরে মেঘ অপসারিত হইয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল, বৃষ্টির বেগও মন্দীভূত হইল। যুবক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, তিনি প্রফুল্লিত ও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে গৃহ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার নীচ আমোদ প্রমোদে মত্ত না হইয়া নিজের পল্লীগ্রামে, নিজের গৃহে প্রিয়জন সুখ সম্মিলনে শনি ও রবিবারের অবকাশের সদ্ব্যবহার করেন। আর যখন তাহা সম্ভব হইয়া না উঠিত, তখন শ্বশুরালয়ে বা কলিকাতায় আত্মীয় স্বজন সঙ্গে সেই অবকাশ অতিবাহিত হইত।

(২)

"কি হচ্ছে সত্যেন্?" বলিয়া অপর একটী যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত যুবকের নাম সত্যেন্দ্র। নবাগত যুবকটী তাঁহার বন্ধু ও সেই মেসেরই অধিবাসী; ইঁহার নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "আজ কোথায় যাওয়া হবে? অনেক পুঁটলী বাঁধা রয়েছে দেখছি?"

সত্যেন্দ্র উত্তর করিল "বাড়ী যাব এই রকম ত ইচ্ছা"

চন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিল—"'গৃহিনী যত্র তত্র গৃহ।' সেই দিকে নাকি?"

সত্যেন্দ্র ত হাসিয়া জবাব দিল—"হাঁ তাই বটে, তবে আমার গৃহিনী এখন তাঁর বাপের বাড়ী নয়, আমার বাপের বাড়ীতে আছেন।

চন্দ্রনাথ বলিল—"তা বেশ। আজ মৃজাপুর পার্কের মিটিং এ যাবে না? দেশের বড় বড় নেতা, নাম জাদা বক্তা এ সভায় আজ বক্তৃতা দেবেন, মহাত্মা-গান্ধী তার সভাপতি। সভাটা দেখে না হয় রাত্রির ট্রেণে বাড়ী যেও।"

সত্যেন্দ্র উত্তর করিল—"না পাঁচটার ট্রেণে আমাকে বাড়ী যেতেই হবে, বিশেষ কাজ আছে। তার উপর সভাসমিতিতে আমার যেতে বড় ইচ্ছাও হয় না, তবে যা যাই, সে কেবল বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধ রক্ষার জন্য। আর বৃথা 'গাল গল্পে' সময় নষ্ট করার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। এ সব সভাসমিতিতে আমার বিশ্বাসও নেই, ভরসা নেই।"

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"তার কারণ"।

সত্যেন্দ্র উত্তর করিল—"কারণ এ সব দুদিনের হুজুগ; দিন কতক হৈ চৈ, তারপর আবার যা তাই। সভাসমিতিতে এখন আর কোন উপকার হবে না, বক্তৃতাতেও কোন ফল হবে না, সে দিন গিয়েছে।

চন্দ্রনাথ একটু বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে কি চাই, কি কর্ত্তে হবে জিজ্ঞাসা করি; দেশের নেতারা বড় নির্ব্বোধ না?"

সত্যেন্দ্র ধীর ভাবে উত্তর করিল—"দেশের নেতারা নির্ব্বোধ না হলেও তাঁরা কথাটা বুঝেন না। আর কি চাই জান, চাই দেশবন্ধু দাসের মত খাঁটি মানুষ, আর চাই কথায় ও কাজে মিল—যা এদেশের অনেক নেতারই নাই। দেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের লোকের উদ্দেশে বলেছেন "আবার তোরা মানুষ হ"। আমাদের আবার মানুষ হতে হবে, কথায় কাজে খাঁটী হতে হবে, দেশমায়ের প্রত্যেক ছেলে মেয়ে, তোমার ভাইবোন, তাদের প্রাণভরে ভাল বাসতে হবে—তাদের কল্যাণের জন্য সমস্ত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, দেশের সেবায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্ত্তে হবে, তবেই ত এ দেশের উদ্ধার, তবেইত দেশের স্বরাজ আসবে। শুধু গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করে কোনও লাভ হবে না, তাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট নেই।"

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে সত্যেন্দ্রের কথা শুনিতেছিল, এইবার তার উত্তর দিবার সময় আসিল, সে একটু ঠেস দিয়া বলিল—"সরকারের গোলামের একথাই সাজে, তা না হলে নিমক হারাম হতে হবে; তার উপর চাকুরীযাবারও ভয় আছে, এত ভূমিকা না করে সোজা কথা স্পষ্ট করে বল্লেই হয়।"

সত্যেন্দ্র এ কথার কোনও প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর করিল না, একবার নিজের পকেট ঘড়িটা দেখিল, "তারপর বলিল—"আমার ট্রেণের সময় হয়ে আসছে, এখন আমি আসি, তোমারও মিটিং এর আর বড় দেরী নেই" এই বলিয়া সত্যেন্দ্র পুঁটলী প্রভৃতি লইয়া বহির্গত হইল, অগত্যা চন্দ্রনাথ সেই সঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

(৩)

ছয় মাসের পরের কথা। সত্যেন্দ্রের আফিসে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, সত্যেন্দ্র চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছে। আফিসের ছোট বড় সকলের মুখে ঐ একই কথা। সকল কর্ম্মচারীই আপনার রুচি অনুসারে তাহার কর্ম্মত্যাগের বিষয় সমালোচনা করিতেছে। আফিসে এমন কোনও বিরুদ্ধ ঘটনা কিছু ঘটে নাই, যাহাতে সত্যেন্দ্রের চাকুরী ছাড়া প্রয়োজন হইতে পারে; সকলেই বিনা কারণে তাহার কর্ম্মত্যাগে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। সকলেই জানে, সত্যেন্দ্র তার আফিসের বড় সাহেবের অত্যধিক প্রিয়পাত্র, সাহেবের অনুগ্রহ তার উপর যথেষ্ট, তাহারই অনুগ্রহে তিন বৎসরের মধ্যে তাহার বেতন ত্রিশ টাকা হইতে দেড়শত টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিছুদিন পরে দুই শত টাকা হওয়া খুব সম্ভব। তাহার কার্য্যে গলদ বা গাফিলী ছিল না, সেই জন্য সে সাহেবের এত অধিক অনুগ্রহ ভাজন। এ হেন চাকুরী বিনা কারণে ছাড়িয়া দেওয়াতে সকলেই বিষয়ান্বিত হইয়াছিল ত

বটেই, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। তাহার মনোরম মধুর গুণে আফিসের সকল কর্ম্মচারীই তাহাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিত। সকলে তাহাকে বুঝাইল, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতে নিষেধ করিল, কিন্তু তাহার সংকল্প টলিল না।

কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে দুইবার উপদেশ দিয়া, যখন সত্যেন্দ্র তাহা শুনিল না, সাহেব তাহাকে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সত্যেন্দ্র সাক্ষাৎ করিলে সাহেব স্নেহ ও কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে সত্যেন্ তোমার, চাকুরী ছাড়িতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কেন?"—সাহেব সত্যেন্দ্রকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন।

সত্যেন্দ্র নীরব রহিল, জবাব দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হইল—এক দিকে স্নেহের বাধন, অন্যদিকে কঠোর কর্ত্তব্য, নিরুত্তর থাকাই এক্ষেত্রে শ্রেয় ও সমীচিন; সত্যেন্দ্র সে কারণে কোনও উত্তর করিল না।

সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"চাকুরীর কোথাও ঠিক হয়েছে কি, সেখানে আমার আফিস হতে কি বেশী সুবিধা হবে।"

সত্যেন্দ্র ধীর বিনীত ভাবে উত্তর করিল—"চাকুরী আর আমার সংকল্প নেই, সে সংকল্প থাক্‌লে আপনার ন্যায় সদাশয় স্নেহশীল মনিবের আশ্রয় ত্যাগ কর্ত্তুম না।"

সাহেব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তোমার অভিপ্রায় কি? সংসারে তোমার পোষ্য অনেকগুলি শুনেছি, চল্‌বে কিসে?

সত্যেন্দ্র সহজ স্বরে উত্তর করিল—"সে সমস্ত আমি এখনও কিছু স্থির করিনি, তবে স্বাধীন ভাবে কিছু করাই আমার সংকল্প।

সাহেব সত্যেন্দ্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, তাহার পর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি স্বরাজ পন্থী!

সত্যেন্দ্র নিঃসংকোচে উত্তর করিল—"ভারতে স্বরাজ লাভ আমার কাম্য হলেও, স্বরাজ দলের মতের সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই, বা তাদের কোনও সংশ্রব আমি রাখি না। আমার শুধু ভগবান ভরসা।"

সাহেব আর কিছু না বলিয়া সত্যেন্দ্রের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন, সত্যেন্দ্রও অল্পক্ষণ মধ্যে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আফিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(৪)

বেলা দুইটার সময় সত্যেন্দ্র আফিস হইতে মেসে ফিরিয়া আসিল। মেস তখন জনশূন্য, সকলেই আপনার কাজে বাহিরে গিয়াছিল। সত্যেন্দ্র তাহার কক্ষে একাকী বসিয়া আপনার কৃতকর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতেছিল। সে ভাবিতে লাগিল, কাজটা কি সে ভাল করিল, লোকে তাহারে নির্ব্বোধ বলিতেছে, হয় তো সে সত্যই নির্ব্বোধের মতই কাজ করিয়াছে। সংসারে তাহার পোষ্য অনেকগুলি—বুড়া মা, আইবড় দুই ভগিনী, স্ত্রী, ও শিশু পুত্র অনিল,—এতগুলি লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ তাহার উপর নির্ভর করিতেছে, অথচ তাহার বিশেষ কিছুই আয় নাই, তবুও সে নির্দ্দিষ্ট ছাড়িয়া অনির্দ্দিষ্টের সন্ধানে ইচ্ছা করিয়াছে। তাহার ধনবল, জনবল নাই, সহায় সম্বল নাই, অথচ সে অনিশ্চিতের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, নিশ্চিত ছাড়িয়া অনিশ্চিতের অনুসরণে দুঃখ ভোগই অবশ্যম্ভাবী; আমার বুদ্ধির দোষে আমার মা, বোন স্ত্রী পুত্র সকলেই হয়ত কষ্ট পাইবে। কিজানি আমার অদৃষ্টে ভবিষ্যতে কি আছে।' এইরূপ কত কথাই তাহার মনে আসিতে লাগিল; চিন্তা, শঙ্কা সন্দেহে তাহার অন্তঃকরণ আলোড়িত হইতেছিল। সেই সঙ্গে তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য একটু অনুশোচনাও আসিতেছিল। তাহার মন ভারাক্রান্ত হইল।

পার্শ্বের বাড়ীতে বেহালা বাজাইয়া একজন ভিখারী বেশ মিঠা সুরে সেই সময় গাহিতেছিল :—

মূঢ়! শঙ্কা চিন্তা কর মিছে,
ঘটিবে নিতান্ত যে, অদৃষ্টে যা' লেখা আছে।
বৃথা রে ভাবনা ভয়, দৈবাধীন সমুদয়
পুরুষকার পরাজয় নিয়তির কাছে;
শ্রীহরি চরণ স্মর, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতর
দৈবের কৃপায় তব মঙ্গল হইবে পিছে॥

গায়কের মিঠা সুরে সত্যেন্দ্রের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল, তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। ভিখারী ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। সত্যেন্দ্র আবার চিন্তা স্রোতে ভাসিল; ভাবিল—"একি দৈববাণী! এই গানই আমাকে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে; ভগবান ভরসা করিয়া কাজে নেমে পড়ি, তিনিই আমার উপায় কর্ব্বেন। যেখানে উদ্দেশ্য মহৎ, সংকল্প সাধু, আগ্রহ স্থির, সেখানে ভগবান বিরূপ হন্ না। কি করিব, কোন পথ ধরিব, তিনিই আমাকে দেখিয়ে

দেবেন।" এইরূপ কত চিন্তা তাহার মনে আসিল, আর সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইল, প্রাণে উৎসাহ ফিরিয়া আসিল, শান্তি ও সান্ত্বনায় হৃদয় পূর্ণ হইল, জোড় করে, ভক্তিভরে ভগবানের চরণে সে প্রণাম করিল।

(৫)

উপরি উক্ত ঘটনার পর ছয় বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দিন যায়—দিন রয় না। সত্যেন্দ্রেরও দিন গিয়াছে, চাকুরী ছাড়ার প্রথম বৎসর তাহার অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে কাটিয়াছিল, তাহার পর তাহার অবস্থার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল, এখন তাহার মাসিক আয় প্রায় দেড় হাজার টাকা। বাইবেল পুস্তকে আছে, 'দ্বারে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে।' লক্ষ্মীর দুয়ারে আঘাত করিয়া সত্যেন্দ্রও লক্ষ্মীর দুয়ার খোলা পাইয়াছিল, তাই দীন দরিদ্র সত্যেন্দ্র আজ লক্ষ্মীর বরপুত্র।

নিকটবর্ত্তী মহকুমার হাঁসপাতাল থাকিলেও নিজের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির সুবিধার জন্য সত্যেন্দ্র তাহার নিজ গ্রামে একটী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিল। ঐ হাঁসপাতালের বাড়ী নির্ম্মাণ শেষ হইলে এবং সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ হইলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া তাহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উপলক্ষে একটী বৃহতী সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট বক্তৃতায় চাকুরী ছাড়ার পর সত্যেন্দ্রের গত ছয় বৎসরের জীবন কাহিনী বিবৃত করেন। মুখবন্ধের পর ম্যাজিষ্ট্রেট ধীর শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"আপনাদের দেশের লোক স্বরাজ লাভের জন্য উন্মত্ত, কিন্তু তাহার নিশ্চিত পথ কি তাহা তাঁহারা সুস্থির চিত্তে একবার চিন্তা করেন না। সরকারের সঙ্গে অসহযোগ বিরোধ করিলে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ সৃজিত হইবে স্বরাজ, লাভে সুবিধা হইবে না। আমি খাঁটী ইংরাজ হইলেও আপনাদের স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি, কিন্তু আমি ঠিক পথে চলিতে আপনাদের উপদেশ দেই। সে পথ কি এই হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন্দ্রনাথের গত ছয় বৎসরের জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই, স্বরাজ দলেও মিশেন নাই, কোনও হুজুগেও মত্ত হন নাই, ভগবানের প্রেরণায় তিনি দেশের কাজে দশের কল্যাণে আপনাকে উৎসর্গ করিতে স্বেচ্ছায় দেড়শত টাকা বেতনের সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া একটী অচেনা পথের পথিক হইয়াছিলেন। সে কারণ প্রথম কয়েক মাস তাঁহার দুঃখের অবধি ছিল না। তিনি একটা চামড়ার ব্যাগে, ছুঁচ, সূতা, দেশালাই, বিড়ি, সিগারেট, তামাক, ছুরি, কাঁচি, পেটেণ্ট ঔষধ, সাগু, বার্লি, বিস্কুট প্রভৃতি লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বেড়াইতেন, এজন্য কোনও কোনও দিন তাঁহাকে ১২।১৪ মাইল ঘুরিতে হইত। এই সমস্ত জিনিস গৃহস্থের নিত্য দরকার, তাহার উপর তাহারা ঘরে বসিয়া বাজার দরে অনায়াসে জিনিস পাইত, সুতরাং সত্যেন্দ্রের মাল বিকাইত বেশ, লাভও মন্দ হইত না। প্রতিদিন গড়ে তাঁহার দুই টাকা লাভ থাকিত। তাঁহার অধ্যবসায়, শ্রম এবং সততার গুণে তাঁহার মূলধন বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে নূতন নূতন ব্যবসায়ে আজ ফেরিওয়ালা সত্যেন্দ্রনাথ এই গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের জমীদার ও মহাজন, অন্য কোনও ব্যবসায় আর এখন তাঁহার নাই, তবে এই জমীদারী ও তেজারতীতেই তাঁহার মাসিক আয় দেড় হাজার টাকা।

সভা মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"এ কি সত্য না স্বপ্ন, এ যে আরব্যোপন্যাসের গল্পের মত শুনাইতেছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তর করিলেন—"এ সত্য, স্বপ্ন নয়। ভগবানের অনুগ্রহে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অবাক হইয়াছি, এ হাসপাতাল কি আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে না ?"

সভামধ্যে হাসির রোল উঠিল, প্রশ্ন-কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ 'ছিঃ ছিঃ' করিয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্তার আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

(৬)

এই গোলযোগের জন্য সভার কার্য্য অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ঐ গোলমাল মিটিয়া গেলে ম্যাজিষ্ট্রেট আবার বলিতে লাগিলেন।

"সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবসায়ের ধারাবাহিক বিবরণ আমি দিলাম না, তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না, তিনি দেশের জন্য কি করিয়াছেন, স্বরাজ লাভের পক্ষে কি সহায়তা করিয়াছেন, তাহাই আমি উল্লেখ করিব। স্বরাজ লাভ করিতে হইল দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদ এই তিনটীর উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই চেষ্টা

করিয়াছেন। তবে তিনি দেশ বলিতে তাঁহার জন্মস্থান এই পল্লীগ্রামকেই বুঝেন ইহাই আমি অনুমান করি। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে "করুণা ও প্রীতির গৃহেই সঞ্চার হয়।" যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী আপন আপন পল্লী সংস্কারে ব্রতী হন, তাহার স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ হয়েন তাহা হইলে বাঙ্গালায় অচিরে স্বরাজ লাভ হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ দেশে আসিয়া যুবকদের লইয়া স্বেচ্ছা-সেবক দল গঠন করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার ও জল নিকাশের ব্যবস্থা করেন—নিজেই কোদাল ধরিয়া এই কার্য্যে সত্যেন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক ছিলেন; দুই বৎসর পরে তাঁহারই অর্থানুকুল্যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের রোগে ঔষধ ও পথ্য বিতরণের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই আজ হাসপাতালে পরিণত হইল। পর বৎসরে নূতন জলাশয় খনন করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন। এগুলি স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলের পক্ষে জাত ব্যবসা শিক্ষা বাধ্যতা মূলক, উপযুক্ত নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণেরও নবদ্বীপ বা ভাটপাড়ায় শাস্ত্র শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। চাকুরীর লালসা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জাত ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইতে পারে; দুমুঠা অন্নের সংস্থান করিতে পারে, এইজন্য এই শিক্ষা বাধ্যতা মূলক করা হইয়াছে। ইহাতে দেশের শিল্পের ও উন্নতির সাহায্য করিবে। কৃষি শিল্পের উন্নতিতে দেশের সম্পদ বাড়ে; অতি অল্প হারে সুদ লইয়া কৃষক ও শিল্পীদের এই উদ্দেশ্যে টাকা ধার দিবার জন্যই সত্যেন্দ্রের ঋণের কারবার। আর যাহারা তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ লয়, তাহারা তাহাদের উৎপন্ন বা নির্ম্মিত দ্রব্য সত্যেন্দ্রের বিনানুমতিতে অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না, খতে এইরূপ একটী সর্ত্ত উল্লেখ করিতে হয়, তাঁহার উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের আবশ্যক মত দ্রব্য গ্রামে মজুত থাকে, আবশ্যকের অতিরিক্ত দ্রব্যও সত্যেন্দ্র বাজার দরে কিনিয়া রাখেন। তাহাতে দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়। দুর্ম্মূল্যের দিনে অতি সামান্য লাভে সত্যেন্দ্র তাহাই আবার বিক্রয় করেন। ইহাতে দরিদ্রের, অর্থরক্ষা পাইয়া সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। সত্যেন্দ্রের অনুষ্ঠান সকল কোনও বিশেষ জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের জন্য নহে, তাহার সুখ ও সুবিধা হিন্দু অহিন্দু সকলেই সমভাবে উপভোগ করে।

আমি যাহা বিবৃত করিলাম। তাহা সত্যেন্দ্রের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু চন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়াছি। সুতরাং তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত না হওয়াই সম্ভব। সত্যেন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটীর নাম চন্দ্রনাথ। উনিই একদিন সরকারের চাকর বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, আজ তিনিই আবার সরকারের চাকর, আমারই সেরেস্তেদার। "একেই বলে নিয়তির পরিহাস।" এই বলিয়া চন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া একটুকু মুচকি হাসি হাসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন।

সভায় উপস্থিত সকলেই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রনাথের দিকে চাহিল, সকলে দেখিল, চন্দ্রনাথ তাহার আসন হইতে উঠিয়া নতশিরে সত্যেন্দ্রের পদধূলি লইতেছে।

জুলাই, ১৯২৬।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

চক্র।

লেখক—শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র।

১

রক্ত-আঁখি মেলিয়া সূর্য্যদেবের ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই সপ্তম বর্ষীয়া সুপ্ত কন্যা মৃণালের কপোলে ধীরে চুম্বন করিয়া সুলেখা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। গরীবের সংসার। দাস দাসীর আড়ম্বর নাই, সমস্তই সুলেখাকে একা করিতে হয়। সুতরাং অতি প্রত্যুষেই তাহাকে উঠিতে হয়।

সুলেখার স্বামী শমীন্ বাবু ৪০৲ টাকা বেতনে কোলিয়ারীতে কাজ করেন। কাক, কোকিল ডাকিবার বহুপূর্ব্বে উঠিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম স্থানে যাইতে হয়। তিনি বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছেন, বেলা ১২টার সময় আবার খাইতে আসিবেন।

নীচে নামিয়া সুলেখা পূর্ব্বদিনের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি মাজিতে বসিল। বাসন মাজা শেষ করিয়া, স্নান করিয়া যখন উপরে উঠিল, তখন দিবালোক বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মৃণাল তখনও ঘুমাইতেছে। সুলেখা তাহাকে ডাকিয়া উঠাইল। তাহার পর সাংসারিক কাজে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া নীচে আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

উনানের সম্মুখে বসিয়া সুলেখা একখানি নূতন মাসিক পত্রের পাতা কাটিতে লাগিল। এখানি গত কল্য তাহার স্বামী কোলিয়ারীর বড়বাবুর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছেন। শৈশবাবস্থা হইতে সুলেখা সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। এখন আর তাহার সে সুযোগও নাই, সে সুবিধাও নাই; তবুও কোন কিছু বই কিম্বা মাসিক পাইলে সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ক্রুটী করে না।

ক্ষুদ্র আঙ্গিনার এক পার্শ্বে বসিয়া পাড়ার কতকগুলি ছোট মেয়ের সহিত মিলিয়া মৃণাল খেলাঘরের সংসার পাতিয়াছিল। তাহাদের তখন ভাত চড়িয়াছে; তরকারীর আয়োজনে সকলে ব্যাপৃত ছিল।

সম্মুখের ভেজানো দরজাটা একটু নড়িয়া উঠিল। পরক্ষণেই ডাক পিওনের গুরু গম্ভীর গলার ডাক শোনা গেল "চিঠ্‌ঠি হ্যায় বাবুজী"।

আঙ্গিনার উপর চিঠিখানি ফেলিয়া দিয়া ডাকপিওন পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল। বিস্মিত হইয়া সুলেখা চিঠিখানি কুড়াইয়া লইল। কারণ চিঠিপত্র তাহাদের বাড়ী খুব কমই আসিয়া থাকে এবং যাহাও আসে, সেগুলি তাহার স্বামীর নামে। কিন্তু এই পত্রখানির উপরে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে তাহারই নাম লেখা আছে। ব্যগ্র কৌতুহলে সত্বর চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিয়া সুলেখা পড়িতে লাগিল, চিঠিতে লেখা আছে—

বন গাঁ
১৩ই আশ্বিন

শ্রীচরণেষু লেখা দিদি,

আপনি বোধ হয় জানেন না, আজ এক মাস হ'ল আমার দিদি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দিদির মৃত্যুর পর জামাইবাবুও হঠাৎ যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তারও আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে আমি ও আমাদের পুরাণো ঝি ভিন্ন আর কেউ নেই। পুরুষ অভিভাবকহীন হ'য়ে আর এক মুহূর্ত্তও আমি এখানে কাটাতে পার্‌ছি না। আমার অবস্থা বিবেচনা করে যত শীঘ্র সম্ভব, আমার একটা উপায় কর্‌বেন। আজ আপনি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আমার দ্বিতীয় আত্মীয় কেউ নাই। আর শতকোটী প্রণাম জানবেন ও শমীন্ বাবুকে জানাবেন।

প্রণতা—
আভা।

চিঠিখানি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতি বায়স্কোপের ছবির মত সুলেখার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। শৈশবের সেই আনন্দ-রসসিক্ত সোণার দিন গুলি! অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা। হায়! এ জীবনে আর কি তাহারা ফিরিয়া আসিবে। সুলেখার মনে পড়িল তাহাদের সেই ছায়া সুনিবিড় গ্রামখানি, পল্লব-ঘন বাগানের সারি, শুভ্র অতল দীঘির কালো জল, মনে পড়িল, সেই গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের আম কুড়াইবার ধূম, শরৎ প্রাতে বাগানে হেলা-ফেলা, বর্ষার দিনে পুকুর পৈঠায় বসিয়া কাগজের নৌকা ভাসানো। সুলেখার মনোবীণা কেবলই যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—

"ওগো সোণার অতীত এস ফিরে!
তোমার সুখের স্বপন রাখুক্ ঘিরে
ঘুমের মাঝে জেগে থাকা,
জাগার মাঝে ঘুম।

সুলেখার শৈশব সঙ্গীদের মধ্যে প্রভাই ছিল তাহার সর্ব্বাধিক প্রিয়। সুলেখার বিবাহের তিন বৎসর পরে তাহার বিবাহ হয়। সুলেখার পিত্রালয় বনগাঁয়েই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রভার বিবাহের প্রায় ১ বৎসর পরে, ৭ দিনের ব্যবধানে তাহার পিতামাতা ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রভার একটী ছোট বোন ছিল—তাহার নাম আভা। অতঃপর প্রভা ভগ্নীকে শ্বশুরালয়ে লইয়া আসে। শ্বশুর বংশে স্বামী ভিন্ন

তাহার আর কেহ ছিল না, কাজেই কাহারও নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন হয় নাই। বিবাহের পরে স্থলেখার ও প্রভার মধ্যে কিছুদিন চিঠি লেখা লেখি চলিয়া ছিল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

স্থলেখা চিঠি মুড়িয়া ভাবিতে লাগিল, আভার কি উপায় করা যাইতে পারে। তাহাদের সংসারে আভাকে লইয়া আসিলে আভার দুঃখ বাড়িবে বই কমিবে না, উপরন্তু তাহাদেরও খরচ বাড়িয়া যাইবে। অনেকক্ষণ ভাবিবার পর স্থলেখা স্থির করিল, আভাকে সে এখানেই লইয়া আসিবে। জানিয়া শুনিয়া এক প্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে সে প্রলোভন পূর্ণ বিশ্ব সংসারে নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিতে পারিবে না।

২

বনগাঁয়ের জমিদার নন্দন চৌধুরী কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহার দেশের জমিদারী নায়েব গোমস্তারাই দেখেন, তিনি বড় একটা দেশে যান না।

জমিদার-পুত্র চন্দন কলেজে পড়ে। বয়স তাহার ২২।২৩এর বেশী হইবে না। দোহারা চেহারা, গায়ের রং বেশ গৌর, মুখ-শ্রী অতি চমৎকার, লম্বায় প্রায় ৬ ফিটের কাছাকাছি। চন্দন জমিদার মহাশয়ের একমাত্র সন্তান।

চন্দন কখনও বনগাঁয়ে যায় নাই। পূজার ছুটী হইয়া যাইবার পর তাই সে মাকে ধরিল, এবার সে দেশে বেড়াইতে যাইবে। শ্বশুর-ভিটা দেখিতে জননী স্থজাতা দেবীর আগ্রহও কিছু কম ছিল না, তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

দেশে যাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল।

শরতের এক বৈকালে চন্দনরা দেশে আসিয়া পৌছাইল। গোধূলির রাঙা আলোয় তখন চারিদিক্ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সীমাহারা সর্পিল পথে উপর দিয়া যখন গো-যান গুলি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, চন্দনের তখন রমলার হাজারি বাগের বর্ণনার কথা মনে পড়িয়া গেল। পল্লী সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই, তাই ব্যগ্রদৃষ্টি মেলিয়া বাহিরের সৌন্দর্য্যটুকু সে আপনার হৃদয়পটে আঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

* * * *

পরদিন অতি প্রত্যূষে চন্দনের যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, পাখীর দল ভিন্ন তখন আর কেহই জাগিয়া উঠে নাই। চন্দন বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। যখন সে নদীর ধারে আসিয়া পৌছাইল, পূর্ব্বাকাশে রক্ত-আঁখি মেলিয়া সূর্য্যদেব তখন সবেমাত্র চাওয়া সুরু করিতেছেন, জলে, স্থলে, লতায় পাতায় আবীর ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে চন্দন পথ চলিতে লাগিল।

মণি কার পরশমণি
গগনে ফলায় সোনা।
হৃদয়ে নূপুর ধ্বনি
অজানার আনাগোণা।

সোণালি জর্দ্দা চেলি
দিয়ে কে শূন্যে মেলি
নিথরের পর্দ্দা ঠেলি
উদাসের আঁচল হেলায়।

প্রাতে আজ কিসের আলো
ভুলালো, মন ভুলালো
ফাগুয়ার ফাগ মিলালো
শরতের মেঘের মেলায়॥

ভ্রমণান্তে ফিরিবার সময় চন্দন বিলক্ষণ তৃষ্ণা অনুভব করিল। সম্মুখেই একখানি ছোট বাড়ী, বাড়ীর উঠানটি ২।৪টি ফলের গাছ ও শাক্‌সব্জীর গাছে ভরা। চন্দন জলপানের উদ্দেশ্যে এই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "বাড়ীতে কে আছেন?"

একটী সুন্দরী কিশোরী একটা কুমড়া গাছ হইতে কুমড়া ফুল সংগ্রহ করিতেছিল, —চন্দন তাহাকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ এক তরুণ যুবকের আগমনে সে একটু বিস্মিত হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল, "কাকে খুঁজছেন আপনি?

কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া চাহিয়া দেখিতে চন্দন সেই লাবণ্যময়ী কিশোরীটিকে দেখিতে পাইল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া চন্দন বলিল, 'আমায় একটু জল দিতে পারেন।"

কিশোরী চন্দনকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আপনি এইখানে একটু বসুন, আমি জল নিয়ে আসছি। কিছুক্ষণ পরে কিশোরীটি জল ও কিছু মিষ্ট লইয়া আসিল। জল পানান্তে চন্দন যখন রাস্তায় নামিয়া পড়িল, তখন বেলা হইয়াছে। দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে চন্দন ভাবিতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে কত কথাই সে শুনিয়াছে, ইহারা নাকি অত্যন্ত লাজুক, অপরিচিত পুরুষের ছায়া দেখাও পাপ মনে করে। কিন্তু এই মেয়েটির চলা, বলা, ও করার মধ্যে যে সপ্রতিভত্ব উছলিয়া উঠিতেছে, কলিকাতায় আধুনিক ধারায় শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যেও তো তেমন দেখা যায় না।

চন্দনবাড়ী আসিয়া পৌছাইল।

(৩)

বাড়ী ফিরিয়া চন্দনের হঠাৎ জ্বর আসিল। জ্বর উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। সন্ধ্যাবেলা তাহার আর চেতনাও রহিল না। জননী সুজাতা দেবী বিনিদ্র নয়নে বসিয়া সারা রাত্রি তাহার সেবা করিতে লাগিলেন।

নন্দনবাবুকে টেলিগ্রাফ করা হইল। পরদিন প্রাতে উপযুক্ত চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া তিনি দেশে আসিয়া পৌছাইলেন। উপযুক্ত চিকিৎসার গুণে দুই সপ্তাহ পরে চন্দনের জ্বর ছাড়িয়া গেল কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ দেশান্তরে লইয়া যাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। ঠিক হইল, তাহাকে পুরী বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইবে। চন্দন এখন হাটিয়া একটু একটু বেড়াইতে পারে। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, যে কয়দিন পুরী যাওয়া না হয়, সে কয়দিন দুই বেলা সে যেন নদীর ধারে বেড়ায়। একদিন ভ্রমণান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় চন্দনের হঠাৎ সেই বাড়ীর দিকে নজর পড়িয়া গেল—একদিন যে বাড়ী হইতে সে জলপান করিয়াছিল।

বাড়ীর দরজায় তালা লাগালো, বাড়ীতে জনমানব বাসের কোন চিহ্নই নেই। সাম্‌নের গাছগুলি শুকাইয়া আসিতেছে; গাছ ঘেরা বেড়াগুলি ভাঙ্গা।

চন্দন ভৃত্যের নিকট হইতে এই বাড়ীর যতটুকু ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহা এই—বাটীর অধিকারী খগেনবাবু অতি সজ্জন লোক। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ জানে না। খগেনবাবুর একটী অবিবাহিত শ্যালিকাও তাঁহার নিকট থাকিত, আজ ১ সপ্তাহ হইল, সেও তাহার কোন এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়ার নিকট চলিয়া গিয়াছে।

চন্দন বাড়ীর দিকে আগাইয়া চলিল। খগেনবাবুদের সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্ত তাহার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিতেছিল, কিন্তু কি কারণে এই অকারণ কৌতুহলে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

* * *

পুরীতে কিছুদিন থাকিয়া চন্দনেরা নানা-দেশ ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে তাহারা সম্রাট্ কবি সাজাহানের তাজমহলের ক্রোড়ে আসিয়া পৌছাইল। এইখানে এক বাঙালী পরিবারের সহিত তাহাদের আলাপ হইল। ইহারাই আমাদের পরিচিত শমীন্ বাবু।

শমীন্‌বাবু রাণীগঞ্জের কোলিয়ারীতে কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু কি এক কারণে কোলিয়ারীর বড় সাহেবের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে, ফলে তাঁহাকে চাক্‌রীটি হারাইতে হয়। কিছুদিন বসিয়া থাকিবার পর আগ্রার এক চামড়ার ব্যবসায়ে একটী চাকরী পাইয়া তিনি সপরিবারে আগ্রা চলিয়া আসেন। আভাও তাঁহাদের সহিত আসে। তাজমহলে বেড়াইতে গিয়া শমীন্ বাবুর সহিত চন্দনের পরিচয় হইল। বিদেশের পরিচয় অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই প্রগাঢ় হইয়া উঠে চন্দন ও শমীন বাবুর বন্ধুত্বও অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বেশ জমিয়া উঠিল। বিদায় লইবার সময় শমীন্‌বাবু চন্দনকে একদিন তাঁহার বাড়ী যাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। চন্দনও সম্মতি জানাইয়া শমীন্‌বাবুর ঠিকানাটি নোটবুকে টুকিয়া রাখিল।

পরদিন বৈকালে চন্দন যখন বেড়াইতে বাহির হইল, সূর্য্যদেব তখন পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ক্ষীণ-রশ্মি আগ্রা সহরের বুকের উপর তরল রক্তধারার ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। পথ চলিতে চলিতে চন্দন কখন যে শমীন্ বাবুর ঠিকানায় আসিয়া পৌছাইয়াছিল, তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। সহসা শমীন্ বাবুর উচ্চকণ্ঠে পশ্চাৎ ফিরিয়া সে শমীন্ বাবুকে দেখিতে পাইল।

শমীন্ বাবু বিস্মিত স্বরে বলিলেন, "এদিকে কোথায় চলেছেন চন্দন বাবু?"

চন্দন হাসিয়া বলিল "আপনার কাছেই আস্‌ছিলুম" "আসুন আসুন আমার সৌভাগ্য" বলিয়া শমীন্ বাবু সাদরে চন্দনকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বাটীটি ক্ষুদ্র কিন্তু বেশ পরিস্কার। ঘরের আসবাব পত্র সামান্ত হইলেও বেশ পরিস্কৃতভাবে সজ্জিত। বৈঠকখানা ঘরের তক্তাপোষে বসিয়া শমীন্ বাবু চন্দনের সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে চা ও কিছু মিষ্টি লইয়া একটী তরুণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তরুণীটী সুন্দরী, তাহার চোখ দুইটি বেশ টানা টানা, নিকষ-কালো দীর্ঘ চুলে তাহার ক্ষুদ্র মাথাটি ভরা।

পদ-শব্দে পিছন ফিরিয়া চন্দন তরুণীটিকে দেখিতে পাইল। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা আভাকে দেখিতে পাইয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। সে আর তাহার কৌতুহল দমন করিয়া রাখিতে পারিল না। চা রাখিয়া আভা প্রস্থান করিতেই শমীন্ বাবুর

দিকে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল "আচ্ছা শমীন্ বাবু আপনি বনগাঁয়ের নাম শুনেছেন? চন্দনের মুখে বনগাঁয়ের নাম শুনিয়া শমীন্ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "বনগাঁ যে আমার শ্বশুর বাড়ী, আপনি কি রকম করে' বনগাঁর কথা শুনলেন?"

মৃদু হাসিয়া চন্দন বলিল "সেটা আমাদের জমিদারী—যাক্, দেখুন এই মাত্র যে মেয়েটিকে দেখলুম, এঁকে যেন বনগাঁয়ে দেখিছি বলে' মনে হয়।" শমীন্ বাবু বলিলেন" হ্যাঁ, এই মেয়েটী দূর সম্পর্কে আমার শ্যালী, এদেরও পৈত্রিক ভিটা বনগাঁয়েতেই। পয়সার অভাবে এর এখনও বিয়ে দিতে পারিনি। মেয়েটী ভারী লক্ষ্মী, —নিজের চেষ্টায় বেশ ভাল রকম লেখাপড়াও শিখেছে। দেখুন, আপনাদের ত কত বন্ধু বান্ধব, যদি কেউ বিনাপণে কন্যা গ্রহণ করতে রাজী হয়, তাহলে—"

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই, আমি চেষ্টার ত্রুটী করব না—আজ তাহলে উঠি, শমীন্ বাবুকে নমস্কার করিয়া চন্দন রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

(৪)

বনগাঁয়ে আভাকে প্রথম দেখিয়াই চন্দনের তাহাকে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। পুনরায় আভাকে দেখিয়া ও তাহার প্রকৃত পরিচয় শুনিয়া চন্দন স্থির করিল, আভাকে সে বিবাহ করিবে। চন্দনের সংকল্প শুনিয়া নন্দন বাবু ক্রোধে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, জননী সুজাতা দেবীও কি করিবেন কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। পিতামাতা আত্মীয় পরিজনের সমবেত বাধা প্রদান সত্ত্বেও চন্দন কিন্তু তাহার সংকল্প পরিবর্ত্তিত করিল না।

* * *

সূর্য্যাস্তের রঙ্গীন্ আভা মাখানো ল্যান্‌সডাউন রোডস্থিত একখানি সুপ্রকাণ্ড অট্টালিকার ত্রিতল বাতায়নে বসিয়া একটী তরুণী পথের দিকে চাহিয়াছিল। তরুণীর পরণের রাঙা শাড়ীখানি সূর্য্যাস্তের রঙীন্ আভা মাখিয়া যেন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর গেটের কাছে একখানি সুদৃশ্য "রলস্ রয়"কার আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীর ভিতর হইতে একটী তরুণ যুবক নামিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে বাতায়নবর্ত্তিনী তরুণীটিও অদৃশ্য হইয়া গেল। যুবকটি যখন ত্রিতলে উঠিয়া তরুণীর নীড়ে আসিয়া পৌছাইল, তরুণী তখন সোফার উপর তন্দ্রামগ্নার ভাণ করিয়া পড়িয়াছিল। আভার এই দুষ্টামী চন্দন বুঝিতে পারিল। সে কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

এক মুহূর্ত্ত পরেই তরুণীটি সহসা সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। চন্দনের কাছে আসিয়া তাহার দীর্ঘ চুলগুলি আপনার কোমল করে নাড়িতে নাড়িতে বলিল "ভারী দুষ্টু ত?"

গম্ভীর গলায় চন্দন বলিল "সে আর জাননা—নইলে বাপ মা সবায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে' তোমায় বিয়ে করলুম!"

তরুণীর তরল কণ্ঠ সহসা বেদনার্দ্র হইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু দুটি ঈষৎ সজল হইয়া আসিল; মৃদু কণ্ঠে সে বলিল সত্যি! নরকের ধূলা আমার মত সামান্য নারীর জন্য স্বর্গের দেবতা হ'য়ে কত উৎপীড়নই না তোমায় সহ্য করতে হ'ল!

চন্দনের অভিমান টুটিয়া গেল। আভার মুখখানি সহসা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, বাবা মার ক্ষমা যখন আমরা পেয়েছি, তখন আর সে অতীত দুঃখের কথায় কাজ কি আভা?

আভা নিবিড় সুখে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

কাজের লোক আফিস।
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

Everything of Music.

মহাপূজার জন্য

সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ!
হারমোনিয়ম, ফ্লুট, বাঁশী, এস্রাজ,
ক্লারনেট, বেয়ালা এবং সুন্দর সুন্দর গানের
রেকর্ড, পিন প্রভৃতি।

এবারের পূজার নূতন

"দাতাকর্ণ" পালার রেকর্ড শ্রবণযোগ্য

সাদরে নিমন্ত্রণ

করিতেছি—দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করুন।

মফঃস্বলের অর্ডার অতি তৎপরতার সহিত
সযত্নে প্রেরিত হয়।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স,

১ সি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, মার্কেন্টাইল বিলডিং—কলিকাতা।

Telegraphic address
"Chandi Flut"
টেলিফোন নং ৫৩৭৫, কলিকাতা।

আসমুদ্র ভারতে সকল মহিলাই কেশরঞ্জন মাখেন

কারণ—ইহাতে কেশ কুঞ্চিত, কোমল ও মসৃণ হয়। কটা চুল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিছু দিন ব্যবহারে কেশের খালিত্য বা টাকরোগ আরাম হয়।

কারণ—চুল উঠিয়া গেলে, মাথায় টাক পড়িলে, অকালে চুল পাকিলে, চুল বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, "কেশরঞ্জন" ব্যবহারে এ সব দুর্লক্ষণ দূরীভূত হয়।

কারণ—ইহা অত্যধিক অধ্যয়ন, অধিক চিন্তা, সর্ব্ববিধ শিরঃপীড়া, মস্তক-ঘূর্ণন, প্রভৃতি উপসর্গে অমোঘ প্রতিকারক। ইহার মনোমদ সুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্লতা ও মানসিক অবসাদ বিদূরিত হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাশুল সাত আনা।

উপায় থাকিতে নিরাশ হন কেন??

যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে, গায়ে হাতে ও পায়ে চাকা চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,—ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কথা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করেন, তবে আমাদিগকে লিখুন,—আমরা আপনাকে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" পাঠাইয়া দিব। ইহার ব্যবহারে আপনি নির্দ্দোষভাবে ও অল্প ব্যয়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। উপদংশ ও পারদ-বিকৃতিতে "বৃহৎ অমৃতবল্লী কষায়" মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। প্রতি শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৷৶৹ তের আনা।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিমিটেড.

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

KEATING'S INSECT POWDER.

কিটিং সাহেবের

ছারপোকা ও কীট নষ্ট করিবার ঔষধ

কিটিংস পাউডারে
মসা মাছি ছারপোকা মরে।
দিলে বিছানায়
মুহূর্ত্তেকে সুখ-শয্যা হয়॥

লণ্ডনে প্রস্তুত, সকল ডাক্তারখানায় ও নিম্ন ঠিকানায় পাওয়া যায়।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং,

বোনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

কম্বার, কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং দাস প্রেসে [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত এবং [illegible] প্রকাশিত।

কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

(Registered No C. 421)

নগদ মূল্য ৵০

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷৹ টাকা

ব্যবসা ও বাণিজ্য

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। | New Series November, 1926. | নূতন সংস্করণ। নবেম্বর, ১৯২৬। | Vol. 20 No 11.

বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। ১১ সংখ্যা। New Series. November. নব পর্য্যায়। নবেম্বর। Vol. XX. NO. 12.

পূজার অবকাশের পর আমরা পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সহৃদয় গ্রাহক, পাঠক, আমাদের পৃষ্ঠ-পোষক বিজ্ঞাপন দাতা এবং সহযোগী-গণকে বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি সকলে কুশলে আছেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

The 18d. RATIO.
Its Runious Results.

It is well-known to every one of us that in pre-war days our 15 rupees were by law equal to one sovereign. As a sovereign was equal to 240d., each rupee was equal to 16d. This was therefore our rate of Exchange with London in pre-war days, and for all the produce that India exported, the cultivator received Rs. 15 for every sovereign realised in Europe by its sale. Today the Government has made the Rupee equal to 18d., and the result of it is that for our produce sold in Europe we get only Rs. 13-5 against every sovereign we realise there.

The man-in-the-street thinks that it is the fault of the Banks, as it is the Banks that deal in Exchange, but this is an error. The Banks are really acting as a sort of middlemen. What they do may be explained as follows :

An EXample—its lessons.

Suppose a man called "A" has shipped Cotton to Europe, and realised £1,000 in London.

Suppose another man "B" has

ordered a motor car has to pay £1,000 in London.

"A" goes to the Banker and asks him to collect the £1,000 from his adatya and bring it to India.

"B" goes to the Banker and asks him to send £1,000 to his Agent in London for that motor car.

The position then is

A wants to bring back £1,000.	B wan :to send £1,000.

The Banker asks B to pay the equivalent in Rupees to the Bank. When B pays it the Banker pays it to A, and gets A to instruct his agent in London to pay that £1,000 to that Bank. The London office of that Bank receives it and pays it to B's agent for the motor car. The Bank gets a small commission from A as well as B for doing this work, but no money actually goes out of India or comes to India. What happens is that money already in London in the hands of A's agent is transferred to B's agent through the intermediary of the Bank. We call such transactions Exchange transactions, because the net result is that A's cotton is exchanged for B's mottor ear.

Now the question arises how much money it is that B should pay to the Bank, because, as will be seen from the above, it is this sum that the Bank passes on to A in Bombay. Therefore if the Government has fixed the rate at 16d. as it was in pre-war days

B will have to pay Rs. 15,000 for his car

A will receive Rs. 15,000 for his cotton

and each will pay the Banker a small commission for the trouble. If the Exchange is 18d. to the Rupee as the Government has now made it,

B will be called upon to pay only Rs. 18,333 for his car but A will get only Rs. 13,333 for his cotton. Therefore it will be seen that the Banker has nothing to do with this change in the rate. It is A, the owner of the cotton, that gets Rs. 1,667 less for every £1,000 of cotton sold, while it is B, who wanted to import a motor-car, that saves Rs. 1,667; but the Banker gets his commission only, in either case. Every one who has to sell his goods in Europe and America, i. e., every one interested in our Export trade, gets less rupees and every one interested in our Import trade has to pay less rupees and saves money. Now, who is the man chiefly interested in the Export trade? We all know that India is mainly an agricultural country, and its 350 crores of exports are mainly agricultural products in one from or another. These have to be sold in foreign countries and the money there obtained has got to be converted into Indian currency. We have seen above thar if Exchange is kept at 18d. instead of 16, the result will be a loss of Rs. 1,666 on every £1,000 of produce sold. The man that will lose all this money will be the agriculturist, because it is he that will get so many rupees less. The man that will be benifited will be the wealthy man who uses motor cars or other costly foreign articles, and at whose expense? As will be seen from the above example, it is simply what B pays that is passed on to A by the Banker, who merely acts as an intermediary. It will therefore be clear that the action of Government in changing the ratio results in robbing the Indian cultivator of a

large slice of the money that was rightly due to him and benefits principally the well-to-do classes that form the bulk of the consumers of imported articles. They say that in the old days, robber chieftains robbed rich people and gave part of the booty to the poor and needy, but what is happening today is the other way about. It is notorious that our agricultural population is extremely poor and is heavily submerged in debt. The action of the Government in changing the ratio of the rupee results in this—the poorest class of our population being deprived of a good part of the price for their produce and the bulk of it goes to the richer classes who use luxury articles such as motor cars, diamonds, silks, etc., etc.

FARMERS' RUIN.

The Government tries to defend its action by saying that the consumer has to be considered, and therefore prices must be brought down, and changing the ratio is a good way of doing it. They forget that if the consummer is benefited by lower prices it is at the expense of the producer and the cultivator. Even if we agreed for the sake of argument that such action is desirable, we have to see that it is for the greatest good of greatest number. Is this the case? According to the Census Reports, that part of the population that lives on agriculture in this country is some 22 crores. It is about 72 or 73 men out of every 100. It is also notorious that this part of the population is the poorest. Is it fair to rob this immense and this very poor population to make prices cheaper for the remaining 27 or 28 men out of every 100 in which are included all the middle and upper classes?

It is known that other classes of wage-earners now get Rs. 180 to Rs. 220 against every Rs. 100 that they used to get in pre-war days. In all fairness, our cultivator should also get today at least Rs. 180 against the Rs. 100 that he got in pre-war days. Does our cultivator get even this, let alone getting more for his large risks? This is unfortunately not the case. Official figures themselves show that prices for the various kinds of agricultural produce have on an average been much lower than what is required to give the cultivator at least Rs. 180 against every Rs. 100 that he got in 1914. What is worse is that there is no certainty of his being able to get even these prices every year. His crops may be washed away by floods as has been the case in many parts of India this year. The cultivator then gets nothing at all for all his work for a whole season and has to borrow from the *sowcar* in order to keep himself and his family alive. Even when he has a good crop, world prices may suddenly go down on account of large crops in other parts of the world, and then the poor cultivator once more finds all his hopes dashed to the ground because he may not get a sufficiently good price to cover even his actual out-of-pocket expenses for the season. This is what has been happening in the past 2 or 3 years in seeds and sugar. This is what is now happening in Jute and in Cotton. Prices of these important crops have gone down to such low levels that the cultivator will not

only be unable to cover his expenses but will be forced to run into debt. The action of the Government in making the Rupee equal to 18d. is all the more open to serious condemnation today as it deprives the cultivator of 12½% of the price he would otherwise get.

Loss on Cotton.

To some 12½% may seem a a small matter at first sight, but it is 12½% of the gross price, and a careful reflection will show that the thing is far more serious than it looks. Take the case of cotton. Broach is quoted today at Rs. 280 a khandy. The Rupee is today at 18d. This means that a khandy of Broach cotton is worth £21. If the Exchange had been left at 16d. as it stood in pre war days, this same £21 would realise Rs. 315. This means that the cultivator would be getting today Rs. 35 more per khandy, but that is not the whole story. Let us look into this question more closely. Is the price that the cultivator gets all profit ? Has he no expenses ? We all know he has. He has to pay for manure and frequently for seed. He has to pay for fodder, etc., for his cattle and to buy cattle to replace those that die. He has to pay for labour for weeding and for harvesting, and he has to maintain himself and his family for a whole season. It is only after all these expenses are allowed for that he can be said to have any profit. If such expenses come to Rs. 300 a khandy and the price today were Rs. 350, as it was in April 1926, the cultivator would be getting a nett profit of Rs. 50 a khandy not of which he can pay the assessment to government, and the interest charges to the *sawcar*, and still have something left for buying cloth or other necessary goods for his family. If the rate of the Rupee was 16d. he could get today Rs. 315 a khandy as shown above. This would mean that he would have a profit of only Rs. 15 per khandy left (if we assumed his expense as being Rs. 300 per khandy) and after he had paid the government assessment there may not be enough on hand to pay the dues of his *sowcar*. In other words he would be seminsolvent, and his debt to the isowcar would pile up to the extent of the dificiency. This would be bad enough, but as a matter of fact he does not get even Rs. 315; with the 18d. rupee leads to a loss to him of not only 12½% of the price but of all the 100% of his nett earnings, and a further loss of Rs. 20 a khandy. It will be at once seen that he will have no margin left to meet either Government dues or the dues of the *sowcar* and will have to borrow an additional Rs. 20 per khandy merely to meet his actual outgoings and keep body and soul together. If the *sowcar* is good enough to lend him more money well and good, but he may not consider it prudent to lend more money to a cultivator who is not making any money, and then the cultivator and his family may have to starve.

Loss of Lands.

Even this is not the whole story. The land of the majority of the cultivators is under mortgage to the monsy-lender. The security of the money-lender is the value of the land and this value depends on the nett annual return it gives. When this nett return goes down the value of the land also automatically goes down.

When the *sowcar* sees the value of this land go down, he becomes fearful of the safety of his money and insists on repayment. How is the cultivator to repay? All the capital he had has been laid out in his land or in his cattle etc,. He has no spare money with which he could pay off the *sowcar*. The result will be eviction proceedings, and the cultivator and his family will become landless and homeless wanderers, going about the country as hired labourers to get such work as they can.

The Government is pleased to call all this a mere "readjustment". They unfortunately do not see population starvation and the loss of their lands and homes. Is it not the duty of every one who has the interests of the agricultural population at heart to see that a thing which must lead to such disastrous consequences should be stopped?

45 Crores!

The loss that the cultivating classes are asked to put up with for the sake of the other classes is by no means small. Take the one crop of cotton alone as it is our most important income crop. There are on an average 60 lacs of bales of this crop. Of these some 35 lacs are exported and the rest consumned in this country. Last year the price of cotton was a good deal higher and was in the neighbourhood of Rs. 400. The loss in price due to the 18d. Rupee was Rs. 50 per khandy say Rs. 25 per bale. Therefore on the 35 lacs of bales that we export it meant a loss of 8¾ crores to the cultivator of cotton.

But this is not the whole loss. The price that the Indian consumers and the Indian mills pay for the cotton that they buy is necessarily the same as what the exporter is prepared to pay. Therefore on the remaining 25 lacs of bales that are consumed in the country there must have been a further loss to the cultivator of another 6¼ crores.

In short, the raising of the rupee to 18d. must have meant a loss of the enormous sum of 15 crores to the cotton cultivator alone, in the one season of 1925-26.

The same thing will apply to all the crops of India of which some part has to be exported, because then the price entirely depends on what the foreign buyer is prepared to pay for our surplus. The consumption in India itself of many kinds of produce is much greater than what is exported, but if we take it only as the same as the figure for exports we find that the cultivator loses about 40/45 crores of rupees a year on some 360 crores of our exports and must lose at least another 40/45 crores a year on the portion of the crops that is consumed at home.

Is the Indian cultivator so rich that he can afford to put up with such immense losses? Is it not absolutely certain that he will be reduced to even greater poverty and greater misery than is his lot now?

And all for what? For the 4 or 5 crores that the Government claims to save on their remittances to England? If this money is really needed by Government why not take it by open taxation? Why take it by manipulation of Exchange that deprives the cultivator of ten times that sum and at the same time fills richer

pockets that have no right to them ? *

ভোট সংগ্রাম।

ভোট সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। যাঁহার ভোট বেশী, তিনি কাউন্সিলের মেম্বর পদলাভে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিতেছেন।

কিন্তু ভোট সংগ্রহের জন্য কি আয়োজন! —দ্বারে দ্বারে ভোট ভীক্ষা—দালালগণের গ্রামে গ্রামে কঠোর পরিশ্রম করিয়া ভোট সংগ্রহ করন—আর অজস্র দেশের হিত করিবার অঙ্গীকার প্রদান—শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রত্যেক ভোট প্রার্থী তাহার প্রতিদ্বন্দীর কুৎসা নিন্দা প্রচার করিয়া দেশটাকে যেরূপ সরগরম করিয়া তুলিয়া ছিলেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছিল। যাহাহউক, দেখা যাইতেছে কংগ্রেস নির্ব্বাচিত ভোটপ্রার্থীগণ প্রায় সকল স্থলেই জয়লাভ করিয়াছেন। তবু ভাল। কংগ্রেস আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কিছু হউক না হউক; তবু জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে জয়যুক্ত দেখিলে কাহার না আনন্দ হয়? ভোটাভুটী এখন কিছুকালের জন্য শেষ হইল, লোকে এখন দেখিবার জন্য উৎসুক—সদস্যগণ দেশের জন্য কতদূর কি করেন। যাহাদের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন, তাহাদের কথা মনে থাকিলেই কর্ত্তব্য পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে—দেশও তাহাদিগকেই কখনই বিস্মৃত হইবে না।

আচ্ছা, এই ভোট সংগ্রহের জন্য যে এত আয়োজন, এত আগ্রহ কেন, এতে শুধু দেশ হিতৈষিতার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই আছে, না—আরও কিছু মজা আছে?

জেলা বোর্ড একটা স্বায়ত্ব শাসন বটে, মিউনিপালিটীও বটে, আর ইউনিয়ন বোর্ডও বটে। মেম্বরগণ নির্ব্বাচিত হওয়ার পরে নিজের গ্রামে, নিজের আত্মীয় স্বজনের গ্রামের মঙ্গল, আর আত্মীয় স্বজনের চাকুরীর উপায় করিয়া দিয়া থাকেন, এতটুকুত দেখা যায় বটে কিন্তু বাকী গ্রামের লোকে কেবল টাক্স দিয়াই মরে, কদাচিত সাহায্য পাইয়া থাকে। এই জন্যই ইলেকসনের সময় নানা প্রলোভন দেখাইয়া লোকের ভোট কুড়াইার এত আয়োজন—এত অর্থব্যয় করিতে হয়। সে দুর্দ্দশা দেখিয়া পল্লীগ্রামের চাষারাও অবাক হইয়া যায়।

কেন এমন হয়, যাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের মঙ্গলের জন্য যদি কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়া যায়, তবে তেমন লোককে প্রত্যেক লোকেই স্বেচ্ছায় তো ভোট দিয়া থাকে, এত কাণ্ড করিতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের, এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকই দেশে নাই বলিলেও চলে। সেই জন্য সাধারণ লোকের সহানুভূতি হারাইয়া দ্বারে দ্বারে জয় রাধে কৃষ্ণ বলিয়া ভোট ভীক্ষা করিতে হয়। উচ্চ পদে আরূঢ় হইয়া এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার কথা মনে রাখিতে হয়। কিন্তু কেমন মজা—সেখানে যাইয়া দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রতিশ্রুতি—সব বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া যায়—দেশ তাই আর কাহারও উপর আস্থা স্থাপন করিতে চায় না। ন্যাড়া বার বার বেলতলায় যাইতে চায় না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারাইবার অনেক কারণও আছে ও ঘটিয়াছে। এটা দূর না হইলে দেশেরও মঙ্গল নাই।

অধঃপতনের সোজা রাস্তা।

দেশের শিল্প বাণিজ্য ছাড়িয়া চাকুরীর অনায়াসলব্ধ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জিত অর্থেই আমরা বাঙ্গালীরা কৃতার্থ বিবেচনা করিয়া অধঃপাতে গিয়াছি। আমাদের স্বাধীন জীবিকার আকাঙ্ক্ষা চিরসুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা গোলামের জাতিতে দাঁড়াইয়াছি, আমাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, আমরা এখন কেবল ক্রেতার জাতিতে পরিণত হইয়াছি, একথা সর্ব্বজন বিদিত সত্য।

ছিল মুসলমান ভ্রাতারা—ইহারা কৃষি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাঁতে কাপড় বুনিত, খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া নিজের ও দশের হিত-সাধন করিত, এরা ছিল বেশ সাদা মাটা চালচলনের—উদার লোক, কখনও দেশ ছাড়িয়া কোথাও যাইত না। এইবার বাঙ্গালী হিন্দুদের ন্যায় ইহাদিগকেও ভূতে ধরিয়াছে। মুসলমান চাকুরী চাকরী করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমান অধঃপতনের এই সোজা রাস্তাটী দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাঁরা চাকুরীও পাইবেন,

---

* Reprinted from The Indian Curreney League—Pamphlet No 2—by Mr. B. F. Madon.

কেননা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে চাকুরী দিতে চাহেন। কিন্তু ভারতের যাহা একটু কৃষি শিল্প বাণিজ্য এখনও তাঁহাদের দ্বারা জীবিত ছিল, তাহাও উপেক্ষিত হইবে। হিন্দু চাকুরে বাবুদের ন্যায় তাঁহারাও ক্রমে বিলাসী বাবু হইয়া স্বাস্থ্য এবং স্বার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তাহা হইলেই দেশবাসীর পরিণাম অতি সুন্দর হইবে। আল্লার মর্জ্জি, যাহা ঘটিবার তাহা তো না ঘটিয়াই থাকিতে পারে না। হিন্দু অপেক্ষা এখনও মুসলমান সুদৃঢ়, পরিশ্রমী, একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। স্বাধীনজীবি, পরিশ্রমী বলিয়া ইহারা অনেক স্থলেই পরমুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু চাকুরী জীবি হইলে ইহারাও ঠিক হিন্দু চাকুরী জীবীর দশা প্রাপ্ত হইবে—একথা ঠিক।

মানুষকে বড় করে কিসে ?

অদৃষ্টে নয়—পরিশ্রমে—"It is not luck but labour that makes a man." অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও না—শ্রমশীল হও—তাহা দ্বারাই তুমি অদৃষ্টকে সাহায্য করিতে পারিবে।

জগতের যত ধনী, যত জ্ঞানী, প্রতিষ্ঠা এবং সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াই বড় হইয়াছেন—তুমি অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া শুধু অদৃষ্টের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাক কেমন করিয়া? এ ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ কর, কঠোর পরিশ্রম করিয়া সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা কর, তুমি নিশ্চয়ই সকলকাম হইবে, তোমার সাধনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। কোন পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন—

No iddle nor thriftless man sure be great. It is amongst those who never lost a moment, that we find the men who have moved and advanced the world by their learnings, by their science or their inventions. Labour of some sort is one of the conditions of existence. The thought has come down to us from pagan times that labour is the price which God has set upon all that is excellent.

পরিশ্রম ব্যতিত কখনও অবস্থার উন্নতি হইতে পারে না, নিতান্ত অলস অকর্ম্মণ্য লোকেই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, এই অদৃষ্টবাদ এত গভীরভাবে বাঙ্গালার বাঙ্গালীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কোন ছেলেকে তাহার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করিবার উপদেশ দিলে সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসে, এত চিন্তা করিতে পারি না—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা হইবেই। আমরা অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালীরা ছেলেদের নিকট এই অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই বালক বালিকাকে অদৃষ্টবাদী করিয়া থাকি, এই জন্য অতি শিশুও অদৃষ্টের দোহাই দিতে শিক্ষা করিয়াছে। মানুষকে বড় করে পরিশ্রমে—অদৃষ্টে নহে।

হাসির দর্পণ।

এসেছিনু বিশ্বমাঝে
শুধু হাসি টুকু লয়ে,
নীরব হিয়ার ভাষা
তারি মাঝে যেত ব'য়ে।
বিমল দর্পণ মত,
সেই হাসিটুকু মাঝে।
হেরিত জগদ্বাসী
কি রত্ন হৃদয়ে রাজে।
অনাবিল সরলতা,
কিবা শান্তি অবিচ্ছেদ।
অজ্ঞান-বিশ্বাসে ভরা,
না মানিত ভেদাভেদ।
সে রত্ন হারায়ে গেছে
হৃদি করি অন্ধকার,
সে হাসি-দর্পণে তাই,
মসিরেখা অনিবার।

পঞ্চানন।

দুখে সুখ।

তুমি—দিয়াছ দুঃখ—শতেক বেদনা
মরমে আমার ভরিয়া ;
আমি—মর্ম্মবেদনে ব্যাকুল পরাণে
রয়েছি হতাশে ডুবিয়া।
তুমি—নহ নির্দ্দয়,—কৃপার কটাক্ষ
তাহাতেই আছে ফুটিয়া—
আমি সান্ত্বনা তরে না ভুলি তোমায়
আছি তব পানে চাহিয়া।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

গ্রাজুয়েটের দুর্দ্দশা।

আচার্য্য পি, সি রায়ের বক্তৃতা

(ফ্রী প্রেস।)

মাদ্রাজ, ২রা ডিসেম্বর

অদ্য স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি বিরাট সভার আয়োজন হয়। ঐ সভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছাত্রগণের সমক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, পৃথিবীতে যত জীব আছে, তন্মধ্যে ভারত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ—উপাধিধারিগণ সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-মোহে মুগ্ধ হইয়া শত শত ভারতীয় যুবক আপনার জীবনকে অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। জীবনের সকল আশা-উন্নতির পথে পরিণামে নিদারুণ ঘা খাইতেছে! মানুষ হিসাবে আপনার ভবিষ্য জীবন ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছে। বড়ই হতভাগ্য এই সব উপাধিধারী ব্যক্তি!

আরও দুঃখের কথা এই যে, আজ কাল স্কুল কলেজ, আইন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হু হু শব্দে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

আজ কাল আবার একটি নূতন ধুয়া উঠিয়াছে। সে ধুয়াটি হইতেছে কার্য্যকরী শিক্ষার ধুয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে কোন স্কুল বা বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী শিক্ষা বলিতে যাহা আমরা বুঝি, সেইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত করা আদৌ সম্ভবপর নহে। বড় হইতে হইলে—জীবনে আত্মোন্নতি করিতে হইলে নিজে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে হইবে। আপনার চেষ্টায় ও উদ্যমে বড় হইতে হইবে পুথিগত শিক্ষালাভে কিছুই হইবে না—কিছু হয়ও না। হেনরী ফোর্ড, মরিস এণ্ডরু, কার্ণেজী, সার আর, এন, মুখার্জ্জি প্রভৃতি যাঁহারা আজ এত বড় হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আপন আপন প্রকৃতিগত চেষ্টা ও উদ্যমের সাহায্যে এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। তথাকথিত কার্য্যকরী শিক্ষা তাঁহাদিগকে বড় করে নাই, বড় হইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা দ্বারা প্রনোদিত হইয়া শিল্প, ব্যবসায় বা বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ কাটিয়া আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেই যথার্থ মানুষ হইবার সুযোগ ঘটিবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, আজ দেশের চিন্তার ধারা মনের প্রচলিত গতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে ও শ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে হইবে। তবেই যুবকগণ যথার্থ দেশের মানুষ হইবে। (বসুঃ)

Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

প্রাগৈতিহাসিক ভারত।

মরুগর্ভে বিশাল নগরী।

কিছুকাল পূর্ব্বে পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টোগোমারি জেলায় হরাপ্পা নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়। সিন্ধু দেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো নামক স্থানেও (মরুগর্ভে) একটি অনুরূপ নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সমস্ত প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের নির্ম্মাণ কাল ২২ শত বর্ষের অধিক নহে। কিন্তু হরাপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে যে নগরটীকে সর্ব্বাপেক্ষা নূতন বলা যায়, সেই নগরের বয়সই হইবে পাঁচ হাজার বৎসর। এ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান পরিচালক 'ইংলিশম্যান পত্রে লিখিয়াছেন—

মহেঞ্জোদারো।

"মহেঞ্জোদারো কয়েকটি স্তুপের সমষ্টি। এই স্তুপরাশির আয়তন এক বর্গমাইল। সর্ব্বোচ্চ স্থানের উচ্চতা সমতল ভুমি হইতে ৪০ ফুট। এই স্তুপের যেখানেই খনন করা হইয়াছে, সেখানেই ভূপৃষ্ঠের কিঞ্চিৎ নিম্নে এক মনোরম নগরীর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই নগর প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে স্তরের পর স্তর খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক একটী নগর ধ্বংস হইয়া গেলে পর তাহার উপর আর একটী করিয়া নগর

নির্ম্মিত হইয়াছে। সকলের উপর যে সমস্ত গৃহ আছে (অর্থাৎ এই প্রাচীন নগরগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক নগরের শেষ নিদর্শন) সেই গৃহগুলি মন্দির ও বসতবাটী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উভয় শ্রেণীর গৃহই ভাটায় পোড়ান অথবা রৌদ্রে শুকান ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত। মন্দির গুলি উচ্চস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত, কক্ষগুলি স্বল্পায়তন এবং পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট—ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মন্দিরগুলি কয়েক তলে বিভক্ত ছিল।

অনেক বসতবাটি খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই সমস্ত বাড়ীতে বাহ্যিক সাজ সজ্জার আড়ম্বর নাই, কিন্তু ইহাদের গঠনপ্রণালী অতি চমৎকার। এই সমস্ত বাড়ীতে আরামের জন্য অতি সুন্দর বন্দোবস্ত আছে—প্রত্যেক বাড়ীতে কূপ, স্নানাগার, ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাঙ্গন, জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির অতি চমৎকার বন্দোবস্ত আছে। এই প্রাচীন কালেও জীবনযাত্রার প্রণালী কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা এই সমস্ত ব্যবস্থা হইতেই বুঝিতে পারা যায় এবং বুঝিয়া অবাক্ হইতে হয়।

হরাপ্পা।

হরাপ্পা স্তূপের অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ অট্টালিকার শীর্ষভাগসকল ইষ্টকলোভী গ্রামবাসী এবং রেলওয়ে ঠিকাদারগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। নিম্নস্তরে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই স্তূপের যে সমস্ত অট্টালিকা এবং প্রাচীন জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্তই মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত জিনিষের অনুরূপ। এইটি বিশাল অট্টালিকা পাওয়া গিয়াছে, যাহার গঠন-প্রণালী ভিন্ন রূপ।

এ সভ্যতার জন্ম কোথায়।

প্রথম প্রথম অনুমান করা হইয়াছিল যে, যে সভ্যতা এইরূপ উচ্চাঙ্গের নগর নির্ম্মাণে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার অঙ্গ। কিন্তু অনুসন্ধান যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রতীয়মান হইতেছে যে সিন্ধুনদ এবং তাহার উপনদী সমূহের তট আশ্রয় করিয়া একটা স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই অদ্ভুত সভ্যতা যাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহারা কোন জাতীয় লোক, তাহা এখনও স্থির নির্ণীত হয় নাই। তবে অনুমান এই যে, আর্য্যগণের এতদ্দেশে আগমনের পূর্ব্বে এদেশে যে সমস্ত অধিবাসী (সম্ভবতঃ দ্রাবিড়) ছিল এবং বেদে যাহাদিগকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, ইহারা সেই জাতি। সিন্ধু দেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তবে এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই।—

সংগ্রাহক
শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার।

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্।

ঢাকেশ্বরী কটনমিল পূর্ব্ববঙ্গের একটী কীর্ত্তি স্বরূপ। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে হয়ত এরূপ কোন অনুষ্ঠানের বিষয় কেহ চিন্তাও করিতে পারেন নাই। আমাদের এই দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভাগ্য পীড়িত দেশে ইহার যে কতখানি উপকারিতা তাহা ব্যক্ত করা কঠিন। এই ব্যাপারে যে কত লোকের অন্নসংস্থান হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা-হউক, যাঁহাদের সদাকাঙ্খা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই জিনিসটী গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা দীর্ঘজীবন ও সুস্থদেহ লাভ করুন এবং তাঁহাদের এই সদনুষ্ঠানটী চিরস্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর উন্নত ও সমৃদ্ধিশালি হউক, ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি। গত ১লা অগ্রহায়ণ বুধবার দিবস প্রাতে শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া উক্ত মিলের বয়্‌লারে অগ্নি প্রদান করা হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে দেবপূজাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ২০০ বিঘা জমির উপরে এই মিলের নানাবিধ কার্য্যের জন্য দালান ও গুদাম গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। কর্ম্মচারী-দের বিশেষতঃ কুলীদের বাসস্থানগুলি প্রশংসাযোগ্য। অন্য কোনও মিল বা কারখানায় কুলীদের বাসস্থানের এরূপ সুবন্দোবস্ত আছে কিনা সন্দেহ। মিল-গৃহগুলি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে সমস্ত গৃহে তুলা ধুনুনী, পাঁজ ও ঐ পাঁজ হইতে সূতা বাহির করা ও পাকান এবং বস্ত্র বয়ন করার বিভিন্ন কলগুলি আছে, তথায় প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন যন্ত্রের অরণ্য মধ্যে পড়িয়াছি। ইউরোপের হোল্যাণ্ড দেশবাসী জনৈক সাহেব ইঞ্জি-নিয়ার ও একজন সুদক্ষ বাঙ্গালীফিটার মিলিয়া সমস্ত কলগুলি অতি সুচারুরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। একটী বড় গুদামঘর বোঝাই কাপড় প্রস্তুত করিবার তুলা মজুত আছে। কুলী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সুচিকিৎসার জন্য একটী ডিস্পেন্সারী ও

একজন ডাক্তার রাখা হইয়াছে। যদিও কয়েকটী ছোট ছোট কল এখনও বসান হয় নাই, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থাদৃষ্টে আশা করা যায় যে, কোন দৈব দুর্ঘটনা না ঘটিলে আগামী জানুয়ারী বা পৌষ মাসের মাঝামাঝি হইতে মিলের বস্ত্রবয়ন-কার্য্য যথারীতি আরম্ভ হইতে পারিবে।

(ঢাকা প্রকাশ)

ভারত ব্রহ্ম রেলপথ।

চট্টগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি রেলবিভাগের প্রধান কমিশনার তথায় গমন করিয়াছিলেন। আসাম বেঙ্গল রেল কমিটীর সদস্যগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন ইণ্ডো-বর্ম্মারেল খুলিবার আলোচনা করিয়াছেন। এই রেলে আরাকানের সহিত চট্টগ্রামের যোগ হইবে।

কয়লা রপ্তানি।

ইংলণ্ডে কয়লার শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘটের ফলে খিদিরপুর ডক্ হইতে নবেম্বর মাসে প্রায় ২১০০০০ টন কয়লা রপ্তানী হইতেছে। ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত এইরূপ ধরণের রপ্তানীই চলিবে!

প্রবঞ্চনাভিযোগে রমণী।

২৪ পরগণা-বজবজের শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ হালদার মহাশয়ের অন্তঃপুর-চারিণীগণকে অদ্ভুতভাবে প্রবঞ্চিত করিয়া বহু সহস্র টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করায় কৃতার্থময়ী দাসী নামে এক প্রৌঢ়া অভিযুক্ত হয়। আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি, সিংহের এজলাসে তাহার বিচার চলিতেছে। অভিযোগে প্রকাশ—মন্মথ বাবুর এক পুত্র এই বৎসরে বি, এ পাশ করিয়াছেন, তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তাদিও চলিতেছে। ঘটনার দিন মন্মথবাবু যখন বাড়ীতে ছিলেন না, কৃতার্থ-ময়ী একখানি গাড়ী করিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হয়, সঙ্গে নানাবিধ মিষ্টান্নাদি ছিল। কৃতার্থময়ী অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে যে, সকলেই নিঃসন্দেহে তাহার প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করিয়া লয়েন। কৃতার্থময়ী বলে, তাহার একমাত্র কন্যা সম্প্রতি বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা জামাতাটি একজন গ্রাজুয়েট হয়। বিষয় সম্পত্তির মধ্যে তাহার নগদ ৪।৫ লক্ষ টাকা ও কলিকাতায় নেবুতলায় একখানী বাড়ী আছে। বিবাহের পর জামাতা উহার মালিক। পরে কৃতার্থময়ী বাবীর ছেলে মেয়েদের টাকা ও সন্দেশ যথেচ্ছাভাবে প্রদান করে। মন্মথ বাবুর বাড়ীর মেয়েরা কৃতার্থময়ীর ব্যবহারে তাহাকে ধনশালিনী বলিয়া মনে করেন এবং তাহার কন্যার সহিত বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর একখানি মোহর দিয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া এবং মন্মথ বাবুকে পরদিবস কন্যা আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গমনোদ্যত হইলে সকলে তাহাকে সে রাত্রির জন্য তথায় থাকিতে অনুরোধ করেন। কৃতার্থময়ী শেষে এই সর্ত্তে সম্মত হয় যে, রাত্রিতে তাহার কালীপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। কৃতার্থময়ী পরে কথায় কথায় বলে যে, সে কালীর বরে পূজার সময় যে সমস্ত ধনরত্নাদি পায়, তাহা দ্বিগুণ ত্রিগুণ করিতে পারে। বাড়ীর মেয়েরা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কৃতার্থময়ীকে হাঁড়ি হাঁড়ি করিয়া প্রদান করে। প্রকাশ, কৃতার্থময়ী পূর্ব্বে কয়েকবার এইরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুলোকে এইরূপ দ্বিগুণ ধন সম্পত্তির লোভে প্রতারিত হইয়াছে শুনিয়াও লোকের চৈতন্য হয় না।

দীর্ঘায়ু।

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুত শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতা বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৬টী পুত্র ৩টী কন্যা এবং ৪০টী পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া গত ১০ই নভেম্বর ১১৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভাগ্যবান পুরুষ।

Agricultural notes.

কৃষি-কথা।

গত সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আমরা যথাসম্ভব সারের উপযোগীতার কথা বলিয়াছিলাম, পাঠকগণের তাহা স্মরণ আছে। আজ এই সার সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

মাটী হইতে পরিশোষনের আবশ্যকীয় উপাদান সকল গাছপালার শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান ফসল

তুলিয়া লইয়া গৌন অর্থাৎ দ্বিতীয় ফসল রোপণ করিলে কাজ হইবে।

পূর্ব্বে যে সকল সারের কথা আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা ছাড়া আর এক প্রকার সার আছে, তাহাকে কাঁচা সার বা green manure বলা হইয়া থাকে। ধঞ্চে, সীম, নীল গাছ, শণ বা পাট গাছের চারা, বীজ বপন করিলে চারা উৎপন্ন হইলে লাঙ্গল দিয়া সেই চারা গুলি ভাঙ্গাইয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া জলসেচন করিলে তাহা পচিয়া উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করে। এই গাছ পচান সারই কাঁচা সার বা green manure নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই সকল কাঁচা সারে নাইট্রোজেন অধিক থাকে, ইহা ফসলের পক্ষে উৎকৃষ্ট উপাদান।

একই জমীতে নানা প্রকার ফসল পর্য্যায় ক্রমে দিলে ফসল তুলিয়া লওয়ার পর তাহাদের মুল এবং গাছের কিয়দংশ ক্ষেত্রেই থাকিয়া যায়। সেই গোড়াগুলোকে লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে পারিলে তাহা দ্বারাও কাঁচা সারের কাজ হইয়া যায়। অনেক সময় কৃষকগণ আখের জমীতে শণ চাষ করিয়া থাকে, শণ কাটার পর সেই জমিতে ইক্ষুর চাষ করিলে তাহা দ্বারা আখের অশেষ হিতসাধন হইয়া থাকে। কারণ ঐ শণ গাছের কাঁচা গোড়াতে নাইট্রোজেন থাকে।

খইল সারও উৎকৃষ্ট সার। ইহাতেও উদ্ভিদের পুষ্টিকর খাদ্য নাইট্রোজেন থাকে রেড়ি, মহুয়া, সরিষার খইল এইগুলি উৎকৃষ্ট সার। আলু এবং ইক্ষু চাষে কৃষকগণ সাধ্যমত প্রচুর পরিমাণে দিয়া থাকে। সরিষার খোল গরুর উৎকৃষ্ট পুষ্টিকারক খাদ্য, সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু খইল যদি জমীতে না দিয়া গরুকে খাওয়ান যায়, তাহা হইলে ঐ খইল খাওয়া গরুর গোবরেও নাইট্রোজেন সেইরূপই শক্তিশালী থাকিয়া যায়—কোন বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। সেইজন্য জমীতে খইল না দিয়া গরুকে খাওয়াইয়া তাহার মূত্র এবং নাদী সংগ্রহ করিয়া সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা জমিতে পড়িলেই কাজ হইয়া থাকে। সুতরাং জমীতে খইল না দিয়া গরুকে খাওয়াইলে চাষের গরুর অবস্থারও উন্নতি হয় এবং তাহাদের নাদীতে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির সহায়তা করে।

হাড়ের গুঁড়া।

হাড়ে প্রচুর পরিমাণে ফস্ফর বিদ্যমান থাকে, ইহাও ফসলের উৎকৃষ্ট খাদ্যোপাদান। অনেকে জানেন না যে, ভারতের ভাগাড়ের হাড় ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমানে ইউরোপের নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া যায়। সেখানে হাড়ের গুঁড়া সাররূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিলাতি গোল আলু, সালগম, গাজোর, মুলা প্রভৃতির জন্য হাড়ের গুঁড়ার ব্যবহার করা যায়। গম, যব, ধান্য প্রভৃতির জন্য নাইট্রোজেন সার যেমন উপকারী হাড়ের গুঁড়া বা ফস্ফর তেমন হিতকর নহে।

সোরা একটী নাইট্রোজেন সার। কিন্তু ইহা মূল্যবান বলিয়া ও কৃষিতে ইহার ব্যবহার ব্যয়সাধ্য বলিয়া ব্যবহার করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। অনেক পুরাতন কূপ, কাঁথ ভাঙ্গা মাটীতে সোরা মিশ্রিত থাকে, পুরাতন দেওয়াল ভাঙ্গা মাটী কৃষকেরা জমিতে সাররূপে ব্যবহার করিয়া উপকার পায়, কিন্তু তাহারা যে কেন তাহা জমিতে দেয়, এবং কিজন্য কিঞ্চিৎ উপকার পায়, তাহার গুঢ় তথ্য জানে না, চলিত প্রথা অনুসারে দিয়া থাকে মাত্র। এই সকল পুরাতন মাটীতে সোরার অংশ বিদ্যমান থাকায় তাহা উৎকৃষ্ট নাইট্রোজেন সার হইয়া থাকে।

গন্ধক, নাইট্রোজেন, ফস্ফর সিলিকস, পটাসি ও কাল্‌সি নামক পদার্থ জমীতে যোগ করিয়া দেওয়ার জন্যই সার দেওয়ার পদ্ধতি। কাল্‌সি, পটাসি, সিলিকা ইহা জমিতে স্বতন্ত্র ভাবে দিবার আবশ্যক হয় না, ইহা স্বভাবতই মাটীর সহিত থাকে। বাকী ফস্ফর, নাইট্রোজেন গন্ধক এইগুলি কোন না কোন প্রকারে মাটীতে থাকে অথবা যোগ করিয়া দিতে হয়। তন্মধ্যে নাইট্রোজেনই ধান্য গম, যব প্রভৃতি শস্যে হিতকর। কিন্তু এই নাইট্রোজেন গোময় ও গোমুত্রে বিদ্যমান থাকে বলিয়া উপরোক্ত ফসল গুলির পক্ষে গোবর ও গোমুত্রের সারই উৎকৃষ্ট সার। সুতরাং চাষের উৎকর্ষতা, সাধনের জন্য এই দুইটী পদার্থকে প্রাণপণে সংগ্রহ করা উচিত এবং সযত্নে পূর্ব্ব কথিত উপায়ে রক্ষা করা উচিত। আমাদের গরীব দেশে বিলাতি মূল্যবান সার ব্যবহারের ক্ষমতা নাই। যে সার আমরা সহজে

এই দেশেই পাইতে পারি, সেদিকে উদাসীন থাকিয়া চাষের ক্ষেত্রে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। গোবর সংগ্রহ করিয়া তাহার ঘুটে জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। গ্রীন বা কাঁচা সারের জন্য ধঞ্চে, শণ, নীল বীজ লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রথানুসারে কচি অবস্থায় ভাঙ্গাইয়া মাটীর সহিত মিশাইলে অতি সহজেই উৎকৃষ্ট সার পাওয়া যায়। এই ভারত রত্নাকর—সমস্তই এই দেশে পাওয়া যায়। কেবল উদ্যোগ এবং চেষ্টার অপেক্ষা মাত্র।

কৃষি সম্বন্ধীয় একটী প্রশ্ন।

শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম সাধু (কাজের লোকের জনৈক গ্রাহক) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আলুর বীজ—কাটিয়া কাটিয়া চোকগুলি বসান ভাল কি গোটা আলুর বীজটী বসান ভাল।

উত্তর।

বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, ইহা সত্য বটে যে আলুর প্রত্যেক চোক হইতে গাছ করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি আলুকে টুকরা টুকরা করিয়া চোক বাহির করিয়া লইলে ফল ভাল হয় না! ইহার ২টী দোষ! প্রথমতঃ গাছ এবং ফল উৎকৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ কাটা আলুর বীজে ছত্রাকী নামক রোগ দ্বারা অতি সহজে আক্রান্ত হইবার বেশী সম্ভাবনা, পরীক্ষা দ্বারা ইহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। আলুর চোকটুকু কাটিয়া লইলে তাহাতে যে টুকু আলুর অংশ লাগিয়া থাকে, তাহা কচি চারার পক্ষে অতি সামান্য খাদ্য। যে শিশু শৈশবে খাইতে পায় না সে শিশু যৌবনে সতেজ এবং বলবান হওয়া কখন সম্ভব হয় না। কিন্তু গোটা আলুর বীজ বসাইলে চারার পোষনোপযোগী উপাদান তাহাতে যথেষ্ট থাকে।

"কাজের লোক" সম্পাদক।

Health and Hygine.

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য কথা।

ঔষধ খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে না সুতরাং ঔষধ খাইতে যাহাতে না হয়, তাহারই দিকে লক্ষ্য থাকা উচিত। জীবের বাঁচিবার যত প্রকার উপাদান আছে, তাহার মধ্যে তিনটী অতি আবশ্যকীয় উপাদান।

সে তিনটী—কি কি?

১। খাদ্য এবং পানীয়

২। বায়ু

৩। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

খাদ্য এবং পানীয় জলের কথা পরে বলিব, আজ বায়ুর কথাই বলি।

বিশুদ্ধ বায়ু জীবন ধারণের অতি আবশ্যকীয় বস্তু। আবদ্ধ গৃহে সারাদিন বসিয়া থাক, তোমার প্রাণ আইঢাই করিবে, মাথা ধরিবে, বুক ধড় ফড় করিবে। যদি তোমার নাক মুখ কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরি, তুমি দম আটকাইয়া মরিয়া যাইবে। বাহিরের বাতাসে যতক্ষণ থাকা যায়, ততক্ষণ আরাম বোধ হয়—সুতরাং বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে জীবন এবং স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে কতক্ষণ?

বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেন নামক গ্যাস প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই গ্যাস চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু ইহা জীবন ধারণের জন্য পরম হিতকর। এই গ্যাস আছে বলিয়াই মানুষ এবং অপরাপর প্রাণী বাঁচিয়া থাকে ও আছে। ভগবান জীবের হিতের জন্য জীবকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বায়ু এবং তাহার সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমরা জলকে যেমন কলুষিত করিয়া নানান সাংঘাতিক রোগে মৃত্যুকে অকালেই আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হই, তেমনি বায়ুকে কলুষিত করিয়াও জীবন বিপন্ন করিয়া থাকি।

সৃষ্টিকর্ত্তার জীবের প্রতি অপার অনুগ্রহ, তাই বিশুদ্ধ জল বিশুদ্ধ বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঁচিবার জন্য এই দুইটী উপভোগ করিতে দিয়াছেন, আমরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইহা উপভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিব এই তাঁহার মঙ্গলেচ্ছা এবং নিয়ম। এই মঙ্গলেচ্ছার বিরুদ্ধে এবং নিয়ম লঙ্ঘনে—দণ্ডও অনিবার্য্য। এ দণ্ডের আপিল আদালত নাই—নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছ তো সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ডিত হইবে। সেই দণ্ড রোগ বা তজ্জনিত মৃত্যু। ইহার মাঝামাঝি অন্য কোন ব্যবস্থা নাই।

পরিতাপ—মানুষ প্রতিনিয়ত দেখিয়াও সতর্ক হইতে পারে না। বাড়ীর নিকট আবর্জ্জনা, রন্ধনশালার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি

বাসগৃহের নিকট মলমূত্র ত্যাগ এই গুলি দ্বারা বায়ু দূষিত হয় ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু উপেক্ষা করিয়া সঙ্কটময় রোগ—এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করিয়া গৃহে আনিয়া থাকি।

একটা গৃহে বহুলোকের সমাবেশ হইলে তাহা কার্ব্বন গ্যাস দ্বারা দূষিত হইয়া উঠে, প্রাণ ছাড় ছাড় করিতে থাকে, ইহা আমরা বহু লোকাকীর্ণ নাট্যশালায়, থিয়েটার ও বায়স্কোপে নিত্যই উপলব্ধি করিতেছি কিন্তু আমোদ আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া যতক্ষণ প্রাণ, ততক্ষণ এই কলুষিত বায়ুতে থাকিয়া কি যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করিয়া থাকি, তাহা বলা সুকঠিন। কিন্তু আমরা এইরূপে নিত্য বলহীন, এবং নানান উৎকট রোগের আকর হইয়া উঠি। কেহ কি বলিতে পারেন, যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি বহু জনাকীর্ণ স্থানের অবরুদ্ধ বায়ুতে থাকিয়া আসিয়া সুস্থ থাকেন? কখনও থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং দীর্ঘজীবি হইয়া জগতের কিছু কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে প্রতিদিন গৃহের আবর্জ্জনা দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যাহাতে গৃহ মধ্যে অবাধে বায়ু চলাচল করিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বাড়ীর মধ্যে মল মূত্র ত্যাগ বন্ধ করিতে হইবে। রন্ধনশালার ধূম যাহাতে শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, সেজন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথাশক্তি প্রতিদিন মুক্ত বায়ুতে নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় নির্দ্দেষ করিয়া রাখিবে। শয়ন গৃহের জানালা সারাদিন উন্মুক্ত করিয়া রাখা উচিত। রাত্রে জানালা বন্ধ করিলেও দূরের জানালা খড়খড়ি উন্মুক্ত থাকা উচিত—থিয়েটার বায়স্কোপের অভ্যাস যত কম করা যায়, ততই মঙ্গল। আমাদের প্রাচীন স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি গুলি উপেক্ষার নহে। প্রতিদিন ধুপ ধুনা দ্বারা গৃহের বায়ুর বিশুদ্ধতাকরণ উত্তম প্রথা। ইহা কুসংস্কার নয়। তরুণের দল প্রাচীন রীতি নীতিকে বিষচক্ষে দেখিতে শিক্ষা করিয়া অকালেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছেন। যদি বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানীয়, বিশুদ্ধ পরিমিত এবং পর্য্যাপ্ত খাদ্য পাওয়া যায়, তবে মানুষকে ডাক্তার এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বশান্ত হইতে হয় না, ইহা সুনিশ্চিত। তাই আমরা বলি, প্রকৃত কর্ম্মী এবং কাজের লোক হইতে হইলে স্বাস্থ্য চাই। এই স্বাস্থ্য দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম সবই পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ বায়ু এই স্বাস্থ্য রক্ষার অতি মূল্যবান উপাদান। গৃহপ্রাঙ্গনে বাসগৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবস্থা করিতে বিস্মৃত হইও না—উপেক্ষা করিও না, যদি বাঁচিতে চাও।

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প শিক্ষা।

—:*:—

SIMPLE KNIFE SHARPENER.

সহজে ক্ষুর এবং ছুরি শান প্রস্তুত প্রণালী।

একখণ্ড কাষ্ঠের তক্তার ১ ফুট লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ইঞ্চি পুরু কাটিয়া লইয়া তাহাকে উত্তমরূপে চাঁচিয়া সমতল করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর উপরোক্ত মাপের ২ টুক্‌রা একটু পুরু চামড়া কাটিয়া লইয়া শিরিস গলাইয়া চামড়া গুলির এক পৃষ্ঠায় মাখাইয়া ঐ কাষ্ঠ খণ্ডের দুই পৃষ্ঠায় ২ খানি বসাইয়া ফেলিবে। শুষ্ক হইলেই ঐ চামড়ার খণ্ড গুলি কাষ্ঠের সহিত আঁটিয়া যাইবে। তাহার পর এমিরিপাউডার, বা ইস্পাতের গুঁড়া, তাহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, কিনিয়া আনিবে। এই এমিরিপাউডার খুব সূক্ষ্ম, এবং মাঝারী দানার পাওয়া যায়। এই কাজে মাঝারী এবং মোটা দানার আবশ্যক হয়।

এইবার যে কাষ্ঠখণ্ডের ২ পৃষ্ঠায় শিরিস দিয়া চামড়া আঁটিয়াছ, তাহা লইয়া আসিয়া আবার যে যে পৃষ্ঠায় শিরিস লাগান হয় নাই সেই পৃষ্ঠার চামড়ার উপর খুব সমান ভাবে ব্রস্ দ্বারা এ পোচড়া শিরিস লাগাইয়া শিরিস একটু গরম থাকিতে থাকিতে পূর্ব্ব কথিত এমিরি বা ইস্পাতের চূর্ণ গুলি সমানভাবে ছড়াইয়া দিয়া কাঠ খানা মাটিতে একটু ঠুকিয়া দিলে যে সকল গুঁড়া শিরিসে লাগে নাই, তাহা ঝাড়িয়া পড়িয়া যাইবে। তাহার পর কাষ্ঠ খানাকে রৌদ্রে একটু রাখিলেই শুকাইয়া যাইবে। উপরে যে দুই প্রকার চূর্ণের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যম প্রকারেরটা ১ পিঠে ও মোটাটা অন্য পিঠে লাগাইতে হইবে।

যখন ছুরি শানান যায়, তখন মোটা দিকটায় প্রথম সান দিয়া তাহার পর যে ধারে সূক্ষ্ম দানা দেওয়া আছে, তাহাতে সান দিলে ধার খুব ভাল হয় এবং ছুরি

বেশ পালিস হয়। এমিরি পাউডারের বদলে কেহ কেহ এক পৃষ্ঠায় সূক্ষ্ম ইষ্টক চূর্ণও একদিকে দিয়া থাকে। ইহাতেও পালিস হয়। এই সান বিদেশ হইতেও আমদানী হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের দেশে এটা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

HOW TO MAKE A GOOD PAIN-KILLER.

কেমন করিয়া উৎকৃষ্ট বেদনা নাশক মালিশ প্রস্তুত করা যায়।

Spirit of Camphor	2 oz.
Tinct. Capsicum	1 oz.
Tinct Guaiac	½ oz.
Tinct Myrrh	½ oz
Alcohol	4 oz.

এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিলেই প্রস্তুত হইবে।

—সায়েন্টিফিক আমেরিকা।

উৎকৃষ্ট টুথ পাউডার।

প্রিপেয়ার্ড চক	৪ আঃ
কটল্ ফিস্‌বোন	৩ আঃ
অরিশ রুট	২ আঃ
ড্রাগুনস ব্লড (খুনখারাপি)	১ আঃ
অয়েল অব রোজ	½ ড্রাম

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট গোলাপী টুথ পাউডার প্রস্তুত হইবে।

সাজি।

প্রত্যেক গর্দ্দভ তাহার নিজের ডাক শুনিতে ভালবাসে, অপরে সে ডাককে কেমন ভালবাসে, তাহা যদি সে বুঝিত, তাহা হইলে আর চিৎকার করিত না। মানুষের মধ্যেও এমন গাধা আছে, সে আপনার কথাই বড় জ্ঞান করে, লোকমতের ধার ধারে না।

জগতের অনেকেই গরীবকে নির্ব্বোধ মধ্যেই গণ্য করিয়া থাকে। গরীবের অবস্থায় উন্নতি হইলে আবার সে বুদ্ধিমানও হইয়া দাঁড়ায়। গরীব বিদ্বান হইলে সে নগণ্য মূর্খ মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং গরীব যাহাতে না হও—প্রাণপনে চেষ্টা করিবে।

গরীব আর একজিদেল লোকেই উকীল আমলা দিগকে বড়লোক করিয়া তোলে। "Fools and obstinate men make lawyers rich" এ দেশে এই রকমের লোক বেশী। আধ হাত জায়গার জন্য মোকদ্দমা করিয়া পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায় এমন লোক ১০০ জনের ভিতর ৯০ জন। শুধু জেদের জন্য মাত্র।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী সাহসীকেই অনুগ্রহ করে থাকেন, এমন দৃষ্টান্ত ঢের দেখেছি, সাহস করে কর্ম্মক্ষেত্রে না নাম্‌লে সৌভাগ্য কোথায় পাবে ?

ক্ষমাশীল হওয়া ভাল। অত্যাচারের প্রতিহিংসা লওয়াতে যেরূপ ব্যয়, সহ্য করায় তার চেয়ে ঢের কম। পাশ্চাত্য কোন পণ্ডিত বলেছেন যে "It cost more to revenge injuries than bear them" সহ্য করার অনেক গুণ।

"The greatest talkers are least doers" যারা বেশী কথা বলে, তারাই কাজ অতি অল্প করে থাকে। আমাদের দেশে বাক্যবাগীসের দল বেশী, কর্ম্মী নাই বল্‌লেও চলে। একথা সকলেই বোঝে কিন্তু কেউ প্রতিকার কর্ত্তেও চায় না। অভ্যাসের সংশোধন করা একটা অসাধ্য কাজ। কিন্তু কথা ছেড়ে কাজ কল্লেই দেশের ভাল হবে এটা খুব সুনিশ্চিত।

EDUCATIONAL.

শিক্ষা-বিষয়ক

কৃষি বিদ্যালয়।

চুচুড়ার কৃষি বিদ্যালয়ের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বর্ত্তমান সমিতি কর্ত্তৃক প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের অট্টালিকা ও পার্শ্বস্থ ভূমি পরিগৃহীত হইয়াছে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে অধ্যাপনা চলিতেছে। যদিও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত ২২টি ছাত্র এ বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তথাপি সে সময় মাত্র ১০ জন ছাত্র ছিল, অধিকন্তু একটি নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। তথায় কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চারিদিকের কৃষকপুত্রগণকে সাহিত্য

স্বাস্থ্য এবং কৃষিশিক্ষার প্রাথমিক নিয়মাবলী শিক্ষাদান করে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ২৬৫টী বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষক দিগের মধ্যে আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে শিক্ষিত লোকও অনেক আছেন, আয়ব্যয়ের তালিকায় দেখা যায়, সাধারণ লোকের চাঁদা ৬৫৯৭ টাকা লইয়া মোট ৮৬১৫ টাকা আরও সর্ব্বপ্রকারে ৭৬৯৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে সুতরাং ৯৩৬ টাকা অবশিষ্ট আছে। আলোচিত বর্ষের উন্নতি অল্প হইলেও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সমিতি আশা করেন, শীঘ্রই সকল বিষয়ে আরও উন্নতি হইবে এবং কৃষিশিক্ষা যে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা, তাহা সকলের নিকট প্রমাণ করা যাইবে।

হিন্দু মুসলমানের শিক্ষার তুলনা।

(১৯২৪।২৫ সনের বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট অবলম্বনে লিখিত)

কোন শ্রেণীর বিদ্যালয়।	মোট সংখ্যা	হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা
কলেজ—			
আর্ট কলেজ	২৪১২০	২০৫১০	৩১৩২
ল কলেজ	৩৬৩৪	২০৭৬	৫২৬
মেডিকেল কলেজ	১৬৮২	২৪৮৬	১৪০
ইঞ্জিনিয়ারিং কঃ	৩২১	২২৮	২৯
টিচিং কলেজ	১৪০	৮৫	২৪
কমার্শ কলেজ	৬২৪	৫৯৩	৩০
পশু চিকিৎসা কঃ	১০২	৭৩	৪৫
মোট	৩০৬৫৩	২৬০৯১	৩৯২০
স্কুল (বালকদের স্কুল)			
হাই স্কুল	১০০১০১	৮৩৭৯৬	১৪৬০৪
মিডল স্কুল	৮৪৮১৯	৬৮১৯৫	১৪৬৭৩
প্রাইমেরি স্কুল	১৪৭৮০০৪	৭২৪৪২০	৭২৬৯২২
(বালিকাদের স্কুল)			
হাই স্কুল	১৪১৩	৭১০	১৩
মিড্‌ল স্কুল	২১২৩	৯৮৯	৩৫
প্রাইমেরি স্কুল	৩৬৬৪০	১২৯৯৪	১৬৭০৪৫
মোট	১৯৮২৯৪৪	৯৬৮০৬৩	৯৩৩৪৯২

কলেজের শিক্ষায় মোট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮৫.২ জন হিন্দু এবং ১২.৪ মুসলমান শিক্ষার্থী। স্কুলের ছাত্রছাত্রী দের মোট সংখ্যার ভিতরে শতকরা ৫০.৮ হিন্দু এবং ৪৭ জন মুসলমান শিক্ষার্থী। হাই স্কুলের বালক শিক্ষার্থীদের শতকরা হার এইরূপ, হিন্দু ৮৩.৭ ও মুসলমান ১৪.৫; মিডল স্কুলের শতকরা হার যথাক্রমে হিন্দু ৮০.৪ মুসলমান ১৭.৩; প্রাইমেরি স্কুলের শতকরা হার, হিন্দু ৪৯ ও মুসলমান ৪৯.২। বালিকা হাই স্কুলের ছাত্রীদের শতকরা সংখ্যার হার হিন্দু ৫০.২, মুসলমান ১; বালিকা মিডল স্কুলে এই হার—যথাক্রমে ৪৬.৫ ও ১.৬ আর বালিকা প্রাইমারি স্কুলে শতকরা হার ৪০.৯ ও ৫৬। দেখা যাইতেছে, প্রাইমারি শিক্ষার স্তরে মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীর সংখা হিন্দু অপেক্ষা অধিক, কিন্তু তদূর্দ্ধ শিক্ষার স্তরে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃই কম।

শিক্ষা সমাচার।

(পরপৃষ্ঠা দেখুন)

মুষ্টিযোগ।

কয়েক দিন আগে একটী ছেলেকে খেলিবার সময় কয়েকটা বোল্‌তায় শরীরের নানা স্থানে হুল ফুটাইয়া দেয়, বালক যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে থাকে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে কয়েকটা লঙ্কা পাতা হাতের তালুতে মর্দ্দন করিয়া তাহার রস্ ঐ সকল স্থানে লাগাইয়া দেওয়া হয়। বালকের যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইয়াছিল, বালকপুনরায় খেলাইতে পারিয়াছিল।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী,—সৎসঙ্গ, পাবনা।

কাজের লোক আফিস।

২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক ২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর মন্দির।

কলিকাতা, কলিকাতা, উইলিয়মস্ লেন, ৪ নং দাস প্রেসে শ্রী সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২ নং রামেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

কৃষি শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক।

(Registered No C. 42)

নগদ মূল্য ।/০

THE BUSINESSMAN.

বার্ষিক মূল্য সডাক
২॥০ টাকা

হাজার লোক

Edited by S. P. Chatterjee.

Office—2, Rajendra Dutt Lane, Bowbazar Calcutta.

২০শ বর্ষ, | New Series | নূতন সংস্করণ। | Vol. 20
১২শ সংখ্যা। | December, 1926. | ডিসেম্বর, ১৯২৬। | No 12,

বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা। Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. CHATTERJEE.

২০শ বর্ষ। New Series. নব পর্য্যায়। Vol. XX.

১২ সংখ্যা। December. ডিসেম্বর। NO. 12.

ভগবানের ইচ্ছায় "কাজের লোকের" বিংশতি বর্ষ এই সংখ্যার সহিত পূর্ণ হইল। গ্রাহকগণের পৃষ্টপোষকতায়, বিজ্ঞাপন দাতা গণের অনুগ্রহে "কাজের লোক" কুড়ি বৎসর জীবিত থাকিতে পারিয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আমাদের সমসাময়িক বহু এইরূপ পত্র কালের অনন্ত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, "কাজের লোক" আজও আছে। এই বিংশতি বর্ষের "কাজের লোকে" আমরা শিল্প, বানিজ্য, কৃষি, চিকিৎসা, অসংখ্য শিল্প প্রস্তুত প্রণালী, অসংখ্য বেকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, যাঁহারা আমাদের নিয়মিত পাঠক এবং গ্রাহক, তাঁহারা অবশ্য ইহা অবগত আছেন। তবে দুর্ভাগ্য আমার দেশের—এখনও শিল্প বা ব্যবসায় বানিজ্যের দিকে এ দেশের মতিগতি বা অনুরাগ দেখা যায় না তথাপি কতকগুলি স্বাধীন জীবিকান্বেষী এই বিশ বৎসর "কাজের লোকের" পৃষ্ট পোষক রূপে দাঁড়াইয়া আছেন। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুণ। এ দেশের পাঠকগণ আত্মোন্নতির জন্য কঠোর চেষ্টা অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করিতে অনভ্যস্ত। অন্য দেশে এইরূপ কাগজের আদর আছে, এমন কি আমাদের দেশেরও যাঁহারা উন্নতি মার্গে উড্ডীন হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও এইরূপ কাগজের এবং পুস্তকের সাহায্যেই বড় হইতে পারিয়াছেন ইহা তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন বিষয় শিক্ষা না করিলে শেখা যায় না, ইহা তরুণের দল স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস অটল, যে যখন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিক্রি পাইয়াছি, তখন আমাদের অজানা কিছু থাকিতেই পারে না।

যাহা হউক, আবার আমরা সকলের শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া যথাপূর্ব্ব কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, আমাদের সংকল্প সিদ্ধ হইবে। আমাদের শেষ প্রার্থনা, আমরা প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে অন্ততঃ নূতন ২টী গ্রাহক চাই। যাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত থাকিতে চাহেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া জানুয়ারী মাসেই কাজের লোকের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠানই সুবিধাজনক এবং তাহাতে ব্যয়ও কম পড়ে। আজ

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

কাল ডিপি করিলেই অনর্থক ।৹ আনা পয়সা অধিক ব্যয় হয়, আর আমাদের তো কষ্টের সীমা থাকে না।

একান্ত বশম্বদ
কার্য্যাধ্যক্ষ—"কাজের লোক।"

কাজ।

কাজ করিতে হইবে, কথায় কিছু হইবে না। নেতাদের বক্তৃতা উপদেশ শুনিয়া দুঃখ ঘুচিবে না, নিজে কাজ না করিলে দুঃখের অন্ত থাকিবে না। অলস অকর্ম্মন্য হইয়া শুদ্ধ বিলাসিতা এবং অসার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়া যে জীবন অতিবাহিত করিতেছ, কেমন করিয়া মনে করিতে পার যে জীবন এইরূপেই অকর্ম্মন্য অবস্থায় সুখে কাটিয়া যাইবে।

তাহা হইবার নয়—কাহারও তাহা হয় নাই। পরিশ্রমী হও—পুষ্প শয্যায় শুইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিও না। বারুটন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত—তিনি বলিয়াছেন যে, "Idleness is the bane of body and mind, the nurse of naughtiness,... one of the seven sins, the devil's cushion, his pillow and chief reposal."

আলস্য সমস্ত অনর্থের জননী, যাবতীয় অন্যায় কার্য্যের—যাবতীয় পাপ কার্য্যের, যাবতীয় পাপের সৃষ্টিকর্ত্রী ইত্যাদি।

আমরা এই আলস্যের জন্য কত সর্ব্বনাশ করিয়া থাকি—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিবার নয়—কাজ—কেবল কাজ—বড় হইতে চাহিলে আত্মোন্নতি করিবার বাসনা থাকিলে এই কাজ না করিলে উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

কর্ম্মহীন জীবন একটা ভার,—কষ্টসাধ্য ভার, কেমন করিয়া সারাজীবন বহন করিয়া বেড়াইবে? পরিশ্রম দ্বারা দেহের সুস্থতা জন্মে—মনের প্রসন্নতা পাওয়া যায়। সারা দিন তুমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাক দেখি, দেখিবে দিন যায় না—জীবন মন দেহ যেন জড়তায় পূর্ণ হইয়া উঠে, মনে হইবে কি করি—কাজ খুজিয়া পাই না—কাজ না করিলে মানবের শান্তি নাই, সুখ নাই, সুতরাং কাজ করিতেই হইবে।

"Sloth never made its mark in the world and never will" পণ্ডিত প্রবর সামুয়েল স্মাইল তাঁহার বিখ্যাত "Character" নামক পুস্তকে এই কথাগুলি বলিয়াছেন—অলস লোকে কখন জগতে কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না—কখন পারিবেও না। আমাদের যাহারা আশা ভরসা—তরুণের দল—ইহারা কি অলস ভাবেই জীবন কাটাইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রায় শতকরা ৯০ জন বালক একটা কিছুতে ঠেস না দিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারে না। আমি জানি, বহু বালক বেলা ৭টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে পারে না! সেই আলস্য কাটাইবার জন্য চা পান—আরও নানান অসার কাজে আরও ২ ঘণ্টা গল্প গুজবে কাটাইয়া তাহার পর স্নানাদি করিয়া কেশের পারিপাট্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া তবে কতকটা সুস্থির হইতে পারে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রগণ অবশ্য কয়েক ঘণ্টা স্কুল কলেজে যাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা বেকার, নিষ্কর্ম্মা তাঁহারা আহারের পর ২।৩ ঘণ্টা নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিয়া হয় থিয়েটার বায়স্কোপ, না হয় ক্লাবে ১১টা পর্য্যন্ত কাটাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। এই তো বাঙ্গলার বাঙ্গালীর তরুণ দল—যাহার উপর আমরা কত আশাই করিয়া আকাশকুসুম রচনা করি, তাহাদের কার্য্যধারা! যে সময় আমরা এইরূপে আলস্যে মূল্যবান মানব জীবনের সময় অতিবাহিত করিয়া থাকি, সেই সময় হিন্দুস্থানী কর্ম্মীর দল, যাহাদিগকে আমরা মেড়ুয়ার দল বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করি, তাহারা বাঙ্গলার অন্ন লুটিয়া লইয়া যায়, আর আমরা দুবেলা সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পাই না।

এইরূপে কর্ম্মজীবন ব্যর্থ হইয়া যায়—জাতির দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। এইরূপে আমরা নেশন গড়িতে চাই—কত কথাই বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকি।

হে তরুণের দল! আর কতকাল বৃদ্ধ পিতা পিতামহের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ শোষণ করিয়া এইরূপে জীবন অতিবাহিত করিবে? একবার চিন্তা করিয়া দেখিবারও তোমাদের অবকাশ নাই? মনিষী সেন্টপল বলিয়াছিলেন "He that will not work, neither he shall, eat" যে কাজ করিবে না, সে খাইতেও পাইবে না। এই শ্রেণীর

লোক যাহারা, তাহারা পরান্নভোজী দস্যু তস্করের ন্যায় অপরের উপার্জিত আহার্য্য লুণ্ঠন করিয়াই খাইয়া থাকে বলা যায়। নিষ্কর্ম্মার জীবন অতি ঘৃণিত জীবন, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধুর কর্ম্মধারা বর্ত্তমান যুগের কে না জানে? কর্ম্মই মানব জীবনকে বড় করিয়া থাকে, যে জাতির মধ্যে কর্ম্মপটু, বলিষ্ঠ লোকের আধিক্য, সেই জাতির তত উন্নতি।

আমাদের এমনি শিক্ষা এবং এমনি দুর্ভাগ্য যে আমরা শ্রমিকদিগকে ঘৃণা করিতে কুণ্ঠিত হই না।

কিন্তু সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি শ্রমিকদিগকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তিনি একবার কোন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখিতে যাইয়া যন্ত্রের আবিষ্কারককে বিদায় লইবার সময় মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। একদা তিনি সেণ্টহেলেনা দ্বীপে মিসেস ব্যালকম্বির সহিত বেড়াইতে ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন ভৃত্য একটা ভারি জিনিষ বহন করিয়া আনিতেছিল, সম্রাটের সম্মুখীন হইলে মিসেস্ ব্যালকম্বি কর্কশ স্বরে রাস্তা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্রাট্ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন "Respect the burden Madam" ম্যাডাম আপনি ঐ ভারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। যাহারা পরিশ্রম করিয়া আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে, তাহারা কি ঘৃণার পাত্র হওয়া উচিত?

পরিশ্রমকে ঘৃণা করিও না। কাজ না করিলে দেশের, দশের, নিজের কোন হিতসাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজের অভাব কি? নিজের দেশের—দশের—কত কাজ সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, কেমন করিয়া তোমার কর্ত্তব্যকে তুমি উপেক্ষা করিতে পার? তাই বলি, কাজ কর—কাজের লোক হও—তোমার সংসার, তোমার দেশ তোমার আত্মীয় স্বজন তাহা হইলেই ধন্য হইবে। একবার সমস্ত বর্ষ মধ্যে কি উল্লেখযোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ, ইহার যদি হিসাব করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, কি অন্যায়রূপে তোমার অমূল্য সময় কেবল অসার ভোগ বিলাসে অতিবাহিত করিয়াছ।

শ্রম ভারজনক বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা একটা সম্মানজনক কাজ। পরের গলগণ্ড হইয়া অন্নধ্বংশ করা তাহা পিতারই হউক, আর ভ্রাতারই হউক—একটা অতি বড় পাপ। কিন্তু পরিতাপ—বাঙ্গালীর ছেলে শিক্ষার বড়াই করিলেও এইটুকু বুঝিবার মত তাহার শিক্ষা হয় নাই। যাহার শিক্ষা দ্বারা আত্ম সম্মানবোধ উদ্বুদ্ধ না হয়, সে শিক্ষার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া কোন সভ্য জাতিই স্বীকার করে না। কাজ কর, হুজুগে মাতিও না। রত্নভূমি ভারতের কোথায় কি জন্মে, তাহার কোন তথ্য লইবার জন্য কেহ প্রয়াসী নয়। বেকার সমস্যা বলিয়া যে এত গোলযোগ এবং আক্ষেপোক্তি, আজ কাল শিক্ষিতগণের মধ্যে শোনা যাইতেছে, ইহা কেবল চাকুরীর জন্য করুণ ক্রন্দন মাত্র। চাকরীর অনায়াসলব্ধ কিঞ্চিৎ অর্থ মাসিক পাইলেই আর কোন গোলোযোগই শুনা যায় না। স্বাধীন জীবিকার জন্য যতটুকু অধ্যবসায় এবং চেষ্টার আবশ্যক, তাহা এ দেশের তরুণগণের ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জনেরও নাই। যিনি দুইচক্ষু মিলিয়া চাহিবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন। দেশকে এবং নিজেকে বড় করিতে হইলে যে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের আবশ্যক হয়, তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে কেহ বড় সচেষ্ট নয়। কিন্তু এই জগতের যাহারা সভ্য বলিয়া, ধনী মানী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন, সেই পাশ্চাত্য এবং আমেরিকানগণের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ কঠোর সাধনায় অভীষ্ঠ সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে, তাহা যে আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ না জানেন, এমন নহে। তাই বলি, বিলাসে ডুবিয়া আত্ম-সম্মান নষ্ট করিও না। দেশ তোমার নিকট কিছু চায়, তাহা কাজ-কর্ম্ম ব্যতীত কোন কিছুই হইতে পারে না। কর্ম্মের অভাবে মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি জন্মে, সে না পারে এমন পাপ কাজ জগতে কম। যে পরীশ্রমী তাহার আবার অন্নের অর্থের সম্মানের অভাব কি? এই জগতের যত বড় লোক, সম্মানী লোক, তাহারা পরিশ্রম করিয়া শুদ্ধ কাজ করিয়া জগতে কীর্ত্তিবান হইয়াছেন। এমন স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যতদিন জগত থাকিবে, তাহাদের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। এমন জীবন গঠন করিবার অভিলাষ জাগিয়া উঠে না তবে শিক্ষার অভিমান কেন?

Homœopathic Notes.

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তথ্য।

রোগিণীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, জ্বর সর্দ্দি ও কাশি। প্রতি বৎসর শীতের সময় তাঁহার কাশি। দাস্ত হয় নাই। গাত্র বেদনা। মাথা ধরা। বুকের ডানদিকে ব্যথা। প্রথমে ব্রাইওনিয়া ৩০ দেওয়া হইলে বিশেষ কিছু উপকার হইল না। রোগিণী রাত্রে শুইয়া থাকিতে পারে না। বিকাল হইতে কাশি বাড়িতে থাকে। পরে দেখা গেল, দুই দিকের sub-maxillary glands ফুলিয়া আছে। আহারে অরুচি ও প্রস্রাব লালবর্ণ। লাইকোপোডিয়ম্ ২০০ একমাত্রা দেওয়া হইল, জ্বর ও কাশি কমিয়া গেল।

শিশুর বয়স ৭।৮ মাস। ৪ মাস যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছে। এলোপ্যাথিক হোমিও-প্যাথিক কবিরাজি সকল রকম চিকিৎসায় বিফল মনোরথ হইয়া আমাদের নিকট আইসে। বেলা ১১।১২ টার সময় জ্বর আসে, বিকালে জ্বর কমিয়া যায়। আবার ৮টার সময় জ্বর হয়, ভোর ৫টার সময় কমিয়া যায়। একটু জ্বর সর্ব্বদাই থাকে অর্থাৎ ৯৯ ডিগ্রির কম কখন হয় নাই। দাস্ত ২।৩ দিন অন্তর হয় ও অত্যন্ত কঠিন হয়। সময়ে সময়ে গায়ে কণ্ডু উঠে। আবার ৪।৫ দিন থাকিয়া কমিয়া যায়। মাথার চুলের ভিতর কণ্ডু দেখা দিল।

প্রথমে সাল্‌ফার ২০০ দেওয়া হইল, কোন উপকার বুঝিতে পারা গেল না। এক পক্ষ পরে গ্রাফাইটিস্ ২০০ দেওয়া হইল। জ্বর আসিল না, কণ্ডু মিলাইয়া গেল। প্রতিদিন দাস্ত হইতে লাগিল। পরে শুনা গেল, শিশু না দাঁড়াইলে মল ত্যাগ করিতে পারে না। মলত্যাগ কালে অত্যন্ত বেগ দিতে হয় ও কষ্ট হয়। কষ্টিকম ১০০০ এক মাত্রা। এখন শিশু বেশ ভাল আছে ও সরলভাবে মল-ত্যাগ করিতেছে, জ্বর বন্ধ হইল। বেশ খেলা করে। চেহারা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ডাঃ কার্ত্তিক চন্দ্র দাস।

মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

Medicinal Herb.

A few days ago, one boy while playing, was stung by a number of wasps in different parts of his body and cried out bitterly. Immediately "a few leaves of Chilly were pressed on the palm and the juice thereof applied to the spots, with the effect that the burning sensation instantaneously disappeared and the boy resumed his game as before.

A tried remedy for Itches, Eczema, Boils, Ulcers and all sorts of blood impurities.

Preparation :—One Poa ($\frac{1}{4}$ of a seer) by weight of Neembark (Azadirachta-Indica) together with one seer of pure water to be boiled in an earthen pot and evaporated till only $\frac{1}{4}$ of a poa (one chhatak) remains. After filtering the decoction a red hot iron rod should be dipped in it.

Direction :—To be taken once a day in the early morning in empty stomach.

Dose :—From $\frac{1}{2}$ to 1 Chhatak according to age.

This will astonishingly remove the above complains together with blood impurities if used for at least a week.

Annapurna Devi,
Satsang, Pabna.

গো-চিকিৎসা।

গরুর রক্তদাস্ত হইলে নাটার ডগা, গুলঞ্চ রক্ত কম্বলের গোড়া, নিমের ছাল এক তোলা করিয়া লইয়া বাটিয়া কলাপাতায় মুড়িয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়।

চিড়ের কুড়ো অথবা চালের কুড়োর সঙ্গে রক্ত কম্বল পোড়া অথবা কুড়চি সিদ্ধ জল পান করাইলে রক্তদাস্ত এবং রক্তমূত্রেরও উপকার হয়।

বাছুরের রক্ত ভেদ রোগ হইলে গরম ভাতে অল্প পরিমাণে ঘুঁটের ছাই মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার হইবে। কঠিন পদার্থ খাইতে দিবেন না।

গবাদি পশুর রক্তমূত্র হইলে পরিষ্কার মাড়ের সঙ্গে দেড় ছটাক গুড় ও এক ছটাক আন্দাজ দেশী মদ মিশাইয়া খাইতে দিতে হয়। শক্ত খাদ্য খাইতে দিবেন না।

গরুর দুগ্ধ রক্তবর্ণ হইলে অল্প পরিমাণে রেড়ী অথবা তিসির তেলের সহিত হাঁসের বা মুরগীর ডিমের সাদা অংশ ৫।৭ দিন খাইতে দিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

গো-বসন্তের মহৌষধ।

এই ঔষধ বসন্ত হইলে সেবন করাইতে হইবে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে শিমুলের বিচিচূর্ণ করিয়া কাজলা গুড়ের সহিত কলার পাতে করিয়া গরুকে খাওয়াইলে, শতকরা ৯৯টী গরু আরোগ্য হইবে। পূর্ণবয়স্ক গরুর জন্য—প্রথম দিন প্রাতে ২৫টী, মধ্যাহ্নে ২০টী, সায়াহ্নে ১৫টী। দ্বিতীয় দিন প্রাতে ২০টী, মধ্যাহ্নে ১৪টী, সায়াহ্নে ১০টী। তৃতীয় দিন প্রাতেঃ ১৫টী, মধ্যাহ্নে ১০টী। অল্পবয়স্ক গরুর জন্য মাত্রা কমাইতে হইবে। গো-বসন্তের প্রতিশেধ—ওকড়া মূল কাল মুরগীর ডিমের সহিত গরুকে খাওয়াইলে গরুর এক বৎসর বসন্ত হয় না।

মেঃ হিঃ

Agricultural Notes.
কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

—:০:—

শস্যের পীড়া।

মানুষের পীড়ার ন্যায় ফসলেরও পীড়া হয়—তাহাতে শস্য তো নষ্ট হয়ই—এমন কি তাহা দ্বারা মনুষ্য এবং গবাদি পশুও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমরা গত বারে বলিয়াছিলাম যে, আলুর বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপন করিলে ছত্রাকী নামক পীড়া দ্বারা সহজে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই ছত্রাকী পীড়া কি, তাহা আজ এখানে বুঝাইয়া দেওয়া একটা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। ছত্রাকি রোগ কতকগুলি উদ্ভিদের বিশেষ ক্ষতিকারক, সকল ফসলের এই পীড়া হয় না।

পাঠকগণের অনেকে দেখিয়াছেন, আম পাকা কাঁটাল, আমের আচার, আলু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের উপর সাদা তুলার ন্যায় একটা পদার্থ পড়িয়া থাকে আমরা চলিত কথায় যাহাকে "ভাপন্ত" পড়া বলিয়া থাকি. সেই সাদা সাদা তুলার ন্যায় পদার্থটা রোগ বীজাণু, অনুবীক্ষণ সাহায্যে সুস্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে ঐরূপ সাদা সাদা তুলার মতন জিনিস যখনই আলু, পটল, আম, কলা আনারস, বিচালী এমন কি সময় সময় খাদ্যেও দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে সেই সকল শস্য বা ফল বিকৃত হইয়াছে। ফল বিকৃত হইয়াই যে ইহা জন্মিয়াছে, তাহা নহে, বিকৃত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত রোগ জীবাণু শস্য মধ্যে বহু পূর্ব্বে সংক্রামিত হইয়াছে, তাহার পর পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া শস্য বা ফসলকে নষ্ট করিয়াছে। ইহারই নাম "ছত্রাকী" পীড়া অর্থাৎ ছাতা পড়া—সাধারণতঃ বাঙ্গালা দেশে ইহাকে ভাপন্ত পড়া বলে, ইহা রোগ বীজাণু হইতে উৎপন্ন, অনুবীক্ষণ সাহায্যে ঐ বীজাণু পরীক্ষা করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ডিম্বের ন্যায় পদার্থ দেখা যায়, সেই ডিম্বকোষ গুলি হইতে সূক্ষ্ম রেণুর ন্যায় পদার্থ বহির্গত হয়। তাহা আবার বায়ুভরে উড়িয়া অন্য শস্য ক্ষেত্রে যাইয়া তথাকার শস্যকেও সংক্রামিত করিয়া থাকে। যে সকল গরু ঐ সকল ফসল খায়, তাহার নাদীর সহিত, বিচালীর সহিত সাররূপে ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। তাহাতে হয় কি? সেই সেই ক্ষেত্রজাত আলু, ইক্ষু কলাই ধান্য এবং ফল ফুলারী অধিক দিন স্থায়ী হইতে পায় না, সহজেই ছত্রাকী রোগ অর্থাৎ ছাতা পড়া রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রতিকারের উপায়।

প্রতিকারের উপায় এক কথায় বুঝান যায় না। অথচ "কাজের লোকের" এই সংখ্যায় স্থান অতি সংকীর্ণ। যথা সম্ভব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিয়া নিরস্ত হইতেই এবার বাধ্য।

ছত্রাকী রোগ বিশিষ্ট শস্য এবং বিচালী গরুকে খাওয়াইলে তাহার নাদির সহিত এই বীজাণু জমীতে সংক্রামিত হয় সুতরাং সেরূপ শস্য না খাওয়াইলে ছত্রাকী হইতে শস্য রক্ষা পাইতে পারে।

ছত্রকী রোগ প্রায়ই গাছের গোড়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে এরূপ রোগ-গ্রস্ত শস্যের গোড়া পোড়াইয়া দিলে জীবাণু ধ্বংশ হইয়া যায়। জমির ভূমির উপরে কিম্বা নিম্নে ইহারা আশ্রয় লইয়া ৩/৪ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, এই সকল জীবাণুর রেণু সকল শস্যে কার্য্যকরী হয় না, শস্য বিশেষকে আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং সে জমিতে যদি অন্য শস্য রোপণ করা যায়, তাহা হইলে ছত্রাকী পীড়া হইতে দেখা যায় না। এইজন্য শস্য পরিবর্ত্তন করা আবশ্যকীয় কথা বটে। এই ছত্রাকী পীড়ার কথা আমাদের দেশের কৃষকগণের অনেকে জানে না কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকেরা

জমীর তেজ বাড়িবে বলিয়া শস্য কাটিয়া হইয়া জমীতে কাটা শস্যের গোড়ায় আগুন লাগাইয়া দেয়, ইহা দ্বারাও অনেক সময় এই জীবাণু কৃষকের অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়। সুতরাং এ প্রথা ভাল।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

চাট্‌নী।

চাট্‌নী প্রস্তুতের উপাদান সকলের মধ্যে আম, তেঁতুল, কিসমিস প্রভৃতি ও সর্ষপ, আদা, রসুন, শুষ্ক লঙ্কা, চিনি বা গুড় এইগুলি আবশ্যক।

চাট্‌নী করিতে হইলে কঠিন দ্রব্য গুলিকে কুটিয়া বা খলে পিশিয়া উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়, তাহার পর চিনি বা সীরপের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

নিম্নে কয়েকটী উৎকৃষ্ট চাট্‌নী প্রস্তুত প্রণালী আজ পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

কর্ণেল স্কীণার সাহেবের চাট্‌নী।

আমচুর চূর্ণ	১২ আউন্স
রসুন	৪ আউন্স
গুড়	৮ আউন্স
আদা	৮ আউন্স
লবণ	৮ আউন্স
বীচি ছাড়ান কিসমিস	৮ আউন্স
শুষ্ক লঙ্কা	২ আউন্স
ভিনিগার বা সির্কা	২৷৹ বোতল

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়াইয়া কিসমিস ও লঙ্কার সহিত কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া মিশ্রিত করিবে, তাহার পর অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি দিয়া উত্তমরূপে শীলে পিশিয়া লইয়া তাহার পর ভিনিগার দিয়া বোতলে ঘুরিয়া ১৫ দিন রৌদ্রে রাখিতে হইবে। এই চাট্‌নী বহু দিন এমন কি বর্ষকাল সুন্দর থাকিবে।

কাঁচা আমের চাটনী।

৩০টী আমের খোসা এবং কুসি বা আঁটী ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং আম-গুলিকে ফালী ফালী করিয়া কাটিয়া পুনরায় সেই ফালি গুলিকে সুক্ষ্মাকারে কাটিতে হইবে।

তাহার পর ঐ ফালীগুলিকে পুনরায় একবার ধৌত করিয়া লইয়া তাহাদের জল ঝরাইয়া রাখিয়া দাও। তাহার পরে ২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ সের কিস্‌মিসের বোঁটা এবং বীজ ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। ৪ আঃ খোসা ছাড়ান রসুন, অর্দ্ধসের খোসা ছাড়ান আদা, অর্দ্ধসের বা কিছু কম শুষ্ক লঙ্কা কুচি করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বকথিত আম্র কুচি গুলির সহিত বেশ করিয়া নাড়া চাড়া করিয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

তাহার পর ১ বোতল ভিনিগারের সহিত ⁄১ সের পরিমাণ দলো চিনি আর ৮ আউন্স লবণ দিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে। যখন বেশ গাঢ় হইবে, তখন আর এক বোতল ভিনিগার দিয়া কাঠী বা কাষ্ঠের হাতা দ্বারা নাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। তাহার পর মাটীর, প্রস্তরের বা কাঁচের জারে পুরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে।

তেঁতুলের চাটনী।

খোসা ও বীচি ছাড়ান তেঁতুল	৷৹ সের
পরিষ্কার লবণ	।৹ পুয়া
কিস্‌মিস্	।৹ ,,
কাঁচা আদা	।৹ ,,
লঙ্কা চূর্ণ	⁄০ ছঃ
রসুণ	⁄৹ ছঃ

এই গুলিকে পিশিয়া বা বাঁটিয়া মিশাইয়া যতটুকু ভিনিগার দিলে সুবিধা হয় অর্থাৎ মাখা মাখা হয়, তদ্রূপ করিয়া বোতলে পুরিয়া ২।৩ সপ্তাহ রৌদ্রে রাখিলেই চমৎকার চাটনি হইবে এবং বহু দিন থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে আচার প্রভৃতি যাহাতে অম্ল জিনিস থাকে, তাহাতে কদাচ ধাতব কোন পাত্র বা নাড়িবার যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। ইহাতে জিনিসটা বিস্বাদ হয়, বিষাক্ত হইতে পারে।

চাটনীকে স্থায়ী করিতে হইলে তাহাতে ভিনিগার না দিলে অন্য উপায় দেখা যায় না। যাঁহারা রসুণ খাইতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা এটা বাদ দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু সুঘ্রাণ কম হইবে। চাটনার ব্যবসাও একটা বড় ব্যবসায়, চাটনী Oilman's store এ বিক্রয় হয় এবং অনেক সাহেব ইহা ব্যবহার করে।

সমালোচনা।

ভারতবর্ষের ইতিহাস—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর জন্য প্রণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ এফ, আর, জি, এস্ প্রণীত—তদীয়

সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে, ম্যাট্রিকিউলেসনের পরীক্ষার্থীগণ ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই ইতিহাস খানি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের জন্য প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর ইংরাজী বাঙ্গলা, সংস্কৃত এবং পালী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের একজন ফেলো ছিলেন—তাঁহার প্রণীত এই ইতিহাসখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক সংস্করণও হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাঁহার পুত্র প্রভাত চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাণীর সুবিজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ বি, এ মহাশয়ের সহযোগিতায় সংশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ সংযোজিত করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা দ্বারা ছাত্রগণের মহৎ উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ইতিহাসখানির দ্বারা শুদ্ধ যে ইতিহাস সম্বন্ধেই জ্ঞান লাভ হইবে, তাহাই নহে—এই ইতিহাস দ্বারা ভাষা শিক্ষারও যথেষ্ট সাহায্য হইবে। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করাইতে হইলে এই ইতিহাসখানিই প্রত্যেক স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা মনোনীত হওয়া উচিত। গ্রন্থখানি সচিত্র—ছাপা কাগজ সমস্তই সুন্দর মূল্য ১।০। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বি, সাঁকারী টোলা লেন, ২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদারের নিকট অথবা জে, সি, বানার্জ্জি ৪।৫ বি নং কলেজ ষ্ট্রীটস্থ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

চাণক্য-নীতি—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত। মূল্য ৶০ আনা মাত্র। বহুকাল আগে গুরুমহাশয়গণের পাঠশালাতে চাণক্য শ্লোক গুলি পাঠশালার বালকগণকে কণ্ঠস্থ করান হইত, তাহারা বড় হইয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিত, সংসারের নানা ঘটনায় চাণক্যের এই অমূল্য নীতিশ্লোক গুলি আবৃত্তি করিয়া বালক বালিকাগণকে নীতি শিক্ষা দিত। বহুদিন পরে আবার যে চাণক্য নীতিগুলি স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবে—তাহা মনেই হইত না। এক্ষণে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে চাণক্য নীতি পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে ইহা শুভ লক্ষণ।

প্রভাস বাবুর চাণক্য-নীতিতে প্রথমে মূল শ্লোক দিয়া তাহার পর পদ্যে সরল অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে বালকগণের পি, সি মুখোপাধ্যায় মূল এবং অনুবাদ একই সঙ্গে কণ্ঠস্থ হইয়া যাইবার সুবিধা হইবে। প্রত্যেক পাঠশালা এবং মধ্য ইংরাজী বিদালয় সমূহে ইহা পাঠ করাইলে বালকগণের চরিত্র গঠিত হইবে।

ধারাপাত ও শুভঙ্করী—এখানিও স্বর্গীয় পণ্ডিত নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ৶০ আনা।

কেমন করিয়া শিশুদের সুকোমল হৃদয়ে অঙ্ক এবং সংখ্যা উপাদেয় পদ্ধতিতে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, প্রভাত বাবু এই ধারাপাত খানিতে ঠিক সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। সাধারণ ধারাপাতে যাহা থাকে তাহাত আছেই, তা'ছাড়া সহজ শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি, শুভঙ্করের আর্য্যা এবং তাহাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠশালা এবং উচ্চপ্রাইমারী বিদ্যালয়ে এই ধারাপাত আদৃত হওয়া উচিত।

Anglo Bengali Word-Book বঙ্গবাণী পাঠশালার অধ্যক্ষ, ছাত্রশিক্ষা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ বি, এ, প্রণীত এবং পি সি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ।৶০

আলোচ্য পুস্তকখানি শুদ্ধ ওয়ার্ড বুকই নয়, ইহাতে ট্রাণশ্লেশন, কম্পোজিসন, গ্রামার, ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা প্রণালী প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মাইনর স্কুল এবং উচ্চ ইংরাজি স্কুল সমূহের ছাত্রগণের পক্ষে অতি আবশ্যকীয় পুস্তক হইয়াছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ৪৬ বি, সাঁকারী টোলা লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

শিশুবোধ বাঙ্গলা অভিধান—শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই অভিধান অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে প্রচলিত যাবতীয় শব্দের যত প্রকার অর্থ হইতে পারে, তৎসমুদয়, কৃদন্ত তদ্ধিতপ্রত্যয়, সমাস, পদপরিচয় প্রভৃতি আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সমস্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন বৈজ্ঞানিক, ভৌগলিক বহু পারিভাষিক শব্দ খ্যাতনামা চরিত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তক খানি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৩৫ ফর্ম্মা, ছাপা কাগজ

বান্ধাই খুব ভাল দাম মাত্র ১৸৹,এই অভিধান খানি শুদ্ধ ছাত্রদের কেন শিক্ষকগণের এবং সাধারণের অতি আবশ্যকীয় পুস্তক হইয়াছে। উপরোক্ত পুস্তকগুলি ৪৬ বি, সাঁকারী টোলা লেন শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট এবং কলিকাতার সমস্ত প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

সাধনা।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ইহাতে আছে। আশ্বিনের সংখ্যা পাঠে আমরা বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। "মহাভাব" প্রবন্ধটী অতীব সুন্দর ও ভাবপূর্ণ।

"গোবিন্দ দাসের কড়চার প্রামাণিকতা বিচার" প্রবন্ধটী সাধনার জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই নহে, কেবল উক্ত কড়চার সমালোচনা মাত্র। প্রবন্ধ লেখক সমালোচনাচ্ছলে বহু যুক্তি তর্ক দ্বারা গ্রন্থখানির প্রাচীনত্ব হ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমালোচনা সম্বন্ধে আমরা দুই এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমালোচক বলিতেছেন যে, পুস্তকের প্রারম্ভে ইষ্ট বন্দনা সূচক কোনরূপ মঙ্গলাচরণ নাই। ইহা আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সূচক। এই যুক্তিতে যে গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নষ্ট হইতেছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ও কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতিতে দেব দেবীর বন্দনা সূচক মঙ্গলাচরণ আছে, আবার কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে সেরূপ বিশেষ কিছুই নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রত্যেক কাণ্ডের শীর্ষে সংস্কৃত ভাষায় রামের একটু বন্দনা আছে মাত্র। কিন্তু কাশীরাম দাস একবারেই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে কাশীরাম দাসের প্রাচীনত্ব হ্রাস হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। আবার আমাদের পরিচিত ও অন্তরঙ্গ অপ্রখ্যাতনামা উনবিংশ শতাব্দীর কোন লেখক তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মঙ্গলাচরণ করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি তাঁহার পুস্তিকা গুলি প্রাচীন বলিয়া প্রমানিত হইবে কি? সমালোচক মহাশয় ভাষার বিচার করিতে গিয়া চণ্ডীদাসী ভাষার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন সংস্কৃত, পারস্য ও উর্দ্দূ ভাষায় ইঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্যই হউক বা রুচির অনুরোধেই হউক, তাঁহাদের রচনা মধ্যে অনেক ব্রজবুলি সন্নিবেশিত আছে। অন্যান্য ভাষায় অনভিজ্ঞতার কারণই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক গোবিন্দ দাসের খেলা খাঁটী বাঙ্গালা। সমালোচক আবার আধুনিক কবির রচনার সহিত তুলনা করিয়া গোবিন্দ দাসের রচনার কিয়দংশ ও আধুনিক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারে "সদ্ভাবশতকের এক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই দুইটী এই—

কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরি রাজে।
ধ্যান মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥
বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজন করে বাতাসে দুলিয়া॥
ঝর্ ঝর্ শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতকে

"ঝর্ ঝর্ করিতেছে প্রেমাশ্রু পতন।
ভ্রমে ভাবে তুহিনের পাত নরগণ॥"
"রঞ্জিত বিবেকাঞ্জনে যাহার নয়ন।
সে ই পায় সে পুরের দ্বার দরশন॥"
"তরঙ্গিনীতনু তনু শারদাগমনে।
নিরখি নয়নে আমি নিরখি নয়নে॥"

সমালোচক মহাশয় এই দুইটী পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিতে বলিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, তাহা হইলে কোন্‌টী কোন্‌টীর সাদৃশ্যে রচিত বুঝিতে কিছু মাত্র কষ্ট হইবে না। অর্থাৎ সমালোচকের উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচনা অনুকরণে গোবিন্দ দাসের কড়চা রচিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি যে কড়চার লেখা সরল বাঙ্গালা, আর সদ্ভাব শতকের লেখা, রঞ্জিত বিবেকাঞ্জনে তরঙ্গিনী-তনু' প্রভৃতি সংস্কৃত ভাঙ্গা কথায় পূর্ণ, যাহা আধুনিক বঙ্গভাষায় প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। সমালোচক আরও বলিতেছেন যে, সমগ্র বঙ্গদেশে কড়চার কোন প্রাচীন পুঁথি দেখা যায় না। আমরা কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কাঞ্চননগরে গোবিন্দ দাসের বংশীয়গণের নিকট তাঁহার হস্তলিপি কড়চা এখনও আছে এবং উহা প্রকাশের জন্য চেষ্টা হইতেছে।

কড়চার প্রথম পৃষ্ঠায় গোবিন্দ লিখিয়াছেন ;—

"চৌদ্দ শ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই।
অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই॥
ক্রমে পহুছিনু আমি কাটোয়ার ধাম।
সেথা আমি শুনিলাম শ্রীচৈতন্যের নাম॥"

১৪৩০ শকে গোবিন্দ গৃহত্যাগ করেন, আর গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ ১৪৩১ শকের ঘটনা এবং সন্ন্যাসকালীন তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই কথা উল্লেখ করিয়া সমালোচক বলিতেছেন, সন্ন্যাসগ্রহণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণের এক বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ কাটোয়ায় আসিয়াছেন ও শ্রীচৈতন্য নাম শুনিয়াছেন এই দুই কথাই সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, যে গোবিন্দের লেখায় এমন কিছু বোঝায় না যে, ১৪৩০শকে কাটোয়ায় আসিয়াছিলেন। ১৪৩০ শকে গৃহত্যাগ করিয়া ক্রমে ১৪৩১ শকে বা আরও পরে কাটোয়ায় পঁহুছিয়াছিলেন। সমালোচক আরও বলিতেছেন যে কাটোয়ার প্রাচীন নাম ছিল কাঞ্চন নগর পরে কণ্টক নগর বা কাটোয়া নাম হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে গোবিন্দের লেখা অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে গোবিন্দের বাসস্থান কাটোয়া নহে।

সমালোচক বলিতেছেন যে, গোবিন্দ কাটোয়ায় আসিয়া চৈতন্য সঙ্গিগণের মধ্যে যাহাদের দেখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অচ্যুতের বয়স ১৬ বৎসর ও তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের বয়স আনুমানিক ১২ বৎসর। প্রভুর বয়স তখন ২৩ বৎসর (সন্ন্যাস গ্রহণ কালে)। বালকদ্বয়ের এত অল্প বয়সে প্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী হওয়া অত্যাধিক বিচিত্র এমন কি মিথ্যা বলিতে' সমালোচকের দ্বিধা বোধ হয় নাই। একথার সত্যতা অনুভব করা সাধারণের পক্ষে দুরূহ বটে, যাহারা সাধন পথের পথিক, তাহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারে। বিশ্বম্ভরের বয়স যখন ছয় বৎসর মাত্র, তখন তিনি মুরারি গুপ্তকে জ্ঞান পথ ত্যাগ, ভক্তিপথ অবলম্বন ও শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের পক্ষে ১২ বা ১৬ বৎসর বয়সে প্রভুর সঙ্গ লাভ আমাদের বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় না। দশমবর্ষীয় বালককে গৃহত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।

সমালোচক আবার বলিতেছেন—"কড়চার ২৮ পৃষ্ঠায় গোবিন্দ বলিতেছে, সন্ন্যাসের পর ভক্তগণসহ বর্দ্ধমানে পৌঁছিবার পর 'মোর পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া প্রভু কহে। চল যাই গোবিন্দরে তোমাদের গৃহে॥' চৈতন্যদেব গোবিন্দকে লইয়া তথায় গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য যাইতে চাহিতেছেন। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং সন্ন্যাসী, গোবিন্দও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে উপস্থিত হওয়া ধর্ম্ম ও রীতি বিরুদ্ধ।" সুতরাং তাঁহার মতে একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মতিতে দার পর্য্যন্ত পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সমালোচনা পাঠে বোধ হয় যে কড়চার প্রাচীনত্ব নষ্ট করিবার জন্য সমালোচক যেন বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। যাহা হউক, কড়চা একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ বটে। কিন্তু উহার প্রাচীনত্ব নষ্ট করিবার জন্য গ্রন্থকারকে মিথ্যাবাদী পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে সমালোচক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। মোটকথা কড়চাখানি যদি প্রাচীনই হয়, তাহাতে সমালোচকের এত গাত্রদাহ কেন? ইহার প্রাচীনত্ব নষ্ট করিতে পারিলে তাঁহার কি ইষ্টলাভ বা যশোবৃদ্ধি হইবে বুঝিতে পারিতেছিনা।

কার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত।

গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আবদুল রসিদ নামক এক মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক গুলির আঘাতে নিহত হইয়াছেন। তিনি পীড়িত ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিমোনিয়া হইয়াছিল, তাঁহার দিল্লীর বাস গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় হত্যাকারী আবদুল রসিদ অপরাহ্ণে তাঁহার বাড়ীর দ্বারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের প্রার্থনা করে এবং বলিয়া পাঠায় যে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সে কিছু আলাপ করিতে চায়, এই প্রার্থনা শুনিয়া স্বামীজী বলেন যে, তাঁহার শরীর বড় দুর্ব্বল, অন্য একদিন আসিলে তাঁহার সহিত অতি আহ্লাদের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন, কিন্তু হত্যাকারীর পীড়া পীড়িতে তিনি তাহাকে ভিতরে আসিতে দেন।

উপরে যাইয়া আবদুল রসিদ পিপাসার

ভাণ করিয়া জল পান করিতে চায়, স্বামীজীর ভৃত্য ধরম সিং জল আনিয়া দিলে হত্যাকারী জলপান করিয়া গ্লাসটী চাকরের হাতে ফেরৎ দেয়। চাকর জলপাত্র রাখিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিবামাত্র নর পিশাচ স্বামীজীকে উপর্য্যুপরি গুলি করে, স্বামিজী তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যান। সম্ভবতঃ দুর্ব্বল শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। তাঁহার প্রভুভক্ত চাকর ধরম সিং প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিল, সে এখনও হাঁসপাতালে জীবিত কি মৃত তাহা বলিতে পারা যায় না। আবদুল রসিদ ধৃত হইয়া হাজতে রহিয়াছে, পুলিস জোর তদন্ত করিতেছে। দুর্ব্বৃত্ত উপর্য্যুপরি ৫টা গুলি করিয়াছিল, এই ঘৃণিত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত ভারতে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে যে একটা ঘোর ষড়যন্ত্র আছে, তাহা সুনিশ্চিত। স্বামীজীকে যে হত্যা করা হইবে, এই ভয় দেখাইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক বেনামী পত্র স্বামীজীকে দেওয়া হইয়াছিল, অনেক উর্দ্দু ইস্তাহার দিল্লীর বাজারে মারিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া শুনা যাইতেছে।

স্বামীজীর শবযাত্রার সময় কতকগুলি মুসলমান শোভাযাত্রীগণের উপর লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া কয়েকজন ধৃত হইয়াছিল।

এই সকল ঘৃণিত কার্য্যের জন্য মুসলমানের ধর্ম্মের উপর কিরূপ কলঙ্ক কালীমা মুসলমানগণ আরোপ করিতেছে, তাহা যদি তাহাদের বুঝিবার মত মস্তিষ্ক থাকিত, তাহা হইলে বুঝিত যে মহম্মদের ধর্ম্মের কি উজ্জল চিত্রই তাহারা আজ জগতকে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! যে ধর্ম্মে উদারতা নাই, কেবল নরহত্যার জন্য যে ধর্ম্মের ধর্ম্মাবলম্বীগণ বদ্ধ পরিকর, তেমন ধর্ম্মে লোকের কেমন করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি আসিতে পারে ইহা বুঝিবার ইহাদের ক্ষমতা নাই।

আব্দুল রসিদ বলিয়াছে যে "শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান ধর্ম্মের শত্রু—কাফের—সেই জন্য তাহাকে হত্যা করিয়াছি, আমার দুঃখ নাই, আমি পুণ্য কাজ করিয়াছি কাফের হত্যা করিয়া আমি স্বর্গে চলিয়া যাইব। এই হত্যার জন্য অন্য কেহ দায়ী নয়।"

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই নরাধম আবদুল রসিদ ফৌজ বাজারের প্রেসিডেণ্ট। সে হেজারত করিতে কাবুল গিয়া পিস্তলটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

আজ সমগ্র হিন্দু সমাজ শোকে মুহ্যমান, অনেক মুসলমানও এই ঘৃণিত কার্য্যের জন্য লজ্জিত এবং দুঃখিত বলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বীর, একবার তিনি গোরার সঙ্গীনের মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমান যে তাহার শত্রু, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, তথাপি তিনি আততায়ীকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিয়া আতিথ্য সৎকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাহার পর বিশ্বাসঘাতক অতিথি তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। মুসলমান সমাজ এইরূপ জঘন্য নিমকহারামীর কথা একবার চিন্তা করুণ। নরহত্যা করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায়? অনেক ভাল মুসলমান বলিতেছেন যে কাফের হত্যা করিলেই স্বর্গে যাওয়া যায়, কোরাণে এমন নির্দ্দেশ কোথাও নাই কিন্তু অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমানগণ কাফের হত্যা করিলেই সহজে স্বর্গে পৌছাইতে পারা যায় এইরূপ বিশ্বাস রাখে। শ্রদ্ধানন্দ স্বামী শুদ্ধি কার্য্য দ্বারা অনেক মুসলমানকে আর্য্য সমাজভুক্ত করিয়া লইতেছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রতি মুসলমানের রাগ। কিন্তু শত সহস্র খৃষ্টান মিশনারী সহস্র সহস্র এদেশবাসী হিন্দু মুসলমানকে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খৃষ্টান করিতেছে, তাহাতে মুসলমান নীরব—যেহেতুক সে যে শক্ত জাতি, এই খৃষ্টানের বিরুদ্ধে দাড়াইলে হয়তো মুসলমানের অস্তিত্ব ধরাবৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া

যাইবে, তাই গোঁয়ার বাদ্যে মুসলমানের নমাজের ব্যাঘাত হয় না—হয় কেবল হিন্দুর বাদ্যে। যাহা হউক, আমরা আশা এবং অনুরোধ করি, কোন হিন্দু যেন এই ব্যাপার লইয়া উত্তেজিত না হন। হিন্দু কোন ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে জানে না, কোন ধর্ম্মেই তাহার অবিশ্বাস নাই, তাহারা জানে—সর্ব্বজীবেই তিনি অবস্থিত, সেইজন্য কাহাকেও হত্যা করিতে তাহার হস্ত উত্তোলিত হয় না—সে শিক্ষা দীক্ষা হিন্দুর নাই। স্বামীজীর মৃত্যুতে দেশের জাতীয়তার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে অজ্ঞ মুসলমান সম্প্রদায় এই জাতীয়তায় অনভিজ্ঞ। মানুষকে মারিলে কি আন্দোলন কমে? বরং আরও দ্বিগুণ তেজে যে কোন আন্দোলনই হউক, বর্দ্ধিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। হিন্দু হও, মুসলমান হও, আগে দেশ—তবে ধর্ম্ম এ কথা ভুলিলে চলিবে না। ধর্ম্মের প্রেমই গৌরব—গোঁড়ামী ধর্ম্মান্ধতা ধর্ম্ম নয়—উদার ধর্ম্মেই মানব হৃদয় স্বেচ্ছায় আকৃষ্ট হয়—ভয় বা অত্যাচার দ্বারা হৃদয় বশ করা যায় না। ধর্ম্ম বিশ্বাস নিজস্ব, নিজের মনের মধ্যে সে বিশ্বাস কাহারও অত্যাচার দ্বারা কখনও কোথায় বিজিত হয় নাই, যে ধর্ম্মে উদারতা নাই, তাহা মানব চক্ষে নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। হজরত মহম্মদের ধর্ম্মে অজ্ঞ মুসলমানগণ কলঙ্ক অর্পন করিতেছে। ইহা অতিব দুঃখের কথা।

শ্রদ্ধানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জলন্ধর জেলায় তালবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। তাঁহার পিতা কাশীর পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। স্বামীজী তথায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি উকীল হন এবং বহুকাল জলন্ধরে ওকালতী করেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তিনি আর্য্যসমাজে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই আর্য্য সমাজের প্রধান নেতা মনোনীত হন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় গুরুকুলের উদ্বোধন হয়।

রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোর প্রতিবাদ হয়, তখন তিনি সেই প্রতিবাদে যোগ দেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদ কল্পে ইনি দিল্লীতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। দিল্লীতে জনসাধারণ যখন ঘোর প্রতিবাদ করিতেছিল, সেই সময় পুলিসের সহিত তাহাদের হাঙ্গামা হয়। সে সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অকুতোভয়ে পুলিসের বন্দুকের নিকট বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে ব্রতী হন। সে সময় হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন।

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া হিন্দু-সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু অন্য ধর্ম্মের লোককে হিন্দু ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করিবার রীতি না থাকায় হিন্দুরসংখ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। তিনি দেখিলেন যে, যদি হিন্দু সমাজের এই ক্ষয় রোধ করা না যায়, তবে হিন্দু জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। তখন তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আসগরী বেগম নাম্নী জনৈক বিদুষী মুসলমান মহিলা আসিয়া স্বামীজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই মহিলা শান্তিদেবী বলিয়া পরিচিতা। শান্তি দেবীর ধর্ম্মান্তর সম্পর্কে স্বামীজীর বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলায় স্বামীজী বে-কসুর খালাস পান।

তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তিনি তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অসবর্ণ বিবাহ দেন। তিনি জলন্ধরে বালিকাদের জন্য কন্যা

মহাবিদ্যালয় নামে একটী কলেজ স্থাপন করেন।

স্বামীজীর দুই পুত্র এবং এক কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র—তিনি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সেক্রেটারী। বর্ত্তমানে তিনি কোথায় আছেন জানা নাই। দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'অর্জ্জুন' পত্রিকার সম্পাদক। কন্যাটি জীবিত নাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বাংলার হিন্দু মুসলমান প্যাক্ট যাহাতে কংগ্রেসে গৃহীত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

A strong Point.

IN ADVERTISEMENT.

In advertising there is nothing more essential than logic. Persistence is a valuable portion, but the logic of advertisement does more to sell the goods than any other feature. A low price will not accomplish much unless the reason for low price is logical and appeals to the judgement of the people. There are many times when the reason is omitted entirely. It may be from oversight or because the advertiser fails to appriciate the value of giving a reason.

বিজ্ঞাপন দাতাগণের বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা।

বিজ্ঞাপন যাঁহারা দেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে বিজ্ঞাপনে অন্য কোন কথাই তত আবশ্যকীয় নয়, যেমন আবশ্যকীয় Logic ন্যায় যুক্তি। যুক্তিহীন বিজ্ঞাপন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দেওয়া এটা খুব আবশ্যকীয় বটে—কিন্তু বিজ্ঞাপনে জিনিস বিক্রয়ে যে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি অধিক কার্য্যকারী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুলভ মূল্যের কথাও বিশেষঃ কার্য্যকারী হয় না, যে পর্য্যন্ত যুক্তি দ্বারা লোকের মনে সুলভের প্রকৃষ্ট হেতু যুক্তিপূর্ণ ভাবে বদ্ধমূল করিয়া না দিতে পারা যায়।

কিন্তু বহু বিজ্ঞাপনে বহু বহু বার যুক্তি প্রদর্শনের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। বোধ হয়, এই আবশ্যকীয় তথ্যটী বিজ্ঞাপন দাতাগণের চক্ষু এড়াইয়া যায়, না হয় বিজ্ঞাপন দাতা এই যুক্তি প্রদর্শনের মূল্যই বুঝেন না।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন তত্ত্ববিদ্, তাহারা এই কথাগুলি বলিয়া থাকেন এবং এই কথাগুলি যে কত মূল্যবান, তাহা যদি বিজ্ঞাপন দাতাগণ বুঝিতেন তাহা হইলে কেন বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বিফল কাম হয়েন তাহা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

আমার জিনিস ভাল, এই কথায় এখন কেহ ভুলিতে চায় না বা মুগ্ধ হয় না—কেন ভাল, কেন আমার জিনিস ক্রয় করা উচিত এ কথা না শুনিতে পাইলে কেহ ক্রেতা হইতে চাহে না।

যদি কোন জিনিষ বিক্রয়ের উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার যথাযথ বর্ণনা সবল যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দিলে বহু

(পরপৃষ্ঠা দেখুন)

লোকই তাহা ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু সেই যুক্তি প্রদর্শন যেন ন্যায় সঙ্গত হয়।

Advertisement which lacks logic is like music that lacks harmony.

অর্থাৎ ন্যায় ও যুক্তিশূন্য বিজ্ঞাপন স্বর-বিন্যাস-বিহীন সঙ্গীতের মত। তেমন বিজ্ঞাপন সকলের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না।

আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন দাতাগণ তাঁহাদের কেনা জায়গায় যুক্তিহীন কত অসার অবাস্তব কথাই বলিয়া থাকেন—তাহা দেখাইয়া দিতে যাইলে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ বিজ্ঞাপনে যখন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েন, তখন কাগজের দোষ দিয়া একেবারে বিজ্ঞাপন দিতে নিরস্ত হইয়া কারবারের শেষ অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া সরিয়া পড়েন॥

Manager
Universal Advertising Agency.
Calcutta.

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

১৯২৬ সালের "কাজের লোকের" কেবল আবশ্যকীয় বিষয় সমূহের

সূচীপত্র।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

টংকিওর

আমরা বি, এ, রায়—৬২ নং জয়নারান বাবু ও আনন্দ দত্তের লেন, খুরুট, হাবড়া হইতে ১ শিশি "টংকিওর" উপহার পাইয়াছি, ইহা মুখের ও জীভের ঘাএর বাস্তবিক একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, প্রতিশিশি মূল্য ।০ আনা, ২।৩ দিন ঘৃতের সহিত জীহ্বার ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত সারিয়া যায়।

গ্রাহকগণের প্রতি

সানুনয় নিবেদন।

বর্ষ শেষ হইল। নূতন বর্ষের জন্য বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা দয়া করিয়া জানুয়ারীর মধ্যে অতি অবশ্য মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। ভিঃ পিঃ করার বড় কষ্ট, আশা করি, প্রত্যেক সদাশয় গ্রাহক যেন আমাদিগকে এই কষ্টজনক কার্য্য হইতে রক্ষা করেন। ভিঃ পিতে আপনাদেরও অনর্থক ব্যয় হইয়া থাকে, কেন? অনর্থক ব্যয় করা। যাঁহারা এবৎসর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া এই সংখ্যা পাইয়াই জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব।

ম্যানেজার
"কাজের লোক" পত্রিকা।

ভ্রম সংশোধন।

নভেম্বর মাসের ১৪৫ পৃষ্ঠায় Runious স্থলে Ruinous হইবে।

ডিসেম্বর সং ১৬৭ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভে জে, সি, ব্যানার্জ্জী ৪।৫ বি নং স্থলে ৫৪।৫ বি নং কলেজ ষ্ট্রীট হইবে।

ঐ ১৬৭ পৃঃ দ্বিতীয় স্তম্ভে ৩য় প্যারা প্রভাস বাবু স্থলে প্রভাত বাবু হইবে এবং ঐ স্তম্ভেই ধারাপাতের সমালোচনায় ধারাপাতের মূল্য ৴০ আনা স্থলে ৵০ হইবে।

১৭২ পৃঃ শেষ কলমে P. O. Barnagore স্থলে Baranagore. হইবে।

১৬৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলমে ৫ম পংক্তিতে প্রভাস চন্দ্র স্থলে প্রভাত চন্দ্র হইবে।

ব্যস্ততা বশতঃ উপরোক্ত ভ্রমগুলি হইয়াছে পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

কাজের লোক আফিস।
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, নিউ সরস্বতী প্রেসে শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও তৎকর্ত্তৃক
২ নং রাজেন্দ্র দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর মন্দির।